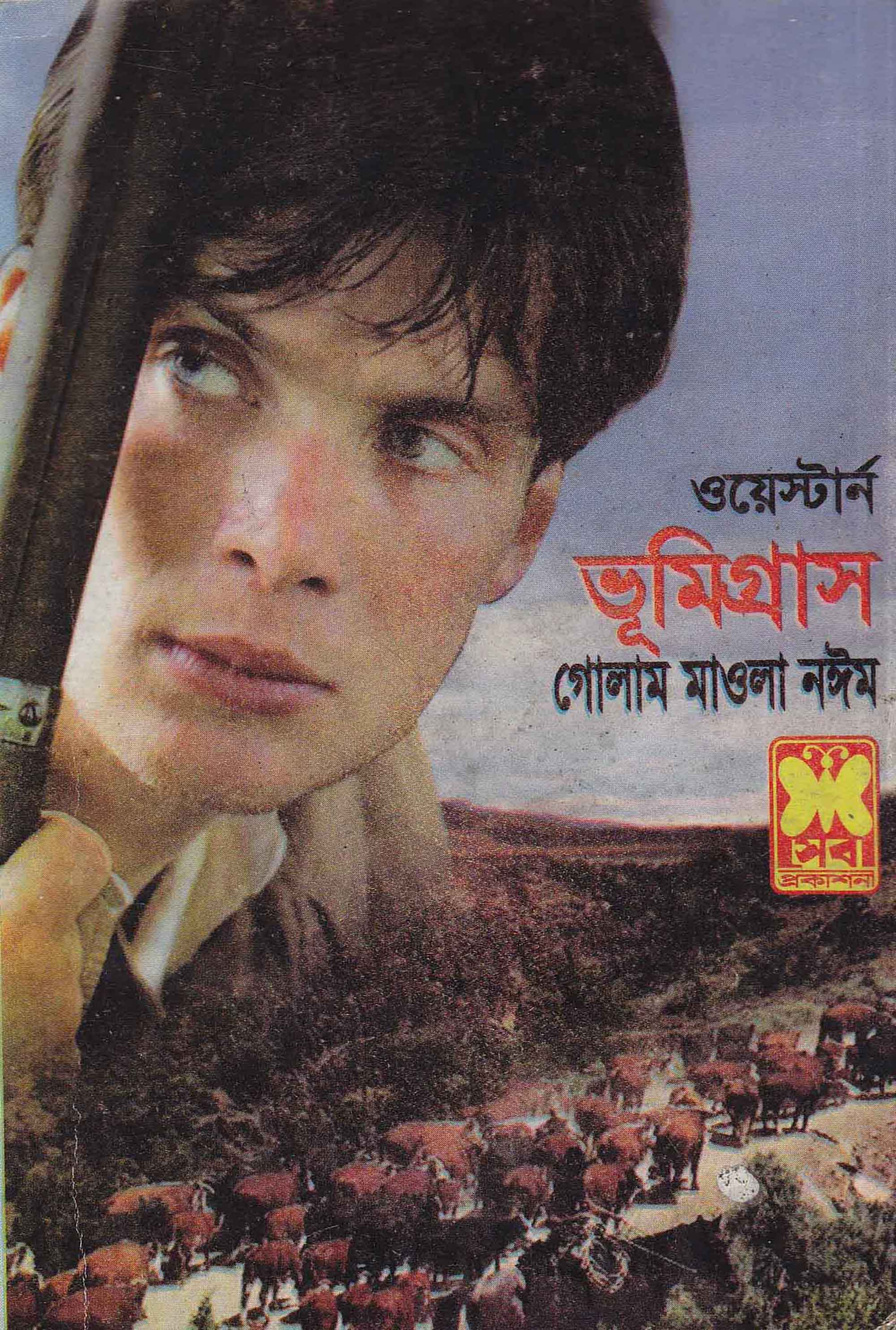

ওয়েস্টার্ন
ভূমিগ্রাস
গোলাম মাওলা নঈম
সেবা
প্রকাশনী

এক

দীর্ঘ উনিশ মাস। প্রায় দুই বছর। এতদিন পেরিয়ে গেছে, অথচ ক্লিণ্ট হেডেনের মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফিরে এল স্যাডলরক শহরে। সিলভার ফ্ল্যাট এলাকার সীমানা-ঘেঁষা শহরটা মোটেও বদলায়নি, যেমন দেখে গিয়েছিল তাই আছে। শ্রেণী আর জাতের বৈষম্য ও পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিষাক্ত ঘৃণা, সংঘর্ষের আশঙ্কা, দমবন্ধ করা পরিবেশে হাঙ্গামার পূর্বাভাস—সবই বর্তমান!

উনিশটা মাস। দেড় বছর। কিন্তু ক্লিণ্টের কাছে দেড় যুগের চেয়েও বেশি দীর্ঘ মনে হয়েছে। উনিশ মাসের মধ্যে গুনে গুনে বারো মাস কাটাতে হয়েছে টেরিটরিয়াল কারাগারে উঁচু দেয়ালের ভিতর। পাগলা কিসিমের এক জজের খেয়ালী রায়ের সাজা ভোগ করেছে। ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা অন্য সবার চেয়ে তার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

প্রশ্নসাপেক্ষ সেই সাজা কোন আপত্তি বা অভিযোগ ছাড়াই মেনে নিয়েছিল ক্লিণ্ট, যা আদপে ওর প্রাপ্য ছিল কি-না তা নিয়ে ভাবেনি। সবকিছুতে অনীহা চলে এসেছিল। সবচেয়ে বড় কথা স্যাডলরক থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল ও। পোকার খেলতে বসে অন্য কেউ তাস বাঁটলে যা পায়, তাই নিয়ে যেমন খেলে যায়, কিংবা জীবনে নানা অপছন্দের ঘটনা যেভাবে মেনে নেয় বা সমস্যার মোকাবিলা করে, ঠিক সেভাবে প্রহসনমূলক বিচারের রায় মেনে নিয়েছিল।

জেলে ঢোকার আগে ঘোড়া, স্যাডল-ব্রিডল আর অস্ত্র বিক্রি করে সেই টাকা ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর উদ্দেশে ড্রাফট করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রিয় অস্ত্র, কদাকার চেহারার খাটো শটগানটা বেচে দিতে খারাপ লেগেছিল, বিশেষ করে যেহেতু ওটার বদৌলতে *শটগানার* হিসাবে বেশ খ্যাতি হয়ে গিয়েছিল ক্লিন্টের, কিন্তু উপায় ছিল না।

সিলভার ফ্ল্যাটের এই মাটি কেড়ে নিয়েছে ওর ভাই ব্রায়ানকে, সাইক্লোনের মত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল এলাকায়; অনেকের মত ব্রায়ানও তীব্র বিদ্বেষ, রেষারেষি, ঘৃণা আর আক্রোশের বলি হয়ে গেছে। কেউ স্বামী, কেউ বাবা বা ভাই হারিয়েছে। অনেকের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু আদপে শান্তি আসেনি। যে অশান্তির বীজ বোনা হয়েছিল, সেটা এখন গাছ হয়ে একটু একটু করে বড় হয়ে গেছে।

ক্লিন্ট চেষ্টা করেছিল গাছটা কেটে ফেলতে, আংশিক সফলও হয়েছিল; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে স্রেফ কয়েকটা শাখা ছেঁটে দিতে পেরেছিল। গাছটা পূর্ণ বিস্তার লাভ করেছে এই দেড় বছরে। বেশ ডালপালা গজিয়েছে।

জেল থেকে বেরিয়েছিল শূন্য হাতে। পরের সাত মাস প্রস্তুতি নিয়েছে—কাজ করে পেট চালিয়েছে এবং একটু একটু করে টাকা জমিয়ে ঘোড়া, স্যাডল-ব্রিডল, কাপড়, অস্ত্র আর আনুষঙ্গিক টুকিটাকি জিনিস কিনেছে।

এবারের অস্ত্রটা একটু ভিন্ন। শটগানই, তবে তিন ব্যারেলের। এক আঙুল লম্বা জোড়া-ব্যারেলের মাঝখানে ফর্টি-ফোরের নল বিশেষভাবে বসিয়ে দেওয়া, শটগানের মাযলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেটে খাটো করে ফেলেছে ক্লিন্ট। সামনে থেকে দেখলে তিন নলের শটগান মনে হয়। বাঁটও নিপুণভাবে সেট করা। আগেরটার মত কদাকার না-হলেও কার্যকারিতা কোন অংশে কম হয়নি। ভারী ও মসৃণ বাঁট অনায়াসে মুঠিতে

জায়গা হয়ে যায়, আর দর্জির হাতে নিপুণভাবে তৈরি ভাঁজ করা কাপড় যেমন সহজে বসে থাকে কব্জির উপর, ওটার মাযলও তেমনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ে ক্লিন্টের কব্জির উপর।

তবে অস্ত্রটা স্রেফ অভ্যাসের কারণে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত ব্যবহার করার দরকার পড়েনি। ক্লিন্ট ভাবেওনি স্যাডলরকে এসে ওটার প্রয়োজন হবে। কিন্তু অনিশ্চয়তায় ভরা বুনো পশ্চিমে অস্ত্র ছাড়া থাকার বিলাসিতা খুব কম মানুষেরই আছে, তাই সঙ্গে রাখা; সাবধানের মার নেই, কখন কাজে লেগে যায়!

অস্থির দিনগুলো জেলে যাওয়ার আগে গত হয়ে গেছে, ক্লিন্ট ভেবেছিল, ও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিলভার ফ্ল্যাটেও শান্তি স্থাপিত হয়েছে। হেনরি কলিন্স, গাস ব্র্যাডক আর অন্যদের সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর শোডাউনের পর সমস্ত শত্রুতা বা বিদ্বেষের সমাপ্তি হওয়ার কথা। ক্লিন্ট স্বপ্ন দেখেছে—ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ তৈরি করে বাকি জীবন শান্তিপূর্ণভাবে কাটিয়ে দেবে, সংসারী হবে—যদি এখনও ওর অপেক্ষায় থেকে থাকে মেরি কেলসি।

এখানে আসার প্রস্তুতি নেওয়ার পর্বটা সহজ হয়নি ক্লিন্টের জন্য। কয়েকদিন তো প্রায় না-খেয়ে ছিল। পকেটে ফুটো পয়সাও ছিল না, সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে, কে কাজ দেয় ওকে? কিন্তু একসময় উতরে গেছে সমস্ত প্রতিকূলতা।

আসলে জীবনের শুরু থেকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে ওকে, ঠিক যেন প্রস্তুতি নিয়েছে পরবর্তী জীবন বা ভবিষ্যতের জন্য। ভবঘুরে হিসাবে একসময় ঘুরে বেড়িয়েছে পশ্চিমের আনাচে-কানাচে, নানা কিসিমের মানুষের সঙ্গে মিশেছে; কিন্তু ঘরে ফেরার সুপ্ত তাগিদ মনে সবসময় ছিল। সেজন্য নিজেকে তৈরি করার সংগ্রামে বা প্রশিক্ষণে যেন রত ছিল বছরের পর বছর।

প্রস্তুতি মন্দ হয়নি। ঘুরে ঘুরে শিখেছে ক্লিন্ট। শেষে ক্যানাডা আর অ্যারিজোনা ঘুরে স্যাডলরকে এসেছিল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দুনিয়ায় ব্রায়ানই ছিল ওর একমাত্র আত্মীয়। এসে

জানল অ্যাম্বুশে খুন হয়ে গেছে সে।

কর্তব্য স্থির করতে দেরি করেনি ক্লিন্ট। সেই মুহূর্ত থেকে ব্রায়ানের খুনীর খোঁজে নেমে পড়ল, এবং প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জড়িয়ে গেল বেসিনে চলমান ভূমিগ্রাসের লড়াইয়ে।

লেনদেন যখন চুকে গেল, ততক্ষণে সিলভার ফ্ল্যাটের মাটিতে প্রায় ডজনখানেক নতুন কবর তৈরি হয়েছে। এদের মধ্যে ওর বন্ধু বব মর্গানও ছিল। পেশায় বাউন্টি হান্টার ছিল সে। কুখ্যাত এক আউটলর খোঁজে এসেছিল, স্যাডলরকে এসে তাকে খুঁজেও পেল। এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করল মর্গান–ক্লিন্টের পাশে দাঁড়িয়ে গেল আর আউটলকেও নিকেশ করল। তবে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি শেষপর্যন্ত।

কেলসিদের র‍্যাঞ্চের আঙিনায় সেই ভয়ঙ্কর গানফাইটের কথা ভুলবে না ক্লিন্ট। ভুলবে কী করে? দু'জনে মিলে সাতজন লোকের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজে মরার আগে তিনজনকে খুন করে গিয়েছিল মর্গান। বিস্ময়ের ব্যাপার তার একটা গুলিও ফস্কায়নি। প্রতিটি টার্গেটে বিঁধেছিল। সেদিন স্বয়ং আযরাইল যেন ভর করেছিল মর্গানের উপর। ক্লিন্ট মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে মর্গান সেদিন অমন ভয়ঙ্কর না-হয়ে উঠলে এখন কবরেই থাকত ও।

ওই ঘটনা সিলভার ফ্ল্যাটের সমস্ত র‍্যাঞ্চারের মানসিকতা পাল্টে দিয়েছিল। এর আগে প্রায় প্রত্যেকে অবজ্ঞা আর সন্দেহের চোখে দেখত ক্লিন্টকে, কেউ কেউ বিদ্বেষ প্রকাশ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি, বিরোধিতাও করেছে অনেকে। বেসিনের তাবৎ জমি গ্রাস করতে তৎপর হেনরি কলিন্সের বিরুদ্ধে তাদের একাট্টা করতে পারেনি ক্লিন্ট, বরং ওকেই কলিন্সের ভাড়াটে গানম্যান মনে করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু কেলসিদের র‍্যাঞ্চে ওর হাতে কলিন্সের মৃত্যুর পর এক লহমায় বন্ধু হয়ে গেল সবাই। দশটা করে গরু দিতে রাজি হয়ে গেল

প্রত্যেকে, ক্লিন্ট যাতে নিজে র‍্যাঞ্চ শুরু করতে পারে। ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা আর স্বীকৃতির প্রমাণ।

প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারত ক্লিন্ট, সেক্ষেত্রে মেরিকে নিয়ে দেখা স্বপ্নও পূরণ হত, কারণ বিয়ে করে সংসারী হয়ে যেত। মেরি ওর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ক্লিন্টের আশঙ্কা ছিল অতীতের ভুতুড়ে ছায়ারা অশান্তি তৈরি করবে ওর জীবনে, মৃত প্রতিটি মানুষ রাতের ঘুম হারাম করে দেবে; কারণ কিছুটা হলেও অপরাধবোধে ভুগছিল। ভাইয়ের মৃত্যুর শোধ নিতে গিয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ খুন করতে হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে বলে মন মেনে নিতে পারেনি।

র‍্যাঞ্চারদের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে স্যাডলরক ছেড়ে চলে গিয়েছিল ক্লিন্ট, এক ইউএস মার্শালের কাছে ধরা দিয়ে সমস্ত কিছু খুলে বলেছে। ধারণা ছিল সামান্য হলেও অন্যায় করেছে, তাই প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। অন্তত আইনের চোখে ওর কার্যকলাপ বৈধ হলো কি-না জানা উচিত বলে মনে করেছে।

আসলে অর্বাচীনের মত কাজ করেছে। তবে ক্লিন্ট ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি জজ বিমাতাসুলভ আচরণ করবেন, ওর সদিচ্ছার মূল্যায়ন করবেন না। অথচ তাই হয়েছে শেষে। একতরফা শুনানির পর এক বছরের জেলের রায় ঘোষণা করেছেন তিনি।

এসব এখন সুদূর অতীত। আজ ক্লিন্ট হেডেন মুক্ত মানুষ। যার পিছুটান নেই। কোন দায় নেই। নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। যেখানে খুশি।

অন্য কোথাও চলে গেলে পারত। আরও পশ্চিমে বিস্তীর্ণ জমি পড়ে আছে, মাইলের পর মাইল; এমনও জায়গা আছে যেখানে সাদা মানুষের পা পড়েনি। পছন্দসই জমি বেছে নিলেই হলো। তারপর নিজের মুরোদ দেখানোর পালা।

কিন্তু মেরি কেলসিকে ভুলে যায়নি ক্লিন্ট, কিংবা মেয়েটিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও বিস্মৃত হয়নি। শুধু ওর কারণে এখানে আসা।

অথচ মনটা কু গাইছে। কোথাও একটা গড়বড় আছে। এই ঝিম মারা পরিবেশে বিপদের গন্ধ! স্যাডলরকের প্রান্তে স্যাডলে বসে চিন্তিত দৃষ্টিতে রঙ ঝলসে যাওয়া কাঠামোগুলো জরিপ করে খুশি হতে পারছে না ক্লিন্ট, বরং শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

ল-অফিসের পাশের দালানে ছিল হেনরি কলিন্সের অফিস। বিশাল সাইনবোর্ডটাও আছে, তবে **কলিন্স ল্যাণ্ড কোম্পানি** লেখা উধাও হয়ে গেছে, বরং সেখানে লেখা: **দ্য ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানি**।

ঝাড়া কয়েক মিনিট বড়বড় লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্ট। কেলসিদের র‍্যাঞ্চের আঙিনায় দেড় বছর আগে মারা গেছে হেনরি কলিন্স, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জমিখেকো মানুষগুলোর পুরো সিলভার ফ্ল্যাট বেসিন দখল করার খায়েশেরও কবর হওয়ার কথা, অন্তত তাই ভেবেছিল ক্লিন্ট।

অথচ আদপে তা হয়নি।

সেই গুজবটাই সত্যি তা হলে—ক্লিন্টের মনে পড়ল—দেড় বছর আগে হেনরি কলিন্সকে ভূমিদস্যুদের পালের গোদা নয়, বরং বিশাল চক্রের স্রেফ প্রতিনিধি বলে সন্দেহ করত কেউ কেউ। সমৃদ্ধ সিলভার ফ্ল্যাট বেসিনের দিকে লোভী দৃষ্টি পড়েছিল এদের, কারণ এখানকার ঘাস তাবৎ কাউন্টির মধ্যে সেরা, সারা বছর জমিতে পানি থাকে। র‍্যাঞ্চিংয়ের জন্য আদর্শ।

অবচেতন মনে ঝামেলার আভাস টের পাচ্ছিল ক্লিন্ট, এখন বোধহয় তার বাস্তব রূপ দেখতে পাচ্ছে। এমন কোম্পানি মানেই সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী চক্র। সবকিছু গ্রাস করতে চায় এরা। শক্তি, সামর্থ্য বা বাহুবলে এদের সঙ্গে সাধারণ র‍্যাঞ্চার বা নেস্টররা কখনোই পেরে ওঠে না। প্রতিনিধি বা পরিচালক বদল

হয়, কিন্তু আসল মালিক ঠিকই আড়ালে থেকে যায়। এখানেও কি তাই ঘটেছে? দেড় বছর আগের চূড়ান্ত শোডাউনে হেনরি কলিন্সের মৃত্যুর পরও কি বেসিনের রক্তাক্ত লড়াই শেষ হয়নি?

মনটা তেতো হয়ে গেল ক্লিন্টের। স্বপ্ন ওকে তাড়িয়ে এনেছে এখানে, প্রত্যাশার ফানুস তৈরি করেছে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে স্বপ্ন বা প্রত্যাশার ফানুস ফেটে যাবে।

চট করে হুয়ান মোরালেসের স্টোরের দিকে চলে গেল ক্লিন্টের দৃষ্টি। স্থানীয় মানুষ। জাতে স্পেনিয়ার্ড। ধীর-স্থির, সৎ ও সুবিবেচক বলে স্পেনিশ এবং মেক্সিকান, উভয় জাতের লোকজন তাকে অঘোষিত নেতা মনে করে।

বরাবর ক্লিন্টের সঙ্গে সৎ ও ন্যায্য আচরণ করেছে বুড়ো, চমৎকার বোঝাপড়ার কারণে দু'জনের মধ্যে বয়সের বিস্তর ব্যবধান থাকলেও বন্ধুত্ব তৈরি হতে সময় লাগেনি। পুরো এলাকায় ক্লিন্টের অকৃত্রিম বন্ধু বলে কেউ যদি থাকে তো সেই লোক হচ্ছে হুয়ান মোরালেস।

যদিও দেড় বছর আগে বেসিনে শুধু ভূমিদস্যু হেনরি কলিন্সের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েনি র‍্যাঞ্চাররা, বরং ল্যাটিন অর্থাৎ স্প্যানিশ ও মেক্সিকানদের সঙ্গে গ্রিংগোদের শত্রুতাও ছিল। দুই জাতের মানুষের মধ্যে এমন অবিশ্বাস, বিদ্বেষ বা রেষারেষি পশ্চিমের আর কোথাও দেখেনি ক্লিন্ট। হয়তো এখানে স্থানীয় লোকসংখ্যা বেশি বলে, কিংবা স্থানীয়দের কর্তৃত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি বলে। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে এদের কোন্দলের কারণেই সুবিধা পেয়েছিল হেনরি কলিন্স ও তার কোম্পানি, কারণ মেক্সিকান আর গ্রিংগোরা কখনোই একাট্টা হতে পারছিল না। কোম্পানির আগ্রাসন ঠেকাতে তাদের একাট্টা হওয়ার বিকল্প ছিল না।

হুয়ান মোরালেস কখনোই এসবে আমল দেয় না। মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার করে সে। ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করে।

তাই গ্রিংগো হলেও ক্লিন্টের সঙ্গে ঠিকই খাতির হয়ে গিয়েছিল তার। জাতভাইরা সেটাকে ভাল চোখে দেখেনি জেনেও পাত্তা দেয়নি মোরালেস, কে কী ভাবল তাতে থোড়াই পরোয়া করে। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকাই বুড়োর কাছে আসল ব্যাপার।

এমনকী ব্রায়ান হেডেনকেও অবজ্ঞার চোখে দেখেনি সে। অথচ বেসিনের তাবৎ লোক ক্ষুদ্র স্প্রেডের মালিক বলে ব্রায়ানকে হেয় করত, কোন আসরে বা অনুষ্ঠানে গেলে পাত্তা দিত না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মোরালেস। ক্লিন্ট তো পেয়েছেই, ব্রায়ানও সবসময় ন্যায্য আচরণ পেয়েছে বুড়োর কাছ থেকে।

দেড় বছরে কী ঘটে গেছে তা জানার তাগিদ অনুভব করছে ক্লিন্ট। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র বা উৎস হতে পারে মোরালেস। ঠিক খবর পাওয়া যাবে তার কাছে।

হসল্যার রেমন হার্নান্দেজের কাছ থেকেও খবর পাওয়া যেতে পারে। ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে বড় হয়েছে ওরা।

তবে যৌবনের শুরু থেকে বদলে গিয়েছিল হার্নান্দেজের মানসিকতা। গ্রিংগোদের প্রতি বাঁকা দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়ে পড়ে সে, অন্য সব মেক্সিকানের মত সেও ক্লিন্টকে শত্রু ভেবে বসে।

এই বিদ্বেষের কারণ বড় অদ্ভুত। সিংহভাগ ল্যাটিন মনে করে স্পেনের মহামতি রাজার দান করা জমি ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে সাদা অর্থাৎ গ্রিংগোরা, তাই সব গ্রিংগো ওদের শত্রু। এ ধারণা যেদিন প্রথম মাথায় ঢুকেছে হার্নান্দেজের, সেদিন থেকে ক্লিন্ট হেডেন ওর শত্রু হয়ে গেছে। শুধু হেডেন নয়, আমেরিকার তাবৎ গ্রিংগো।

সময়ে অনেক কিছুই বদলেছে, তবে ল্যাটিনদের মানসিকতার বদল হয়নি। স্পেনের রাজার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল ওদের, দানের জমি ভোগও করেছে, কিন্তু এর বৈধতা বা

কার্যকারিতা ১৮৪০ সালের পর বাতিল হয়ে গেছে; কারণ ল্যাটিন অধ্যুষিত বা স্পেনের রাজার দানকৃত এ-সমস্ত প্রদেশ বা এলাকা আমেরিকার ভৌগলিক পরিসীমায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর সঠিকভাবে বা আদৌ নিবন্ধিত হয়নি বলে মুক্ত ও আবাদযোগ্য এলাকা হিসাবে রুল জারি করে আদালত। চাইলে যে-কেউ বসতি করতে পারবে। জেদী ল্যাটিনরা নিজ গরজে নিবন্ধন করেনি, গোঁ ধরে বসে ছিল ওদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে, কোথাও কোথাও আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু কোন আপত্তি বা অনুযোগই হালে পানি পায়নি। একজন একজন করে সাদা মানুষ এসেছে, নতুন নতুন জায়গায় বসতি করেছে। ক্রমে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ল্যাটিনরা, সেই সঙ্গে ওদের অসন্তোষও বেড়েছে।

ইদানীং অনেকেই বাস্তবতা মেনে নিয়েছে। সহাবস্থান করছে গ্রিংগোদের সঙ্গে। তবে স্যাডলরক বোধহয় ব্যতিক্রম। এখানকার বেশিরভাগ ল্যাটিন এখনও সাদাদের অবাঞ্ছিত মনে করে, শত্রু ভাবে, অবিশ্বাস করে। ঠেকায় না-পড়লে সহযোগিতা করতে চায় না।

হুয়ান মোরালেসের সঙ্গে দেখা করাই ঠিক হবে। আসল সত্য জানতে পারবে–যে সত্যে ঘৃণার মিশ্রণ থাকবে না, সামাজিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হবে না। দায়িত্ববান ও বিচক্ষণ লোক হিসাবে সবার শ্রদ্ধেয় সে, ক্লিন্টের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না। সত্য প্রকাশে বুড়ো আপসহীন।

হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল ক্লিন্ট। সামান্য যে দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল, তা দমিয়ে রেখেছে; দেখাই যাক না, কী পাওয়া যায়। ওর আশঙ্কা ভুলও হতে পারে। হয়তো আদপে ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানির ভূমিকা এখানে র‍্যাঞ্চারদের স্বার্থবিরোধী নয়।

মূল রাস্তা ধরে ধীর পায়ে এগোল ঘোড়াটা। গুটিকয়েক দালান পেরিয়ে গেল। কিন্তু স্যাডলরককে অ্যাডোবি আর ফলস-

ফ্রন্টের কাঠামোই তুলনামূলক বেশি। স্টোরের সামনের হিচর‍্যাকের ধারে পৌঁছে ঘোড়া থামাল ক্লিন্ট, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যাডল ছাড়ল। টানা রাইড করেছে বলে ক্লান্ত বোধ করছে, তবে তারও বেশি কাতর হয়ে পড়েছে খিদেয়। পেটে ছুঁচোর নাচন শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু হুয়ান মোরালেসের সঙ্গে সাক্ষাতের বিকল্প নেই, কারণ বেসিনের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে অধীর হয়ে পড়েছে ক্লিন্ট। শুধু তার কাছেই সঠিক খবর জানা যাবে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ঘৃণা, পক্ষপাত বা বিদ্বেষ–সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলে ধরতে জানে মোরালেস। মানুষ হিসাবেও খুবই নম্র, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল বুড়ো। বেসিনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লোক হিসাবে সুনাম আছে তার।

দীর্ঘদেহী মানুষ ক্লিন্ট হেডেন। রোদপোড়া মুখে কাঠিন্য ভরা, চাহনি নির্বিকার। চওড়া পেশিবহুল কাঁধ। প্রত্যয়মেশানো চলন, তবে এখন জড়তায় ভরা; টানা রাইডের ধকল। রাতটা টুইন ফর্কে কাটিয়ে সূর্য ওঠার আগেই যাত্রা করেছে, আর এখানে এসে প্রথম থামল।

ঝাড়া দুই মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল ক্লিন্ট, জড়তায় আক্রান্ত সব পেশিকে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ দিল। ঝিম মেরে থাকা মাংসপেশিতে সাড়া এল ধীরে ধীরে। মস্তিষ্কের সঙ্গে দেহ-মনের সমন্বয় টের পেল ক্লিন্ট, দৃষ্টি তুলে পোর্চ ছাড়িয়ে স্টোরের দিকে তাকাল।

পোর্চের খিলান থেকে দড়ি দিয়ে মাটির পাত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে কয়েক রকম ক্যাকটাস লাগানো হয়েছে। বুনো এই ফুলের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে মোরালেসের; নিজস্ব বাড়ি ও স্টোর–সব জায়গায় নিজের রুচির প্রমাণ রেখেছে বুড়ো। স্টোরের আনাচে-কানাচে টবে বাহারী ক্যাকটাস তো আছেই, বারান্দা বা পোর্চও বাদ যায়নি। তার বাড়ির সামনের

আঙিনায় বেশ বড়সড় অংশ জুড়ে শুধুই ক্যাকটাসের বাগান রয়েছে।

স্যাডল-হর্নের সঙ্গে বিশেষ কায়দায় ঝুলিয়ে রাখা খাটো শটগান হাতে তুলে নিয়ে স্টোরের দিকে এগোল ক্লিন্ট। অ্যাডোবি দালানের পোর্চের সিঁড়িতে পা রেখে দরজা-পথে ভিতরে দৃষ্টি চালাল। ঢুকেই বাম দিকে কাউন্টার, জানা আছে ওর, তবে বাইরে থেকে দেখা যায় না। পুরো দোকান নানা জিনিসপত্রে ঠাসা, খালি জায়গা নেই বলতে গেলে।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ক্লিন্ট, স্টোরের ভিতরটা এখন পুরো দেখতে পাচ্ছে। খদ্দের নেই, আর কাউন্টারে মোরালেসও নেই। হয়তো ভিতরে রয়েছে। পিছনের ছোট্ট একটা কামরা রেস্ট রুম হিসাবে ব্যবহার করে সে। ক্লান্তি লাগলে বিশ্রাম নেয়, কিংবা কোন রাতে যদি বাড়ি ফিরতে না-পারে তা হলে এখানেই রাত কাটিয়ে দেয়।

'*সেনর* মোরালেস?' ডাকল ক্লিন্ট।

জবাব এল না, কিংবা কেউ দেখাও দিল না।

হয়তো পিছনের কোয়ার্টারে বিশ্রাম নিচ্ছে বুড়ো। জায়গাটা তার ব্যক্তিগত, সেখানে উঁকি মারার ইচ্ছে নেই ক্লিন্টের, রুচিতে বাধছে। মোরালেসের সঙ্গে এখুনি যে দেখা করতে হবে, এমন নয়, বরং একটু পরে হলেও চলবে।

তবে ক্লিন্টের ধারণা স্টোরে বা দালানে নেই বুড়ো, কারণ কোয়ার্টারে থাকলে দরজা খোলা বা বন্ধের শব্দ নিশ্চয়ই তার কানে গিয়ে থাকবে, ক্লিন্টের ডাকও শোনার কথা; সেক্ষেত্রে এতক্ষণে তার বেরিয়ে আসার কথা। অন্তত সাড়া দিত। তারমানে দোকান ফেলে কোথাও গেছে। হয়তো কাছেই, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চলেও আসবে।

দেয়ালে ঝুলন্ত ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল। ডানে ফিরে ঘড়িটার দিকে তাকাল ক্লিন্ট। দুপুর বারোটা। ভোরে রওনা দেওয়ার

আগে মামুলি খাবার খেয়ে যাত্রা করেছিল, আর কিছু পড়েনি পেটে। রাক্ষুসে খিদে আবার ওকে তাগাদা দিল।

ক্লিন্ট সিদ্ধান্ত নিল রেস্তোরাঁয় গিয়ে পেটপূজা সেরে নেবে। এই ফাঁকে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে হুয়ান মোরালেস। মিনিট বিশের ব্যাপার।

ঘুরে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল ও।

বে ঘোড়ার পিঠে চেপে উত্তরে এগোল ক্লিন্ট। ধূলিময় রাস্তা ধরে এগোল সেথ মার্টিনের *"বনেট"* সেলুনের দিকে। দূরত্ব বেশি নয়, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত বলে ত্যক্ত বোধ করছে। আশপাশের বাড়ি বা দোকান থেকে বেশ কয়েকজন উঁকি মেরে বা আলসেমি ভরা দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল ওকে, কারও দৃষ্টিই বেশিক্ষণ আটকে থাকল না। দেড় বছর আগে চলে যাওয়া কিন্ট হেডেনকে চিনতে পারেনি কেউ কেউ–আগন্তুক ভেবেছে, তাই আগ্রহ বোধ করেনি। অন্যরা চিনতে পারলেও গুরুত্ব দেয়নি।

এলাকায় হেডেনদের কখনোই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ভাবা হয়নি। কথাটা তিক্ত হলেও নির্জলা সত্য।

তবে এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে, কেলসিদের র‍্যাঞ্চে সেই শোডাউনের পর অবশ্য র‍্যাঞ্চারদের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে গিয়েছিল।

কে কী মনে করছে, এ-নিয়ে থোড়াই পরোয়া করে ক্লিন্ট। তুচ্ছ এসব বিষয় নিয়ে ভাবার সময় বা মানসিকতা কোনটাই নেই ওর। নিজের গরজে সিলভার ফ্ল্যাটে এসেছে, কাউকে জমা-খরচ দিতে নারাজ, কারণ সেই দায় পড়েনি; ওর উপস্থিতি অন্যদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে তা জানার আগ্রহ বোধ করছে না। বহু আগেই স্যাডলরক এবং আশপাশের মানুষগুলো সম্পর্কে জানা হয়ে গেছে ক্লিন্টের, জানে আদপে হেডেনদের বা ওকে কী চোখে দেখে এরা। আর যাই হোক অন্তত কেউকেটা নয়।

অথচ এখানে টিকে থাকতে গিয়ে একে একে মারা গেছে ওর পরিবারের সব সদস্য। বাবা, ভাই, মা...

ছোট্ট স্প্রেডের মালিক বলেই অন্যদের আমলে আসতে ব্যর্থ হয়েছিল ক্লিন্টের বাবা জেফরি হেডেন। বেসিনে বিদ্যমান ল্যাটিন আর গ্রিংগোদের দ্বন্দ্বের কারণে ছোট র‍্যাঞ্চার বা নেস্টররা কখনও গুরুত্ব পায়নি। হেডেনরাও তাই বরাবর অবহেলিত রয়ে গেছে।

কৈশোরে বা যৌবনের শুরুতে এ-নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও পরে গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল ক্লিন্টের, বরং জেদ অনুভব করত। পণ করেছিল একসময় হেডেনদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবে; লোকে যেন সম্মানের সঙ্গে ওদের নাম উচ্চারণ করে–মেক্সিকান, স্প্যানিশ বা গ্রিংগোই হোক; কিন্তু তারও আগে, বিশেষ কয়েকজন ছাড়া অন্যদের সম্পর্কেও অনীহা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওর মনে।

বনেট সেলুনের সামনে ঘোড়া থামাল ক্লিন্ট, স্যাডল ছাড়ল। গ্যালারি পেরিয়ে ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। মাঝ দুপুর পেরিয়ে গেছে, খদ্দের কম থাকাই স্বাভাবিক, পাঁচ-ছয়জন লোক অলস সময় পার করছে। এদের প্রত্যেকে ওর পরিচিত। হেনরি টার্বেল, পিট মেয়ার, জনি শ্যাফটার। ক্লিন্টকে ঢুকতে দেখে পলকের জন্য ওর দিকে তাকাল, কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করল না। সামান্য বিকারও দেখা গেল না কারও মুখে। যেমন চলছিল গল্প, তাই চলতে থাকল। ক্লিন্টের উপস্থিতি বা আগমনে ওদের কিছু যায়-আসে না।

নিরাসক্ত চাহনিতে একবার তাদের দেখল ক্লিন্ট, আগ্রহ বোধ করছে না, তারপর বারের সঙ্গে পেট ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'বিয়ার,' কাউন্টারের পিছনে ছুঁচোমুখো কীপের উদ্দেশে বলল ও।

নীরবে অপেক্ষায় থাকল ক্লিন্ট। বারের পিছনের আয়নায়

চোখ পড়তে পিছনে কামরার বড়সড় অংশ দৃষ্টিগোচর হলো। কার্যত ওকে দেখে কোনরকম প্রতিক্রিয়া না-দেখালেও কেউ কেউ আগ্রহী এরা, টার্বেল আর মেয়ারকে চোরাচোখে ওর দিকে তাকাতে দেখে নিশ্চিত হয়ে গেল ক্লিন্ট। কে জানে, ওদের মনে কী আছে! বেদান মুখে বসে না-থেকে ভদ্রতা করে সামান্য সৌজন্য প্রকাশ করলে কারও ক্ষতি হত না, কিন্তু হেডেনদের প্রতি এমন তাচ্ছিল্য আর উষ্মা বরাবরই প্রকাশ করে আসছে বেসিনের তাবৎ লোক। এসব ক্লিন্টের জন্য নতুন কিছু নয়।

তবে স্বীকার করতেই হবে, এমন শীতল ও নিস্পৃহ অভ্যর্থনা আশা করেনি। বিশেষ করে, দেড় বছর আগে, সিলভার ফ্ল্যাট এলাকায় শেষ কয়েকটা দিন যেহেতু অন্যরকম ছিল, ভূমিদস্যুদের প্রতিরোধ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ক্লিন্ট।

সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে বিয়ারের স্বাদ নিল ও। খরখরে গলা ধরে নেমে গেল তিতকুটে তরল। কিন্তু চাঙা বোধ হলো না। বিস্বাদ! পকেট থেকে দশ সেন্ট বের করে বারের উপর রেখে ঘুরে বেরিয়ে এল ক্লিন্ট, কারও দিকে তাকাল না, কেউ ওকে দেখছে কি-না তাও দেখার গরজ অনুভব করল না।

পোর্চের কিনারে এসে থামল ও, রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি চালিয়ে পুরো শহরটা দেখে নিল। তপ্ত দুপুর বলে লোকজন নেই তেমন। গাছপালার ছায়া লম্বা হচ্ছে। তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। ধূলি ধূসর কাঠামোগুলোয় কোন প্রাণচাঞ্চল্য নেই। কোথাও কেউ নেই, কারও সাড়া নেই।

তলে তলে অস্বস্তি বোধ করছে ক্লিন্ট হেডেন। পশ্চিমের বহু শহরে গেছে ও, ঝামেলা হতে দেখেছে; ঝিম মেরে থাকা পরিবেশ মানে ঝড়ের পূর্বাভাস—এই ধারণার ব্যতিক্রম হতে দেখেনি। ওর আশঙ্কা স্যাডলরকের অবস্থাও তাই। এতগুলো মানুষ স্রেফ না-চেনার ভান করছে, কেউ একটা শব্দও খরচ

করেনি ওকে দেখে। এসব কি শুধুই হেডেনদের প্রতি অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য? না বিচিত্র কোন কারণে শঙ্কিত এরা, ক্লিন্টের সঙ্গে স্বাভাবিক সৌজন্য প্রকাশ করতেও ভয় পাচ্ছে?

হয়তো...বা না। জানার গরজ নেই ওর। এসেছে যখন, সবই জানতে পারবে।

বিশেষ করে হুয়ান মোরালেসের সঙ্গে দেখা হলে সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। আগে পেটের গতি করা দরকার।

পাশে *স্টার* রেস্তোরাঁ। বামে বাঁক নিয়ে বনেটের পোর্চ ছেড়ে নেমে গেল ক্লিন্ট, কয়েক পা এগিয়ে বিশেষ শ্রীহীন কিন্তু পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁয় ঢুকল। এখানেই কোন খদ্দের নেই! যেটা খুশি টেবিল বেছে নিতে পারে।

দেয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে বসতে পারবে এমন একটা টেবিলে বসল ক্লিন্ট, জানালা ও দরজা—দুটোর উপর নজর রাখতে পারছে। কালো সাটিনের পোশাক আর অ্যাপ্রন পরা এক ওয়েট্রেস এল এক গ্লাস পানি এবং হাতে ছাপানো মেন্যু কার্ড নিয়ে।

বাতিলের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ক্লিন্ট। 'রুটি, মাংস, আলু আর কফি,' বলল ও। 'অনেকদিন ধরে শুধু বিস্কুট খেয়ে আছি।'

নীরবে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, দ্রুত পায়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। বাসনকোসনের টুংটাং শব্দ ভেসে এল একটু পর। গরম কড়াই বা পাত্রে মাংস ভাজার চাপা হিসহিস আওয়াজে ক্লিন্টের জিভে পানি এসে গেল, পেটে মোচড় দিল রাক্ষুসে খিদে।

বাচ্চা একটা ছেলেকে ডাকছে এক মহিলা, বাইরে থেকে চড়া কণ্ঠ ভেসে এল।

প্রকাণ্ড মগে গাঢ় কালো কফি নিয়ে ফিরে এল মেয়েটা। ওটা রাখল ক্লিন্টের সামনে। দৃষ্টি তুলে মেয়েটির উনুনের আঁচে লালচে হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকাল ক্লিন্ট।

'এই শহরে কী হচ্ছে, বলতে পারবে?' জানতে চাইল ও।

‘কই, কিছুই তো হচ্ছে না,’ নিস্পৃহ স্বরে বলল মেয়েটা, হঠাৎ ঘুরে চলে গেল রান্নাঘরে। এখান থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে!

বোকার মত মেয়েটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্ট, বিভ্রান্ত বোধ করছে। খদ্দেরদের সঙ্গে এমন কাটখোট্টা আচরণ করা হয় না বললে চলে, এমনকী স্যাডলরকেও এমন ঘটনা ঘটতে কখনও দেখেনি ও। তবে আজ ভিন্ন অভিজ্ঞতা হলো। এর মানে: ওর আশঙ্কাই বোধহয় সত্যি।

খাবার এল। সন্তর্পণে ওর সামনে টেবিলের উপর খাবার নামিয়ে রাখল মেয়েটা। তারপর বেশ তাড়াহুড়ো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল: ‘আপেল পাই নেবে?’

নড করল ক্লিন্ট। ‘হ্যাঁ, আরও কফি লাগবে।’

এবারও নিষ্ক্রান্ত হতে দেরি করল না ওয়েট্রেস।

সামনের দরজা খুলে যাওয়ার শব্দে মুখ তুলে তাকাল ক্লিন্ট। হালকা পাতলা গড়নের এক লোক ঢুকেছে। সশব্দে দরজা বন্ধ করল সে। গটগট করে হেঁটে ক্লিন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। কোটরে বসে যাওয়া চোখে স্পষ্ট বিদ্বেষ। বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকাল ক্লিন্টের দিকে, ফ্যাকাসে ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে।

লোকটা সেথ মার্টিন। *বনেট* সেলুনের মালিক।

দুই

খেপে বোম হয়ে আছে সেলুন মালিক। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে যুদ্ধংদেহী ভাব। স্থির, বিতৃষ্ণ আর ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ ক্লিন্টকে

দেখল সে; চাহনিতে প্রচণ্ড বিদ্বেষ উপচে পড়ছে। তারপর একসময় মুখ খুলল সে।

‘তুমি!’ তীব্র ভর্ৎসনা তার কণ্ঠে। ‘আগেই বোঝা উচিত ছিল, তুমি যে ফিরে আসবে এতে বিস্ময়ের কী আছে!’

হাত থেকে ছুরি আর কাঁটাচামচ নামিয়ে রাখল ক্লিন্ট, মার্টিনের প্রতিক্রিয়ায় সামান্য মনঃক্ষুণ্ন হলেও মুখে বা কথায় তা প্রকাশ পেল না; বরং ওর মুখ একেবারে নিস্পৃহ থাকল। কফির মগ তুলে ইচ্ছে করে কয়েক চুমুক দিল, উত্তর দেওয়ার তাড়া বোধ করছে না; তারপর সেথ মার্টিনের ধৈর্য যখন ফুরিয়ে যাবে যাবে করছে, তখন জবাব দিল।

‘ফিরব না কেন? জানতে পারি এখানে ফিরে না আসার পক্ষে যৌক্তিক কোন কারণ আছে আমার?’ কাপ টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে জানতে চাইল ক্লিন্ট।

মুখ বেদান হয়ে গেল মার্টিনের, শেষে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। ‘ইয়ে…অমন কোন কারণ নেই। আসলে যার যেখানে খুশি যাওয়া-আসা করার অধিকার রয়েছে। তবে একটা কথা কী, অন্য জায়গার কথা জানি না, কিন্তু স্যাডলরকের কথা বলতে পারি, তোমার মত লোকের উপস্থিতি এখানে বিষফোঁড়ার মত। নিজেও বিষাক্ত হয়ে যায়, অন্যকেও জ্বালায়।’

‘কিন্তু এটা আমার বাড়ি,’ শান্ত স্বরে বলল ক্লিন্ট। ‘এখানকার লোকজনকেও যে আমার খুব পছন্দ তা নয়, তবে সব রকম মানুষ বা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারি। আমি মনে করি সমস্যা হবে না। ভেবেছি…’

‘ভেবেছ এখানে এসে নতুন করে যন্ত্রণা শুরু করবে?’ ক্লিন্টের মুখের কথা কেড়ে নিল সেলুন মালিক। ‘এত তাড়াতাড়ি অতীতের কথা ভুলে গেছ? নরক নামিয়ে এনেছিলে এই বেসিনে! তুমি ভুলে যেতে পারো, কিন্তু এখানকার লোকজন ভুলে যায়নি। কেলসিদের র‍্যাঞ্চে সাত সাতটা লাশ ফেলে চলে গেছ। সম্ভবত

এর দ্বিগুণ খুন করেছ এই দেড় বছরে। একটা কথা কী জানো, তোমার সঙ্গে হাঙ্গামার সহবাস। যেখানেই যাবে, খুন-খারাবি হতে বাধ্য। সারা জীবনে তো অনেক ফালতু কাজ করেছ, এবার ভাল একটা কাজ করো—চলে যাও এখান থেকে! দয়া করে থেমো না! তোমাকে আমাদের দরকার নেই!'

'কেলসিদের র‍্যাঞ্চে সেদিন যা ঘটেছিল, তাতে আমার হাত ছিল না,' সধৈর্যে বলল ক্লিন্ট। 'এটা তুমিও জানো। হেনরি কলিন্সের বাড়াবাড়ির কারণে অমন ভয়াবহ গোলাগুলি হয়েছিল। সেই বাধ্য করেছিল। ওর সঙ্গে ছিল গাস ব্র্যাডক। আমার তো মনে হয় পুরো কাউন্টি এতে উপকৃত...'

'আমার তা মনে হয় না!' অভদ্রের মত ফের ক্লিন্টের মুখের কথা কেড়ে নিল সেলুন মার্টিন, রাগে লালচে হয়ে গেছে চোখ-মুখ। 'ওই ঘটনার পর একটুও দেরি করোনি, নিজের ধান্ধায় চলে গেছ! থাকলে নিশ্চয়ই আজকের প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতাম। কিন্তু তা থাকবে কেন? কারও প্রতি তোমার দায় নেই, দায়িত্ববোধ নেই! তুমি হলে স্বাধীন নাগরিক, যা খুশি ঘটিয়ে বসবে, জবাবদিহি করতে হয় না। এখান থেকে যাওয়ার পর ওই খুনে শটগান দিয়ে আর ক'জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছ? সাতজন, না তারও বেশি?'

শীতল বিতৃষ্ণা বোধ করছে ক্লিন্ট, তবে নিজেকে সামলে রাখল। কঠিন চোখে ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখল, সামান্য নড়ল না চাহনি, কাটা কাটা স্বরে বলল: 'কাউকে হুট করে দোষারোপ করার আগে আসল ঘটনা তোমার জানা উচিত, সেথ। যা-তাও বলা ঠিক নয়। এখন ভাগো, শান্তিতে খেতে দাও আমাকে। তোমার হাবিজাবি শোনার সামান্য ইচ্ছেও আমার নেই।'

'উঁহুঁ, আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে! কয়েকটা কথা না-জেনে এখান থেকে নড়ছি না। বলো তো, ঠিক কতদিন এখানে থাকার ইচ্ছে তোমার?'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ক্লিন্ট। 'মার্শালগিরি করার খায়েশ হয়েছে? পেপ ডোলানের কাজটা তোমাকে কে দিল?'

'উঁহুঁ, আমি মার্শাল নই, মার্শালগিরি করার খায়েশও হয়নি। ডোলানও এখন আর মার্শাল নয়। যাক্গে, সচেতন একজন নাগরিক হিসাবে ওরকম কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার ষোলোআনাই আছে আমার। কারণ তোমার মত বিপজ্জনক লোক যে-শহরে থাকবে, সেখানে সাধারণ নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে।'

'যদ্দূর জানি,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল ক্লিন্ট, বিরক্ত বোধ করছে। 'অমন কোন অধিকার নেই তোমার। তারপরও তোমাকে জানতে দেওয়া যায়, কিন্তু গরজ বোধ করছি না। সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে তোমাকে একটুও ভাল লাগে না আমার। বড্ড বিরক্তিকর লোক তুমি! এতটাই যে আমার ঘোড়ার পাছা থেকে ঘাম মুছে দেওয়ার কাজটাও তোমাকে দিতে রাজি নই।

'হয়েছে তো? এবার কেটে পড়ো, সেথ, আর আমাকে শান্তিতে খাবারটা খেতে দাও।'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি...'

টেবিলে হাতের নাগালে রাখা শটগানের দিকে চলে গেল ক্লিন্টের দৃষ্টি। ইচ্ছে করে তাকায়নি, স্রেফ অবচেতন মন তাড়না করেছে ওকে। কিন্তু ঘটনাটা দেখে নিজের মত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল মার্টিন।

'এই তো, এমন কিছুই আশা করেছিলাম,' সোৎসাহে বলে উঠল সেলুন মালিক। 'তোমার কাছে যে কোন প্রশ্ন বা সমস্যার জবাব হচ্ছে—ওই অস্ত্র!'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ক্লিন্ট হেডেন। চোখ জ্বলছে ওর, ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। 'হ্যাঁ, আমিও জানতাম এমন কিছুই করবে তুমি, আগ-পাছ না ভেবে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করবে!' বাঁকা

সুরে বলল ও। 'সেই পুরানো কাসুন্দির দেখছি এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। সব ব্যাপারে হেডেনরাই দায়ী। অপদার্থ, নিকৃষ্ট হেডেন গোষ্ঠি! ধারণাটা তোমার মাথা থেকে যায়নি। আমি, আমার বাবা বা ভাই যাই করি না কেন, তাতে বিন্দুমাত্র ভাল কিছু নেই বা থাকতে পারে না। সবসময় খারাপ দিকটা মনে রাখো তুমি, সেথ। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারো না আমাদের মধ্যে ভাল গুণও থাকতে পারে।

'যাক্‌গে, তোমার যা খুশি ভাবতে পারো। হ্যাঁ, জীবনে বেশ কয়েকবারই কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছি, কিন্তু লড়াই করে বেরিয়ে এসেছি, আমার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের চেয়ে পিস্তল বা অস্ত্র ঢের ভাল চালাই বলেই বেঁচে আছি। নইলে তোমাকে এত চিন্তা করতে হত না। কিন্তু তুমি বা তোমার মত কিছু লোক ওসব ঘটনাকে তেরছা চোখে দেখছ, নিজের স্বার্থে আমার সব কাজে ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছ। এর জন্য তোমরাই দায়ী! তোমাদের কারণে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি, অস্ত্র হাতে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। সেজন্য এই শহর বা তল্লাটে তোমার মত আরও যারা আছে, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে!

'তবে কী জানো, ন্যায্য সুযোগ দেওয়া ছাড়া কাউকে আজ পর্যন্ত খুন করিনি আমি, কিংবা গায়ে পড়েও কারও সঙ্গে লাগতে যাইনি। প্রতিবারই নিতান্ত বাধ্য হয়ে, ঠেকায় পড়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছি, আত্মরক্ষার জন্য। অন্যরা আমাকে বাধ্য করেছে। কেলসিদের র‍্যাঞ্চে সেদিনের লড়াইয়ের সময়ও একই পরিস্থিতি ছিল–হয় লড়তে হবে, নইলে গুলি খেয়ে অসহায়ভাবে মরতে হবে। দলে অনেক ভারী ছিল কলিন্স আর ওর লোকেরা। কাউকে ন্যায্য সুযোগ দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না ওদের। তারপরও, সত্যি কথা হচ্ছে, তোমার মত কয়েকজনের স্বার্থ না-থাকলে ওই ঘটনায় মোটেও জড়াতাম না আমি। তোমাদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে কলিন্সের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। হেনসেন, ট্রিমেন

বা প্রিঙ্গলের মত আরও কয়েকজনের পক্ষে ছিলাম। তুমি ওদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেই পারতে সেদিন সত্যি কী ঘটেছিল। ঘটনার সময় তুমি ছিলে না, অথচ আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ! মিথ্যে অভিযোগ করার আগে আসল ঘটনা তোমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল।'

'কীভাবে জানব, শুনি?' তেতে উঠল মার্টিন। 'হেনসেন আর প্রিঙ্গল তো মারা গেছে...'

'ওরা ছাড়াও বেশ কয়েকজনই ছিল সেদিন।'

'হ্যাঁ, ঘটনা আমি শুনেছি। কিন্তু আমার মত তাতে এতটুকু বদলায়নি। সাতটা লাশ পিছনে ফেলে এলাকা ছেড়ে গেছ তুমি। আর তারও আগে কয়েকজনের লাশ পড়েছে, যার মধ্যে তোমার ভাইও ছিল।'

'সেই দোষও কি আমার? অদ্ভুত কথা বলছ তো! অথচ সত্যি কথা হচ্ছে, ও খুন হওয়ার কারণেই এখানে থেকে গিয়েছিলাম। থাকতে বাধ্য হয়েছি। অ্যাম্বুশে খুন হয়েছিল ব্রায়ান। আমি ওর খুনীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম।'

'উঁহুঁ, ব্রায়ানের মৃত্যুর জন্য আমি কখনোই তোমাকে দায়ী করিনি,' তপ্ত কণ্ঠে তর্ক করল সেথ মার্টিন। 'আমি যা বলতে চাই, তুমি যেখানে যাও সেখানেই সংঘর্ষ বেধে যায়। রক্তক্ষয় ও খুনোখুনি হতে বাধ্য! মাটিতে যেমন তোমার ছায়া পড়ে, সংঘর্ষ বা রক্তারক্তি তোমার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকে। তুমি মানো আর নাই মানো, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

'কী জানো, এখানে যথেষ্ট অশান্তির মধ্যে আছি আমরা। চাই না তুমি থেকে সেটা আরও বাড়িয়ে তোলো। তুমি এখানে থাকলে সেটা হতে বাধ্য!'

টানা কথা বলায় রাগ পড়ে গেছে ক্লিন্টের। হয়তো অপ্রিয় কিন্তু সত্যি কথাগুলো বলতে পারায়। তবে তিক্ত একটা উপলব্ধিও হয়েছে–আর যাকে হোক, অন্তত সেথ মার্টিনকে

প্রভাবিত করতে পারবে না, কোনভাবে বুঝ দিতে পারবে না। সেথের মত আরও যারা আছে, তাদেরও বিশ্বাস করাতে পারবে না যে সত্যি সত্যি শান্তিতে, নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে সিলভার ফ্ল্যাটে এসেছে ও।

সিলভার ফ্ল্যাটের ব্যাপারে ক্লিন্টের অভিজ্ঞতা মিশ্র। তিক্ত, বেদনাদায়ক, দুঃখজনক অতীত রয়েছে। ওর ভাই অ্যাম্বুশে খুন হয়েছে; তারও আগে উন্মত্ত মব স্যাডলরক শহরের কিনারে এক গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওর বাবাকে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেয়নি। সামান্য অভিযোগের কারণে অপমৃত্যু হয় রুডি হেডেনের। হয়তো মামুলি একটা স্প্রেডের মালিক বলে। বড় র‍্যাঞ্চার বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ প্রতিবাদ করা দূরে থাক, বরং সবাই বাহ্বা দিয়েছে। স্বস্তিবোধ করেছে।

অথচ সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল রুডি হেডেন; কিংবা বলা চলে পরিস্থিতির শিকার। ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকার মাশুল দিয়েছে।

এরপর, ব্রায়ান বা ক্লিন্টকে কখনোই গণনায় ধরেনি অন্যরা। বরং বাবার মত একই ভাবে নানা দুর্ভোগের শিকার হয়েছে ওরা। বিশেষ করে ক্লিন্ট। ছেড়ে কথা বলত না বলে ওর ব্যাপারে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সিলভার ফ্ল্যাট এলাকায় বেশিরভাগ লোক সবচেয়ে খারাপ মানুষ মনে করত ওকে; প্রায় কখনোই অন্যদের সহযোগিতা পায়নি ক্লিন্ট। শুধু তখনই পেয়েছে, যখন তাদের স্বার্থ ছিল। তবে হুয়ান মোরালেস বা ফ্রাঙ্ক কেলসি এবং হাতে গোণা কয়েকজন এর ব্যতিক্রম ছিল। ক্লিন্টের প্রতি এদের সবার দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ভিন্ন ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ক্লিন্টকে মনে করত ঝামেলবাজ, বেপরোয়া ও মারকুটে।

জেলে থাকার সময় এ-নিয়ে অনেক ভেবেছে ক্লিন্ট। তল্লাট ছাড়ার আগে র‍্যাঞ্চারদের পক্ষে প্রাণপণ লড়াই করেছিল হেনরি

কলিন্সের ল্যাণ্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে, প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল। কেলসিদের র‍্যাঞ্চে চূড়ান্ত শোডাউনের পরপরই তল্লাট ছেড়ে চলে গিয়ে ইউএস মার্শালের কাছে আত্মসমর্পণ এবং স্বল্প সময়ে বিচারের পর জেলে চলে গিয়েছিল, তাই এলাকায় ওর সম্পর্কে অন্যদের মনোভাবের কতটা পরিবর্তন হয়েছিল জানতে পারেনি।

তবে যাওয়ার আগে কয়েকজন র‍্যাঞ্চারই ওকে একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল, এই সদিচ্ছা থেকে ক্লিন্ট স্বপ্ন দেখেছিল এখানে এসে শান্তিতে বসবাস করবে। সবার মধ্যে থাকবে, তাদের অংশ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বপ্নটা যে অবাস্তব, অলীক ছিল তার প্রমাণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সেথ মার্টিনের কথায়।

চেয়ারে বসে আবার খাওয়া শুরু করল ও। খাবার বিস্বাদ লাগছে এখন। জেলে থাকার সময় একটা আশঙ্কা কাজ করছিল, এখন সেটা নিয়ে আফসোস হলো—তল্লাট ছেড়ে যাওয়ার পর কী করেছিল চিঠি লিখে সেটা জানানো উচিত ছিল। বিশেষ করে, এখান থেকে চলে যাওয়ার দিন সকালে নিজস্ব পরিকল্পনা সম্পর্কে বলে যাওয়া উচিত ছিল হার্ভে প্রিঙ্গল বা মেরিকে। পথে দেখাও হয়েছিল ডাফি ওয়াটসন নামে এক র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে, কিন্তু বলেনি। আত্মমর্যাদাবোধ আর অহঙ্কার ওর জিভ আটকে দিয়েছিল।

এখন বলতে পারে, তবে গুরুত্ব পাবে না। বরং অজুহাতের মত শোনাবে। অন্তত তাই ভাববে সবাই। বিশ্বাসও করবে না। সবচেয়ে বড় কথা, সেথ মার্টিনের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলবে না। ক্লিন্ট সম্পর্কে সেলুন মালিকের ধারণা পাল্টাবে না কখনোই।

'আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি এখনও,' তাগিদ দিল মার্টিন। ক্লিন্টের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 'উত্তরটা পেলে ভাল

জাগাবে।'

'আর কিছু বলার নেই আমার। চলে যাও, সেথ।'

'এখানে কদ্দিন থাকবে ঠিক করেছ?'

'সেটা আমার মর্জি। হয়তো একটা দিন, কিংবা এক সপ্তাহ। সারা জীবনের জন্যও হতে পারে।'

'কেন? কেন এখানে থাকবে তুমি?' খেপে গেল মার্টিন, রোষ-মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আগ্রাসী ভঙ্গি ফিরে এসেছে। 'তোমাদের ছোট্ট র‍্যাঞ্চটা নেই, অনেক আগেই কলিন্সের কাছে ওটা বিক্রি করে দিয়েছিল ব্রায়ান। আর কোন জমি বা সম্পত্তিও নেই তোমার এখানে। তা হলে কীসের আশায় থাকতে চাইছ?'

'কয়েকটা ব্যাপার আছে যা তোমার জানা নেই,' খেতে খেতে বলল ক্লিন্ট। 'তা ছাড়া, নিজস্ব একটা পরিকল্পনাও আছে আমার। সবারই থাকতে পারে।'

সরু চোখে ওকে দেখল মার্টিন, চাহনিতে অসন্তোষ চাপা নেই। 'যদি মনে করে থাকো ল্যাটিন বা স্থানীয় কারও কাছ থেকে জমি কিনে থিতু হবে, তা হলে সে-আশা পূরণ হবে না। তুমি যাতে কারও জমি কিনতে না-পারো সেটা আমি নিজে নিশ্চিত করব!'

'জমি বা র‍্যাঞ্চ দূরে থাক, বাড়তি একটা ঘোড়া কেনারও সামর্থ্য এখন নেই আমার। তাই এ-নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা না-করলেও চলবে, সেথ। তবে আমার থাকার অন্য কারণ আছে। তোমাকে সেসব বলতে বয়ে গেছে!'

মাংস আর আলুর শেষ কয়েক টুকরো মুখে চালান করে দিল ক্লিন্ট। চেয়ারে শরীর এলিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকাল। দেরি হলো না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাফ-প্লেটে করে আপেল পাই নিয়ে ছুটে এল ওয়েট্রেস। প্লেট ওর সামনে নামিয়ে রেখে এঁটো বাসন-কোসন নিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

অধৈর্য ভঙ্গিতে নড়েচড়ে দাঁড়াল সেথ মার্টিন। জেদ ফুটে উঠেছে দুর্বিনীত মুখে, নির্জলা রাগ কীভাবে যেন সামলে নিল। কর্কশ কণ্ঠে বলল: 'তোমাকে আরও একটা কথা বলার আছে, ক্লিন্ট। যদি মনে করে থাকো স্যাডলরক বা সিলভার ফ্ল্যাটের লোকজন তোমাকে দেখে খুশি হবে, তা হলে মহা ভুল করেছ। এই আমাকে দেখে শিক্ষা নিতে পারো, আমার মতামতের সঙ্গে অন্যদের মনোভাবের কোন পার্থক্য নেই। ধরে নিতে পারো, শহরের সবার পক্ষ হয়ে তোমাকে বলছি। আমার কথাই সবার কথা। সবার মতামত। সিলভার ফ্ল্যাটে হন্যে হয়ে খুঁজলেও কোন বন্ধু খুঁজে পাবে না। কথাটা বাড়িয়ে বলছি না, থেকে গেলে হাড়ে হাড়ে টের পাবে আমি মিথ্যে বলছি কি-না। বিশ্বাস করো, একটুও বাড়িয়ে বলিনি! তাই, বলছি কী, বিব্রতকর কোন পরিস্থিতি বা হাঙ্গামায় পড়ে যাওয়ার আগেই বুদ্ধিমানের মত কেটে পড়ো।'

'কী জানি, ভাগ্য তো ভালও হতে পারে,' স্মিত হেসে বলল ক্লিন্ট। 'মানে বন্ধু পাওয়ার কথা বলছি। তোমার মত বন্ধু পাওয়ার চেয়ে শত্রু থাকাই ঢের স্বস্তিকর।'

জ্বলে উঠল মার্টিনের চোখ। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। উন্মত্ত রাগ সামলে নিল সে, তবে তার আগে এমনভাবে ক্লিন্টকে দেখল যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু পাত্তা দিল না ক্লিন্ট, বরং নিবিষ্টমনে আপেল পাইয়ের সদ্ব্যবহার করল। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে এক টুকরো কাগজে দেওয়া বিল তুলে নিয়ে ছোট ছোট অক্ষরগুলো দেখল। শেষে পকেট থেকে এক ডলারের মুদ্রা বের করে বিলের উপর রাখল। এবার শটগান হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। খেয়াল করল ওর সামনে থেকে সরে যায়নি সেথ মার্টিন।

এবার ত্যক্ত বোধ করল ক্লিন্ট। কড়া চোখে দেখল সাবেক বন্ধুকে। 'গোল্লায় যাও তুমি, সেথ!' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল। 'যাই ঘটুক, তোমার বা কারও পরামর্শ নেব না আমি। নিজের

মর্জি মত চলব। যা খুশি তাই করব। আপাতত, কিছুদিন এখানে থাকছি।'

এক কদম পিছিয়ে গেল সেলুন মালিক, ক্লিন্টকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল। ক্লিন্ট তাকে পেরিয়ে দরজার দিকে চলে যাচ্ছে, পিছন থেকে হুমকি দিল মার্টিন: 'যীশুর কসম, ক্লিন্ট, পরে বলতে পারবে না আমি তোমাকে সতর্ক করিনি! ভাবতেও পারবে না কী খারাবি আছে তোমার...'

'উঁহুঁ, সেথ,' ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল ক্লিন্ট, বন্ধুর মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে। 'হিম্মত বা মুরোদে কুলাবে না এমন কিছু বোলো না। লোকে হাসবে তা হলে। তারচেয়ে বরং পাল্টা আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি–তুমি যেমন আমাকে পছন্দ করো না, তেমনি তোমাকে বা তোমার মত অন্যদেরও পছন্দ নয় আমার। তাই বলছি কী, আমার কাজে বাগড়া দিতে এসো না, পস্তাবে তা হলে!

'এটা স্বাধীন দেশ। যার যা করার বা যেখানে খুশি যাওয়ার বা থাকার অধিকার আছে, তাতে অন্যের ক্ষতি না-হলেই হলো। আমি এখানে কাউকে খোঁচাতে আসিনি, কারও সঙ্গে লাগতেও চাই না। কিন্তু কেউ আমাকে খোঁচাতে এলে বা আমার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ালে একটুও সহ্য করব না। বুঝেছ?'

জবাব দিল না মার্টিন। ক্লিন্টকে ছাড়িয়ে পোর্চে চলে গেছে তার দৃষ্টি। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন লোক।

সামনে তাকাল ক্লিন্ট। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখল লোক দু'জনের একজন রেমন হার্নান্দেজ। তবে অন্যজন ওর অচেনা। দৃঢ়, শক্ত চোয়ালের মানুষ। সুঠামদেহী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। বুকে আঁটা ব্যাজ তার পরিচয় বহন করছে। পেপ ডোলানের উত্তরসুরি।

সঙ্কীর্ণ পোর্চে পা রাখল ক্লিন্ট। শব্দ শুনে পিছনে মার্টিনের উপস্থিতি টের পেল, ওর পিছন পিছন বেরিয়ে এসে আলতো

ভাবে দরজা ভিড়িয়ে দিয়েছে।

থেমে দু'জনের মুখোমুখি হলো ক্লিন্ট। একেবারে শান্ত ওর মুখ, চাহনি স্থির। কোনরকম ভাবের খেলা দেখা গেল না। তবে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে মন। বিপদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে। *হাজির হয়ে গেছে!*

সব লক্ষণই স্পষ্ট। ঝামেলা ওর কাছে নতুন কিছু নয়, তাই আগাম এর উপস্থিতি টের পেয়ে যায়।

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে হার্নান্দেজের উদ্দেশে নড করল ক্লিন্ট। দেড় বছর আগের চেয়ে সামান্য বয়স্ক এবং ক্ষীণদেহী দেখাচ্ছে, ওজন হারিয়েছে বেশ।

লম্যানের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'আমার নাম ক্লিন্ট হেডেন। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ?'

হার্নান্দেজের দিকে সামান্য ঘুরল মার্শাল। 'এই সেই লোক?'

'হ্যাঁ, ও হচ্ছে একজন,' গম্ভীর মুখে বলল স্পেনিয়ার্ড। বহু বছর ধরে চিনি ওকে। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।'

ধীর পায়ে পিছিয়ে এল ক্লিন্ট, দুই কদম, তাতেই দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকে গেল। 'কীসের ব্যাপারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, মার্শাল?' জানতে চাইল।

'একটা খুনের ব্যাপারে,' বোমা ফাটাল লম্যান। 'খুনটা হয়েছে এক ঘণ্টাও হয়নি। খুনের জায়গা থেকে তোমাকে নিজের চোখে বেরিয়ে আসতে দেখেছে হার্নান্দেজ।'

কঠোর চাহনিতে হার্নান্দেজকে বিদ্ধ করল ক্লিন্ট। 'কীসের মধ্যে কী টেনে আনতে চাইছ? এতক্ষণ খাচ্ছিলাম, বলতে গেলে শহরে ঢোকার পর পুরো সময় এখানে ছিলাম। কখন কাকে খুন করলাম, বলো তো?'

'চোরের মার বড় গলা! হুঁহ্, তুমি ভাল করেই জানো কার কথা বলছি!' রীতিমত চিৎকার শুরু করেছে স্পেনিয়ার্ড, কালো চোখে বুনো রাগ ফুটে উঠেছে। 'হুয়ান মোরালেসকে খুন করেছ!'

তিন

দম বন্ধ করা নীরবতা নেমে এল পোর্চে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে রেমন হার্নান্দেজের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লিন্ট, খবরটা বিশ্বাস করতে পারছে না। কীভাবে সম্ভব হলো এটা? সবচেয়ে বড় কথা, যার সঙ্গে দেখাই হলো না তাকে খুন করে কীভাবে?

'বোকার মত কথা বলছ,' একসময় ভাষা খুঁজে পেল ক্লিন্ট। 'হুয়ান মোরালেস আমার বন্ধু ছিল। ওকে কোন্ দুঃখে খুন করব আমি?'

'মোরালেস তোমার বন্ধু? এও বিশ্বাস করতে হবে? কিন্তু চাঁদ, তোমার কথায় তো চিড়ে ভিজবে না। কোন্ যুগে কোন্ ব্যাটা খুন করে অস্বীকার করেনি বা সাফাই গায়নি? ওসব তোমার মুখের কথা! অস্বীকার করতে পারবে...'

একটা হাত তুলে হার্নান্দেজকে থামিয়ে দিল মার্শাল, চোখে অধৈর্য চাহনি ফুটে উঠেছে। শেষে ক্লিন্টের দিকে ফিরল সে। 'বলছ কিছুক্ষণ আগে শহরে ঢুকেছ,' কাজের কথায় চলে গেল ল-ম্যান। 'খেতে আসার আগে হুয়ান মোরালেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

মাথা নাড়ল ক্লিন্ট। 'ওর স্টোরে গিয়েছিলাম। দেখা হয়নি। দু'বার ডাক দিয়ে সাড়া পাইনি বলে চলে এসেছি। মনে করেছি ধারে-কাছে কোথাও গেছে সে, কিংবা পিছনের কোয়ার্টারে বিশ্রাম নিচ্ছে। এদিকে খুব খিদে পেয়েছিল বলে চলে এসেছি, ভাবলাম খেয়ে-দেয়ে আবার স্টোরে যাব।'

ভুরু কোঁচকাল মার্শাল। 'স্বীকার করছ স্টোরের ভিতরে

ঢুকেছিলে?'

'নিশ্চয়ই! অস্বীকার করব কেন? স্টোরে তখন কেউ ছিল না। চেঁচিয়ে ডেকেও সাড়া পাইনি। সেজন্যই ভেবেছি কোথাও গেছে ও, নইলে কোয়ার্টারে থাকলে সাড়া দিত।'

'শুনেছ তো, মার্শাল বার্নারি? স্টোরে গিয়েছিল ও, এবং তখন আর কেউ ছিল না।' আবারও তড়পে উঠল স্পেনিয়ার্ড। 'হ্যাঁ, এর ঠিক কয়েক মিনিট পর ওকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি! দুয়ে দুয়ে চার মেলাও, তা হলে জবাব পেয়ে যাবে। বেচারা মোরালেস! অসহায়ভাবে খুন হয়ে গেল!'

নিখাদ বিরক্তি বোধ করল ক্লিন্ট। নিজেকে সামলে নিতে কষ্ট হচ্ছে। এই শহরে পা রাখার পর একের পর এক ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। টানা রাইড করার পর, তপ্ত এই দুপুরে ওর মত মানুষের পক্ষেও এসব উটকো ঝামেলা মেনে নেওয়া কঠিন বৈকি।

'আমি যখন গিয়েছিলাম, মোরালেস তখন স্টোরে ছিল না,' শেষে দৃঢ় স্বরে বলল ক্লিন্ট।

'তুমি নিশ্চিত? পুরো স্টোরে খোঁজ করেছিলে?' জানতে চাইল মার্শাল, তীক্ষ্ণ চাহনিতে দেখছে ক্লিন্টকে। 'পিছনের কোয়ার্টারে গিয়েছিলে?'

'নাহ্। দোরগোড়া থেকে ডেকে উত্তর না-পেয়ে চলে এসেছি। খুব খিদে পেয়েছিল।'

'পিছনের কোয়ার্টারে পাওয়া গেছে মোরালেসকে,' জানাল মার্শাল বার্নারি। 'হয়তো তুমি যখন স্টোরে গেছ, তখনও ওখানে ছিল সে, মরে পড়ে ছিল। হ্যাঁ, এমন একটা সম্ভাবনা আছে বটে।'

'মাথা খারাপ!' তর্ক করল হার্নান্দেজ, রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। 'অমন হতেই পারে না, মার্শাল! ক্লিন্ট হেডেনই খুনী, ওকে স্টোর থেকে বেরোতে দেখেছি। পরপরই আমি

গিয়েছিলাম, ওখানে আর কেউ ছিল না, কেউ ঢুকেওনি বা বেরোয়নি। গিয়ে দেখি মরে পড়ে আছে বেচারা। শরীরটা তখনও গরম ছিল! ঈশ্বরের কসম, মার্শাল, আমি মিথ্যে বলছি না! আমার দেখায় ভুল নেই। আমার মরা মায়ের দিব্যি দিয়ে বলছি, মোরালেসকে ও-ই খুন করেছে।'

সরু চোখে স্পেনিয়ার্ডকে দেখল ক্লিন্ট। দেড় বছর কম সময় নয়। অনেক কিছুই বদলে যায় এই সময়ে। কিন্তু গ্রিংগোদের প্রতি স্পেনিশ বা ল্যাটিনদের মনোভাব এতটুকু বদলায়নি। অন্তত রেমন হার্নান্দেজের ক্ষেত্রে। ক্লিন্টকে হুয়ান মোরালেসের জঘন্য খুনী সাব্যস্ত করে বসে আছে সে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে তাকে।

'কীভাবে খুনটা করা হয়েছে?' শেষে মার্শালকে জিজ্ঞেস করল ক্লিন্ট।

'ছুরি চালিয়েছে বুকে। দু'বার। হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে এক আঘাতে। অন্যটা ফুসফুসে ঢুকেছে।'

'কারও বুকে চালানোর মত ছুরি নেই আমার কাছে। খুঁজে দেখতে পারো। একটা জ্যাকনাইফ পাবে।'

'লম্বা ব্লেডঅলা খুব ধারাল ছুরি ব্যবহার করেছে খুনী। ছুরিটা পাশে রেখে গেছে। সম্ভবত ওটা দিয়ে মাংস কাটত মোরালেস। ওর ছুরি ওরই বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছে!'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হার্নান্দেজের দিকে তাকাল ক্লিন্ট, চোখে চোখ রেখে বলল: 'যদ্দূর জানি ওরকম ছুরি চালানোর মত লোক এই শহরে কম নেই।'

'আমি?' চেঁচিয়ে উঠল স্পেনিয়ার্ড। 'আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ? বলছ আমি খুন করেছি মোরালেসকে?'

'সরাসরি তা বলিনি, কারণ অমন কোন প্রমাণ আমার জানা নেই। তবে তুমিও সন্দেহভাজনদের একজন হতে পারো,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ক্লিন্ট। 'অতীত থেকে জানি ওই ধরনের ছুরি চালাতে

বেশ পারদর্শী তুমি, রেমন। আরও একটা কথা মনে পড়ছে, মোরালেসের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। অন্তত আমি যতদিন এখানে ছিলাম, তাই দেখে এসেছি।

'সম্ভবত একই কথা অন্যরাও বলবে। তোমার সঙ্গে হুয়ান মোরালেসের বনিবনা একেবারে হত না, কেন সেটা তুমি ভাল বলতে পারবে। স্পেনিশ বা ল্যাটিনদের উপর মোরালেসের প্রভাব তোমার পছন্দ ছিল না, সে যেভাবে জাতভাইদের পরামর্শ দিত বা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করত ওসবে তোমার ঘোর আপত্তি ছিল। নিঃসন্দেহে ল্যাটিনদের অঘোষিত নেতা ছিল মোরালেস। কে জানে, তোমার হয়তো খায়েশ হয়ে থাকবে ওর জায়গাটা দখল করার! আর সেজন্যই বেচারাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছ।'

'মিছে কথা!' প্রতিবাদে ফেটে পড়ল হার্নান্দেজ। 'হ্যাঁ, স্বীকার করছি মোরালেসের বহু কাজকর্ম বা কথাবার্তা আমার মনের মত হয়নি, তার বিরুদ্ধেও গেছি। কিন্তু নিঃসন্দেহে আমাদের নেতা ছিল সে। ওকে খুন করা দূরের কথা, সুযোগ থাকলে ওর জন্য জীবন দিতেও রাজি আমি!'

এবার সিঁধ কাটল সেথ মার্টিন। 'মার্শাল বার্নারি, দু'একটা কথা বলতে পারি?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কী যেন ভাবল মার্শাল, শেষে মাথা ঝাঁকাল সেলুন মালিকের উদ্দেশে। 'বলে ফেলো।'

'এদের দু'জনকে চিনি আমি। বেশ ভাল করে চিনি। কারণ এক সঙ্গে বড় হয়েছি আমরা। তুমি যেহেতু এখানে নতুন, স্বভাবতই ওদের সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই, অন্তত আমাদের মত। কে খুন করেছে বলব না, কিন্তু একটা কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই ক্লিন্ট হেডেনের মত লোক সম্পর্কে তোমার সবসময় সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। এরা যেখানে যায় সেখানেই ঝামেলা তৈরি হয়।

'কথাটা একটু আগেই হেডেনকে বলছিলাম। বলেছি ওকে শহর ছেড়ে চলে যেতে। আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হতে এক ঘণ্টাও লাগেনি। হুয়ান মোরালেসের মত নিরীহ একজন মানুষ খুন হয়ে গেল! ক্লিন্ট হেডেনের আসলে খুবই বিষাক্ত! এরা যেখানে যায়, যার আশ্রয়ে থাকে, তার অমঙ্গল হতে বাধ্য।'

'ওর নাম-ডাক সম্পর্কে জানি আমি,' মৃদু স্বরে সংক্ষেপে বলল মার্শাল, আর কিছু যোগ করল না।

'আমি তোমার কাজে যেমন নাক গলাতে চাই না, তেমনি তোমাকে প্রভাবিতও করতে চাই না,' ভালমানুষের মত বলল সেথ মার্টিন। 'তুমি যেহেতু এখানকার আইন, তাই সবকিছু তোমার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু তোমার জায়গায় আমি থাকলে হুয়ান মোরালেসের সম্ভাব্য খুনী হিসাবে ক্লিন্ট হেডেনকে চেপে ধরতাম। সমস্ত প্রমাণ বা আলামত ওর বিরুদ্ধে যায়।'

সেলুন মালিক এমন একটা ভাব করল যেন রায় ঘোষণা করা হয়ে গেছে। প্রত্যাশা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে সে মার্শালের দিকে।

এদিকে বিদ্রূপের চাহনিতে মার্টিনকে দেখছে ক্লিন্ট, খুব একটা অবাক হয়নি। মার্টিনের কাছ থেকে এমন কিছুই আশা করছিল। সুযোগ পেলে সে ক্লিন্টের বারোটা বাজাবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্যাডলরকে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মানুষটা। প্রথমে আপসে বিদায় করতে চেয়েছে, তারপর হুমকি দিয়েছে এখান থেকে ওকে তাড়িয়ে ছাড়বে; আর এখন তার বন্দোবস্ত করছে।

'দারুণ পরামর্শ দিয়েছ, সেথ,' বাঁকা হাসল ক্লিন্ট। 'ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না!'

শীর্ণ কাঁধ ঝাঁকাল মার্টিন। 'সত্য সত্যই। কারও ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। যেমন অতীতকে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।'

'যার সঙ্গে এই ঘটনা বা বর্তমানের কোন সম্পর্কই নেই,' মৃদু স্বরে বলল মার্শাল, নিস্পৃহ দেখাচ্ছে রোদপোড়া মুখটা। 'তবে, হেডেন, একমাত্র যে প্রমাণ বা আলামত পাওয়া গেছে সেটা তোমার দিকে নির্দেশ করছে। খুব জোরাল কিছু নয়, আবার অগ্রাহ্যও করা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা নির্ভর করবে জজের উপর, সব শুনে সেই সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু শুনানীর জন্য তোমাকে আটকে রাখতে হবে আমার।'

নিখাদ রাগ অনুভব করল ক্লিন্ট। স্যাডলরকে পা রাখার এক ঘণ্টার মধ্যে খুনের মামলার আসামী হয়ে গেছে! অদ্ভুত গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে। হুয়ান মোরালেস ওর বন্ধু ছিল, ব্যাপারটা মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না কেউ।

সম্ভাব্য খুনীর তালিকায় রেমন হার্নান্দেজের নাম সবার উপরে থাকবে, অথচ তাও আমলে নেয়নি মার্শাল। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে ক্লিন্টের চেয়ে হার্নান্দেজের মোটিভই জোরাল বেশি। অথচ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

'শুনানীর জন্য কোর্টে তুলবে আমাকে?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল ক্লিন্ট। 'আমার ধারণা কী, জানো, মার্শাল? আমাকে তুমি কোর্টে কোনদিনই তুলতে পারবে না, তার আগেই লোকজন তোমার হাত থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে ফাঁসিতে লটকে দেবে।'

মাথা নাড়ল বার্নারি। 'উঁহুঁ, অমন কিছু হবে না। স্রেফ শুনানীর জন্য তোমাকে আটকে রাখব, তাও কয়েকদিনের জন্য। জজ চলে এলেই...'

'এই শহর আর এখানকার মানুষজন সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই তো,' নিচু, তিক্ত স্বরে বাধা দিল ক্লিন্ট। 'তাই জানো না এরা কী করতে পারে। এদেরকে চিনতে অনেক বাকি আছে তোমার। হেডেনদের ব্যাপারে এরা বরাবরই অতি উৎসাহী। এই

দেখো না, এখানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তাড়াতে চলে এসেছে, তাও একজন নয়, দু'জন। অথচ আমি কিছুই করিনি। আর শেষ যখন এলকায় ছিলাম, এদের জন্য, এদের পক্ষ হয়ে ল্যাণ্ড কোম্পানির আগ্রাসন থামানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি।

'তারও আগে, উন্মত্ত মবের বলি হয়েছে আমার বাবা। ঝুলিয়ে দেওয়ার সময় মহা উৎসাহে কাজ সারবে, পরে ভুল ধরা পড়লে দুঃখিত বলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল! আমি তো বড়সড় র‍্যাঞ্চার বা প্রভাবশালী কেউ নই, আমি হচ্ছি হেডেন। আমার বাবা ছোট্ট একটা স্প্রেডের মালিক ছিল, আমার তাও নেই। পিস্তল, রাইফেল, ঘোড়া আর পকেটে কয়েক ডলার ছাড়া কিচ্ছু নেই। তা হলে এদের কাছে আমার মূল্য কী? ফুটো পয়সাও নয়। এদের মত হুজুগে লোক যদি তোমার হাত থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে কটনউডে ঝুলিয়ে দেয়, কেউ আফসোস করবে না, বরং স্বস্তি পাবে, বলবেঃ যাক, ঝামেলা বিদায় হয়েছে। কিন্তু পরে যদি প্রমাণ হয় যে খুনটা আমি করিনি, অযথা উল্টো আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বাস করো, এরা কেউ সামান্য অনুতপ্তও হবে না। মুখটা সামান্য বাঁকিয়ে বলবেঃ দুঃখিত! ব্যস, চুকে-বুকে গেল সব!'

ক্ষণিকের জন্য থামল ক্লিন্ট, মুখ-চোখ কঠিন হয়ে গেছে ওর। খেয়াল করল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওর কথা শুনছে মার্শাল। এদিকে উসখুস করছে মার্টিন আর হার্নান্দেজ। জানে সত্যি কথাই বলছে ক্লিন্ট, এবং তাতে কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে মার্শাল। কিন্তু তারা চায় না সেটা হোক।

'তো, কপালে যাই থাকুক, মার্শাল,' নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল ক্লিন্ট, শক্ত হয়ে গেছে ওর চোয়াল, চাহনি কঠিন। 'ওরা যে অন্যায় করেছে আমার বাবার সঙ্গে, অমন কিছু আমার ক্ষেত্রে হতে দেব না!'

কখন, কোন্ ফাঁকে কুৎসিত চেহারার অস্ত্রটা ক্লিন্টের হাতে

উঠে এসেছে কেউই টের পেল না। আসলে দেখতে পেয়েছে ঠিক, কিন্তু ক্লিন্ট এত দ্রুত ড্র করেছে আর তিনজনকে কাভার করেছে যে সামান্য নড়তেও পারল না কেউ। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

'এবার মন দিয়ে আমার কথা শোনো,' গম্ভীর স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'সত্য কথাই বলেছি তোমাদের, এরমধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই। কোন কিছু আড়াল করিনি। কিন্তু মার্শাল, তোমার ভাব দেখে মনে হলো আমার কথার চেয়ে বরং মার্টিন বা হার্নান্দেজের কথাই বেশি মিষ্টি লাগছে তোমার! বেশ তো, যা খুশি ধরে নাও বা ভাবতে পারো, তবে শিকের ভিতর আমাকে ঢোকাতে পারবে না। বিশেষ করে ওখানে যেহেতু তোমার উপর নির্ভর করতে হবে। এটা অন্য শহর বা এই মানুষগুলোর যদি সম্ভাব্য আসামীকে স্রেফ সন্দেহের বশে ঝুলিয়ে দেওয়ার ইতিহাস না থাকত, তা হলে আজ তোমার কথাই মেনে নিতাম। কিন্তু ওই ঝুঁকি নিতে পারব না। তোমরা আসল খুনীকে খুঁজে বের করতে করতে হয়তো আমি নিজেই নেকটাই পার্টির বলি হয়ে যাব।

'তারচেয়ে বরং, মুক্ত অবস্থায় থাকাই ভাল হবে আমার জন্য। সবদিক রক্ষা হবে তা হলে। আর···ভাবছি আমি নিজেই আসল খুনীকে খুঁজে বের করব।'

'ভুল করছ তুমি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল মার্শাল, ক্লিন্টের পিস্তলের মাযলে আটকে গেছে দৃষ্টি। 'এজন্য পরে পস্তাতে হতে পারে! হেডেন, খুনটা যখন তুমি করোনি, এত অধীর হওয়ার কী আছে? জজ নিশ্চয়ই সব শুনে তোমাকে ছেড়ে দেবেন, তখন আর তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না, মুক্ত মানুষের মত চলে যাবে। এক-দুই দিনের ব্যাপার। ওইটুকুন ধৈর্য তোমার নেই?

'পাগলামি কোরো না। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত অস্ত্রটা দিয়ে দাও আমাকে।'

স্থির চাহনিতে মার্শালকে দেখছে ক্লিন্ট, অন্য দু'জনকেও দৃষ্টি-ছাড়া করেনি। 'উঁহুঁ, ভুল করছি না আমি, মার্শাল। ব্যাখ্যা করেছি কেন তোমার প্রস্তাব মানতে পারব না।' সামান্য দৃষ্টি সরিয়ে সেলুন মালিকের দিকে ফিরল ও। 'সামনে এগিয়ে যাও তো, সেথ। হ্যাঁ, রেমনের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াও। তা হলে একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। মার্শাল বেপরোয়া কিছু করে বসবে না, কিন্তু তোমাদের এতটুকু বিশ্বাস নেই।'

দুই কদম এগিয়ে গেল মার্টিন, রেমন হার্নান্দেজের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আর মার্শাল রয়েছে উল্টোপাশে। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে বোর্ডের তৈরি পোর্চে তার বুটের আওয়াজ বেশ জোরাল শোনাল।

'এবার, সেথ, আস্তে করে মার্শালের পিস্তলটা হোলস্টার থেকে নিয়ে নাও,' নতুন নির্দেশ দিল ক্লিন্ট। 'ওটা নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরো। বাঁট সামনের দিকে থাকবে। কোনরকম চালাকি করতে যেয়ো না, পস্তাবে তা হলে। তোমার বউ আর বাচ্চাদের কথা মাথায় রেখো। বেঘোরে মারা পড়লে ওদের কী হবে?

'মার্শালের ওটা খসিয়ে তারপর রেমনেরটা নেবে। সবাইকে বলছি, আমার হাতের অস্ত্রটার ট্রিগার কিন্তু খুব নড়বড়ে, সামান্য চাপ পড়লে গুলি বেরিয়ে যাবে।'

ক্লিন্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল সেলুন মালিক। তবে ব্যাপারটা যে তিনজনের কারোই পছন্দ হয়নি, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু গ্রাহ্য করছে না ক্লিন্ট। মার্টিন নিজে নিরস্ত্র, জানা আছে ওর, অন্য দু'জনের পিস্তল ব্যবহার করার সুযোগ ছিল বটে। ঝুঁকিটা নেওয়ার মত বোকা নয় সে।

একে একে দুটো পিস্তলই চলে এল ক্লিন্টের কাছে। কোমরে গুঁজে রাখল ও। 'চলে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে এগুলো রেখে যাব,' পিস্তলের মালিকদের নিশ্চিন্ত করার জন্য বলল ক্লিন্ট।

'আর যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, চুপটি করে থাকো, কেউ নড়বে না। সামান্য নড়েছ বা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছ তো গুলি খাবে।'

'তুমি কী করবে?' খেঁকিয়ে উঠল হার্নান্দেজ।

'বুঝতে পারছ না? তোমাদের এখানে রেখে আমার ধান্ধায় চলে যাব।'

'বেশিদূর যেতে পারবে না,' মন্তব্যের সুরে বলল মার্শাল। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাসি নিয়ে তোমার পিছু ধাওয়া করব!'

ধীর কদমে ঘোড়ার কাছে পিছিয়ে এল ক্লিন্ট।

'হয়তো। পারব কি-না সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে,' নিরামিষ সুরে বলল ক্লিন্ট। 'কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখলে আখেরে লাভ হবে: আমার জন্ম এখানে, এখানে বড় হয়েছি। সিলভার ফ্ল্যাটের এমন কোন ট্রেইল নেই যেটা আমি চিনি না। লুকিয়ে থাকার মত সব জায়গার খবর জানি। তাই বলছি কী, আমার পিছু নিতে গিয়ে অযথা নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করবে।

'তারচেয়ে বরং তুমি তদন্ত চালিয়ে যাও। আমাকে দরকার হলে খবর দিয়ো, সত্যি সত্যি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য জজের সামনে হাজির হয়ে যাব। সেজন্য আমাকে ধরে আনতে হবে না।'

ঘোড়ার কাছে এসে বাম হাতে হিচর্যাক থেকে বাঁধন খুলে নিল ক্লিন্ট। তিনজনের মধ্যে হার্নান্দেজ সামান্য নড়ে উঠতে পিস্তল বাগিয়ে ধরল ও, ভাব দেখাল ট্রিগারে চাপ বাড়িয়েছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেল স্পেনিয়ার্ড, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। ঢোক গিলল সে।

তিনজনের পেট বরাবর শটগান বাগিয়ে ধরে এবার স্যাডলে চড়ল ক্লিন্ট, তারপর বাম হাতে লাগাম তুলে নিয়ে হাঁটুর আলতো গুঁতোয় বে-কে আগে বাড়াল।

'আমার কথা মনে রেখো,' সতর্ক করে দিল ও। 'গুলি খাবে না এমন দূরত্বে আমি চলে যাওয়া পর্যন্ত স্রেফ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো!'

চার

মূল রাস্তা ধরে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ক্লিন্ট হেডেন। সেথ মার্টিনের বনেট সেলুন ছাড়িয়ে চওড়া গলির কাছে পৌঁছানো মাত্র আচমকা ডানে মোড় নিল। মার্টিন আর হার্নান্দেজের পিস্তল দুটো ছুঁড়ে ফেলল খোলা জায়গায়, তারপর স্পার দাবাল বে-র পাছায়। তুমুল গতিতে ছুটল ঘোড়াটা।

পশ্চিমে অ্যাঙ্গোস্টুরা পাহাড়শ্রেণী।

ঘোড়ার জন্য সহানুভূতি বোধ করছে ক্লিন্ট। বেচারা মাত্র টানা রাইড শেষ করেছে; বিশ্রাম দূরে থাক, পেটে দানা-পানিও পড়েনি, অথচ আবার ছুটতে হচ্ছে। বড়জোর ঘণ্টাখানেক হিচর‍্যাকে বাঁধা ছিল। রাইড করতে হয়নি–একে যদি বিশ্রাম বলা যায়, তা হলে তাই পেয়েছে।

গভীর মমতায় ওটার ঘাড়ে হাত বুলাল ক্লিন্ট, আন্তরিক স্বরে বিড়বিড় করল: 'উপায় নেই, বাছা, সম্ভব হলে তোকে ছাড়া পথ চলতাম। কিন্তু যা পরিস্থিতি...জান হাতে নিয়ে ছুটতে হবে। পরে না হয় বিশ্রাম নেব আমরা। আপাতত ওসব ভুলে থাকতে হচ্ছে।'

কে জানে, কী বুঝল বোবা প্রাণীটা। সামান্য ঘাড় নাড়ল, যেন মেনে নিয়েছে ক্লিন্টের আব্দার। তবে গতি কমল না।

দুনিয়ায় বোধহয় ঘোড়ার চেয়ে সবচেয়ে বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত বা বাধ্য প্রাণী আর নেই। দেহে শেষ শক্তিটুকু থাকা পর্যন্ত ছুটে চলে, সওয়ারের নির্দেশ ছাড়া থামে না–এমনকী ছুটতে ছুটতে জীবনও দিয়ে ফেলে। এমন বিস্ময়কর সেবা আর কোন প্রাণীর

কাছ থেকে পায় না মানুষ। অথচ বিনিময়ে এরা সামান্যই পায়। উপরন্তু, খাওয়া বা বিশ্রাম নির্ভর করে সম্পূর্ণ প্রভুর মর্জির উপর। সুযোগ হলে জোটে, নইলে খালি পেটেই ছুটতে হয়। মুখ বুজে সয়ে যায় সব দুর্ভোগ।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছনে তাকাল ক্লিন্ট। উঁহুঁ, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে স্যাডলরক থেকে মাইল খানেক দূরত্বে আসার পর পিছনে খুরের শব্দ শুনতে পেল। অনেক ঘোড়া। যাহ্, মার্শাল দেখছি বেশ তৎপর! আনমনে ভাবল ক্লিন্ট, পাসি খাড়া করতে একটুও দেরি করেনি। লোকজন যেন তৈরি হয়েই ছিল।

বড়জোর পাঁচ মিনিট হয়েছে, অথচ ঠিকই ধাওয়া শুরু করেছে ওর পিছনে। করিৎকর্মা মার্শাল!

কিন্তু স্যাডলরকে এটাই হয়, তিক্ত মনে ভাবল ক্লিন্ট, বিশেষ করে হেডেনদের ব্যাপারে। ধাওয়া খাওয়া লোকটা যদি কোন হেডেন হয়, তা হলে পুরো শহর হামলে পড়ে, সাহায্য করার মত লোকের অভাব হয় না; এবং আশঙ্কার কথা হচ্ছে: এরা সফল হতেও বেশি সময় নেয় না।

ডান পাশে নিচু জমি দেখে সেদিকে সরে গেল ক্লিন্ট। খেয়াল করল ঢালের আকারে অগভীর শুকনো ওঅশের তলায় নেমে গেছে রাস্তা, তবে ধাবমান রাইডারকে দিগন্তের পটভূমি থেকে আড়াল করার জন্য যথেষ্ট। চট করে ওঅশের তলায় নেমে গেল ও, ঘোড়া ছোটাল তুমুল বেগে। ধুলো নিয়ে চিন্তা করছে না, কিংবা ফেলে যাওয়া ট্র্যাকও ওর মাথাব্যথা নয় এখন। অত সময় নেই। পাসি ধাওয়া করে আসছে।

কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করুক, হন্যে হয়ে ধাওয়া করুক ওকে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে উৎসাহে ঘাটতি পড়বে, তখন ভেবে-চিন্তে নির্দিষ্ট দিকে যাবে। খসিয়ে ফেলবে লোকগুলোকে।

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ বেশ জোরাল শোনাচ্ছে। স্পষ্ট

শুনতে পাচ্ছে ক্লিন্ট, তবে গ্রাহ্য করল না। নিজের কাজটা ওর ভাল ভাবে করতে হবে।

অ্যারোয়োর শেষ প্রান্তে পৌঁছল। ঢালু জমি শুরু হয়েছে এখান থেকে। উত্তরে বাঁক নিয়ে নিচু পাহাড়সারির সমান্তরালে ছুটে চলল কিছুক্ষণ। পাঁজরের হাড়ের মত পাহাড় ছড়িয়ে আছে পাশে, নানা গাছপালা জন্মেছে বিক্ষিপ্তভাবে, আড়াল হিসাবে যথেষ্ট। চাইলে পাহাড়ের গভীরে ঢুকে পড়তে পারে, কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা বেশি–ধরা পড়ে যেতে পারে, বিশেষ করে রাইফেলের রেঞ্জে ওকে পেয়ে যেতে পারে লোকগুলো। উঁচু-নিচু, বন্ধুর পথ; সব ট্রেইলও চেনা নেই। আবার কোথাও কোথাও আদৌ কোন ট্রেইলই নেই।

টানা এক ঘণ্টা ছুটে চলল ক্লিন্ট। ঘোড়াটার বেশ ধকল যাচ্ছে বুঝতে পারছে, কিন্তু থামার উপায় নেই। অ্যাঙ্গোস্টুরা পেরিয়ে সিলভার ফ্ল্যাট অঞ্চলের পাহাড়সারিকে পাশ কাটাচ্ছে এখন। বন্ধুর ট্রেইল। স্বস্তির ব্যাপার, পাসির সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। সামনে ঘন গাছপালার সারি।

বনে ঢুকে প্রথমবারের মত ঘোড়ার রাশ টানল ও। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ঘোড়াটা, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে। ক্যান্টিন থেকে নিজের হ্যাটে পানি ঢালল ক্লিন্ট, ঘোড়াকে পান করতে দিল, তারপর সামান্য পানি তালুতে নিয়ে ওটার ঘাড় আর মুখ মুছে দিল।

কান সজাগ ওর। পিছনে ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে এখন।

অ্যারোয়োতে নেমে যাওয়ায় বেশ উপকার হয়েছিল। ওটাকে কানা ক্যানিয়ন মনে করে ধন্দে পড়ে গিয়েছিল পাসির লোকেরা, মূল্যবান কয়েকটা মিনিট তর্ক করেছে নিজেদের মধ্যে। শেষপর্যন্ত যদিও ক্লিন্টের ফেলে যাওয়া ট্র্যাক দেখে আর উড়ন্ত ধুলোর অস্তিত্ব টের পেয়ে ধাওয়া করেছে, কিন্তু ততক্ষণে

অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছে ক্লিন্ট। তা ছাড়া, চলার পথে বেশ কয়েকবার শক্ত খটখটে জমি বা পাথুরে লাভা অঞ্চল পাড়ি দিয়েছেও, ট্র্যাক পড়েনি বলতে গেলে। তাই ওসব জায়গা ধরে ওকে অনুসরণ করা সময়সাপেক্ষ ছিল পাসির জন্য। বিস্তর সময় ব্যয় করেছে ট্র্যাকের খোঁজে। আর তাতেই এগিয়ে যেতে পেরেছে ক্লিন্ট।

অ্যাঙ্গোস্টুরার সীমানা অতিক্রম করার সময় ডানে দিক পরিবর্তন করেছিল ও, অথচ পাসির লোকজন মনে করেছিল বামে যাবে আসামী; কারণ স্বাভাবিক ট্রেইলটা ওদিকেই গেছে–দক্ষিণে। পাহাড়ের কোল ঘুরে, বিশাল এক বৃত্তের মত কয়েক মাইল দূরে বাঁক নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে।

জুয়া খেলেছিল ক্লিন্ট। সেটা কাজে দিয়েছে। ভুল ট্রেইল ধরে বেশ কয়েক মাইল চলে গিয়েছিল পাসি, ভুল যখন টের পেয়েছে তখন শুধরে নেওয়ার উপায় ছিল না; বরং সেই কয়েক মাইল ফিরতি পথ পাড়ি দিয়ে আবার অ্যাঙ্গোস্টুরা আর সিলভার ফ্ল্যাট পর্বতের সঙ্গমস্থল থেকে ডানে মোড় নিয়ে ক্লিন্টের আসল ট্রেইল ধরতে হয়েছে।

ওর ধারণা পাসি থেকে এ-মুহূর্তে অন্তত তিন মাইল এগিয়ে রয়েছে। এটা অবশ্য রৈখিক দূরত্ব, বাস্তবে ট্রেইলের দূরত্ব নিশ্চয়ই অনেক বেশি।

তবে যতই দূরে থাকুক, আঠার মত পিছু লেগে থাকবে ওরা। আগে-পরে যখনই হোক, ওর ফেলে আসা চিহ্ন ধরে চলে আসবে ঠিকই। এলাকা সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে কিংবা ট্র্যাকিং জানে এমন মানুষের অভাব হবে না পাসিতে। সবচেয়ে বড় কথা, চিহ্ন ফেলে যাওয়া ছাড়া চলাচল করার উপায় নেই। ঘোড়ার ছাপ পড়বেই। তাই পাসিও আসবে, ধরে নিয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করা উচিত হবে।

তবে মাঝের এ সময়টা কাজে লাগাতে চায় ক্লিন্ট। আশা

করছে কয়েক ঘণ্টা সময় পাবে। পাসি যখন এখানে পৌঁছবে, এর মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবে মোক্ষম কোন জায়গায়, এমন জায়গা যেটা খুঁজে বের করতে পারবে না ওরা।

দু'একদিন পাসিকে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারলে উৎসাহে ভাটা পড়বে ওদের; কারণ এরা সবাই সাধারণ মানুষ, যার যার নিজস্ব কাজ আছে। জীবিকার তাগিদে তাদের ফিরে যেতে হবে যার যার জায়গায়। স্রেফ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দিনের পর দিন ক্লিন্টের পিছনে ধাওয়া করা যে-কোন অর্থে ওদের জন্য বিলাসিতা হিসাবে গণ্য হতে পারে।

একসময় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসবে। তখন লোকালয়ে যেতে পারবে ক্লিন্ট।

সবার আগে···খসিয়ে ফেলতে হবে পাসিকে···

বিশ মিনিটের বিশ্রাম শেষে আবার ঘোড়া ছোটাল ক্লিন্ট, তবে গতি বেশি নয়। বে-টাকে দম ফেলার সুযোগ দিচ্ছে। ক্লান্ত ওটা, কিন্তু তারপরও আরও কয়েক ঘণ্টা টানা ছুটতে পারবে, জানে ও।

টানা উত্তরে এগিয়ে চলল, ক্রমে পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করছে। এবড়োখেবড়ো ট্রেইল বলে গতি কমিয়ে এনেছে। শুধু সমান জমি পেরোনোর সময় দুলকি চালে ছুটছে বে। টিলা বা উঁচু জায়গা পেরোনোর সময় সতর্ক ক্লিন্ট যাতে খোলা আকাশের বিপরীতে ওর কাঠামো ফুটে না-ওঠে, যদিও এখনও বেশ দূরে আছে পাসি। কিন্তু সাবধানের মার নেই। অযথা ঝুঁকি নেওয়ারও মানে হয় না।

কে বলতে পারে দু'তিন দলে ভাগ হয়ে ধাওয়া করছে না ওরা?

সরু, বুনো একটা ট্রেইল ধরে হাঁটছে বে। খুবই বন্ধুর আর সঙ্কীর্ণ। হরিণের ট্রেইল। দু'পাশে ছোট ছোট বোল্ডার, নুড়িপাথর এবং নানা ঝোপের সমাহার। তাগাদা দিচ্ছে না ক্লিন্ট, ঘোড়াকে

নিজের পছন্দমাফিক চলতে দিয়েছে। জানে সহজ ও নিরাপদ পথটা সহজাত প্রবৃত্তি বশে বেছে নেবে ঘোড়াটা।

এলাকাটা একেবারে অপরিচিত নয় ওর, আবার খুব চেনাও নয়। ব্রায়ান সহ ছোটবেলায় বেশ কয়েকবারই এদিকে এসেছে, ঘুরে বেড়িয়েছে দুরন্ত কৈশোরের সময়। উঠতি বয়সে বা তরুণ হওয়ার পর শিকারে বেরোত। খাবার টেবিলে মাংস সরবরাহের ব্যবস্থা করত ওরা দুই ভাই। টার্কি, হরিণ বা এল্ক···যে-কোন কিছু জুটে যেত। খুব কমই খালি হাতে বাড়ি ফিরেছে ওরা।

স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়ও আশপাশে কম ঢুঁ মারেনি।

ধীর গতিতে, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে ট্রেইল পাড়ি দিচ্ছে বে। এই অবসরে দুপুরের ঘটনা নিয়ে ভাবল ক্লিন্ট। যা ঘটেছে খুব দ্রুত ঘটেছে, অনাকাঙ্ক্ষিত তো অবশ্যই, তাই ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার সুযোগ হয়নি। স্রোতের মত একসঙ্গে মনে ভীড় করল সব ঘটনা।

দৃশ্যত, পুরো সিলভার ফ্ল্যাট অঞ্চল এখনও ত্রিবিভক্ত হয়ে আছে। দেড় বছর বা তারও আগে যেমন দেখেছে ক্লিন্ট। নিজস্ব জমি ধরে রাখতে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে স্প্যানিশ ও মেক্সিকানরা; সাদা বা গ্রিংগোদের হাতে জমি ছাড়তে নারাজ। এ-ব্যাপারে ওরা চরম আপসহীন। আর থিতু হওয়া র‍্যাঞ্চাররা প্রায় সবাই একাট্টা, বেপরোয়া, দাম্ভিক এবং কম-বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ। নিজ সাম্রাজ্য ঠিক রাখতে অবিচল। একইসঙ্গে সুযোগসন্ধানীও। মওকা পেলে প্রতিবেশী–বিশেষ করে ল্যাটিনদের–জমিজমা গ্রাস করতে দ্বিধা নেই কারও। নেস্টর, হোমস্টীডার বা এলাকায় নতুন আসা লোকের বিরুদ্ধে এরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, ল্যাটিনদের মত এরাও জমির ভাগ কাউকে দিতে নারাজ।

আর তৃতীয় পক্ষ হচ্ছে স্যাডলরক শহরের ব্যবসায়ী। মুনাফা আর ব্যবসার লোভে বিবদমান দুই পক্ষের সঙ্গে তাল রাখতে

প্রায় হিমশিম খায় এরা। নিরপেক্ষ থাকতে পারছে না।

হঠাৎ নতুন একটা উপলব্ধি হলো ক্লিন্টের। উনিশ মাস আগে এই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় ওর মনে হয়েছিল সংস্কার-পর্ব প্রায় সমাধা করে গেছে, সামান্য কয়েকটা জিনিস বাকি ছিল যা অন্যরা অনায়াসে সেরে ফেলতে পারবে বলে স্বস্তি বোধ করেছে ও; সর্বোপরি বেসিনের অশান্তির দিন শেষ হয়ে গেছে। নির্দ্বিধায় তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে গেছে, ইউএস মার্শালের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু আদপে ওর ধারণা ঠিক ছিল না। বরং সত্য থেকে অনেক দূরে ছিল ওর অনুমান।

উপলব্ধিটা চরম বিস্ময় হয়ে বিদ্রূপ করছে ক্লিন্টকে, বিভ্রান্ত ও বিব্রত করে তুলল ওকে। যে ল্যাণ্ড কোম্পানির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল ও, তার স্থানে নতুন কোম্পানি বসে গেছে। এমন কিছু ঘটেছে এখানে যাতে ছাইচাপা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে আবার, রক্তারক্তি শুরু হলো বলে!

আরও একটা ব্যাপার: শহরের মাথা বলে খ্যাত সেথ মার্টিন দেড় বছর আগে কেলসিদের র‍্যাঞ্চের আঙিনায় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে অবগত নয়। অন্তত গল্পের পুরোটা জানে না।

মেরি কেলসি, ফ্লাশ ট্রিমেন, ডাফি ওয়াটসন বা আরও যারা সেদিন উপস্থিত ছিল, তাদের কারও কথাই বলেনি মার্টিন। হার্ভে প্রিঙ্গল বা টিম হেনসেনের মৃত্যুর কথা শুনেছে ক্লিন্ট। শোডাউনের সময় মারা গিয়েছিল হেনসেন। পুরো এলাকায় কেলসিরা ছাড়া শুধু সেই ছিল হেডেনদের বন্ধু। হয়তো লোকটা আমেরিকান নয় বলেই, অন্যদের মত খাটো চোখে দেখেনি হেডেন পরিবারকে।

তবে শোডাউনে দিব্যি বেঁচে গিয়েছিল প্রিঙ্গল। ক্লিন্টকে নতুন র‍্যাঞ্চ গড়তে সাহায্য করার প্রস্তাবটা সেই দিয়েছিল, পরে অন্যরা সমর্থন করেছিল। কীভাবে মারা গেল প্রিঙ্গল? নতুনভাবে শুরু হওয়া লড়াইয়ের বলি হয়েছে মানুষটা?

সবচেয়ে বড় কথা: সবকিছুর মূলে এখন কে আছে, আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে কে?

হেনরি কলিন্স আর ওর ভাড়াটে বন্দুকবাজরা হয় বেঘোরে মারা পড়েছে, নয়তো বিতাড়িত হয়েছিল বেসিন থেকে। তা হলে কলিন্সের জায়গা নিয়েছে কে? শুধু ল্যাটিন আর গ্রিংগোদের মধ্যে বিরোধে এত অশান্ত হত না পরিস্থিতি। নিশ্চয়ই এরচেয়ে বড় বা শক্তিশালী পক্ষের উত্থান হয়েছে।

দ্য ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানি?

ট্রেইল আরও খাড়া হয়ে গেছে টের পেয়ে ভাবনা থামিয়ে সেদিকে মনোযোগ দিল ক্লিন্ট। পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছে পৌঁছে গেছে। ঢাল ধরে উঠতে হচ্ছে বলে আয়াস লাগছে বে-র, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে। শিগ্‌গিরই না থামলে হয়তো পড়েই যাবে ওটা।

চাতালের মত একটা জায়গা দেখে রাশ টানল ক্লিন্ট, স্যাডল ছেড়ে নামল। ঘোড়াকে পানি পান করাল, ঘাড়-মুখ মুছে দিল; তারপর দ্রুত পায়ে চলে এল উঁচু কিন্তু আড়াল আছে এমন এক জায়গায়। নীচের বেসিনে দৃষ্টি চালাল। অনেকটা দূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে। এবড়োখেবড়ো প্রান্তরে ঘুরে বেড়াল ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টি। শেষে খুঁজে পেল পাসিকে।

দক্ষিণের ট্রেইল ধরে এগিয়েছে ওরা, ঘোড়া দাবড়ে চলে এসেছে ঘন বনভূমি পর্যন্ত, যেখানে প্রথম থেমেছিল ক্লিন্ট। যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে বেশ দ্রুত পৌঁছে গেছে। এখানে পৌঁছতেও ওদের বেশি সময় লাগবে না।

ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ক্লিন্ট। নিজেও ক্লান্ত ও, কিন্তু উপায় নেই; মূল ধকল অবশ্য বে-র উপর দিয়ে যাচ্ছে। লাগাম হাতে নিয়ে হেঁটে ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল ও, পিছন পিছন আসছে বে।

এ-মুহূর্তে সবচেয়ে খারাপ এবং বিপজ্জনক সময় যাচ্ছে।

জানে দ্রুত পথ চলা দরকার, কিন্তু ছুটতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে, ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ঘোড়াটাকে ওর ভার থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ওকে বহন করবে কী, এমনিতেই পাহাড় ডিঙাতে হিমশিম খাচ্ছে ওটা।

কে খুন করল হুয়ান মোরালেসকে?

মেক্সিকান বা স্পেনিয়ার্ড, সবার মধ্যে জনপ্রিয় ছিল মানুষটা। সবাই সমীহ করত। বেসিনে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল: ল্যাটিন দুই পক্ষে যদি কোন সমঝোতা বা সুসম্পর্ক তৈরি হয়, তা হলে সেটা হবে শুধুই হুয়ান মোরালেসের কারণে। তার মৃত্যুর কারণে বিশাল এক সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল।

বুড়োর মৃত্যু চেয়েছে কে?

হেনরি কলিন্স যদি বেঁচে থাকে, সে হতে পারে একজন। ল্যাণ্ড কোম্পানির আড়ালে পুরো বেসিন না-হলেও প্রায় সিংহভাগ দখল করতে চেয়েছিল কলিন্স। অনেকটা এগিয়েও গিয়েছিল সে। কেউ জমি বেচে চলে গিয়েছিল, কলিন্সের ভাড়াটে বাহিনীর হাতে নিগ্রহের শিকার হতে চায়নি। আর কেউ কেউ বিতাড়িত হয়েছে। চরম এই সঙ্কটে হুয়ান মোরালেসের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়িয়েছিল স্পেনিশ ও মেক্সিকানরা। তাদের সঙ্গে গ্রিংগো র‍্যাঞ্চাররা যোগ দেয় ক্লিন্টের নেতৃত্বে, আর তাতেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে কলিন্স বাহিনী। চূড়ান্ত শোডাউনের সময় সবার সামনে ছিল ক্লিন্ট।

কলিন্সকে কয়েকটা গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছে ও, মনে পড়ল ক্লিন্টের। উঁহুঁ, তার বেঁচে থাকার কথা নয়। বেসিন ছেড়ে যাওয়ার সময়ও অমন কিছু শুনতে পায়নি। সেই শোডাউনে ল্যাণ্ড কোম্পানির সবচেয়ে বিপজ্জনক গানম্যানরাই মারা পড়েছে। মালিক ছাড়া তাদের এখানে থাকার যৌক্তিকতা নেই। তা ছাড়া, যারা বেঁচে ছিল, যৌথ বাহিনীর তাড়া খেয়ে তল্লাট-ছাড়া

হয়েছে।

সেক্ষেত্রে, মোরালেসের খুনের পিছনে মোটিভ থাকতে পারে এমন লোকের তালিকা থেকে কলিন্স বাদ। রেমন হার্নান্দেজকে বাদ দেওয়া যাবে না।

বরং তাকেই বেশি সন্দেহ হয় ক্লিন্টের।

বুড়োর সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা ছিল রেমন হার্নান্দেজের। মোরালেসের অযথা সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতার ভিন্ন অর্থ করত সে। ধীর, দুর্বল ও ভীরু বলে সমালোচনা করত। কখনোই কোন ব্যাপারে একমত হতে পারেনি দু'জন। আদপে হার্নান্দেজ যে-কোন ব্যাপারে বুড়ো মোরালেসের মতের বিরুদ্ধে চলে যেত। কারণ হার্নান্দেজের দৃষ্টিতে গ্রিংগোদের সামাল দেওয়ার উপায় একটাই: অস্ত্রে। ভূমিদস্যুদের মোক্ষম শিক্ষা দেওয়ার বিকল্প কোন পথ নেই।

কিন্তু হুয়ান মোরালেসের ধারণা ছিল ভিন্ন। পরিপক্ব। সত্তর বছরের জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখেছে সে, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করেছে নানা ঘটনায়। জানত অতি আগ্রাসী মনোভাব হঠকারি হয়ে দাঁড়াবে ওদের জন্য, আদপে শুভ হবে না। ক'জন গ্রিংগোকে ঠেকাবে? পশ্চিমে একের পর এক, দলে দলে আসছে তারা। আজ একজনকে সরিয়ে দেবে তো কাল দু'জন তার জায়গায় হাজির হয়ে যাবে। লোকের ওই স্রোত ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাবৎ ল্যাটিনদের করণীয় একটাই: আপস বা রফা। শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো। সমঝোতার মাধ্যমে, নিজের কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করে সহাবস্থান।

কিন্তু এই তত্ত্বের চরম বিরোধী ছিল হার্নান্দেজ। একই মতের অনুসারী ল্যাটিনও কম ছিল না। তাদের আস্কারা দিত হার্নান্দেজ, উস্কে দিতেও চেয়েছে কয়েকবার। এমনকী প্রচারও চালিয়েছে যে হুয়ান মোরালেসকে দিয়ে চলবে না, অথর্ব ও নরম হয়ে গেছে সে; নেতা হিসাবে অযোগ্য। অতি সতর্ক। ভীরু।

রক্ত দেখে মূর্ছা যায়। স্পেনিশ আর মেক্সিকানদের উচিত শরীরে টগবগে রক্ত আছে এমন সাহসী, উদ্যমী ও মারকুটে কোন নেতার অনুসারী হওয়া। মোরালেস একটা বাতিল মাল।

হয়তো এ কারণেই মরতে হয়েছে হুয়ান মোরালেসকে। রেমন হার্নান্দেজের অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিদ্রোহ, আগ্রাসী মনোভাব এবং সম্ভবত, দূরদর্শী পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে মোরালেসকে চিরদিনের জন্য নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। স্টোর থেকে ছুরি সংগ্রহ করে বুড়ো স্পেনিয়ার্ডকে নিষ্ঠুরভাবে নিজেও খুন করে থাকতে পারে। অন্যের চোখে সেটা খুন হলেও হার্নান্দেজের কাছে স্রেফ দায়িত্ব বা ঝামেলা বিদায় করার মত কাজ।

তাই, এভাবে ভাবছে বলে ক্লিন্ট হেডেনের বিবেচনায় হুয়ান মোরালেসের খুনী হিসাবে প্রথম সন্দেহভাজন রেমন হার্নান্দেজ।

ধারণাটা খতিয়ে দেখার দাবি রাখে। বিশেষ করে খুনের মিথ্যে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে আসল খুনীকে খুঁজে বের করতে হবে, অর্থাৎ সবার আগে হার্নান্দেজের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। তাতেই নিজেকে নিরপরাধ হিসাবে প্রমাণ করতে পারবে ক্লিন্ট।

তবে কাজটা সহজ হবে না, কারণ মার্শাল বার্নারি বা শহরের লোকজন ওকে বিশ্বাস করবে না। পালিয়ে এসে পরিস্থিতি নিজের প্রতিকূলে নিয়ে গেছে ক্লিন্ট, যদিও ঠিক কাজটাই করেছে; কিন্তু খুনী ছাড়া ওকে আর কিছু ভাববে না কেউ। সাফাই গেয়ে সামান্য লাভও হবে না। একবাক্যে ওকে খুনী ঘোষণা করবে যে-কেউ।

মিথ্যে খুনের দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে হলে আসল খুনীকে খুঁজে বের করতে হবে, তারপর ধরে নিয়ে যেতে হবে ল-ম্যানের কাছে; তা হলে আবার মুক্ত মানুষ হিসাবে সিলভার ফ্ল্যাট এলাকায় চলাফেরা করতে পারবে ও। ততদিন পর্যন্ত ফেরারী

হয়ে চলতে হবে।

কারও কাছ থেকে সাহায্য পাবে বলে মনে হয় না। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, হয়তো র‍্যাঞ্চারদের কেউ কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, অন্তত খাবার আর আশ্রয়ের ব্যাপারে। তবে তেমন লোকের সংখ্যাও হাতে গোণা–বিশ্বস্ত ও আন্তরিক–তাও সংখ্যা কমে গেছে। সেথ মার্টিনের কাছে দু'জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছে।

মেরি কেলসির কী হলো? বিয়ে হয়ে গেছে? এলাকা ছেড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও?

সেলুন মালিক এ সম্পর্কে কিছু বলেনি। মেরির কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল ক্লিন্টের, কিন্তু কথাবার্তা অন্য দিকে মোড় নিয়ে ফেলায় পারেনি; বরং মেজাজ সামলে রাখতে ব্যস্ত ছিল সারাক্ষণ। পরেও সুযোগ আসেনি। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়েই তো পড়ল মার্শাল আর হার্নান্দেজের খপ্পরে!

অতীত বিশ্লেষণ করতে ক্লিন্টের উপলব্ধি হলো মেরির সঙ্গে বোঝাপড়া থাকলেও প্রতিশ্রুতি বিনিময় হয়নি। একে অন্যকে পছন্দ করত ওরা। সঙ্গ উপভোগ করত। শেষ দেখার দিন, অর্থাৎ কেলসিদের র‍্যাঞ্চ ত্যাগ করার সময়ও ক্লিন্ট বলেনি যে দীর্ঘ সময় দেখা হবে না; বলেছিল জরুরী কাজে কয়েকদিনের জন্য ফোর্ট লারামী যাচ্ছে। নিজেও ভাবেনি দেড় বছর পর স্যাডলরকে ফিরতে পারবে। ভেবেছিল ইউএস মার্শাল এবং জজের মুখোমুখি হওয়ার আনুষ্ঠানিকতা সারতে কয়েক দিন লাগবে, ফিরে এসে মেরির সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলবে।

বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতি ছিল তখন। হেনরি কলিন্সের বিরুদ্ধে একটা এসপার-ওসপার করে নেওয়ার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিল সব র‍্যাঞ্চার। ক্লিন্ট আর মোরালেসের সঙ্গে একাট্টা হয়েছিল ওরা। চূড়ান্ত শোডাউনের সময় অতি সাহসী কয়েকজন সমস্ত ঝুঁকি বা বিপর্যয়ের আশঙ্কা তুচ্ছ করে ক্লিন্টের সহযাত্রী হয়েছিল,

যদিও সযত্নে তাদের এড়িয়ে নিজেই ল্যাণ্ড কোম্পানির গানম্যানদের মুখোমুখি হয়েছিল ক্লিণ্ট। ওর দুঃসাহসের কারণে হেনরি কলিন্স আর তার ভাড়াটে গানম্যানদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাই কৃতজ্ঞ র‍্যাঞ্চাররা ওকে নতুন ভাবে র‍্যাঞ্চ শুরু করার সময় সাহায্য করতে চেয়েছে। তাদের প্রস্তাবে নিজেকে সম্মানিত মনে করেছে ক্লিণ্ট, তবে পাল্টা কোন জবাব দেয়নি। বরং শোডাউনের পরদিন তল্লাট ছেড়ে চলে গিয়েছিল কাউকে কিছু না-বলে।

সেথ মার্টিন বা রেমন হার্নান্দেজ সেদিনও বিরোধিতা করেছে, আজও করছে। পার্থক্য এক জায়গায়: পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে, আর ক্লিণ্টের প্রতিকূলে চলে গেছে। দেড় বছরে কোন যোগাযোগ না-থাকায় অন্যদের অবিশ্বাস ও অনাস্থা অর্জন করেছে ক্লিণ্ট।

কিন্তু র‍্যাঞ্চাররা এটা নিশ্চয়ই বুঝেছে যে হার্নান্দেজের অস্পষ্ট, উদ্দেশ্যহীন পরিকল্পনা বেসিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুদূর পরাহত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে?

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল ক্লিণ্ট। উপরে মেসার মত এক চিলতে খোলা জায়গায় ইতস্তত খাটো আকারের পাইন জন্মেছে। থেমে ঘোড়াকে দম নেওয়ার ফুরসত দিল ও, মেসার কিনারে ফিরে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ফিল্ডগ্লাস হাতে নীচের জমি নিরীখ করল।

মার্শাল বার্নারি আর পাসির সদস্যদের খুঁজে পেতে দেরি হলো না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোচ্ছে ওরা এখন, প্রতিটি জায়গা খুঁটিয়ে দেখছে। কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ মার্শাল। একটু পর সন্ধ্যা নামবে, তাই শেষ বেলায় ক্লিণ্টের ট্রেইল হারিয়ে ভুল পথে সরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই বলে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কারও না কারও চোখে ক্লিণ্টের ট্রেইল চোখে পড়বেই। এবড়োখেবড়ো জমিতে বে-র ছাপের তালাশ করছে লোকগুলো।

হরিণের সঙ্কীর্ণ বুনো ট্রেইল তাদের ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। তবে মার্শালকে দেখে মনে হয় না এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে। সম্ভবত দিনের আলো থাকা পর্যন্ত পাহাড়ের আনাচে-কানাচে সন্ধান চালিয়ে যাবে সে, তারপর সকাল থেকে আবার শুরু করবে।

তবে ক্লিণ্টের ইচ্ছে রাতের অন্ধকারে সরে যাবে অনেকটা পথ। ক্লান্ত ও, কিন্তু নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ছাড়া পথ নেই। এসব ক্ষেত্রে দূরত্বের বিকল্প নেই। অ্যাঙ্গোস্টুরা পর্বতশ্রেণী ছাড়িয়ে সিলভার ফ্ল্যাটের গভীর অঞ্চলে চলে যেতে চায় ও, যাতে এদিকে অযথা খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হয়ে পড়ে পাসি, তারপর একসময় ব্যর্থ হয়ে শহরে ফিরে যাবে।

পাসিকে খসিয়ে ফেলার পর লোকালয়ে যাবে ক্লিণ্ট–আশা করছে–র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে কথা বললে স্যাডলরক এবং বেসিনের সত্যিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবে। এও হয়তো অনুমান করতে পারবে হুয়ান মোরালেসের সম্ভাব্য খুনী কে হতে পারে, বুড়ো স্পেনিয়ার্ডকে খুন করায় কার স্বার্থ থাকতে পারে।

পাঁচ

ঘণ্টা তিনেক পর নিচু পাহাড়সারি পেরিয়ে সমতল জমিতে পৌঁছে গেল ক্লিণ্ট হেডেন। অনুচ্চ টিলার সারি পেরিয়ে এসেছে এই মাত্র, চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অ্যাসপেন, স্প্রুস আর অ্যাল্ডারের ঝাড় আড়াল দিচ্ছে ওকে।

আকাশে আধ-খানা চাঁদ, অস্পষ্ট হলেও যথেষ্ট আলো; চলতে অসুবিধা হচ্ছে না। ঝিরঝিরে বাতাস তন্দ্রালু করে তুলেছে

ক্লিন্টকে, চলার পথে বেশ কয়েকবার স্যাডলে বসে ঢুলতে শুরু করেছিল। কিন্তু অসমান জমি পেরোনোর সময় ঘোড়ার ছন্দহীন চলায় ঝিমুনি কেটে গেছে। চমকে কয়েকবার চোখ মেলে চেয়েছে, সারাক্ষণ আশঙ্কা করছিল এই বুঝি নিজের অজান্তে পাসির সামনে পড়ে গেল!

তেমন সম্ভাবনা নেই, কারণ পাহাড় টপকে এসেছে ক্লিন্ট। পাসি রয়েছে উল্টোদিকে। শুধু উড়তে জানলে তাদের পক্ষে এখন ওকে ধরা সম্ভব, কিংবা হুট করে সামনে এসে চমকে দিতে পারে। হার্নান্দেজ বা মার্টিনের পক্ষে সহসা ওর বন্ধু হয়ে যাওয়া যতটা সম্ভব, এটাও ঠিক তেমনি।

অ্যাঙ্গোস্টুরার অসংখ্য ক্যানিয়নের একটা থেকে উৎপন্ন এক ঝর্নার কাছে থেমে বিশ্রাম নিয়েছে কিছুক্ষণ। স্যাডলব্যাগে অবশিষ্ট যে-কয়টা শুকনো জার্কি ছিল, তাই দিয়ে পেটপূজা সেরে নিয়েছে। আকণ্ঠ পানি পান করেছে। ক্যান্টিন ভরে তারপর পুব দিকে যাত্রা করেছে।

ঝর্নার সুপেয় পানি আর কটনউড সারির কাছে জন্মানো ঘন সবুজ ঘাসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে বে ঘোড়াটা। চল্লিশ মিনিটের বিশ্রামে কিছুটা হলেও হারানো শক্তি ও উদ্যম ফিরে পেয়েছে। বেশ চনমনে মনে হচ্ছে ওটাকে, নিজ থেকে ছুটতে চাইছে, কিন্তু ইচ্ছে করে গতি কমিয়ে রেখেছে ক্লিন্ট। তাড়ার কী আছে!

রাতের বেলায় সামান্য শব্দও অনেক দূর থেকে শোনা যায়। ঘোড়া ছোটালে নির্ঘাত ওর অবস্থান টের পেয়ে যাবে পাসি, অন্তত অনুমান করে নিতে পারবে; সেক্ষেত্রে, ফাঁকিটা ধরে ফেলবে ওরা। কে জানে, হয়তো ক্লান্তি বা রাতের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে কেউ কেউ তখনই ওর পিছু নিতে পারে। এ ধরনের অভিযানে অতি উৎসাহী লোকের অভাব হয় না কখনও। আর সিলভার ফ্ল্যাটে হেডেনদের উপর চড়াও হতে সবাই যেন

মুখিয়ে থাকে রহস্যময় কোন কারণে!

প্রায় সারা দিন ছুটেছে ঘোড়াটা, তায় ঠিকমত পেটে দানা-পানি পড়েনি, আবার যাত্রা করার সময় রীতিমত অপরাধবোধে ভুগল ক্লিন্ট। কিন্তু উপায় নেই। দূরে সরে যেতে হবে। ঘাড় জড়িয়ে ধরে ঘোড়াকে আদর করল স্যাডলে চড়ার আগে। তার আগে অবশ্য অনেকক্ষণ ধরে ওটার শরীর দলাই-মলাই করে দিয়েছে।

পুব দিকে এগোল ক্লিন্ট। উদ্দেশ্য সাবেক হেডেন স্প্রেড। ওটা অবশ্য প্রায় দুই বছর আগে কলিন্স ল্যাণ্ড কোম্পানির সম্পত্তি হয়ে গেছে, ব্রায়ান বেচে দিয়েছিল। কোম্পানির নানা চাপে পড়ে, অনন্যোপায় হয়ে বেচেছে। কিন্তু তারপরও শেষ রক্ষা করতে পারেনি, কলিন্সের এক ভাড়াটে গানম্যানের অ্যাম্বুশের শিকার হয় ব্রায়ান। যার প্রতিশোধ নিয়েছিল ক্লিন্ট এবং এ-কারণেই হেনরি কলিন্সের সঙ্গে ওর শত্রুতার সৃষ্টি।

মাঝ রাত পেরিয়ে যাওয়ার পর গন্তব্যে পৌঁছল ক্লিন্ট। ক্লান্তিতে তখন শরীর স্যাডল থেকে খসে পড়তে চাইছে, কিন্তু অদম্য মনোবলে নিজেকে খাড়া রাখল। তবে চলার পথে কয়েকবারই ঝিমুনি চলে এসেছিল। ভাগ্যিস, পাসি ধারে-কাছে নেই। নইলে হয়তো ঠিক তাদের গায়ের উপর গিয়ে পড়ত বা ধরা পড়ে যেত।

দূর থেকে ছোট্ট স্প্রেডটা দেখল ক্লিন্ট। মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে ওর। একসময় এটাই ছিল ওর বাড়ি। হোক না ছোট, কিন্তু বাড়ি তো। এখানে জন্মেছে, বড় হয়েছে, জীবনের বিশটা বসন্ত কাটিয়ে গেছে।

অনেক দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা এবং অবিস্মরণীয় স্মৃতির সাক্ষী। রোদ-বৃষ্টি-তুষার আর সময়ের ছোপে জীর্ণপ্রায় হয়ে গেছে ছোট্ট র‍্যাঞ্চ হাউস। নিতান্ত অবহেলায় প্রায় ধসে পড়ার অবস্থা। দুই বছর ধরে এখানে কেউ থাকে না। বান ও লীন-টু

কূকশ্যাক এখনও খাড়া, তবে করুণ হাল পেয়েছে। পুরো বাড়ি বোধহয় এখন ইঁদুর আর নানা পোকামাকড়ের আড্ডাখানা হয়ে গেছে। আঙিনার বেড়া ঢলে পড়েছে, পিলারগুলো রোদ-বৃষ্টির ঘায়ে ক্ষয়ে গেছে।

বিষণ্ণ মুখে নিজ বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্ট। বুকে নানা আবেগের খেলা চলছে, তবে সবই কঠোর হস্তে দমন করল। ভাগ্যে বিশ্বাস নেই ওর, মানুষের পরিণাম যেহেতু তার কর্মফলের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু হেডেনদের ক্ষেত্রে সত্যি হয়তো সৃষ্টিকর্তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। নইলে কেন সম্ভাবনাময় হয়েও দাঁড়াতে পারল না র‍্যাঞ্চটা? বারবার শুধু ওরাই মার খাবে?

সম্পূর্ণ বিনা দোষে উন্মত্ত মবের আক্রোশের শিকার হলো ওর বাবা। রুডি হেডেনের কোন আপত্তি বা প্রতিবাদে কেউ কান দেয়নি, নিষ্ঠুর মানুষগুলো–যারা তারই প্রতিবেশী–রাতের আঁধারে তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে শহর থেকে র‍্যাঞ্চে ফিরে আসার সময়। সেই আঘাত সামলে নিতে পারেনি মিসেস হেডেন। স্বামীর অপমৃত্যুর শোকে দুই মাস পর তার অনুগামী হল ক্লিন্টের মা।

তারপর নির্ঝঞ্ঝাট কেটে গিয়েছিল কয়েকটা বছর। ভবঘুরে স্বভাবের ক্লিন্ট বেরিয়ে পড়ল অজানার উদ্দেশে। র‍্যাঞ্চটা ব্রায়ানের দায়িত্বে থাকল। সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করল সে। কিন্তু বিয়ের ছয় মাস না-যেতেই আবার উপরঅলা নিষ্ঠুর খেলা খেললেন।

কলিন্সের কুদৃষ্টি পড়ল হেডেনদের জমির উপর। অবশ্য শুধু হেডেন-স্প্রেড নয়, অন্যান্য আরও ছোট-বড় র‍্যাঞ্চের দখল কিনে নিতে চাইছিল ওরা। যাকে যেভাবে পেরেছে, জমি বেচতে বাধ্য করেছে। কারও পিছনে গানম্যান লেলিয়ে দিয়েছে, কারও স্বজন খুন করেছে, কারও বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, কারও সাপ্লাই ওয়্যাগন লুট করেছে। অর্থাৎ নানাভাবে হাঙ্গামা করেছে

র‍্যাঞ্চারদের উপর, যাতে একসময় অতিষ্ঠ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চার। বিশেষ করে নেস্টর, হোমস্টীডার আর ছোট র‍্যাঞ্চাররা। এদের কেউই নেই এখন। হেনরি কলিন্সের লিপ্সার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে।

বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ করেছিল কয়েকজন, প্রতিরোধও করেছে, কিন্তু কলিন্সের মারকুটে খুনীর দলের বিরুদ্ধে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি, বরং পাল্টা মার খেয়েছে। পরিবার এবং নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেশিরভাগ মানুষ জমি বেচে দিয়ে চলে গেছে।

ব্রায়ানও তাই করেছিল। যাব যাব করছিল ও, তখনই ওর স্ত্রীর উপর নজর পড়ে হেনরি কলিন্সের এক গানম্যানের। খাতির জমাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় ব্রায়ানের কাছে। খেপে গিয়ে তাকে প্রচণ্ড মারধর করে ব্রায়ান। সেই শোধ তুলেছে অ্যাম্বুশ করে।

ব্রায়ানের মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছিল ক্লিন্ট। ভেবেছিল ভাইয়ের বউকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাবে। ওয়াইওমিং থেকে বিয়ের উপহারও কিনেছিল। কিন্তু সেই আনন্দ এমন বিষাদে রূপ নেবে কল্পনাও করেনি।

ওর বাবার অপমৃত্যু, ব্রায়ানের খুন হওয়া, মায়ের অকাল বিয়োগ...এর সবই কি কর্মফল? কী করে হয়? জেনে-শুনে কখনও কারও ক্ষতি করেনি হেডেনরা, বেসিনে নিজেদের মত করে থাকত ওরা। দুই ছেলেকে সেভাবেই দীক্ষিত করেছিল রুডি হেডেন: সম্ভব হলে উপকার কোরো, কিন্তু কারও কষ্ট বা দুর্ভোগের কারণ হয়ো না'। নিজে সারাটা জীবন এই নীতি কঠোরভাবে পালন করার পরও অন্যের ভুলের বলি হতে হয়েছে তাকে। এটা কী করে তার কর্মফল হয়? এমন কিছু তো রুডি হেডেনের পাওনা ছিল না!

পাওনা ছিল না ব্রায়ান হেডেনের বা তার স্ত্রীরও। বেচারী কত স্বপ্ন নিয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু অমানুষ এক লোকের হিংস্র

বিদ্বেষ সেই স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দেয়। নিজের স্বজন বা সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের, ব্রায়ানও তাই করেছিল। তা হলে কেন ওকে মরতে হলো?

ভাগ্য কি শুধু ওদেরই এভাবে বারবার চরম মূল্য দিতে বাধ্য করবে?

কত স্মৃতি...আঙিনায় খেলত ওরা দুই ভাই, রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় পোর্চে বসে গল্প করত সবাই, সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে বাড়ি ফিরে এলে সবই ভুলে যেত মায়ের হাসি মুখ দেখলে। জীবনে কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বাড়ি ফিরে সবসময় মায়ের হাসি মুখ দেখতে পেত ওরা, মিসেস হেডেন এমন ভাবে সম্ভাষণ জানাত যেন বহুদিন পর বাড়ি ফিরেছে ওরা। অভাব ছিল ওদের, উদায়াস্ত বেগার খাটত, কিন্তু ছোট্ট এই বাড়িতে সুখের ঘাটতি ছিল না।

এটা এখন কলিন্সের সম্পত্তি, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল ক্লিন্ট। দেড় বছর আগে তাই ছিল। এখন কার? কোম্পানির ম্যানেজার ছিল কলিন্স। স্বভাবতই অন্য কারও তার জায়গা দখল করার কথা। এসব সিণ্ডিকেটের ক্ষেত্রে এমনই ঘটে। শত ঝক্কি সামলে, বহু খুন-খারাবি আর হাঙ্গামা করে বেসিনের প্রায় অর্ধেকের মালিক হতে পেরেছে কোম্পানি, হেনরি কলিন্সের অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই কারও কাছে বেচে দেয়নি। সম্ভবত নতুন কেউ এসেছে। কিংবা মালিকানা বদল হলেও এক কোম্পানির বদলে আরেক কোম্পানি এসেছে।

স্যাডলরক শহরে সাবেক কলিন্স ল্যাণ্ড কোম্পানির অফিসের উপর নতুন সাইনবোর্ড চোখে পড়েছে। ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানি। নামের পরিবর্তন ছাড়া আর সবই ঠিক আছে। ধরে নেওয়া যায় পরিস্থিতির তাতে কোন পরিবর্তনও হয়নি। শহরে পা রেখে যে অশান্তি ও হাঙ্গামার অস্তিত্ব অবচেতন মনে টের পেয়েছে ক্লিন্ট, তা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে

নির্দ্বিধায় বলা যায় ভূমিদস্যুদের রাহু থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি সিলভার ফ্ল্যাটবাসী। দেড় বছর আগে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল ক্লিন্ট আর অন্যান্যরা, তখন কোম্পানিকে হটিয়ে দেওয়া গেছে বলে মনে হলেও আদপে বোধহয় তা হয়নি। যার প্রমাণ ক্যাটল অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড কোম্পানির ওই সাইনবোর্ড।

জন্মস্থান ছেড়ে আবার যাত্রা করল ক্লিন্ট। ট্রেসপাসার হিসাবে ধরা পড়ার ইচ্ছে নেই ওর। হেনরি কলিন্স নেই ঠিকই, কিন্তু কলিন্সের চেয়েও সরেস কেউ থাকতে পারে। অযথা ঝামেলায় পড়ার মানে হয় না। যা গেছে চিরদিনের জন্য গেছে। হাপিত্যেশ করে লাভ হবে না।

এই স্প্রেড, বাড়ি...এবং স্মৃতি–ওর মনেই জাগরুক থাকুক।

উত্তরে এগোচ্ছে ক্লিন্ট। ইচ্ছে র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে দেখা করবে। এদের বেশিরভাগ ওর পরিচিত। দেখা যাক এতদিন পর কেমন অভ্যর্থনা পায়।

মিনিট চল্লিশ পর হার্ভে প্রিঙ্গলের রকিংচেয়ার র‍্যাঞ্চের সীমানা পেরিয়ে গেল। শেষ যখন দেখেছিল ক্লিন্ট, র‍্যাঞ্চ হাউসটা তখন জ্বলছিল। আর তৈরি করা হয়নি। বাড়ি, বার্ন, করাল, শেড...সব পুড়ে গিয়েছিল। মাটির উপর এখন ছাইও নেই। পুরোদমে ঘাস গজিয়ে গেছে। ক্লিন্ট এখানে বহুবার এসেছিল বলে জায়গাটা চিনতে পারছে, তৃণভূমির মাঝে র‍্যাঞ্চ হাউসের চিহ্ন হিসাবে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, নইলে হয়তো বোঝাই যেত না একসময় একটা বাড়ি ছিল এখানে। বাড়ির পিছনে কয়েকটা বড়সড় গাছ ছিল। ওগুলো এমনভাবে কাটা হয়েছে যে গুঁড়ির অবশিষ্টও নেই।

সেথ মার্টিনের কাছে হার্ভে প্রিঙ্গলের মৃত্যুর কথা শুনেছে ও। কেলসিদের র‍্যাঞ্চে শোডাউনের পরও র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে কথা হয়েছিল লালচে চুলের মাঝবয়সী প্রিঙ্গলের সঙ্গে, বলেছিল আবার র‍্যাঞ্চ হাউস তৈরি করবে সে, এবার আরও পোক্ত করে।

কী হয়েছিল প্রিঙ্গলের যে পরিকল্পনাটা বাস্তবে রূপ পেল না? সেই-বা কীভাবে মারা গেল?

এগিয়ে চলল ক্লিন্ট। সামনে বার-কে স্প্রেড। ফ্রাঙ্ক কেলসির বাথান। স্বভাবতই বুক টিপটিপ করতে শুরু করেছে। এটাও শেষ দেখেছিল ক্লিন্ট জ্বলন্ত অবস্থায়। আঙিনায় গোলাগুলির ঠিক আগ মুহূর্তে কলিন্সের রাইডাররা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আর শক্ত মাটির আঙিনায় চূড়ান্ত প্রতিরোধ করেছিল র‍্যাঞ্চাররা, হেনরি কলিন্সের জমি দখলের লোভ চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

এখানেও একই অবস্থা!

শূন্য, বিরান প্রান্তর। কোনরকমে বোঝা যাচ্ছে একসময় বাড়ি ছিল একটা। আঙিনার শক্ত মাটিতে কিছু ঘাস জন্মেছে। কেলসি কোথায় গেছে? বাড়ি পুড়ে যাওয়ার পর অন্য কোথাও নতুন করে তৈরি করেছে? বাড়ির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা পাথরগুলো একই ভাবে পড়ে আছে অবশ্য।

চূড়ান্ত শোডাউনের পরদিন সকালে বুন ক্রফট, ফ্লাশ ট্রিমেন আর ডাফি ওয়াটসনের সঙ্গে গল্প করেছে ক্লিন্ট। ওরা তখন নিজ থেকে প্রস্তাব করেছিল কেলসিদের র‍্যাঞ্চ হাউস ফের তৈরি করার সময় সাহায্য করবে।

এও বলেছিল নিজের মত করে র‍্যাঞ্চ শুরু করার জন্য গরু বা বাছুর ক্লিন্টকে ধার দেবে, বাড়ি তৈরি করার সময় হাত লাগাবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা মালামালের ব্যবস্থাও করবে। কিন্তু ক্লিন্ট তখন আইনের চোখে নিজের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে চেয়েছিল। চার শুভাকাঙ্ক্ষী র‍্যাঞ্চার এবং মেরি কেলসির অব্যক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে গিয়েছিল ও, সাদা মনে জজের সামনে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি জজ উল্টো ওকে ফাঁসিয়ে দেবেন, কোন রকম প্রমাণ বা তথ্য সংগ্রহের ঝামেলায় যাবেন না, স্রেফ ক্লিন্টের স্বীকারোক্তি থেকে বিচার

কার্য সমাধা করে নিজের বিজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন।

আলতো করে স্পার দাবাল ক্লিন্ট। চাঁদের আলোয় বিলীন হয়ে যাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধরে এগোল ঘোড়া। বার-কে ছাড়িয়ে নিচু পাহাড়সারির শুরু হয়েছে। পাহাড়ের কোলে, বার-কে র‍্যাঞ্চ লাগোয়া কবরস্থানে দুটো কবর চোখে পড়ল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

একটা ফলকে লেখা: ফ্রাঙ্ক কেলসি। বার-কে মালিককে নিজ হাতে কবর দিয়েছে ক্লিন্ট। তাই ওটা নিয়ে ভাবনা নেই। কিন্তু নতুনটা কার?

কাছে চলে গেল ক্লিন্ট, ঝুঁকে এল. মার্কারে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া লেখা পড়ার জন্য। চাঁদের আলোয় ঠিক চোখে পড়ছে না। বুক ধড়ফড় করছে ওর, গলায় কী যেন আটকে আছে। ড্যান মর্গান লেখাটা দেখে সারা দেহে স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল। যা ভয় পেয়েছিল! মনে মনে আশঙ্কা করছিল মেরির কবর দেখতে হয় কি-না। হাতে লেখা, তায় ঝাপসা হয়ে এসেছে।

বে-কে ঘুরিয়ে নিজের পথে যাত্রা করল ক্লিন্ট। বলতেই হয়, ড্যান মর্গানের সৌভাগ্য যে স্থানীয় লোকজন তাকে মর্যাদার সঙ্গে কবর দিয়েছে, নইলে তার মত বাউন্টি হান্টারের প্রতি কোন দায় বা সহানুভূতি থাকার কথা নয় কারও। হয়তো চূড়ান্ত শোডাউনে ক্লিন্টের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বলে। এক অর্থে র‍্যাঞ্চারদের পক্ষ হয়ে লড়েছে সে। প্রতিদানে এই সম্মান...কেলসিদের পারিবারিক গোরস্থানে শান্তিতে ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছে মানুষটা।

আঙিনা পেরিয়ে যাওয়ার সময় ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ আর ঘাসের ক্ষীণ গন্ধ পেল ও। পাহাড় থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে আসছে, গায়ে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে।

কেলসিদের র‍্যাঞ্চ হাউসের আঙিনায় চূড়ান্ত শোডাউনের কথা মনে পড়ল ক্লিন্টের। সেদিন যারা ছিল ওর সঙ্গে, তাদের

মাত্র তিনজন বেঁচে আছে: ডব্লু-স্ল্যাশ-বারের ডাফি ওয়াটসন, পিচফর্কের মালিক ফ্লাশ ট্রিমেন এবং বুন ক্রফট।

ডাফি ওয়াটসনের স্প্রেড একেবারে দক্ষিণে, এখান থেকে বেশ দূরে। ডব্লু-স্ল্যাশ-বারের উদ্দেশে গেলে উল্টো পথে যাওয়া হবে, অর্থাৎ পাসির দিকে চলে যাবে। সেটা করা বোকামি হবে। একটু পুবে, কেলসি স্প্রেডের লাগোয়া ফ্লাশ ট্রিমেনের পিচফর্ক বাথান। আর পিচফর্কের আরও পুবে বুন ক্রফটের সার্কল-সি।

দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ক্লিন্ট। খোলা প্রেয়ারিতে এসে থামল। উন্মুক্ত জায়গায় ক্যাম্প করে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সারাদিন অনেক খাটুনি গেছে, এবার শরীরকে বিশ্রাম না-দিলে নয়। নইলে কাল ধকল সইতে পারবে না। কে জানে, পাসির ধাওয়া খেয়ে ক'দিন ছুটতে হয়।

ভোরে ঘুম ভাঙল ক্লিন্টের। প্রথমে চোখ মেলে অস্পষ্ট আলো দেখতে পেল, ভোরের আকাশে রঙ ধরতে শুরু করেছে। ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত দেহ বিভ্রমের শিকার হয়েছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কোথায় আছে। পরমুহূর্তে চট করে মনে পড়ে গেল সব। ঝট করে উঠে বসে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। ঘোড়াটা ঘাস টানছে আপনমনে, চারপাশে দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই কেউ।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খোলা জায়গায় রাত কাটিয়েছে ও। মনে হয়েছিল চারপাশ উন্মুক্ত থাকলে কেউ এলে আগাম টের পাবে, আর ঘোড়াটাও সতর্ক করবে ওকে। নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় ছিল না, তবে অত রাতে আশ্রয় নেওয়ার মত জায়গার খোঁজ করতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। রাজ্যের ক্লান্তি ছিল শরীরে। ক্লিন্ট ধরে নিয়েছিল রাত-বিরাতে ওকে অনুসরণ করার ঝামেলায় যাবে না পাসি। ট্র্যাকিং করবে কীভাবে? রাতের বেলায় ছাপ চোখে পড়বে না ঠিকমত, উল্টো ভুল পথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা।

সূক্ষ্ম হিসাব, কিন্তু ঝুঁকিটা নেওয়ার মত বলেই নিয়েছে

ক্লিন্ট। একইসঙ্গে সরে এসেছে কয়েক মাইল। সকালে উঠে ট্র্যাক খুঁজে পাবে পাসি, তবে দেখবে চিড়িয়া তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

তাদের ঘোল খাওয়ার ব্যবস্থা এবার পাকা করবে।

শেষ দুই টুকরো জার্কি ছিল, নিরানন্দ মনে পেটে চালান করে দিল ক্লিন্ট। ছয় ফুট লম্বা সুঠামদেহের জন্য বড় অপর্যাপ্ত খাবার, বিশেষ করে কাল যেহেতু অনেক খাটুনি গেছে। কিন্তু কী আর করা। ভাগ্যিস যে স্যাডলরকের রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবারটা অন্তত খেতে পেরেছিল ঠিকমত, মার্শাল আর আধ-ঘণ্টা আগে বাগড়া দিলে তাও হত না। সাপ্লাই কেনার সুযোগ হয়নি ওর। তা ছাড়া, কীভাবেই বা জানবে এভাবে ছুটতে হবে!

পেট ভরে পানি খেল ও, তারপর ঘোড়ার পিঠে স্যাডল-ব্রিডল চাপিয়ে রওনা দিল। আগুন দূর থেকে চোখে পড়বে বলে কফি খাওয়ার ইচ্ছে গলা টিপে হত্যা করেছে। তা ছাড়া, এখানে আগুন জ্বালাতে হলে মাটি খুঁড়তে হবে, মাটি বা ঘাসে পোড়া চিহ্ন থেকে যাবে। ক্লিন্ট চায় না ওই চিহ্ন দেখে ওর অবস্থান টের পেয়ে যাক পাসি।

এমনিতেও অবশ্য পিছু নেবে তারা, কিন্তু ক্লিন্ট তাদের কাজ কঠিন করে তুলতে চায়। কেন ওদের সুবিধা করে দেবে? ব্যাটারা এত শখ করে এসেছে যখন, খাটুক আচ্ছামত! ক্লিন্ট হেডেনের টিকিটি ছুঁতে হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে, শুধু লোকবলে ভারী হলে চলবে না।

ধীর গতিতে যাত্রা করল ও। এবার সময় নিয়ে, সযত্নে ট্র্যাক ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছে। ক্লিন্টের ইচ্ছে জবর শিক্ষা দেবে পাসিকে, যাতে ফের ওর পিছু নেওয়ার আগে কয়েকবার চিন্তা করে। হাতে সময় আছে যখন, কারিশমা দেখাতে অসুবিধা নেই। তা ছাড়া, ওর ইচ্ছে দুপুরের আগেই তাদের পিছন থেকে ঝেড়ে ফেলবে। হয় ক্ষান্ত দেবে, নইলে ভুল পথে চলে যাবে

পাসি।

বিকাল থেকে নিশ্চিন্তে নিজের গন্তব্যে যেতে চায় ক্লিন্ট, পিছনে কাউকে দেখতে চায় না।

উদ্দেশ্যহীন উত্তরে এগিয়ে চলল ও। এবড়োখেবড়ো জমি পাথর আর খাটো বোল্ডারে ঠাসা, সঙ্গে ক্যাকটাস তো আছেই। শক্ত জমিতে খুরের ছাপ পড়বে না তেমন। দু'বার পাহাড়ী ঢালের সমান্তরালে এগোল ও, পাহাড় পেরিয়ে আবার এপাশে চলে এল, ফেলে যাওয়া ট্র্যাক ধরে এগোল কিছুদূর, তারপর হুট করে সরে গেল অন্য দিকে। এসব দেখে ধাঁধায় পড়ে যাবে ঘাঘু ট্র্যাকারও, কারণ অর্থহীন এই আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে না কেউ। ক্লিন্টের আসল উদ্দেশ্য বা গন্তব্য আঁচ করতে পারবে না। পারবে কী করে? ওর নিজের কোন পরিকল্পনা থাকলে তো!

পরিকল্পনা অর্থাৎ নির্দিষ্ট গন্তব্য। আদপে এখনও কিছু ঠিক করেনি। প্রকৃতি ওকে পাসির সদস্যদের ঘোল খাওয়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে, জানে সাফল্য নিশ্চিত। কারণ একই কৌশল এর আগেও দু'বার খাটিয়েছে। দু'বারই দারুণ সফল হয়েছিল।

পাসি যখন কোন আসামীর পিছু নেয়, প্রথমে বোঝার চেষ্টা করে লোকটা কোথায় যেতে পারে। ট্র্যাক দেখে এগোনোর ফাঁকে অপরাধীর চরিত্র, স্বভাব, বিশেষ দুর্বলতা বা অভ্যাস, কারও সঙ্গে অস্বাভাবিক খাতির---ইত্যাদি বিবেচনা করা হয় তার গন্তব্য আঁচ করার জন্য। বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং মানসিক সামর্থ্যের এক খেলা এটা। শুধু ট্র্যাক দেখে বেশিরভাগ সময় ব্যর্থতাই আসে, বিশেষ করে আসামী যদি ধুরন্ধর লোক হয়; অনায়াসে আইনের লোককে খসিয়ে ফেলে।

ক্লিন্ট শুধু খসাতেই চায় না, উল্টো তাদের হয়রানও করতে চায়। হাবিজাবি ট্র্যাক দেখে মাথার ঠিক থাকবে না ওদের, বিশেষ করে দলে যদি সেথ মার্টিন বা রেমন হার্নান্দেজ থাকে। কৈশোরের বন্ধু বলে ক্লিন্ট সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে বলে দাবি করতে পারে এরা, পাসিকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারে।

কিন্তু তাদের ফাঁপরে ফেলতে যাচ্ছে ক্লিন্ট। হার্নান্দেজ বা মার্টিন ওর গন্তব্য বা উদ্দেশ্য আঁচ করবে কোত্থেকে, নিজেও যে জানে না!

কথাটা সত্যি।

এটাই হচ্ছে ক্লিন্টের তুরুপের তাস। হুট করে সরে যাবে যে-কোন একদিকে। কখন, কোথায় বা কোন্ দিকে যাবে, এখনও ঠিক করেনি। তবে ব্যাপারটা দুপুরের পর ঘটবে। তার আগে, থেমে মোটামুটি নিরাপদ এক জায়গায় বিশ্রাম নেবে।

সত্যি তাই করল ও।

পাহাড়ে বেরির থোকা আর ইণ্ডিয়ান এক ধরনের ফল দেখে তুলে নিয়েছিল ক্লিন্ট, তাই দিয়ে দুপুরের খাওয়া চালিয়ে নিয়েছে। তবে এবার কফির তেষ্টা মেটাতে পেরেছে। ক্যাম্প ছেড়ে যখন যাত্রা করল ও, পিছনে মাটির উপর এমন কোন চিহ্ন থাকল না যা দেখে মনে হবে কেউ এখানে কফি তৈরি করেছে বা কিছুক্ষণ থেকেছে। সব চিহ্ন মুছে দিয়েছে।

ক্লিন্ট একরকম নিশ্চিত যে ওই ক্যাম্প আবিষ্কার করা দূরে থাক, আদপে এর কাছাকাছিও পৌঁছতে পারবে না পাসি। সকাল থেকে হন্যে হয়ে ওর ট্রেইল খুঁজবে এরা, বিকাল নাগাদ শহরে ফিরে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে পড়বে নির্ঘাত। নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া তালাশের কাজে উৎসাহ পায় এমন মানুষ কমই আছে। সবচেয়ে বড় কথা, কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত অনায়াসে ক্লিন্টের ট্র্যাক অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু আজ সকাল থেকে অবস্থা আমূল বদলে গেছে–প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের ফেলতে হয়েছে আগ-পাছ চিন্তা করে, মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিত ছিল না ঠিক পথে যাচ্ছে কি-না।

ক্লিন্টের উদ্দেশ্যহীন পথচলার মাজেজাই এখানে।

পাহাড় থেকে ক্রমে দূরে সরে এল ক্লিন্ট। সূর্য এখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে, তবে রোদের তাপ এতটুকু কমেনি। পিঠ তাতাচ্ছে। দূরে দিগন্তের শেষ প্রান্তে বক্স-কে র‍্যাঞ্চের সীমানা। একবার ওদিকে এগোতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে মত বদলে ফেলল ও। উঁহুঁ, মন সায় দিচ্ছে না যখন, যাবে না।

এগিয়ে চলল ও।

সামনে স্পেনিয়ার্ড এনরিক রিভেরার বাথান।

অবস্থাপন্ন ও সমর্থ মানুষ রিভেরা। রেমন হার্নান্দেজ বা অন্য ছোটখাট র‍্যাঞ্চারের মত সঙ্কীর্ণতা নেই তার মধ্যে। সম্পত্তির কাগজপত্রও সাচ্চা। কোনরকম খুঁত নেই। সময়মত ও আইন মাফিক আমেরিকা সরকারের অধীনে নিবন্ধন করা হয়েছে। তাই রিভেরার জমির দিকে শকুনের দৃষ্টি পড়েনি।

এমনকী হেনরি কলিন্সও রিভেরাকে ঘাঁটাতে যায়নি, দুটো কারণে: এক, তাবৎ ল্যাটিনদের মধ্যে রিভেরার অবস্থান সবদিক থেকে সংহত, বিস্তর লোকবল ছাড়াও মানুষ হিসাবে খুবই কঠোর আর সাহসী সে। কেউ তাকে ঘাঁটাতে এলে ছেড়ে কথা বলার মত মানুষ নয়, সে যেই হোক। দুই, হেনরি কলিন্স সহজ শিকার বেছে নিয়েছিল—অপেক্ষাকৃত ছোট স্প্রেডগুলো ছিল তার টার্গেট, যাদের প্রতি সমৃদ্ধ বাথান মালিকদের সহানুভূতি মোটেই ছিল না। হয়তো পরবর্তীতে বড় র‍্যাঞ্চের দিকে থাবা বসাত, কিন্তু সময় পায়নি। ফ্রাঙ্ক কেলসির বক্স-কে আর হার্ভে প্রিঙ্গলের বাথান হস্তগত করতে পারলে রিভেরার বাথানের দিকে মনোযোগ দিত।

তবে বেসিনের পরিস্থিতি বদলে গেছে, অন্তত তাই মনে করে ক্লিন্ট। এখনও কি আগের মত দৃঢ়চেতা রয়েছে রিভেরা, আনমনে ভাবছে ও, নাকি তার সম্পত্তিতেও শকুনের থাবা বসে গেছে? বক্স-কে বা পিচফর্কের মত পরিণতি হয়নি তো? এনরিক

রিভেরার হাসিয়েন্দা ছিল ছোট্ট একটা স্বর্গ, এত ছিমছাম, গোছানো ও সুন্দর বাড়ি খুব কমই দেখা যায়। ওই বাড়িতেও কি আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ল্যাণ্ড কোম্পানির রাইডাররা?

রাইফেলের কর্কশ শব্দে ভাবনা টুটে গেল ক্লিন্ট হেডেনের। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, কানের পাশ দিয়ে সুর করে চলে যাওয়া তপ্ত সীসা ওকে সংবিৎ ফিরে পেতে বাধ্য করল। অল্পের জন্য রক্ষা! শব্দ শুনেই বুঝেছে বাম দিকের ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে রয়েছে মার্কসম্যান।

চমকে উঠেছে ঘোড়াটাও, ঘাবড়ে গিয়ে লাফ দিল ওটা, ছুট দিয়েছে। কিন্তু আচমকা রাশ টেনে ধরল ক্লিন্ট। ব্যাপারটা এমন অপ্রত্যাশিত যে, থমকে গেল বে, প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনের দুই পায়ের উপর।

আবার গর্জে উঠল রাইফেল। এবার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল বুলেট। ক্লিন্ট নড়াচড়া করছে বলে নিশানা ঠিক রাখতে ব্যর্থ হয়েছে রাইফেলধারী।

প্রমাদ গুনল ক্লিন্ট। সক্রিয় হতে দেরি হলো না। তৎক্ষণাৎ স্যাডল ছেড়ে শূন্যে ডাইভ দিল।

ছয়

মাটিতে লম্বা হয়ে পড়েছে ক্লিন্ট, তারপর ত্বরিৎ গতিতে শরীর গড়িয়ে দিল। দুই গড়ান খেয়ে সরে আসার সময় আবারও গর্জন শুনতে পেল ভারী রাইফেলের। মাথার কাছে মাটির তুবড়ি ছোটাল বুলেট, ওর চোখে-মুখে এসে পড়ল।

স্যাডল থেকে লাফ দেওয়ার আগে পলকের জন্য চারপাশে

একবার দৃষ্টি চালিয়েছিল ক্লিন্ট, আনুমানিক দশ গজ দূরে মেস্কিট ঝোপ রয়েছে। বাম দিকে। প্রায় পেট সমান উঁচু ঘন ঝোপ। আর ওটাকে ছাড়িয়ে গেলে নুড়িপাথরে ভরা অনুচ্চ টিলা রয়েছে, আড়াল হিসাবে ঝোপের চেয়ে ঢের নিরাপদ।

আবার রাইফেলের গর্জনে ভেঙে গেল বিকালের নিস্তব্ধতা। একটা নুড়িপাথরে ছিটকে গিয়ে বিদিশা হয়ে গেল বুলেট। লুকিয়ে থাকা মার্কসম্যান ঠিকই ক্লিন্টের পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য আঁচ করে ফেলেছে, তাই গুলি করে ওকে থামাতে চাইছে। বুঝতে পেরেছে উপযুক্ত আড়াল পেলে ক্লিন্টকে কোণঠাসা করা যাবে না।

একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে ও। দাঁতে দাঁত চেপে মাটির সঙ্গে মিশে আছে, বুঝতে পারছে মাথা নিচু করে আছে বলে বেঁচে যাচ্ছে বারবার, নইলে ঠিক ফুটো হয়ে যেত এতক্ষণে। তা ছাড়া, ওর কাছে মনে হয়েছে নিশানার ব্যাপারে কিছুটা হলেও অসাবধানী মার্কসম্যান লোকটা, ওকে নড়তে দেখলেই গুলি করছে। লক্ষ্যভেদ করার আগ্রহ যেন তার নেই, স্রেফ ওকে আটকে রাখতে চায় এখানে!

আনাড়ি নাকি?

হতেও পারে। তবে ধারণাটায় বিশ্বাস নেই ক্লিন্টের। পশ্চিম এমন বুনো ও নিষ্ঠুর জায়গা যেখানে চাইলেও হঠকারী হতে পারে না কেউ, যোগ্যতা আর দক্ষতার ভিত্তিতে টিকে থাকতে হয়। তাই প্রতিটি মানুষ তার কাজে বা পেশায়–সেটা যাই হোক–নিজেকে দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এমনকী কেউ যখন লড়াই করে, সেটা মন-প্রাণ দিয়েই করে। শত্রুকে নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল খেলার বিলাসিতা চরম মাশুল গুনতে বাধ্য করতে পারে। তাই ঝুঁকি নেয় না কেউ। ঝুঁকি নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ঘাড়ের উপর একটাই মাথা, ওটা হারিয়ে ফেললে ভুল শুধরানোর সুযোগ পাওয়া যায় না।

অনেক ধৈর্য ধরা হয়েছে, ভাবছে ক্লিন্ট, এবার পাল্টা জবাব না-দিলে নয়। অ্যাম্বুশার এমনিতে পেয়ে বসেছে ওকে। পরেরবার যে লক্ষ্যভেদ করবে না তার নিশ্চয়তা কী? লোকটার অবস্থান মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছে। শটগান বের করে সেদিকে স্থির করল নল, তারপর বাম দিকের ব্যারেলের ট্রিগার টেনে দিল।

একইসঙ্গে, শটগানের জোরাল শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঝটিতি উঠে বসল ক্লিন্ট, এরপর ধনুকের ছিলা থেকে ছিটকে বেরোনো তীরের মত ছুট দিল মেস্কিট ঝোপের উদ্দেশে।

শটগানের পাল্টা গুলি থমকে দিয়েছে অ্যাম্বুশারকে, ক্ষণিকের জন্য হলেও বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে, কিংবা আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত। সামলে নিতে নিতে, ততক্ষণে ঝোপের আড়ালে চলে গেছে ক্লিন্ট, হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত এগোল টিলার দিকে। ঢালু পথ ধরে উঠে যাচ্ছে, বুকের নীচে নুড়িপাথর গড়াচ্ছে তাতে আমল দিচ্ছে না। প্রকাণ্ড একটা বোল্ডারের আড়ালে পৌঁছানোর পর হাঁপ ছাড়ল ও। এবার নিশ্চিন্ত। বেঘোরে গুলি খেতে হবে না আর। বরং চাইলে পাল্টা গুলি করে লোকটার মাথা খারাপ করে দিতে পারবে। সামান্য উঁচু অবস্থানের কারণে তাকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

গুলির শব্দ শুনে ক্লিন্টের মনে হয়েছে শুকনো অ্যারোয়োর তীরে অবস্থান নিয়েছে অ্যাম্বুশার। খুব বড় নয় অ্যারোয়োটা–ক্লিন্ট যে খোলা জায়গা মাত্র পেরিয়ে এসেছে, তার ওপাশে–নুড়িপাথর আর মৃত লতাপাতায় ভরা। ডানে নিচু পাহাড় সারি, ঝোপঝাড়ের অভাব নেই। চাইলে ওদিক দিয়ে লোকটার পিছনে চলে যেতে পারবে ক্লিন্ট, তবে তার আগে কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে হবে, আওয়াজ করা চলবে না, তা হলে হয়তো অ্যাম্বুশার ভাববে একই জায়গায় আছে ও।

অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টি রাখল অ্যারোয়োর কিনারে। উঁহুঁ, কোন

নড়াচড়া বা সাড়া নেই লোকটার। সরে যায়নি, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ক্লিন্ট। সুযোগের অপেক্ষায় আছে ব্যাটা। থাকুক আরও কিছুক্ষণ। ধৈর্যের অভাব নেই ওর।

একটু পর নুড়িপাথর গড়ানোর ক্ষীণ শব্দ কানে এল ক্লিন্টের, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ও। শুকনো একটা ঝোপ সামান্য নড়তে গুলি করল ডানের ব্যারেল থেকে। নিচু, অস্ফুট স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল লোকটা। ক্লিন্ট জানে লাগাতে পারেনি, তবে আশাও করেনি, বরং লোকটাকে একই জায়গায় আটকে রাখার উদ্দেশে গুলি ছুঁড়েছে।

মিনিট দশ পর আবার গুলি করল ও। এবারও একই জায়গায় আটকে থাকতে বাধ্য হয়েছে অ্যাম্বুশার।

পরপরই সন্তর্পণে ক্রল করতে শুরু করল ক্লিন্ট। সব মিলিয়ে, ঘুরপথে হলেও আনুমানিক ষাট গজ পথ পেরোতে হবে। যতটা সম্ভবত দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করল ও। ইতোমধ্যে শটগান রিলোড করে নিয়েছে।

নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এল প্রায় ত্রিশ গজ। তারপর ঘোড়াটাকে দেখতে পেল। দীর্ঘ, সুঠামদেহী কালো ঘোড়া। গোড়ালি থেকে পাগুলো সাদা, যেন মোজা পরানো হয়েছে। লোভনীয় একটা ঘোড়া, কাউবয়দের আরাধ্য জিনিস। কান খাড়া ওটার, অস্থির ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে অ্যারোয়োর দিকে, স্পষ্টত সওয়ারের অপেক্ষায় অধীর হয়ে পড়েছে।

এগিয়ে চলল ক্লিন্ট, সতর্কতায় বিন্দুমাত্র ঢিলেমি দেয়নি। জঘন্য অ্যাম্বুশারকে চমকে দিতে গিয়ে নিজে চমকাতে চায় না।

তলে তলে শীতল রাগ অনুভব করছে। এমন কোন অপরাধ করেনি, নিরীহ মনে পথ চলছিল, অথচ আচমকা হামলার শিকার হয়েছে। স্যাডলরক বা সিলভার ফ্ল্যাটে আসাই যেন কাল হয়েছে, পরপর দুটো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বাড়ি ফিরে আসার সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছে।

তিক্ততার শুরু আসলে সেথ মার্টিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে। তখনই ক্লিন্ট বুঝেছে এখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা জুটবে না। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি খুনের দায় নিয়ে পাসির ধাওয়া খেতে হবে, কিংবা প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়ে অ্যাম্বুশের শিকার হবে, অথচ এদের জন্য কলিন্সের গানম্যানদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মাথা নিচু করে রেখেছে ক্লিন্ট, চার হাত-পা সচল। শব্দ হচ্ছে না বললেই চলে–নরম, ঝুরঝুরে মাটি সুবিধা করে দিয়েছে, স্রেফ লতাপাতা বা ঝোপঝাড়ের সঙ্গে ঘর্ষণ এড়াতে পারলেই হলো। কঠিন পথটুকু পেরিয়ে এসেছে–পাহাড়ের গোড়ায়–যেখানে আলগা নুড়িপাথর আর শুকনো পাতা পড়ে ছিল।

আরও ছয় গজ এগোনোর পর পিছন থেকে রাইফেলধারীকে দেখতে পেল। প্রকাণ্ড এক পাথরের আড়ালে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে, প্রায় চারপাশ থেকে ঘিরে আছে ঝোপঝাড়। ক্লিন্ট অবশ্য শুধু মাথা আর ঘাড় দেখতে পাচ্ছে।

থেমে নিজের অবস্থান পরখ করল ক্লিন্ট। মার্কসম্যান থেকে ত্রিশ ফুট দূরে রয়েছে। প্রায় পুরোটা আলগা নুড়িপাথর আর নানা জাতের গুল্মে ভরা। দৌড়ে গেলেও, ক্লিন্ট সেখানে পৌঁছানোর আগেই শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াবে লোকটা, অনায়াসে গুলি করবে ওকে। উঁহুঁ, সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

বিকল্প কিছু ভাবতে হবে।

অথবা এখানেই উঠে দাঁড়িয়ে শটগান তাক করতে পারে, লোকটাকে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। ত্রিশ ফুট দূর থেকে অনায়াসে শুইয়ে দিতে পারবে তাকে। কোন সমস্যা হবে না। অ্যাম্বুশার রাইফেল ফেলে দেওয়ার পর শটগান ধরে রেখে দ্রুত চলে যেতে পারবে তার কাছে। বেতাল করলে...

এটাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

আরও একটা কাজ করা যায়, সন্তর্পণে এগোনোর সময় ভাবল ক্লিন্ট। মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। শটগান বাগিয়ে রেখে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে পারে, বেচাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। যদিও যত কাছে যাবে পাল্টা গুলিতে ততই জখম হওয়ার সম্ভাবনা ওর জন্য বেশি, কিন্তু এটাই যৌক্তিক মনে হচ্ছে। লোকটাকে ধরতে সক্ষম হবে। তা ছাড়া, সে নিশ্চয়ই এত বোকা নয় যে শটগানের বিরুদ্ধে ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা করবে। ঘুরেই গুলি করতে হবে, রাইফেলের জন্য কঠিন বৈকি। পিস্তল ড্র করতে পারে, তাতে একটু বেশি সময় লাগবে···সেটাই নিয়ামক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তবে ক্লিন্ট সব বিষয়েই সতর্ক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে লোকটার উপর। জানে ওর উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র ঘুরে দাঁড়াবে সে, সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে–যে কেউ তাই করবে। কোন্ হাতে রাইফেল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে, কিংবা ডান পাশ নাকি বাম পাশ দিয়ে ঘুরবে···সবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ডান হাতে রাইফেল রেখে ডান দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করা অনেক কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, যতটা সহজ বাম দিক থেকে; কারণ ডান হাতের ক্ষেত্রে রাইফেল ধরা হাতের ঘূর্ণন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। ক্লিন্ট সূক্ষ্ম এই হিসাবটা ঠিকই আগাম করে রেখেছে, তাই লোকটার একটু বাম দিক ঘেঁষে এগোচ্ছে, যাতে ও চ্যালেঞ্জ করলে বেকায়দায় পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুশার নিজের বাম দিক দিয়ে ঘুরলে শরীরটা বাধা হয়ে থাকবে, আর ডান দিক দিয়ে ঘুরলে সময় বেশি লাগবে। সুতরাং, যাই ঘটুক না কেন, চমক ছাড়াও বাড়তি একটা সুবিধা পাবে ক্লিন্ট।

দশ ফুট দূরে থাকতে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল ও। 'বেশ, অনেক হয়েছে! এবার রাইফেলটা ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াও লক্ষ্মী ছেলের মত!'

অনেক কাছে চলে এসেছে ক্লিন্ট, হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেল বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে লোকটার কাঁধ, জায়গায় জমে গেল সে। নিথর, নিশ্চল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখের নিমেষে ঘুরে দাঁড়াল।

একেবারে বেকুব বনে গেল ক্লিন্ট।

একটা মেয়ে!

ট্রিগারে চেপে বসেছিল ক্লিন্টের আঙুল, কিন্তু উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত ফর্সা মুখটা দেখে অজান্তে আলগা হয়ে গেল, চাপ সরিয়ে নিল। মেয়েটা শুধু উত্তেজিত নয়, খেপে বোম হয়ে গেছে; রাগে টকটকে লাল হয়ে গেছে অপূর্ব সুন্দর মুখ। একই মুহূর্তে দেখতে পেল মরিয়া চেষ্টায় দু'হাতে রাইফেল উঁচু করছে মেয়েটা।

যে-কোন মুহূর্তে ট্রিগার টেনে দেবে। এত কাছ থেকে নিশানা করার প্রয়োজন পড়ে না, স্রেফ অনুমানের উপর গুলি করা যায়; সবচেয়ে বড় কথা গুলি লাগবে কি-না এই অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল ক্লিন্ট। অজান্তে চেঁচিয়ে উঠেছে।

গর্জে উঠল রাইফেল। ক্লিন্টের মনে হলো কানে তালা লেগে গেছে। গানপাউডারের ঝাঁঝ এসে লাগল মুখে। তবে গুলিও ঠিকই লাগল, তপ্ত ছ্যাঁকা দিয়ে চলে গেল ওর এক পায়ে।

মেয়েটাকে নিয়ে মাটির উপর পড়ল ক্লিন্ট। চট করে দু'হাতে ঝাপটে ধরল, মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরল। কিন্তু জাতশত্রুর মত যুঝে চলেছে মেয়েটা, কিছুতে হার মানবে না। হাত থেকে রাইফেল ছুটে গেছে বটে, তবে হাত-পা ব্যবহার করে সমানে কিল-চড়-আঁচড়-লাথি দিয়ে চলল। ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে ক্লিন্টকে। গায়ের জোরে মেয়েটাকে চেপে ধরল ক্লিন্ট, গড়িয়ে সরে গেল কয়েক কদম, সামলে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।

'ছাড়ো আমাকে!' কর্কশ স্বরে চেঁচাল মেয়েটা। 'ছাড়ো

বলছি!'

হাঁটু দিয়ে মেয়েটার পেটে সামান্য চাপ দিল ক্লিন্ট, নেহাত বাধ্য হয়ে কাজটা করছে; বুঝতে পারছে নইলে বাগে আনতে পারবে না।

মরিয়া হয়ে রাইফেলের খোঁজে হাতড়াচ্ছিল মেয়েটা, পেটে চাপ পড়তে দম বেরিয়ে গেল, ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। বিস্ময় ফুটে উঠল চোখে। অজান্তে শিথিল হয়ে গেল দেহ। এই সুযোগে চট করে উঠে বসল ক্লিন্ট, এক টানে মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলল। দু'হাত ধরে রেখেছে শক্ত করে।

হ্যাট পড়ে গেছে মাথা থেকে, ঘন কালো চুলের রাশি বেরিয়ে পড়েছে। ধস্তাধস্তির কারণে মুখে এসে পড়েছে চুল। মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিল মেয়েটা, ভঙ্গিটার মধ্যে এমন অনাবিল সৌন্দর্য রয়েছে যে বিরূপ পরিস্থিতি হলেও উপভোগ করল ক্লিন্ট।

হাঁপাচ্ছে মেয়েটা, একইসঙ্গে দু'হাতের কব্জি ডলছে। কিন্তু চোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে আছে ক্লিন্টের দিকে।

'নোড়ো না, তোমার রাইফেল বেশ দূরে আছে,' সতর্ক করে দিল ক্লিন্ট। 'ওটা আনতে যাওয়ার আগেই তোমাকে ধরে ফেলতে পারব। এবার যদি পাগলামি করো, তা হলে চুল ধরে আচ্ছামত শূন্যে নাচাব!'

আড়চোখে একবার রাইফেলের দিকে তাকাল মেয়েটা। বেশ দূরে পড়ে আছে। দশ ফুট হবে। আর পায়ের কাছে পড়ে আছে হ্যাট। ওটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল। 'আমাকে শাসাচ্ছ? এর জন্য তোমাকে খেসারত দিতে হবে, বলে দিলাম!' চাপা হিসহিস করে উঠল মেয়েটা।

'আগাম বোধহয় দিয়ে ফেলেছি,' গম্ভীর মুখে বলল ক্লিন্ট, ঝুঁকে নিজের শটগান তুলে নিয়ে ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখল। 'একটা গুলি আমার পায়ে আঁচড় কেটেছে, আর দুটো খুব কাছ

দিয়ে গেছে। আরেকটু হলে ছেঁদা হয়ে গিয়েছিলাম। ক্ষতি না হোক, কলজে একেবারে কেঁপে গেছে তাতে। হ্যাঁ, এবার বলো তো, এই পাগলামির মানে কী?'

নিখাদ ঘৃণা দেখা গেল মেয়েটার নীল চোখে। 'খুন করতে পারলে খুশি হতাম!' তিক্ত স্বরে বলল।

সরু চোখে মেয়েটাকে দেখল ক্লিন্ট। হিসাব মেলাতে পারছে না। সিলভার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ও; জন্মেছে, বড় হয়েছে। মনে করতে পারল না জীবনে কোন মহিলার কখনও অসম্মান করেছে। প্রতিবেশী কোন মেয়ে ওর প্রতি এমন ঘৃণা অনুভব করবে, আর যাই হোক এমন কিছু প্রত্যাশা করেনি।

ব্যাপারটা কী?

সুন্দরী বললে কম বলা হবে। এ মেয়ে পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে। অপূর্ব কমনীয় মুখশ্রী, ভরাট দেহ। গভীর নীল চোখ আর রাশি রাশি কালো চুল। ছিপছিপে গড়ন, কিন্তু সুগঠিত। কর্ডুরয় রাইডিং স্কার্ট, হলুদ সিল্কের শার্টওয়েস্ট, এবং চকচকে চামড়ার বুট। আদলে ল্যাটিন ছাপ স্পষ্ট।

ঝড়ের বেগে চিন্তা করছে ক্লিন্ট। এনরিক রিভেরার রেঞ্জে পা রেখেছে ও। আর ঢুকেই পড়েছে সম্ভবত চৌহদ্দির সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের তোপের মুখে। ক্লিন্টের অনুমান: *বুনোবেড়ালী* আর কেউ নয়, এনরিক রিভেরার মেয়ে মারিয়া।

'আমাকে খুন করতে পারলে খুশি হতে,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'কিন্তু আরেকটু হলে তুমিই খুন হয়ে যেতে।'

সহসা কাপড় পোড়া গন্ধ টের পেল ও। দৃষ্টি নামিয়ে পায়ের দিকে তাকাল। মেয়েটার শেষ গুলি অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, চামড়ায় আঁচড় কেটে যাওয়ার সময় তাপে পুড়ে গেছে ট্রাউজার। লিভাইসের ডেনিম থেকে সামান্য ধোঁয়া উঠছে এখনও। নিচু হয়ে দু'হাতে জায়গাটা চেপে ধরল ক্লিন্ট, আগুন নিভে যাওয়ার পর সিধে হয়ে মেয়েটার দিকে ফিরল।

সে তখন রাইফেলের দিকে তাকিয়ে আছে, সম্ভাবনা বিচার করছে। বুঝতে চাইছে ছুটে গিয়ে ওটা তুলে নিতে পারবে কি-না।

'চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো,' কঠিন স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'এবার কিন্তু আমি ভুলে যাব যে তোমার পরনে স্কার্ট আছে।'

'ব্যাটা ছ্যাচোড়! স্কার্টের দোহাই দিচ্ছ!' খেঁকিয়ে উঠল মেয়েটা, রেগে যাচ্ছে আবার। 'হাড়ে হাড়ে চিনি তোমাদের! কবে অমন ভদ্রতা দেখিয়েছ? পুরো বেসিনে পাইকারি হারে খুন আর উচ্ছেদের সময় কখনও মেয়ে বলে কাউকে খাতির করেছ? সাধে কি তোমাকে খুন করতে চাইছি?'

স্থিরদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্ট, শেষে মৃদু স্বরে বলল: 'বুঝলাম না! তুমি নিশ্চয়ই অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছ আমাকে। হ্যাঁ, তাই হবে। নইলে তোমার সঙ্গে আজই আমার প্রথম দেখা, অথচ বলছ...'

'শুধু আমার কথা বলছি না, আমার মত অন্য মেয়ে আর বাচ্চাদের কথা বলছি! তুমি বা তোমার মত নেকড়ের দল মেয়ে বা বাচ্চা বলে কাউকে রেহাই দিয়েছে কখনও? সামনে পড়া মাত্র নিষ্ঠুরভাবে মাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করেছ!'

মাথা নাড়ল ক্লিন্ট। 'হ্যাঁ, বোঝা গেল, ভুল করছ তুমি, ম্যা'ম। অন্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছ আমাকে। যাক্গে, কথা সেটা নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তোমার ভুলের কারণে অন্যের প্রাণ খোয়ানোর মত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে...উঁহুঁ, ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হলো না আমার!'

'তাতে কী যায়-আসে আমার?' সমান তেজে জবাব দিল মেয়েটা। 'উচিত কাজই করেছি! কেন, পইপই করে তোমাকে বারণ করা হয়নি যে আমাদের জমিতে পা দেবে না?'

'উঁহুঁ, অমন কিছু কেউ বলেনি আমাকে,' দ্বিধায় পড়ে গেছে ক্লিন্ট। মেয়েটার ক্ষোভ বা বিদ্বেষ খাঁটি। এসবের নেপথ্যে একটা

ঘটনা থাকতে বাধ্য। অন্তত তাই মনে হচ্ছে ওর। ওর সঙ্গে অন্য কাউকে গুলিয়ে ফেলেছে এটা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না ওর কাছে, বাতিল করে দিয়েছে; বরং আসল ঘটনা জানতে পারলে বেসিনের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাবে বলে মনে হচ্ছে ওর। 'আমি তো এদিক দিয়ে লেযি-আর...'

কথাগুলো হজম করে ফেলল ক্লিন্ট। ভুল শোনেনি। পিছনে পিস্তলের হ্যামার টেনেছে কেউ। ওই ধাতব শব্দ কত চেনা! বুনো মেয়েটার সঙ্গে তর্ক করতে ব্যস্ত থাকায় পিছনে কারও আগমন টের পায়নি, কিছুক্ষণের জন্য অসতর্ক হয়ে পড়েছিল সব ইন্দ্রিয়।

খেয়াল করল চট করে ওর পিছনে চলে গেছে মেয়েটার দৃষ্টি, উল্লাস ফুটে উঠল নীল চোখে।

'ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো, *সেনর!*' মেক্সিকান সুরে নির্দেশ দিল পিছনের লোকটা। 'তোমার পিঠ বরাবর একটা রাইফেল নিশানা করে রেখেছি। একটুও নড়বে না! বাজে চিন্তা থাকলে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। আর হ্যাঁ, হাত দুটো মাথার উপর তোলো।'

মনে মনে নিজেকে গাল বকছে ক্লিন্ট। তবে নির্দেশ তামিল করতে ভুল হলো না। কী কুক্ষণে পেয়েছে ওকে? সিলভার ফ্ল্যাট এলাকায় পা রাখার পর স্রেফ দাবড়ানির উপর রয়েছে। সবার চক্ষুশূল হয়ে গেল এই দেড় বছরে? যার জন্য কেউ ওকে তাড়াতে চাইছে, কেউ খুন করে অবলীলায় তার দায় ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে, কেউ কোনরকম উস্কানি ছাড়াই অ্যাম্বুশ করছে, এমনকী মেয়েমানুষও ওকে খুন করতে চায়—আজকের আগে যাকে জীবনে কখনও দেখেওনি!

নিজেকে পরিস্থিতির অসহায় শিকার মনে হচ্ছে ওর। তবে ঘাবড়ে যায়নি। এরচেয়ে ঢের কঠিন বিপদ পেরিয়ে এসেছে। কী থেকে কী হচ্ছে বুঝতে সময় লাগবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে; তারপর পাল্টা জবাব দেবে...

কিন্তু নিজের অসতর্কতার জন্য অনুতপ্ত ক্লিন্ট। তবে আদপে ওর দোষ নেই তেমন। অ্যাম্বুশারকে পাল্টা দাবড়াতে এসে একটা মেয়েকে আবিষ্কার করে চরম বিস্মিত হয়ে পড়েছিল, সেই ধাক্কা সামলে নেওয়ার আগেই মেয়েটার সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। শেষে অদ্ভুত অভিযোগের ফিরিস্তি...মনঃসংযোগ হারানোর জন্য যথেষ্ট। পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে একেবারে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল ও।

'তুমি ঠিক আছ তো, মারিয়া?' স্পেনিশে জানতে চাইল পিছনের লোকটা।

'হ্যাঁ, কোন অসুবিধা হয়নি, পল,' কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করল মেয়েটা।

স্পেনিশ বুঝতে পারে ক্লিন্ট, কিছু কিছু বলতেও পারে, কারণ এই মাটিতে ওর বেড়ে ওঠা। ছেলেবেলার বহু বন্ধু ছিল স্পেনিয়ার্ড বা মেক্সিকান। তবে ইচ্ছে করে মুখ নির্বিকার রাখল ও, বুঝতে দিল না যে ভাষাটা ওর জানা আছে।

'গুলির শব্দ শুনে ছুটে এসেছি,' বলল পল নামের লোকটা। 'জানতাম তুমি এদিকে এসেছ, তাই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল খুব। তোমাকে খাড়া থাকতে দেখে জানে পানি এসেছে! এই লোকটা কে?'

শ্রাগ করল মারিয়া। 'জানি না। তবে ওর পরিচয়ে কিছু যায়-আসেও না! ওর নামের গুরুত্ব নেই এখানে, বরং এটাই সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ যে নেকড়ের দলের একজন এই লোক, আমাদের এই র‍্যাঞ্চ থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছে যারা! ওরা অবশ্য মামুলি দামে জমি কিনতেও চায়, এবং বাবা রাজি হচ্ছে না বলে নানাভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। তাই এই ব্যাটাকে আমাদের রেঞ্জে দেখে...'

ঝোপঝাড় ঠেলে এগিয়ে আসার আওয়াজ পেল ক্লিন্ট। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না, বরং একইভাবে মাথার উপর হাত তুলে

দাঁড়িয়ে থাকল ও। সামনে এসে দাঁড়াল রাইফেলধারী।

খাঁটি ল্যাটিন। চেহারা দেখে আলাদা করার উপায় নেই স্পেনিয়ার্ড না মেক্সিকান। ছাই আর লালরঙা পোশাক তার পরনে, যেটা ভ্যাকুয়েরোর পরিচয় দিচ্ছে। রূপার ঝালর ও কারুকাজ রয়েছে পোশাকের যত্রতত্র। সুঠামদেহী লোক। চাহনি নিস্পৃহ, বোঝা যায় বহু ঘাটের জল খাওয়া মানুষ।

প্রথমে ক্লিন্টের শটগানের দখল নিল সে, সংক্ষিপ্ত সময়ে ওকে নিরীখ করল। 'হুঁ, আমিও দেখছি চিনি না একে,' মন্তব্যের সুরে বলল ভ্যাকুয়েরো। তারপর ক্লিন্টের দিকে ফিরল। 'তোমার তো নাম আছে একটা, *সেনর?*'

'হেডেন।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লোকটার মুখ। 'যাকে সবাই *শটগানার* নামে ডাকে?'

নড করল ক্লিন্ট।

ভাবান্তর দেখা গেল না মেয়েটার মুখে। দৃশ্যত, নামটার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই ওর কাছে। শোনেনি বোধহয়। 'ওর নাম বা পরিচয়ে কী আসে-যায়?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল মারিয়া। 'আমাদের রেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছিল, এর মানে হচ্ছে ও একজন ট্রেসপাসার। তো, মি. হেডেন, রিভেরা রেঞ্জে ট্রেসপাসিং করা যাবে না, এমন ঘোষণা বহুবার দেওয়া হয়েছে তোমাদের। কিন্তু তুমি দেখছি পাত্তাই দাওনি! তারপর নিশ্চয়ই আমাদের করণীয় একটাই? হ্যাঁ, গুলিই তোমার প্রাপ্য। নিদেনপক্ষে চাবুকের ধোলাই!'

'হ্যাঁ, আমিও তোমার পক্ষে,' কৌশলী সুরে বলল অভিজ্ঞ ভ্যাকুয়েরো। 'তবে সিদ্ধান্তটা নেওয়ার মালিক তোমার বাবা। সেই ঠিক করবে এর কপালে কী আছে।'

ক্লিন্টের অনুমান নির্ভুল। মারিয়া রিভেরার দিকে চেয়ে অবশ্য সার্থক অনুমানের জন্য সন্তুষ্ট বোধ করতে পারল না। মেয়ে তো

নয়, যেন হিংস্র বাঘিনী! এমন বেয়াড়া ও মারকুটে মেয়ে খুব কমই দেখেছে জীবনে। আরিব্বাপ্স্, আরেকটু হলে জানটা খোয়া গেছিল! একের পর এক গুলি করেছে, সামান্য দ্বিধা করেনি।

মারিয়া রিভেরার বিদ্বেষের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঠিকই অনুধাবন করতে পারছে ক্লিন্ট, ব্যাপারটা ওকে চিন্তিত করে তুলল। দৃশ্যত, বেসিনের পরিস্থিতি সত্যি খারাপ। অশান্তির তো নিরসন হয়ইনি, বরং বেড়েছে, কারণ স্পেনিশ পরিবারগুলোও জড়িয়ে পড়েছে লড়াইয়ে। এনরিক রিভেরা তার প্রমাণ। দেড় বছর আগেও সে নিজেকে জড়ায়নি। আজ যেহেতু লেযি-আর সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে, সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে বেসিনে আর কোন র‍্যাঞ্চ বা স্প্রেড অবশিষ্ট নেই।

ভ্যাকুয়েরোর দিকে মনোযোগ দিল ক্লিন্ট। 'আমার ব্যাপারে শুরু থেকে ভুল করেছে এই লেডি। আমি নিজে আমার মালিক। কারও হয়ে কাজ করি না। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, শর্টকাট হবে বলে তোমাদের রেঞ্জ দিয়ে...'

'ঠিক স্বাস্থ্যকর নয় ব্যাপারটা,' মন্তব্য করল ভ্যাকুয়েরো।

স্মিত হাসল ক্লিন্ট। 'ঠিকই বলেছ। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি কোন লেডি সেজন্য আমাকে অ্যাম্বুশ করবে। যদ্দূর জানি পথ চলার জন্য অন্যের জমি ব্যবহার করা অপরাধও নয়।'

'তোমাদের গ্রিংগোদের কাছে সবই বৈধ!' তড়পে উঠল মারিয়া। 'তোমরা মনে করো যা ইচ্ছে তাই করবে, কেউ কিছু বলতে পারবে না। দেশটা যেন শুধুই তোমাদের!' ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ে থাকা রাইফেলের কাছে চলে গেল মেয়েটা, ঝুঁকে ওটা তুলে নিয়ে লেভারের অ্যাকশন পরখ করল। সন্তুষ্ট হওয়ার পর খালি খোসা বের করে তাজা একটা কার্তুজ ভরল চেম্বারে।

'ওকে নিয়ে কী করবে?' শেষে জানতে চাইল ভ্যাকুয়েরোর উদ্দেশে।

'*পেট্রনের* কাছে নিয়ে যাই ওকে,' বলল এস্তেবান। 'ওর ভাগ্য না হয় সেই ঠিক করুক।'

'বেশ,' কঠিন স্বরে বলল মারিয়া। 'কিন্তু রাইফেল হাতে আমি ওর পিছন পিছন থাকব। আশা করছি ব্যাটা পালানোর চেষ্টা করবে, তা হলে ওর পিঠে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিতে পারব। তাতে অন্তত একজন গ্রিংগোকে নিয়ে আর আমাদের চিন্তা করতে হবে না!'

সাত

পাহাড়ের কোলে সুদৃশ্য বাড়িটার অবস্থান। প্রকাণ্ড কটনউড ঝাড়ের ছায়ায় প্রশান্তির এক স্বর্গ যেন। চারপাশে সবুজের সমারোহ। পিছনে ঢেউ খেলানো পাহাড়ে হরেক রকম গাছ আর ঘন ঝোপ জন্মেছে। আঙিনায় রয়েছে বাহারী ফুলের বাগান। এক পাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্নার সরু ধারা, বাগানের লাগোয়া পুকুরে এসে পড়েছে স্বচ্চ টলটলে পানি। কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে ওখানে।

পুরো বাড়ি ধবধবে সাদা। চওড়া খিলান আর উঁচু দরজা-জানালা...সবকিছুতে সূক্ষ্ম কারুকাজ। বাড়িটা ঘোড়ার খুরের আকৃতির। বারান্দার একপাশে বেশ কয়েকটা চেয়ার-টেবিল বসানো, বোঝা যায় গল্প করে অলস সময় কাটানোর ব্যবস্থা এটা। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে লাগানো ছোট্ট বার দেখা গেল, তাতে নানা রঙের সুদৃশ্য বোতল–সবই আকর্ষণীয় পানীয়ে ভরা। চেয়ার-টেবিলের কোনটাই সাধারণ নয়, দক্ষ কারিগর দ্বারা

সযত্নে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটিই সুদৃশ্য ও নিপুণ কারুকাজে ভরা।

এনরিক রিভেরা মানুষটার রুচির প্রশংসা না-করে পারবে না কেউ।

মূল বাড়ির বাম দিকে আরও দুটো দালান ছাড়াও বার্ন, ফীড শেড, করাল, পেন রয়েছে। দালানের একটা ভ্যাকুয়েরোর জন্য বরাদ্দকৃত কোয়ার্টার; আর অপেক্ষাকৃত বড়টা সাধারণ শ্রমিক, কাউবয় ও খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য।

ক্লিন্টের জানা আছে এনরিক রিভেরা শুধু র‍্যাঞ্চিং নয়, জমিও চাষ করে। পাহাড়ের ওপাশের ঢালে নানা জাতের ফসল ফলায় সে। বেশ আয়ও করে প্রতি বছর।

হিচর‍্যাকের কাছে এসে থামল তিনজন। দৌড়ে এসে ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল মেক্সিকান একটা ছেলে। ক্লিন্টেরটা নিতে যেতে নিষেধ করল ও, স্পেনিশে বলল: 'বেশি দেরি হবে না, কয়েক মিনিট পর চলে যাব,' এই প্রথম স্পেনিশে কথা বলছে। 'এখানেই থাকুক ঘোড়াটা।'

চমকে ওর দিকে ফিরল মারিয়া, তবে বিস্ময়ের চেয়ে রাগই বেশি দেখা গেল চাহনিতে। যেন স্পেনিশ ভাষাটা শুধু ল্যাটিনদের জন্য! লাল হয়ে গেছে গাল দুটো।

কারণটা বুঝতে পারছে ক্লিন্ট। ওর অগোচরে সমানে গালাগাল করতে পেরেছে বলে সন্তুষ্ট বোধ করেছিল মারিয়া, সেই আনন্দটুকু মাটি হয়ে গেছে বলে খেপে গেছে। মেয়েটার উদ্দেশে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল। যা চেয়েছে তাই হলো: আরও খেপে গেল মারিয়া।

বেশি হয়ে যাচ্ছে ভেবে তাড়াতাড়ি ভ্যাকুয়েরোর দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'অস্ত্রটা নিয়ে বেশি দূরে যেয়ো না, ধারে-কাছে থেকো,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'দেরি হবে না আমার। বড়জোর কয়েক মিনিট।'

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে মারিয়া। ঝট করে ক্লিন্টের দিকে ফিরল, তারপর কাটা কাটা স্বরে বলল: 'দেখা যাবে পিঠে কাঁটাঅলা চাবুক পড়লে তোমার ওই হাসি কতক্ষণ থাকে, গ্রিংগো! তামাশার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাবে তখন।'

ঠাণ্ডা চাহনিতে মেয়েটিকে বিদ্ধ করল ক্লিন্ট। 'হ্যাঁ, কথাটা একটু আগেও বলেছ। একটা কথা শুনে নাও, লেডি, যে লোক আমার পিঠে চাবুক মারবে, গল্পটা আর কাউকে বলার সৌভাগ্য তার এই জীবনে কখনও হবে না। চাবুক মারার নির্দেশ যে দেবে, তার ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটবে।'

ক্লিন্টের চাহনিতে কী দেখল কে জানে, কিংবা কণ্ঠের শীতল দৃঢ়তায় নিরস্ত হলো মারিয়া রিভেরা। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কারুকাজ করা দরজার দিকে এগোল হনহন করে। 'নিয়ে এসো ওকে!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল ভ্যাকুয়েরোকে।

'সেনোরিটার পিছন পিছন যাও,' বাধ্য ছেলের মত সঙ্গে সঙ্গে ক্লিন্টকে নির্দেশ দিল এস্তেবান।

ভ্যাকুয়েরোর উদ্দেশে অর্থপূর্ণ হাসল ক্লিন্ট। 'আদেশ তামিল করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার অনেক সুনাম, *অ্যামিগো?*' বিড়বিড় করল ও মেয়েটিকে অনুসরণ করার সময়।

দীর্ঘ, ছায়াঘেরা ও ঠাণ্ডা হলওয়েতে প্রবেশ করল ওরা। প্যাসিওর কেন্দ্র থেকে আড়াআড়ি শুরু হয়ে বাড়ির ও-মাথা পর্যন্ত চলে গেছে। পাথুরে মেঝের টেরেসে পৌঁছল কয়েক মুহূর্ত পর। ছাদে কাচের আচ্ছাদন রাখায় আলো প্রবেশ করেছে ভিতরে, তবে কোণে কোণে ছায়া বিদ্যমান। আর আছে মিষ্টি একটা ঘ্রাণ। ক্লিন্ট খেয়াল করল দেয়ালে ঝুলন্ত ফুলদানিতে বেশ কয়েক ধরনের সুগন্ধী ফুল লাগানো হয়েছে। একই আয়োজন দেখেছে বারান্দা ও হলওয়েতে।

বাড়ির মাঝখানটা ফাঁকা। এখানে প্রায় তিনশো বর্গফুট জুড়ে বাগান ও কৃত্রিম ঝর্না তৈরি করা হয়েছে। রয়েছে ফুলের ছোট্ট

বাগান। বয়স্ক এক মেক্সিকান বাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত। মুখ তুলে একবার ওদের দেখল সে, তারপর নিজের কাজে মনোযোগী হলো। ঠিক উল্টোদিকে দেয়ালের ঝুল পরিষ্কার করছে এক মহিলা। মাথায় কালো আচ্ছাদন।

বাইরের পরিবেশের তুলনায় একেবারে মিল নেই। বাচ্চাদের চিৎকার, হল্লা কোন কিছুই কানে আসছে না। বড্ড শান্ত, নীরব ও প্রশান্তিময় জায়গাটা।

হাতের বামে একটা দরজা খুলে টেরেসে বেরিয়ে এল মাঝ-বয়সী এক লোক। খাটো সে, রোদপোড়া চামড়া। মাথায় অর্ধেক টাক পড়ে গেছে। দামী ব্রডক্লথের ধূসর পোশাক পরনে, সাদা শার্ট আর ঝকঝকে বুট পায়ে।

'আমাকে খুঁজছিলে, মা?' থেমে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, বাবা,' এগিয়ে গিয়ে বাপের গা ঘেঁষে দাঁড়াল মারিয়া। 'হয়েছে কী, আমি···মানে আমি আর এস্তেবান মিলে ঝামেলাবাজ এক লোককে ধরেছি। আমাদের জমি হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। আমি ওকে গুলি করে মেরে ফেলার পক্ষে ছিলাম, কিন্তু এস্তেবান ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে চাইল।'

'আচ্ছা! তুমি নিশ্চিত যে এই লোক তাদের একজন?'

'আমাদের রেঞ্জে পেয়েছি ওকে। সৎ কোন উদ্দেশ্য তার থাকতে পারে না।'

'স্পেনিশদের প্রাচীন কিন্তু অভিজাত সেই সৌজন্য কি বাতিল হয়ে গেছে?' মৃদু স্বরে স্পেনিশে বলল ক্লিন্ট। খুব সতর্কতার সঙ্গে শব্দ চয়ন করছে, জানে সামান্য বেতাল হলে খেপে যাবে এনরিক রিভেরা, পরিস্থিতি ওর বিরুদ্ধে চলে যাবে। 'একসময় এই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রীতি ছিল বন্ধুত্বের প্রতি সাড়া দেওয়া। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে একজন আরেকজনের জমির উপর দিয়ে যেত, তাতে আপত্তি করত না কেউ, বরং এ-উসিলায় তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে দেখা হওয়ায় পারস্পরিক

যোগাযোগ আর আন্তরিকতাও বাড়ত।'

অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল রিভেরা। দু'হাত তুলল সে, তারপর শ্রাগ করার ভঙ্গিতে হাত ছেড়ে দিল, দেহের পাশে নেমে এল হাত দুটো। 'আমি দুঃখিত, *সেনর*, সময় খারাপ যাচ্ছে এখন। এতটাই খারাপ যে সান্তা ফের কনভেন্টে দীক্ষিত আমার মেয়ের মধ্যেও ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছে। সবকিছুর জন্য হয়তো বিরূপ পরিস্থিতি দায়ী। যাক্‌গে,' থেমে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি এনরিক রিভেরা, এই *র‍্যাঞ্চোর* মালিক। আমার মেয়ে মারিয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে তোমার। আর এ হচ্ছে আমার *ক্যাপোরাল*, পল এস্তেবান। তুমি?'

'ক্লিন্ট হেডেন।'

ভোজবাজির মত পাল্টে গেল রিভেরার অভিব্যক্তি। 'হেডেন, যাকে সবাই *শটগানার* নামে চেনে?'

'হ্যাঁ, কেউ কেউ তাই ডাকে।'

'একটুও ভুল নেই তাতে! যাক, বাস্তবে পরিচয় হয়ে গেল! যদিও কখনও সামনাসামনি আমাদের দেখা হয়নি, তবে জানি তোমার সম্পর্কে। আমার বন্ধু হুয়ান মোরালেসের কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি। ওর স্থিরবিশ্বাস ছিল প্রায় দুই বছর আগে যে কাজ শুরু করেছ, কোন একদিন ফিরে এসে সেটা শেষ করবে। তুমি ফিরে এসেছ শুনলে কী যে খুশি হবে ও!'

'*সেনর* মোরালেস···'

'সবার আগে মেয়ের পক্ষ হয়ে দুঃখপ্রকাশ করছি আমি,' বাধা দিয়ে বলল এনরিক রিভেরা। 'ফরাসী মায়ের মেজাজ পেয়েছে ও, মাঝে মধ্যে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। তবে আমি নিশ্চিত সবকিছু ও জানতে পারলে···'

'অযথা আমার হয়ে শব্দ খরচ করছ, বাবা,' বাপকে থামিয়ে দিল মারিয়া। 'রিভেরা র‍্যাঞ্চে কোন গ্রিংগোকে স্বাগত জানাব না আমি। কখনোই না!'

'যথেষ্ট হয়েছে!' কঠিন স্বরে বলল স্পেনিয়ার্ড। 'এটা তোমার নয়, আমার বাড়ি, তাই আমিই ঠিক করব কাকে এখানে স্বাগত জানানো হবে। *সেনর* হেডেনকে আর কোন বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চাই না আমরা। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, *সেনর!*'

'*সেনর* রিভেরা, এ নিয়ে চিন্তা কোরো না,' আন্তরিক স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'ওই ঘটনা ইতোমধ্যে আমি ভুলে গেছি। বরং সত্যি যদি ট্রেসপাসিং করে থাকি, সেজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। ফ্লাশ ট্রিমেনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, ভেবেছি এই পথে গেলে শর্টকাট হবে। তখনই তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'ভাল কথা, যাবে *সেনর* ট্রিমেনের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সে তো অনেক দূরের পথ, যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে। সূর্য ইতোমধ্যে হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে,' ক্ষণিকের জন্য থামল এনরিক রিভেরা, তারপর প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল ক্লিন্টের দিকে। 'উঁহুঁ, *সেনর*, তুমি কোথাও যাচ্ছ না আজ। আমাদের সঙ্গে থাকছ রাতটা। খাবে-দাবে, গল্প করবে। সকালে না হয় চলে যেয়ো।'

'সন্ধ্যা বা রাতে চলতে অভ্যস্ত আমি,' আপত্তি জানাল ক্লিন্ট। 'আমার কোন অসুবিধা হয় না। সামান্য যে সমস্যাটা হয়েছিল, সেটা যেহেতু চুকে গেছে এখন চলে যেতে বাধা নেই।'

'উঁহুঁ, তুমি থাকছ!' ধমকের সুরে বলল স্পেনিয়ার্ড। 'মারিয়া, মার্সেলাকে বলবে যে আমাদের একজন অতিথি আছে? পল,' বিভ্রান্ত ভ্যাকুয়েরোর দিকে ফিরে নির্দেশ দিল সে। '*সেনরের* ঘোড়ার যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করো, ওটার যেন অযত্ন না হয়। হসল্যারকে বলে দিয়ো।' থেমে ভ্যাকুয়েরোর হাতে ধরা শটগানের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'এটাই কি *সেনর* হেডেনের অস্ত্র? যদি তাই হয়ে থাকে, ওকে ফিরিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

দম দেওয়া পুতুলের মত, যেন নিজ থেকে কিছু করার

ক্ষমতা নেই এস্তেবানের, নির্দেশ পাওয়া মাত্র তামিল করল। ক্লিন্টের হাতে অস্ত্রটা ধরিয়ে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল সে। তারপর এনরিক রিভেরার উদ্দেশে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল টেরেস ছেড়ে।

মারিয়া এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মুখ থমথমে। বাপের কাজকর্ম পছন্দ করতে পারেনি বটে, কিন্তু প্রতিবাদও করতে পারছে না। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল রিভেরা, ভ্রূকুটি করল। এবার নড়ে উঠল মারিয়া, কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর ঘুরে রিভেরা যে-দরজা পথে বেরিয়ে এসেছিল একটু আগে, ওটা দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'চলো, গল্প করি গে,' টেরেসের শেষ প্রান্তে রাখা চেয়ার-টেবিলের দিকে ইশারা করল রিভেরা।

চেয়ারগুলো নরম, পুরু গদি আঁটা। টেবিলের মাঝখানে বড় পাত্রে নানা রঙের ফল সাজানো।

দু'বার হাততালি দিল রিভেরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেক্সিকান একটা মেয়ে সামনে উদয় হলো। স্পেনিশে ঝাড়া এক মিনিট ধরে নানা ফরমাশ দিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার, তারপর ক্লিন্টকে নিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। মিনিট খানেক পর গাঢ় লাল ওয়াইনের বোতল আর দুটো রূপার পানপাত্র নিয়ে ফিরে এল মেয়েটা। বোতলের কর্ক খুলে পাত্রে পানীয় ঢালল র‍্যাঞ্চার, একেবারে কানায় কানায় ভরে ফেলল।

সহাস্যে টোস্ট করার পর চুমুক দিল পানীয়তে, তারপর তৃপ্ত মনে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল রিভেরা।

'একটা কথা জানতে পারি?' জানতে চাইল সে।

'নিশ্চয়ই, *সেনর*।'

'আবার ফিরে এসেছ কেন? হুয়ান মোরালেসের প্রত্যাশা পূরণ করতে?'

জবাব দেওয়ার আগে পানীয়তে চুমুক দিল ক্লিন্ট। ঘন, উষ্ণ

ও স্বস্তিকর পানীয় উপভোগ করার ফাঁকে প্রশ্নটা নিজের মনে নাড়াচাড়া করল কয়েক সেকেণ্ড, শেষে বলল: 'উঁহুঁ, অমন কিছু নাও হতে পারে। আসলে আমি নিজেও জানি না।'

'হুয়ানের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?'

পানপাত্র টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে রিভেরার চোখে চোখ রাখল ক্লিণ্ট। 'মোরালেস মারা গেছে। ঠিক করে বললে আসলে খুন হয়েছে।'

পানীয়ে চুমুক দিয়েছিল রিভেরা, কিন্তু বিষম খেল খবরটা শুনে। কাশি উঠে গেল তার। মিনিট দুয়েক লাগল সামলে নিতে। 'হুয়ান মারা গেছে?' তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তার, চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে ক্লিণ্টের দিকে। 'খুন হয়েছে? কখন ঘটল ব্যাপারটা? কোন্ বদমাশ খুন করেছে এমন ভালমানুষকে?'

'গতকাল, আমার ধারণা ঠিক দুপুরের আগেভাগে খুন হয়েছে হুয়ান মোরালেস। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, একই সময়ে আমিও স্যাডলরকে পা রেখেছিলাম। মার্শাল আর শহরের লোকজনের বদ্ধমূল ধারণা অপকর্মটা আমি করেছি।'

দীর্ঘ একটা মিনিট স্থিরদৃষ্টিতে ক্লিণ্টের দিকে তাকিয়ে থাকল এনরিক রিভেরা, খুঁটিয়ে দেখল ওকে। 'বন্ধু, অন্য সবাই কথাটা বিশ্বাস করলেও আমি করতে রাজি নই,' শেষে গম্ভীর মুখে বলল সে। 'অন্তত স্বচক্ষে সাচ্চা কোন প্রমাণ দেখা পর্যন্ত। কারণ তোমার সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছুই বলেছে হুয়ান। তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে তোমার পক্ষ থেকে ওর কোন ক্ষতি হতে পারে না।'

'শুনে খুশি হলাম। ধন্যবাদ, *সেনর*। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে শুধু তুমিই অমন ভাবছ। অন্যরা বরং আমাকে খুনী সাব্যস্ত করে রেখেছে। সত্যি কথা হচ্ছে: পুরো এলাকায় হুয়ান মোরালেসই ছিল আমার সত্যিকার বন্ধু। অনেকের সঙ্গে পরিচয়

বা সখ্যতা ছিল, কিন্তু মোরালেসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। বয়সের অনেক ব্যবধান হলেও আমাদের মতের মিল ছিল। সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা চলে আমার কাছ থেকে ওর বিপদের ভয় ছিল না। তা ছাড়া, কেনই বা ওর ক্ষতি করতে যাব?'

'বেচারা হুয়ান! অমন নিরীহ মানুষ ক'জন আছে এলাকায়? কারও সঙ্গে রূঢ় আচরণও করেনি। ওর মত মিশুক মানুষ এমনকী গ্রিংগোদের মধ্যেও নেই। সবার জন্য সমান উদার ছিল সে, ঠিক ব্যবসার ক্ষেত্রে দোকানের মালিক যেমন খদ্দের মাত্র আন্তরিক থাকে। অমন সৎ, নির্ভরযোগ্য মানুষ দ্বিতীয়টি পাওয়া মুশকিল। কে খুন করল ওকে? কেনই-বা! আমার মাথায় অন্তত কিছু আসছে না।'

'খুনীর পরিচয় নিয়ে আমিও ভাবছি। রহস্যের কিনারা বোধহয় আমারই করতে হবে, নইলে পিঠের চামড়া বাঁচাতে পারব না। মার্শাল আর পাসি এরইমধ্যে ধাওয়া করেছে আমাকে। আসল খুনীকে খুঁজে বের করতে না-পারলে স্যাডলরকের খেপা লোকজন শেষে আমাকেই ঝুলিয়ে দেবে কটনউডের ডালে।'

'খুনের কোন প্রমাণ বা আলামত নেই, যা থেকে সম্ভাব্য খুনী সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে?'

'প্রমাণ বা আলামত আছে কি-না সেটা মার্শালই ভাল বলতে পারবে। আমি তো লাশের কাছে যাইনি, আসলে মোরালেসের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। তবে দু'তিনজনকে সন্দেহ হয়।' বলে নীরব হয়ে গেল ক্লিণ্ট, বুঝতে পেরেছে শুধু সন্দেহের বশে কারও নাম উচ্চারণ করা ঠিক হবে না। এও নিশ্চিত হতে পারল না এনরিক রিভেরাকে কথাটা বলা ঠিক হলো কি-না।

হয়তো ভুলই করে ফেলল।

'তাই?'

'হ্যাঁ। ভাবছি এদের ব্যাপারে খোঁজখবর করব। খতিয়ে দেখব ওদের কেউ খুনটা করেছে কি-না।'

'বিবেকবান প্রতিটি লোকের উচিত এই খুনের কিনারা করতে সাহায্য করা, বিশেষ করে হুয়ান মোরালেসের মত জনপ্রিয় মানুষ যেহেতু খুন হয়েছে। কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করা যাবে না, সিলভার ফ্ল্যাটে জীবনের মূল্য কমে গেছে, সেনর। সততা বা আত্মমর্যাদার আকাল পড়েছে ইদানীং। কে যে আসল শত্রু আর কে মিত্র, বোঝার উপায় নেই। যাক্‌গে, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? র‍্যাঞ্চ করবে নিশ্চয়ই?'

'এখানে আসার পথে তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু এসে দেখলাম অনেক কিছু পাল্টে গেছে। অথচ দেড় বছর আগে এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় ভেবেছি শান্তি স্থাপিত হয়েছে, জমি নিয়ে আর হাঙ্গামা থাকবে না। আমার ধারণা ভুল ছিল।'

'হাঙ্গামা কোথায় না আছে! এই তো, গতকালই চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে এখানে এসেছিল জর্জ বার্গেস। র‍্যাঞ্চ বেচে দেওয়ার প্রস্তাব করল। সাফ বলে দিয়েছি আমি বেচব না। এই বাইশ লীগ জমি, তোমরা অ্যাংলোরা যাকে বলো এক লাখ পঁচিশ হাজার একর, স্পেনের রাজার কাছ থেকে পেয়েছিল আমার বাবা। কোন অবস্থাতে আমি এই জমি বেচব না, কেউ আমার বা পরিবারের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যতক্ষণ শরীরে রক্ত আছে, এখানে মাটি কামড়ে থাকব। আমি তো কোন অন্যায় করিনি, অন্যের জমিও জোর করে দখল করিনি। আমার জমির প্রতিটি ইঞ্চি বৈধ, এমনকী আমেরিকার সরকারের কাছ থেকে নিবন্ধনও করা হয়েছে। তাই যে-কোন বিচারে এখানে রিভেরা পরিবারের ষোলোআনা অধিকার রয়েছে।

'একই ব্যাপার অন্য স্পেনিশ বা মেক্সিকান র‍্যাঞ্চের ক্ষেত্রে। কেউ জমি বেচতে চায় না, কিন্তু বার্গেস আর ওর কোম্পানি বাধ্য করতে চাইছে সবাইকে। একে একে প্রত্যেককে তাড়িয়ে দিতে

চায় বেসিন থেকে। কত জমি দরকার ওদের? আমি বুঝি না এত জমি দিয়ে কী করবে! কারও ওজর-আপত্তি শুনছে না বার্গেস, যে-কোন মূল্যে পুরো বেসিন দখল করতে চাইছে। ছোট ছোট স্প্রেড বা র‍্যাঞ্চের মালিকদের আগেই চাপ দিয়ে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করেছে, এখন বড়দের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বল প্রয়োগে কাজ না হলে হাঙ্গামা করছে, খুনে রাইডারদের লেলিয়ে দিচ্ছে।

'আমরা হয়ে পড়েছি ওর মাখনের মাঝে এক টুকরো লোহার কণার মত। চারপাশে সব জমি ওর দখলে চলে গেছে, বাকি রয়ে গেছে কয়েকটা স্প্রেড। ওগুলো হাতাতে পারলে পুরো বেসিন কোম্পানির একার হয়ে যাবে। সুবিশাল এক সাম্রাজ্য!'

কার্যত, জর্জ বার্গেস আসলে হেনরি কলিন্সের উত্তরসুরি। নাম সামান্য বদল হয়েছে কোম্পানির, কিন্তু লক্ষ্য বা সম্পত্তি দখলের লিপ্সার এতটুকু কম-বেশ হয়নি। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানে ক্লিন্ট, শুনেছেও কয়েকটা ঘটনা। যত দিন যায় ততই চরম আগ্রাসী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে ভূমিদস্যু লোকটা, ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে; যার শেষে রয়েছে অবশ্যম্ভাবী নিয়তি—অশান্তি আর রক্তারক্তি ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়। পাইকারি হারে খুন-জখম চলতে থাকে।

কখনও কখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। টেক্সাস রেঞ্জাররা লড়াই থামিয়েছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু আদপে পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয় না। কারণ ছাইচাপা আগুনের মত লোভ আর বিদ্বেষের বীজ ঠিকই রয়ে যায়, সময়ের পরিক্রমায় আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে চরম অসহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়। এ-সুযোগটাই নেয় কলিন্স বা বার্গেসের মত লোকেরা।

তা ছাড়া, তাদের নিজস্ব নীচ কৌশল তো কার্যকর থাকেই। হুমকি-ধামকি খুব সাধারণ ব্যাপার, কখনও বেয়াড়া র‍্যাঞ্চারদের

ধরে পেটায়, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, কিংবা উস্কে দিয়ে গানফাইটে জড়িয়ে ফেলে। অথবা অবরোধ করে। পরিবারের কর্তা বেঘোরে মারা পড়লে আর কে থাকে! তাই, চূড়ান্ত পর্যায়ে কোম্পানিরই জয় হয়। জমি তাদের হাতে চলে আসে।

ভূমিদস্যুদের প্রতিরোধের উদাহরণও আছে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের একাট্টা হওয়ার বিকল্প নেই। সাহসী কাউকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়, কখনও কখনও চরম ত্যাগ স্বীকার করাও লাগে। তবে সেটা বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ত্যাগ বলে গণ্য করাই উত্তম।

বিরুদ্ধ শক্তি সক্রিয় থাকে যাতে র‍্যাঞ্চাররা একজোট হতে না-পারে। সেজন্য দু'একটা খুন মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য। স্যাডলরকে হুয়ান মোরালেসের খুনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বোধহয় তাই। কেউ চায় না ল্যাটিনরা একজোট হোক। উপরন্তু অ্যাংলো আর ল্যাটিনদের মধ্যে সফল সমন্বয় বা মধ্যস্থতাকারী হিসাবেও সুনাম ছিল মোরালেসের। পরিস্থিতি নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সম্ভাব্য পথের কাঁটাকে সরিয়ে দেওয়া হলো, যাতে ল্যাটিন বা অ্যাংলোরা একাট্টা হতে না-পারে?

'পাহাড়ের ওদিকে অ্যাংলোদের সব র‍্যাঞ্চ ওর হাতে চলে গেছে?' শেষে জানতে চাইল ক্লিন্ট।

'ঠিক জানি না। শুনেছি বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চ কোম্পানির দখলে চলে গেছে। আমার র‍্যাঞ্চ হয়তো ছোট, কিন্তু আমার কাছে এটা একটা দুনিয়া। নিজস্ব ভুবন। র‍্যাঞ্চিং বা জমি চাষ ছাড়াও ব্যবসা আছে আমার। সেজন্য প্রায়ই সেন্ট লুইস বা কলোরাডোয় যেতে হয়। তাই আশপাশে কী ঘটছে চট করে জানা হয় না। স্যাডলরক বা সিলভার ফ্ল্যাটে যদি কিছু ঘটে, দেখা যায় হয়তো পনেরো-বিশ দিন পর শুনতে পাই আমি, তাও যদি কেউ জানায়। এই যেমন, কালই উত্তরে যেতে হবে...'

'কেলসিদের সঙ্গে পরিচয় ছিল তোমার, *সেনর?* তোমার র‍্যাঞ্চের উত্তর দিকে ওদের জমি।'

মাথা ঝাঁকাল স্পেনিয়ার্ড। 'স্ত্রী সহ একবার আমার এখানে বেড়াতে এসেছিল ভদ্রলোক। দেড় বছর আগে, কলিন্সদের সঙ্গে তোমার শো-ডাউনের ঠিক আগে খুন হয়ে যায় সে। এটা অবশ্য তুমি আমার চেয়ে ঢের ভাল জানো!'

'ওর স্ত্রী–বিধবা মহিলার কোন খবর জানো?'

শ্রাগ করল এনরিক রিভেরা। 'শুনেছি স্বামীর মৃত্যুর পর জর্জ বার্গেসের কাছে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে চলে গেছে মহিলা। তবে সত্যি কি-না আমি নিশ্চিত নই।'

'আর অন্যদের সম্পর্কে কিছু জানো? যেমন ধরো, ওয়াটসন বা বুন ক্রফটের? কোয়ান পরিবার, ট্রিমেন বা গার্ডনার আউটফিট সম্পর্কে জানো?'

'সবার কথা জানি না, তাই বলতেও পারব না কার কী অবস্থা। ট্রিমেন মনে হয় এখনও টিকে আছে, অর্থাৎ র‍্যাঞ্চ হাতছাড়া করেনি। কারণ পিচফর্ক মার্কার গরু মাঝে মধ্যে আমার জমিতে চলে আসে। তবে মালিকানা বদল হলেও আগের মার্কা রেখে দেয় কেউ কেউ, অন্তত কিছু সময় লাগে।'

রিভেরার পিছন দিকের দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মেক্সিকান মেয়েটা। রিভেরা তার দিকে ফিরে তাকানো পর্যন্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল।

'পার্ডন, ডন রিভেরা,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা। *'সেনা।'*

ক্লিন্টের উদ্দেশে হাসল স্পেনিয়ার্ড। 'সাপার পরিবেশন করা হয়েছে, *সেনর*। এসো!'

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ক্লিন্ট। মুখ বিষণ্ন, মন তেতো হয়ে গেছে। মেরি–প্রিঙ্গল–ট্রিমেন–ক্রফট...কারও সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাচ্ছে না। সিলভার ফ্ল্যাটে অস্থির পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনা জরুরী হয়ে পড়েছে। জমি নিয়ে এই কামড়াকামড়ি বন্ধ করতেই

হবে। কিন্তু সেই কঠিন কাজ দূরে থাক, সামান্য কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরও জানা নেই ওর এখন।

আট

নিচু সিলিঙের ডাইনিং রুমটা উপবৃত্তাকার। মাঝখানে বিশাল টেবিলের চারপাশে আটটা চেয়ার, প্রতিটি নিপুণ কারুকাজ করা এবং হাতলসহ চামড়ার গদিতে মোড়া। সাদা লিনেনের দামী কাপড়ে মোড়া টেবিলে হরেক রকম খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। তৈজসপত্রের সবই দামী ও উৎকৃষ্ট চীনামাটির। ঝকঝকে স্ফটিকের গ্লাস আর রূপার চামচ। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঝলমল করছে সব। পরিবেশে এক ধরনের উষ্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ আবহ রয়েছে। প্রাচীন স্পেনিশ আভিজাত্য এনরিক রিভেরার বাড়িতে এখনও রয়ে গেছে।

মারিয়া আর বয়স্কা এক মহিলা ওদের অপেক্ষায় ছিল। কর্ডুরয় রাইডিং স্কার্ট ও শার্টওয়েস্ট বদলে নীল সিল্কের আঁটসাঁট ড্রেস পরেছে মেয়েটা, তাতে ক্রীম রঙের লেস বসানো। মাথার উপর পরিপাটি করে বাঁধা লম্বা চুলের রাশি, রূপার কাঁটা আর চিরুনি দিয়ে খোপা আটকানো।

ঝাড়া কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ক্লিণ্ট, চোখ ফেরাতে পারছে না। শেষে মনের উপর জোর খাটিয়ে চোখ সুরিয়ে নিল। এমন চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য কোন মেয়ের মধ্যে দেখেনি। অপূর্ব লাগছে মারিয়া রিভেরাকে। দুপুরে বা বিকালে দেখার সময় ভাল করে দেখেনি, সুযোগ বা পরিস্থিতিও ছিল না, তাই মেয়েটার অপরূপ সৌন্দর্য অদেখা রয়ে গিয়েছিল।

মারিয়ার উদ্দেশে স্মিত হাসল ক্লিণ্ট, কিন্তু সযত্নে ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল মেয়েটা।

বয়স্কা মহিলার পরনে আপাদমস্তক কালো পোশাক। ক্লিণ্টের উদ্দেশে সামান্য নড করল সে। সম্ভবত রিভেরার স্ত্রী মৃত, এবং তার বোন–বিধবা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি–বাড়ি ও মারিয়ার দেখ-ভাল করার জন্য এখানে থেকে গেছে।

'পল কোথায়?' জানতে চাইল স্পেনিয়ার্ড, বোনের জন্য একটা চেয়ার টেনে ধরল।

এদিকে, মারিয়ার জন্য চেয়ার টেনে ধরল ক্লিণ্ট। এটাই ভদ্রতা। মেয়েটি আসন গ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, এরপর নিজের চেয়ারে বসল।

'একটা কাজে বেরিয়েছে,' বাপের প্রশ্নের উত্তরে বলল মারিয়া, তারপর মৃদু কণ্ঠে ক্লিণ্টকে ধন্যবাদ জানাল।

আয়োজনের কমতি নেই। বেশিরভাগ স্পেনিশ খাবার। তবে এতে পশ্চিমের সব মানুষ কম-বেশি অভ্যস্ত বলে খেতে অসুবিধা হলো না ক্লিণ্টের। বিশেষ করে *পসোল*-এর কথা বলতে হয়। সেদ্ধ ভুট্টাদানা, লাল মরিচ, মাংস, রসুন আর সব্জির এক ধরনের স্টু। স্বাদটা দারুণ। অন্যান্য খাবারের মধ্যে কর্নের তৈরি মশলাদার খাবার ও স্কোয়াশ তো আছেই।

কফির বদলে মিষ্টি চকোলেটের ঘন পানীয় খুব পছন্দ করে স্পেনিয়ার্ড, তবে ক্লিণ্ট পছন্দ করে না বলে কোনরকমে স্রেফ এক কাপ গিলে ফেলল। এমনিতে খেত না, কিন্তু র‍্যাঞ্চারের অনুরোধ ফেলতে পারেনি।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে প্যাসিওতে এসে বসল দু'জন। মিষ্টি, ডেজার্ট ওয়াইন আর ধূমপানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবার। সরু সুগন্ধী সিগার অফার করল স্পেনিয়ার্ড।

সময়টা ভাল কাটছে, উপভোগ্য মনে হচ্ছে এনরিক রিভেরার সঙ্গ, কিংবা ওর প্রতি নিস্পৃহ আচরণ করলেও মারিয়ার উপস্থিতি

ভাল লাগছে ক্লিন্টের। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্থিরতা বোধ করছে, যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছে। সিলভার ফ্ল্যাটের সত্যিকার পরিস্থিতি জানতে উদ্‌গ্রীব ও, পুরানো বন্ধু আর শুভাকাঙ্ক্ষী–কার কী হলো জানা জরুরী হয়ে পড়েছে। বুঝতে পারছে এখানে বসে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হবে না, বরং উদ্বেগ আরও বেড়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবকিছু জানতে হবে।

তা ছাড়া, মার্শাল বার্নারি এবং পাসির কথা ভুলে গেলে চলবে না। ক্লিন্টের ধারণা এতক্ষণে ওর ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে তারা, কিন্তু সাবধানের মার নেই। নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকলে চলবে না। কত অসম্ভব ঘটনাই তো ঘটে। কোনভাবে ওকে অনুসরণ করে এখান পর্যন্ত চলে আসতে পারে না মার্শাল?

সম্ভব। খুব ক্ষীণ সম্ভাবনা হলেও এমন কিছু ঘটতে পারে।

'তোমার পরিকল্পনা কী?' হঠাৎ জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'আসলে নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'দেড় বছর আগে চলে যাওয়ার সময় ভেবেছিলাম এখানে শান্তি আসবে, আমার মত বেপরোয়া লোকের প্রয়োজন হবে না। নিজেকে সরিয়ে নেওয়া আর কী! ছোট্ট একটা বাথান ছিল আমাদের, কিন্তু হেনরি কলিন্সের চাপে, আমার ভাই ব্রায়ানের মৃত্যুর পর বেচে দিয়ে চলে যায় ওর স্ত্রী। তাই আমার আর এখানে কোন পিছুটান থাকল না।'

'কিন্তু বহু জায়গা এখনও পড়ে আছে, চাইলে যে-কেউ বসতি গড়তে পারে,' প্রতিবাদের সুরে বলল এনরিক রিভেরা। 'চট করে কেউ তো ধনী হয়ে যেতে পারে না, শুরুটা সবারই হয় অল্পতে। এমনকী আমার বাবার ক্ষেত্রেও তাই ছিল। এখানে এক টুকরো জমির মালিক ছিলেন তিনি, জান-প্রাণ দিয়ে ওটা রক্ষা করেছেন। হয়তো তাঁর সততার পুরস্কার হিসাবে–পুরো জমি দান করেছেন স্পেনিশ রাজা।

'আর আমার কথাই ধরো, বাবা যেখানে রেখে গেছেন, আমিও সেখানে বসে থাকিনি। জানি র‍্যাঞ্চিং একসময় অলাভজনক হয়ে দাঁড়াবে, হয়তো আরও দশ-পনেরো বছর, কিন্তু একসময় তা হতে বাধ্য। কাজের লোক পাওয়া যাবে না। জমিতেও বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেবে, নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে শুধু র‍্যাঞ্চিং করে সমৃদ্ধি পাওয়া তখন অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

'তাই অন্য দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। সুযোগ আছে যখন, ব্যবসা করছি। এই যে ভাল আছি, তা কিন্তু শুধুই ব্যবসার কারণে। জমি থেকে যা আয় হয়, তাতে আভিজাত্য টিকিয়ে রাখা কঠিন। বুঝতেই পারছ, এ-ব্যাপারে স্পেনিশদের খুব দুর্বলতা। ভাল থাকতে কে না চায়? শুধু র‍্যাঞ্চের আয় থেকে এত লোকজন নিয়ে চলা সম্ভব হত না।'

মানুষটা দূরদর্শী তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্যবসার কারণে র‍্যাঞ্চিংয়ে মনোযোগ দিচ্ছে না, বরং সেই দায়িত্ব ভ্যাকুয়েরোর উপর ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক একই কারণে বেসিনের পরিস্থিতি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখতে পারে না।

'এলাকায় আত্মকেন্দ্রিক বলে বদনাম আছে আমার, আমি নাকি কারও সঙ্গে মিশি না। সবাই বোধহয় একটু বাড়িয়ে বলে!' মৃদু হেসে বলে গেল র‍্যাঞ্চার। 'আসলে সময় কোথায়? পেটের ধান্ধায় ব্যস্ত, তাই কোন দিকে তাকাতে পারি না। হয়তো সেজন্য আগেরবার বেসিনে কলিন্সদের বিরুদ্ধে গোলমালে আমি কোন পক্ষ নিইনি। কিন্তু এও তো ঠিক বরাবরই আমি নিরপেক্ষ। কারও সাতে-পাঁচে থাকি না, কাউকে কখনও বিরক্ত করিনি, কারও জন্য ঝামেলাও তৈরি করিনি। কারও ক্ষতি দূরে থাক, সম্ভব হলে অন্যের উপকারই করেছি। বরাবর আমি ছিলাম আমার মত। তবে এও ঠিক আমার দরজা থেকে কেউ শূন্য হাতে ফেরত যায়নি।

'আজকে, তোমার ঘটনা আলাদা। মেয়েটা আমার ঠিক

এখন যেমন দেখছ, তার উল্টো। এমনিতে নরম স্বভাবের, কিন্তু বেসিনের অশান্তি ওর উপরও ভর করেছে। জর্জ বার্গেসের রাইডাররা শাসিয়ে যাওয়ার পর রীতিমত খেপে গেছে। অন্যদের ঘটনাও শুনেছে মারিয়া, সেই থেকে...'

'আমি কিছু মনে করিনি, *সেনর,*' ব্যাঞ্চারকে আশ্বস্ত করতে দ্রুত বলল ক্লিন্ট, অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে ইচ্ছুক। 'এমন হতেই পারে।'

র‍্যাঞ্চ, গরু-ঘোড়া আর রাজনীতি সম্পর্কে গল্প করল ওরা। কিছু সময় পর, সুযোগ বুঝে ক্লিন্ট বলল: 'তোমার আতিথেয়তার তুলনা হয় না, ডন রিভেরা, এখানে সত্যি ভাল লাগল। সত্যি কথা বলতে কী, আমার সারা জীবনেও এত সুন্দর সন্ধ্যা কাটাইনি। কিন্তু আমাকে যেতে হবে। থেকে গেলে কাজ শুধু পিছিয়েই যাবে।'

হতাশ দেখাল র‍্যাঞ্চারকে। 'কী বলছ! আমি তো তোমার জন্য কোয়ার্টার রেডি করতে বলে দিয়েছি। উঁহুঁ, *সেনর,* রাতটা আমার এখানে থেকে যাও। কত দূরের পথ! এই রাতের বেলায় অত দূরে না-যাওয়াই ভাল হবে। ভোরে ভোরে না হয় যেয়ো।'

'উপায় নেই, *সেনর*। এখন রওনা দিলে মাঝ রাত নাগাদ পৌঁছে যাব। আর সকাল থেকে তা হলে কাজ শুরু করতে পারব। তোমার প্রস্তাবে নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছে আমার, *সেনর*। কাজ না-থাকলে সত্যি থেকে যেতাম। আশা করি সমস্যাটা তুমি বুঝতে পারবে।'

'বুঝেছি,' সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'বন্ধুদের খবর পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে পড়েছ। দুঃখিত, আমি তোমাকে পর্যাপ্ত খবর দিতে পারিনি। বলেছি না, আমরা অন্যান্য র‍্যাঞ্চ থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন, অন্তত যোগাযোগের দিক থেকে; আমি নিজে র‍্যাঞ্চের চেয়ে বরং ব্যবসার দিকে মনোযোগ দিই বেশি। তাই এখানকার খবরাখবর সময়মত জানতে পারি না।

'তবে দিন বদলে যাবে। আমার ধারণা এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। পরিস্থিতিও সেই দাবি করছে। নইলে শেষে হয়তো দেখব ল্যাণ্ড কোম্পানি আমার সাধের জমি দখল করে ফেলেছে।'

'বার্গেস ঝামেলা করতে পারে বলে আশঙ্কা করছ?'

'শুধু ঝামেলা নয়, *সেনর,* রীতিমত হাঙ্গামা বেধে যাবে। অন্তত আমার তাই ধারণা। তবে সুখের খবরও আছে, একই শত্রুর বিরুদ্ধে এসব ক্ষেত্রে একাট্টা হয়ে যায় লোকজন। কেউ সংগঠিত করলে এখানেও তাই হবে।'

ফুফুর সঙ্গে প্যাসিওতে বেরিয়ে এল মারিয়া। টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসল দু'জন। ছোট ছোট লণ্ঠন জ্বলছে। আলো-আঁধারি পরিবেশে ফুলের ঘ্রাণ, বাইরে পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা ঝিরঝিরে বাতাস বা কাস্তে আকৃতির ম্লান চাঁদ...অপূর্ব ভাল লাগা অনুভূতি ক্লিন্টের মনে। লোভ হচ্ছে, কিন্তু মনকে শাসন করল। টেরেসে নিচু স্বরে গান গাইছে এক মহিলা, গলাটা খুব মিষ্টি। গান শেষ হতে কয়েকজনের হাততালি পড়ল। সম্ভবত বাচ্চাদের গান শোনাচ্ছে মেইড মেয়েটা।

'*সেনর* হেডেন বলছে রাতে এখানে থাকতে পারবে না,' সত্যি সত্যি দুঃখ ঝরে পড়ল স্পেনিয়ার্ডের কণ্ঠে, মেয়েদের বলছে।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল সেনোরা, বোঝা গেল না।

'মানুষ চিনতে যদি ভুল না হয়ে থাকে আমার,' নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল মারিয়া। 'ওর মত লোক কোন অবস্থাতে কোথাও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। এটা তাদের রক্তে নেই।'

ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকাল রিভেরা, মেয়েকে কিছু বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিরস্ত হলো। শেষে ক্লিন্টের উদ্দেশে বলল: 'মেয়ের হয়ে আবারও দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে আমাকে, *সেনর*। কিছু মনে কোরো না, ওর ইচ্ছে...'

মারিয়ার দিকে চেয়ে হাসল ক্লিন্ট, বলল: 'হয়তো তোমার মেয়ে ঠিকই বলেছে, *সেনর*। তবে আসল কথা হচ্ছে, ওর কথা সত্যি না-হলেও আমাকে যেতে হবে। কারণটা তোমাকে বলেছি।'

'নিশ্চয়ই, মনে আছে আমার,' সায় জানাল র‍্যাঞ্চার, তারপর গলা সামান্য উঁচু করে মেক্সিকান মেয়েটাকে ডাকল। মেয়েটা উপস্থিত হতে নির্দেশ দিল: 'কার্লোসকে বলো *সেনরের* ঘোড়া নিয়ে আসতে।'

'কথা দিচ্ছ তো, সুযোগ পেলেই এখানে চলে আসবে?' উষ্ণ স্বরে বলল লেযি-আর মালিক। 'যখন খুশি চলে এসো। নিজের বাড়ি মনে করবে। এই বাড়ির দরজা তোমার জন্য সবসময়ই খোলা। আশা করি ইতোমধ্যে হুয়ান মোরালেসের খুনীকে ধরতে সাধ্যমত সবকিছু করবে তুমি।'

'হ্যাঁ, কাজটা নিজের স্বার্থে করতে হবে আমার। আইন এখন প্রায় স্থির নিশ্চিত হয়ে গেছে আসল অপরাধী আমি। তাই মার্শাল বার্নারিকে বিশ্বাস করাতে হলে শুধু প্রমাণ সংগ্রহ করলে চলবে না, খুনীকেও ধরিয়ে দিতে হবে।'

'একেবারে বেকায়দা সময়ে পড়ে গেছি! কাল স্যান লুইসে না গিয়ে উপায় নেই। ওখানে কাজ না-থাকলে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

'ধন্যবাদ, ডন রিভেরা। শুনে সত্যি খুশি হয়েছি।'

হলওয়েতে উদয় হলো দু'জন লোক। একজন পল এস্তেবান, অন্যজন রেমন হার্নান্দেজ। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল তারা, প্রায় ছুটে এল। উত্তেজনা ফুটছে মুখে।

এদিকে তাদের দেখা মাত্র চট করে উঠে দাঁড়িয়েছে ক্লিন্ট। মনে সতর্কঘণ্টী বাজতে শুরু করেছে। চকিত দৃষ্টি চালাল মারিয়া রিভেরার দিকে। একেবারে নির্বিকার দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ, ভাব দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

'কী ব্যাপার, পল?' চেয়ারে আগের মতই আয়েশ করে বসে আছে রিভেরা। 'আরে, হার্নান্দেজ দেখছি! তুমি কী মনে করে এলে এখানে?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ক্লিন্টের দিকে তাকিয়ে আছে হার্নান্দেজ, ভুলেও চোখ সরাচ্ছে না। 'সাধে কী আর আসি? ডন রিভেরা, ভুল করে জঘন্য এক খুনীকে নিজের বাড়িতে বসিয়ে খাতির করছ তুমি!'

'খুনী!' তড়াক করে লাফিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'কী বললে, জঘন্য খুনী? আমার বাড়িতে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাজে কথা বলছ! মুখ সামলাও, হার্নান্দেজ। ভুলে যেয়ো না *সেনর* হেডেন আমার অতিথি!'

'অতিথি আর যাই হোক, হুয়ান মোরালেসের খুনী এই লোক!' সমান তেজে জবাব দিল হার্নান্দেজ, এনরিক রিভেরার রুদ্রমূর্তি দেখে মোটেই দমেনি। 'গতকাল দুপুর থেকে ওর খোঁজে পুরো তল্লাট চষে ফেলেছি আমরা। নিশ্চয়ই মিছে গল্প ফেঁদে তোমাকে পটিয়ে ফেলেছে ও?' সবজান্তার ভাব করল সে, বিষ উগরে দিল ক্লিন্টের উদ্দেশে। 'ওর স্বভাবই এমন–মিছরির ছুরি!'

মাথা নাড়ল স্পেনিয়ার্ড। 'উঁহুঁ, ভুল ধারণা করেছ তুমি। *সেনর* হেডেন ওই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে বলেছে আমাকে। এও বলেছে যে কেউ কেউ ওকে বরং দোষী ভাবছে। আমি চাই না...'

'আচ্ছা, ও কি বলেছে আমি নিজে ওকে মোরালেসের স্টোর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি ঠিক খুন হওয়ার পরপর?' কর্কশ স্বরে স্পেনিয়ার্ডকে থামিয়ে দিল হার্নান্দেজ। গলা চড়ে গেছে। 'আমি ভিতরে ঢুকে গিয়ে দেখি মরে পড়ে আছে বেচারা। তখনও গা গরম ওর। আমি স্টোরে ঢোকার বড়জোর কয়েক মিনিট আগে খুন হয়েছিল মোরালেস। এসব কি বলেছে তোমাকে?'

ঝাড়া মিনিট খানেক নীরব রইল এনরিক রিভেরা, কী যেন ভাবল মনে মনে। শেষে ক্লিন্টের দিকে ফিরল সে। 'হার্নান্দেজ যা বলল, তা কি সত্যি?'

'মোরালেসের স্টোরে গিয়েছিলাম কি-না, তাই তো? হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তবে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। বাইরের কামরা থেকে ডাকলাম কয়েকবার। সাড়া পাইনি। ভেবেছি ও হয়তো আশপাশে কোথাও গেছে, কিংবা পিছনের কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছে। পরে দেখা করলেও চলবে ভেবে খেতে রেস্তোরাঁয় চলে গেছি। আমার ধারণা তখনই মৃত ছিল মোরালেস।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রিভেরা। 'আর তুমি, হার্নান্দেজ, এর ঠিক কয়েক মুহূর্ত পর ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে, তাই না? তুমিই প্রথম মোরালেসের লাশ আবিষ্কার করেছ, এই বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। এই লোক আমাদের বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, ডন রিভেরা! অন্য গ্রিংগোদের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই।'

'বিচারটা একটু কঠিন হয়ে গেল না?' স্মিত হেসে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার, তারপর ক্লিন্টের দিকে ফিরল। 'হার্নান্দেজের মন্তব্যের জবাবে কিছু বলার আছে তোমার, *সেনর?*'

'আর কী বলব! যা বলার আগেই বলেছি। মোরালেসকে আমি খুন করিনি, স্পেনিশদের সঙ্গে আমার ঝগড়া বা বিরোধও নেই। কখনও ছিলও না। হার্নান্দেজ যা বলছে এসব ওর নিজস্ব ধারণা। আর জর্জ বার্গেসের কোম্পানির লোকও নই আমি...'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল রেমন হার্নান্দেজ, খেপে গেছে। চট করে এগিয়ে এল সে কয়েক কদম, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। 'অস্বীকার করবে আগেও কোম্পানির হয়ে কাজ করোনি? দেড় বছর আগে? ওদের হয়ে যদি কাজই না করো, তা হলে এতদিন পর ফিরে এলে কেন? বেশ, মানব তোমার কথা, যদি সদিচ্ছা প্রমাণ করতে পারো। বার্গেসের খুনে রাইডারদের

বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তুমি, তোমাদের র‍্যাঞ্চ উদ্ধার করবে?'

মাথা নাড়ল ক্লিন্ট। 'উঁহুঁ, র‍্যাঞ্চ ফিরে পাওয়ার জন্য আমি লড়াই করব না। সেই অধিকার নেই আমার। আমার ভাইয়ের স্ত্রী ওটা বেচে দিয়েছিল, এবং বিনিময়ে টাকাও নিয়েছিল। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি বটে, কিন্তু এ-নিয়ে কিছু করারও নেই। না এখন, না তখন। র‍্যাঞ্চ বিক্রির মধ্যে কোন গলদ নেই।'

'শোনো! ওর কথায় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সব!' চেঁচিয়ে উঠল হার্নান্দেজ। 'ব্যাটা দালাল! কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় না, এরচেয়ে বড় প্রমাণ কী হতে পারে?'

'এটা ওর সততার প্রমাণ, আর কিছু নয়,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল এনরিক রিভেরা। কিছুটা শীতলও শোনাল তার কণ্ঠ। 'উঁহুঁ, নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছে *সেনর* হেডেন। কোম্পানির কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া সম্পত্তিতে যে ওর কোন দাবি নেই বা থাকা উচিত নয় সেটা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছে।' হঠাৎ দুই কদম পিছিয়ে গেল মাঝবয়সী মানুষটা, চোখ-মুখ কঠিন হয়ে গেছে। 'বুঝতে পারছি না আসলে কী উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছ, রেমন হার্নান্দেজ। উঁহুঁ, আমার বাড়িতে এমন লোকের জায়গা হবে না—অভদ্র, অনৈতিক আচরণের মাধ্যমে আমার বাড়ি কলঙ্কিত করেছ তুমি...'

'বোকার হদ্দ তুমি!' রাগে চিৎকার করল হার্নান্দেজ। 'এর ফল হাড়ে হাড়ে টের পাবে! তবে ওকে ছাড়ছি না। মোরালেসের খুনী হিসাবে ফেরারী হয়ে গেছে হেডেন, মার্শাল সহ স্যাডলরকের সব লোক হন্যে হয়ে খুঁজছে ওকে। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব...'

ভদ্রতা বা সৌজন্য দেখানোর সময় পার হয়ে গেছে, অন্তত তাই মনে করছে ক্লিন্ট। এবার খেল্ দেখানো ছাড়া উপায় নেই। পরিস্থিতি ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। যেরকম খেপে

গেছে হার্নান্দেজ, বেতাল কিছু করে বসতে পারে।

চট করে শটগান চলে এল ওর হাতে, নলটা স্থির হলো রেমন হার্নান্দেজ আর পল এস্তেবানের মাঝামাঝি। 'উহুঁ, আমাকে কোথাও নিচ্ছ না তুমি,' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল ও। 'কেন নেবে? আমি যে খুন করিনি এটা তুমি ভাল করেই জানো। তারপরও যেতে পারতাম, কিন্তু জেলে থাকলে শুধু আটকাই পড়ব না, বরং নির্মম লিঞ্চিংয়ের শিকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

'হার্নান্দেজ, তোমার মত অতি উৎসাহী অনেকেই আছে যারা হুজুগে পড়ে আমাকে জেলে বসিয়ে ভাত খাওয়ানোর চেয়ে কটনউডে ঝুলিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে পারলেই খুশি হবে। সেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। তা ছাড়া, আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে, প্রমাণ সংগ্রহ করে মার্শালকে জানাতে হবে। জেলে থাকলে আমি সেটা করতে পারব না।

'হয়েছে, এবার আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও। দু'জনেই।'

প্যাসিও ধরে সরে এল ক্লিন্ট, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে দু'জনের উপর। হলওয়ের কাছে পৌঁছল। মাঝামাঝি এসে থামল। ছোট্ট করে নড করল মারিয়া আর তার ফুপুর উদ্দেশে, মারিয়ার উপর মুহূর্ত খানেক লেগে থাকল দৃষ্টি। শেষে রিভেরার উদ্দেশে বলল: '*সেনর*, ঝামেলা তোমার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। কিন্তু আশা করি বুঝবে, এতে আমার কোন হাত ছিল না। চমৎকার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি অন্য সময়ে, আরও স্বস্তিকর অবস্থায় দেখা হবে আমাদের।'

'আরে, করছ কী!' উত্তেজিত স্বরে পরামর্শ দিল হার্নান্দেজ। 'তোমার লোকজনকে ডাকো! চিৎকার করে নির্দেশ দিলে চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলবে! ওকে ধরতে বেশি সময় লাগবে না। ওকে পালিয়ে যেতে দেওয়া মোটেই ঠিক হচ্ছে না তোমার, ডন রিভেরা!'

কিন্তু কিছুই বলল না বা করল না রিভেরা।

হার্নান্দেজের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'ছোট্ট একটা উপদেশ না দিয়ে পারছি না, হার্নান্দেজ। আমাকে অনুসরণ করতে যেয়ো না। এখন পর্যন্ত আমার হাত পরিষ্কার আছে, তোমার মত উটকো ঝামেলাবাজ কাউকে খুন করে হাত নোংরা করতে চাই না। একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? আমি এখানে আছি জানলে কার কাছ থেকে?'

'পলের কাছ থেকে। আসার পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল...'

'ধন্যবাদ। শত্রু-মিত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা স্বাস্থ্যের জন্য জরুরী খুব। প্রতিটি মানুষের জানা উচিত আসলে কে তার শত্রু, কে মিত্র।' সবার উপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ক্লিন্ট, শেষে নিচু স্বরে শুভেচ্ছা জানাল: *'অ্যাডিওস! মুচাস গ্রেসিয়াস।'*

'ভায়া কন ডিওস, ক্লিন্ট হেডেন,' পিছন থেকে ওর মঙ্গল কামনা করল ডন এনরিক রিভেরা।

নয়

হিচর‍্যাকে অপেক্ষায় রয়েছে বে ঘোড়াটা, ডন রিভেরার নির্দেশ মত এনে রাখা হয়েছে। পোর্চ ছেড়ে দ্রুত পায়ে আঙিনায় চলে এল ক্লিন্ট, চট করে স্যাডলে চেপে বসল। হাতে লাগাম টেনে নিয়ে হাঁটুর গুঁতোয় আগে বাড়াল বে-কে, তারপর দ্রুত বেরিয়ে এল হাসিয়েন্দা থেকে।

তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পথে ছুটল না, বরং একটু পাশে সরে এসে আড়াল থেকে নজর রাখল বাড়ির ফটকের দিকে। ঝাড়া কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেউ বেরোল না

দেখে স্বস্তি বোধ করল। তারমানে রেমন হার্নান্দেজ আপাতত ওর উপদেশ গ্রহণ করেছে: পিছু নেয়নি।

দুলকি চালে উত্তর-পুবে ঘোড়া ছোটাল ক্লিন্ট, গন্তব্য ফ্লাশ ট্রিমেনের পিচফর্ক র‍্যাঞ্চ। তারার আলোয় পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে না। তবে মাঝরাতের আগে পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না, কারণ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

যতটা সম্ভব এগিয়ে যাবে, সিদ্ধান্ত নিল ও, কাছাকাছি গিয়ে থেমে রাত কাটিয়ে দেবে কোথাও।

আধ-খানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। তারার মেলা তো আছেই। ঝিরঝিরে বাতাস স্বস্তি বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে। ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল ক্লিন্ট, অযথা বে-র দুর্ভোগ বাড়াতে চায় না। দু'দিন ধরে চলার মধ্যে আছে ওটা, ঠিকমত বিশ্রাম বা খাবার জোটেনি। ডন রিভেরার র‍্যাঞ্চে অবশ্য খাবার পেয়েছে ঠিকমত, মালিকের মত বে-ও রাজকীয় যত্ন পেয়েছে; কিন্তু আগের দু'দিনের ধকল বিবেচনা করলে সেটা যথেষ্ট নয়।

মাঝে মধ্যে কয়োটিরা ডেকে উঠছে। একের পর এক ডাকছে, যেন নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করছে। অদৃশ্য কারও আহ্বানে হাজিরা দেওয়ার মত—বলছে—আমি আছি! খুরের শব্দে কখনও কখনও বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটছে কোন পাখির, পাখা ঝাপটে বা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ধীর গতিতে এগিয়ে চলল ক্লিন্ট। মনটা চলে গেছে এনরিক রিভেরার বাড়িতে। দারুণ সময় কেটেছে! খুব উপভোগ্য মনে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, বাবা-মা মারা যাওয়ার পর এমন উষ্ণ ও আন্তরিক পারিবারিক পরিবেশে সময় কাটানোর সুযোগ আর হয়নি। যৌবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে প্রায় ভবঘুরের মত। পরিবার বা বন্ধন কী জিনিস, ভুলেই গিয়েছিল। ব্রায়ান এখানে থাকত, কিন্তু হৃদয়ের টান অনুভব করত না বলে পুরো পশ্চিম চষে বেড়িয়েছে ক্লিন্ট। কালে-ভদ্রে সিলভার ফ্ল্যাট

এলাকায় এসে ঘুরে যেত। তবে নিয়মিত যোগাযোগ থাকত ব্রায়ানের সঙ্গে।

ডন রিভেরা মানুষটা উদার। ব্যবসায় যেমন পাকা, তেমনি মনও খোলা। মেয়ের বন্দীর পরিচয় পাওয়ার পর তাকে রীতিমত অতিথি হিসাবে খাতির করেছে, যত্নের কোন কমতি রাখেনি। হয়তো এর কারণ হুয়ান মোরালেস। মৃত স্পেনিয়ার্ডের কাছ থেকে ক্লিন্ট সম্পর্কে "ভাল কিছু" শুনেছিল রিভেরা, সেটাই মনে রেখেছে এবং মোরালেসের বিবেচনার উপর আস্থা রেখেছে। মোরালেস যেহেতু বন্ধু মনে করত ক্লিন্টকে, সেও নির্দ্বিধায় মনে করেছে, আর সেভাবেই আচরণ করেছে।

তবে তার মেয়ের ক্ষেত্রে রীতিমত ধন্দে পড়ে গেছে ক্লিন্ট। ওর সন্দেহ পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে মারিয়া, হার্নান্দেজকে খবর দিয়েছে, এস্তেবানের মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে থাকতে পারে। এমন সম্ভাবনাই বেশি, কারণ হুট করে এসে উপস্থিত হয়েছিল রেমন হার্নান্দেজ।

পাসিকে বহু আগেই খসিয়ে দিয়েছিল ক্লিন্ট, এত সময় পর বা হুট করে হার্নান্দেজের মত মাথামোটা লোকের ওর খোঁজ পাওয়ার কথা নয়। নিশ্চিতভাবে বলা যায় তাকে খবর দেওয়া হয়েছে। এস্তেবানের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে হার্নান্দেজ, কিন্তু সেটা মোটেই কাকতালীয় হতে পারে না। ক্লিন্টের দৃঢ়বিশ্বাস মার্শাল বা পাসির খোঁজে এস্তেবানকে পাঠিয়েছিল মারিয়া, পথে হার্নান্দেজের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় লেযি-আর ভ্যাকুয়েরোর।

বাপের মতের বিরুদ্ধে যায়নি মারিয়া, বাড়িতে ক্লিন্টের উপস্থিতি মুখ বুজে মেনে নিয়েছে, কিন্তু একইসঙ্গে বোধহয় নোংরা একটা চালও চেলেছে। সেজন্য মেয়েটাকে দোষ দেওয়া যাবে না, কারণ সন্দেহজনক ট্রেসপাসার থেকে ভোজবাজির মত সম্মানিত অতিথির মর্যাদা পেয়ে গিয়েছিল ক্লিন্ট। আর যারই

হোক, অন্তত মারিয়ার তা পছন্দ হওয়ার কথা নয়। ক্লিন্ট হেডেন ওর কাছে গুরুত্বহীন একজন মানুষ।

সহজ হিসাব করেছে মেয়েটা। স্থানীয় রাজনীতির কূটচাল বা পরিস্থিতির গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করার ঝামেলায় যায়নি, হয়তো বোঝেও না; লেযি-আরের সমস্যাকে আবেগ দিয়ে, নিজস্ব অবস্থান থেকে বিচার করেছে। সেই বিচারে ক্লিন্ট সন্দেহজনক চরিত্র। অপছন্দের তো বটেই।

পশ্চিমে মেয়েমানুষ মাত্রই নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে বসবাস করে। খুব কম তারা বাইরের খবর রাখে। তাই দেড় বছর আগে বেসিনে ক্লিন্ট হেডেনের ভূমিকা সম্পর্কে জানে না মারিয়া, কিংবা এর গুরুত্বও অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্লিন্ট সম্পর্কে হুয়ান মোরালেসের দুটো কথা এনরিক রিভেরার জন্য যতটা আপ্তবাক্য মনে হতে পারে, ঠিক ততটাই অর্থহীন তার মেয়ের কাছে। অবশ্য মারিয়ার কাছে বেশি কিছু আশা করাও বোকামি হবে, কারণ স্বয়ং ওর বাবাই এলাকার হালচাল সম্পর্কে সবসময় খবর রাখতে পারে না।

মারিয়া সম্পর্কে না-ভাবলেও তার বাবা সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে ক্লিন্টের। মানুষটার আন্তরিকতা বা ঔদার্য সম্পর্কে সন্দেহ নেই ওর, কিন্তু রেমন হার্নান্দেজের মত লোকের সাহচর্যে ঠুনকো বিশ্বাসে চিড় ধরতে পারে। অস্বীকার করা যাবে না জাতের একটা ভূমিকা আছেই। ল্যাটিনরা পরস্পরের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস বা আবেগ অনুভব করলে তাতে দোষের কিছু নেই। তা ছাড়া, হার্নান্দেজ ছাড়াও ভ্যাকুয়েরো পল এস্তেবানের কথায়ও প্রভাবিত হতে পারে ডন রিভেরা।

তবে এও ঠিক নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে রিভেরার। হার্নান্দেজের পক্ষে তাকে প্রভাবিত করা খুব কঠিন হবে। প্রায় অসম্ভব হবে। র‍্যাঞ্চে ক্লিন্টের মুখোমুখি তর্ক করার সময় বরং প্রচ্ছন্নভাবে হার্নান্দেজকেই

অভিযুক্ত করছিল ডন রিভেরা। এতে বোঝা যায়, স্বগোত্রীয় হলেও সহজে তাকে প্রলুব্ধ বা প্রভাবিত করা কঠিন।

তবে এও ঠিক ক্লিন্ট সম্পর্কে ডন এনরিক রিভেরা কী ভাবল তাতে বিশেষ কিছু যায়-আসে না। ওর ইচ্ছে ছিল সিলভার ফ্ল্যাটে যদ্দিন থাকবে, যতটা সম্ভব ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। ইচ্ছেটা পূরণ হবে না বোধহয়। অন্তত পরিস্থিতিতে সেই আভাস। কখনও কখনও চাইলেও বিপদ এড়ানো যায় না। উটকো ঝামেলা যখন গায়ের উপর এসে পড়ে, তখন তার সামাল দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ক্লিন্টের চামড়া এত মোটা হয়ে যায়নি যে সবকিছু সহ্য করবে বা অগ্রাহ্য করবে।

চায়নি বটে, কিন্তু ঝামেলা ঠিকই ওকে তাড়া করছে। আর হুয়ান মোরালেসের মৃত্যুতে উৎসাহিত হবে জর্জ বার্গেস, নতুন উদ্যমে সাধারণ র‍্যাঞ্চারদের উপর লোকটা চড়াও হয়ে বসলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সব বাধা উপড়ে ফেলতে চাইবে সে। তখন চুপ করে থাকতে পারবে ক্লিন্ট, এমনকী এখানে ওর কোন স্বার্থ না-থাকার পরও?

মেরি কেলসির কথা মনে পড়ল ওর। আসার সময় বা পরেও, বহুবার ভেবেছে দু'জনে মুখোমুখি হওয়ার পর মেরির কাছ থেকে কেমন অভ্যর্থনা পাবে। বিশেষ করে, দেড় বছর আগে যেহেতু না-জানিয়ে চলে গিয়েছিল। সেদিন সকালেই নিজ থেকে মেরির দেওয়া প্রতিশ্রুতি আসলে কতটা আন্তরিক ছিল? স্রেফ খেয়াল বা সাময়িক আবেগের বশে বলেছে যে ক্লিন্টের জন্য অপেক্ষা করবে? নাকি সত্যি ওকে ভালবেসে ফেলেছিল মেয়েটা?

বলা মুশকিল। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ওই প্রতিশ্রুতি যদি সত্যিও হয়, মেরি জানত না কোন কিছু না-জানিয়ে দেড় বছরের জন্য চলে যাবে ক্লিন্ট, কিংবা তারপর যোগাযোগও রাখবে না।

স্বভাবত মেয়েটা বরং অভিমানী হয়ে উঠতে পারে, ভাবতে পারে ওর প্রতি ক্লিন্টের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। সেক্ষেত্রে, প্রতিশ্রুতি রাখতে যদি অনিচ্ছুক হয়, মোটেই দোষ দেওয়া যাবে না ওকে।

জেলে থাকার সময় এ-নিয়ে অনেক ভেবেছে ক্লিন্ট, শঙ্কিতও হয়ে পড়েছিল। চিঠি লিখতে পারত, কিন্তু কী এক অনীহা কাজ করেছিল যে শেষপর্যন্ত মেয়েটিকে জানানো হয়নি আসলে কোথায় আছে, কেন হুট করে চলে এসেছিল সিলভার ফ্ল্যাট থেকে, কিংবা কেন ফিরে যেতে দেরি হচ্ছে।

বারো মাস জেলে থাকার পর, পরের সাত মাস টাকা যোগাড় করেছে। অস্ত্র, ঘোড়া, স্যাডল-ব্রিডল, গিয়ার এবং হাতখরচার অর্থ যোগাড় করতে হয়েছে ওকে। সৎ উপায়ে উপার্জন করেছে প্রতিটি পেনি। তখনও চাইলে যোগাযোগ করতে পারত, কিন্তু করেনি। ততদিনে ভয় ধরে গেছে ক্লিন্টের মনে। ভেবেছে মেরি কেলসি হয়তো ভিন্ন চিন্তা করেছে, অন্য জীবন শুরু করে দিয়েছে, যদিও মনে ক্ষীণ আশা ছিল সত্যি ওর জন্য অপেক্ষা করবে মেয়েটি।

তবে সেটা মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা ছিল, এখন উপলব্ধি করতে পারছে ক্লিন্ট। ফাঁকা বুলিতে বিশ্বাস রাখা যায় না, পরিণত কোন মেয়ে তা করতেও পারে না। মেরির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত ছিল ওর। তাতে অন্তত মেয়েটিকে নিতান্ত অবহেলার কারণে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকত না।

মাঝরাতের কাছাকাছি সময়ে হঠাৎ পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল ক্লিন্ট। টের পেল নিজের অজান্তে স্যাডলে বসে ঢুলছিল এতক্ষণ। চারপাশে একবার দৃষ্টি চালিয়ে নিশ্চিন্ত হলো। নিচু টিলার মত উঁচু জমি রয়েছে সামনে, তার কোলে ইতস্তত বেড়ে উঠেছে ঝোপঝাড় ও গাছপালা। জায়গাটা চেনা ওর, আগে অনেকবারই এসেছে। সরু ধারার ঝর্নাও আছে এক পাশে। আর আশ্রয় নেওয়ার মত আড়াল পাওয়া যাবে।

জুতসই জায়গা বাছাই করে থামল ক্লিন্ট। চোখে ঘুম, শরীরে ক্লান্তি, কিন্তু সব উপেক্ষা করে ঘোড়ার গিয়ার নামিয়ে যত্ন-আত্তির করল। শেষে ঝর্নার লাগোয়া ঘাসের গালিচায় বে-কে ছেড়ে দিয়ে, বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। হাতের কাছে রাখল শটগান।

এখানে থামলেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ক্লিন্ট। উচিত হত যদি চলে যেত। কিন্তু শরীর বলে কথা! তা ছাড়া, বে-র বিশ্রাম নেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল। কাল সকালে আবার ধাওয়া খেয়ে ছুটতে হবে না, তার নিশ্চয়তা কী? তাই হাতে সময় যা পাওয়া গেছে, তার সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। হয়তো হার্নান্দেজ বা পাসির সদস্যদের এখানে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কে জানে, পাসি না-জানি কোথায় আছে! হার্নান্দেজ যেহেতু অল্প সময়ের মধ্যে লেযি-আরে পৌঁছাতে পেরেছে, তারমানে ডন রিভেরার র‍্যাঞ্চের ধারে-কাছে কোথাও আছে। কিংবা এমনও হতে পারে স্যাডলরকে ফিরে গেছে সবাই, কিন্তু অতি উৎসাহী হার্নান্দেজ রয়ে গিয়েছিল, আর র‍্যাঞ্চ থেকে শহরে যাওয়ার পথে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল এস্তেবানের।

দ্বিতীয়টিই যৌক্তিক মনে হচ্ছে ক্লিন্টের কাছে। তবে সেজন্য গা ছেড়ে দিতে নারাজ। বরং সতর্ক ও। যথেষ্টর চেয়েও বেশি সতর্ক।

এ-মুহূর্তে পিচফর্ক র‍্যাঞ্চে আছে ও, তবে র‍্যাঞ্চ হাউস আরও বেশ দূরে। কয়েক ঘণ্টার পথ। ক্লিন্ট আশা করছে ভোর বেলা যাত্রা করলে লোকজন কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে যাবে।

ভোরের প্রথম আলো যখন পুবাকাশে লাগতে শুরু করেছে, তখন চোখ মেলে তাকাল ক্লিন্ট হেডেন। সকালের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, শীতে কাঁপতে কাঁপতে কম্বল ছেড়ে উঠল ও। আড়ষ্ট দেহ

নড়তে চাইছে না, চাপ চাপ ব্যথা অনুভব করছে সারা শরীরের পেশিতে। অতিরিক্ত রাইডিঙের ধকল।

ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল ক্লিন্ট। সঙ্গে থাকা কেতলিতে ঝর্নার পানি ভরে আগুনে চড়িয়ে দিল। পানি ফুটতে শুরু করতে কফির গুঁড়ো যোগ করল। কফি তেতে ওঠে একসময় ফেনা তৈরি করল। তখন আগুন থেকে কেতলি নামিয়ে ফেলল ক্লিন্ট, তারপর সামান্য ঠাণ্ডা হতে দিল। এত গরম কফি খাওয়া যাবে না।

টিনের মগে কফি খেয়ে চাঙা বোধ হলো, তবে পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়েছে। আপাতত অপেক্ষা করতেই হবে। সঙ্গে কোন খাবার নেই। স্যাডলে চেপে যখন একটু পর রওনা দিল পুবমুখে, ততক্ষণে সূর্যোদয়ের রক্তিম বর্ণালী ছড়িয়ে পড়েছে পুবাকাশের বিছানায়। মেঘহীন আকাশে সোনালি, কমলা আর ফিকে নীল রঙের বর্ণচ্ছটা তৈরি করেছে সূর্য।

দুলকি চালে এগোল ক্লিন্ট। দুই ঘণ্টার পথ। অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সময়ের আগেই পৌঁছে যেতে পারবে।

খাটো আকারের পাহাড় চারদিকে। ঢেউ খেলানো জমির বুকে জেগে উঠেছে গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা ছোট্ট বনাংশ। ঘন সবুজ ঘাস দেখে বোঝা যায় এখানে পানির অভাব হয় না কখনও। এমন সমৃদ্ধ জমি দেখে জর্জ বার্গেস বা হেনরি কলিন্সের মত লোকেরা যে লোভী হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিংবা ফ্লাশ ট্রিমেন যে যক্ষের ধনের মত আগলে রাখবে বা দখল বজায় রাখতে জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে, তাও খুব স্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে সোনা-ফলা জমি।

ক্লিন্ট খেয়াল করল যত এগোচ্ছে, ততই পাহাড়ের উচ্চতা বাড়ছে। পিচফর্কের র‍্যাঞ্চ হাউস এক উপত্যকায়, বেশ কয়েকটা পাহাড়ের মাঝে গড়ে উঠেছে। পিছনে নিচু পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো লেআউট দেখা যায়।

শেষ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এসে নীচে তাকানো মাত্র ঝামেলা দেখতে পেল ক্লিন্ট।

পাহাড়ের ছায়া পড়ে বলে র‍্যাঞ্চ হাউস বা অন্যান্য কাঠামো থেকে ছায়া পুরোপুরি দূর হয়নি, আবছাভাবে বাড়ির কোণ চোখে পড়ছে। তবে বাড়ির সামনের দিকটা পরিষ্কার চোখে পড়ছে। হিচ র‍্যাকে বাঁধা চার-পাঁচটা ঘোড়া ক্লিন্টের মনোযোগ কেড়ে নিল। এক মুহূর্ত পর লাগোয়া ছোট্ট শেড থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে উঠতে শুরু করল। বড়সড় বার্ন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল এক লোক, খোলা জায়গা ধরে দৌড়ে চলে গেল শেডের কাছে, তারপর কম্বল দিয়ে চাপড় মেরে আগুনের লেলিহান শিখা নেভাতে চেষ্টা করল।

ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে একটুও দেরি হলো না ক্লিন্টের। আগুন লাগানো হয়েছে!

স্যাডলে ঝুঁকে এল ও, বে-র পাছায় স্পার দাবাল। লাফিয়ে আগে বাড়ল বিশাল ঘোড়াটা, পাহাড়ের ঘেসো ঢাল ধরে নামতে শুরু করল। বেশ জোরে ছুটছে।

মাঝামাঝি নেমে এসেছে, এসময় খুরের শব্দে আকৃষ্ট হলো *বিশেষ অতিথিরা*। কে বাগড়া দিতে এল—দেখার জন্য বেরিয়ে এসেছে, জড়ো হয়েছে আঙিনায়। এখনও বেশ দূরে রয়েছে, কিন্তু ক্লিন্টের মনে হলো একজনকে চিনতে পেরেছে। পেপ ডোলান। একসময় স্যাডলরকের মার্শাল ছিল লোকটা।

সাড়া পড়ে গেল লোকগুলোর মধ্যে। চট করে যার যার স্যাডলে চড়ে বসল। সঙ্গীদের ছাড়িয়ে এগিয়ে এল লাইনের শেষ লোকটা, তার হাতে ধাতব কী যেন ঝিকিয়ে উঠল। পিস্তল চলে এসেছে হাতে। যথেষ্ট ফাস্ট বলতে হবে।

হয় নেতা, নইলে অতি উৎসাহী। সঙ্গীদের কারিশমা দেখাতে চায়।

শটগান তুলল ক্লিন্ট। সময় নষ্ট না-করে রাইফেলের ব্যারেল

থেকে গুলি করল। লক্ষ্যভেদ করতে চায় না, বরং লোকটাকে ভয় পাইয়ে দিতে চায়। অযথা খুনোখুনি করে কী লাভ! তারচেয়ে ভড়কে গিয়ে যদি এরা পালিয়ে যায়, কিংবা ওদের মিশন বানচাল করে দেওয়া যায়, তাতেই লাভ।

ততক্ষণে ছুট দিয়েছে লোকটা, ক্লিন্টের মুখোমুখি হতে এগিয়ে এসেছে কয়েক গজ। ঘোড়ার পায়ের কাছে ধুলো উড়তে চট করে থমকে গেল কালো গেল্ডিং, জড়তার কারণে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল লোকটার দেহ। স্পার দাবাল সে। কিন্তু ঘোড়াটা ভড়কে গেছে, এগোতে চাইছে না। বেশ কয়েকবার আগু-পিছু করল, তবে লাভ হলো না। রাইডারকে দেখে মনে হলো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কী করবে। শেষে, কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হলো, মনস্থির করতে পেরেছে–ঝটিতি ঘোড়া ঘুরিয়ে সঙ্গীদের কাছে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল তিন সঙ্গী, তারপর তুফান বেগে ছুটিয়ে দিল দক্ষিণ দিকে। মুহূর্তের মধ্যে গাছপালা আর পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল। না-দেখলেও এদের পরিচয় আন্দাজ করতে পারছে ক্লিন্ট, নিঃসন্দেহে জর্জ বার্গেস বা ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানির ভাড়াটে গানম্যান।

ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্ট, মানতে পারছে না পাহাড় থেকে ওকে অর্থাৎ মাত্র একজন রাইডারকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে চার গানম্যান। এরা প্রত্যেকে খুনে, বেপরোয়া এবং নিষ্ঠুর। খুনোখুনি, অন্যের ঘরে আগুন দেওয়া বা সামান্য কারণে কাউকে ধোলাই দেওয়া ওদের জন্য মামুলি কাজ। এসবে যে যত ওস্তাদ তার বেতন তত বেশি। লোক ভাড়া করার সময় এ গুণগুলো বিবেচনায় করত হেনরি কলিন্স, মনে পড়ল ক্লিন্টের, সঙ্গে কর্কশ চেহারার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। তবে এখন বার্গেসের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন জানে না, খুব একটা পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। এরা সব একই জাতের। একই

লিপ্সা, অহঙ্কার আর বিকৃতির শিকার।

কিন্তু ওকে আসতে দেখে চলে গেল কেন? সবচেয়ে বড় কথা, কাজটা তারা শেষ করতে পারেনি। মিশন অসম্পূর্ণ রাখার কথা নয়।

সম্ভবত আরও লোক আছে।

চারপাশে তাকাতে ডান পাশের উপত্যকা ধরে আরও দুই রাইডারকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল ক্লিন্ট। র‍্যাঞ্চ হাউসের পুব দিক থেকে আসছে। সম্ভবত ফ্লাশ ট্রিমেনের ক্রু। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে কী ঘটেছে জানতে ছুটে এসেছে।

আঙিনার কিনারে পৌঁছে বে-র গতি কমাল ক্লিন্ট, হাঁটিয়ে আগে বাড়াল ওটাকে। পোর্চে এসে দাঁড়ানো ট্রিমেনকে চিনতে পারল। পাশে মোটাসোটা খাটো এক মহিলা। গায়ে ফুল আঁকা ক্যালিকো ড্রেস। নির্ঘাত মিসেস ট্রিমেন।

ঠোঁটকাটা বলে দুর্নাম ছিল মহিলার, মনে পড়ল ক্লিন্টের। যা মনে আসে মুখের উপর স্পষ্ট বলে দেয় বলে বেসিনের বেশিরভাগ মেয়ে এড়িয়ে চলত জেসিকা ট্রিমেনকে, তবে বিরল কিছু গুণও রয়েছে তার। পুরুষদের মত বেগার খাটতে যেমন জানে, আবার মেয়েলি খুঁটিনাটি কাজেও পাকা। সেলাই, ড্রেস তৈরি বা ডিজাইন করা–ফ্যাশনের জ্ঞানে তার ধারে-কাছে কেউ ছিল না। বেশিরভাগ মেয়ে বা মহিলা তাকে ঈর্ষা করত সম্ভবত মিসেস ট্রিমেনর দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের কারণে, যা তাদের নিজেদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল।

আরও একজন মহিলার খোঁজে চকিত দৃষ্টি চালাল। দীর্ঘ, ছিপছিপে দেহ, রোদপোড়া মায়াবী মুখ। এক মাথা ঘন সোনালি চুল। মেরি কেলসির এখানে থাকার কথা নয়, তবে ফ্রাঙ্ক কেলসির মৃত্যুর পর হয়তো প্রতিবেশী ট্রিমেনের এখানে উঠবে–এমন আশা করেছে ক্লিন্ট। চিন্তাটা অযৌক্তিক না হলেও দুরাশা বটে।

হিচ র‍্যাকের কাছে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল ও। হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে সম্ভাষণ জানাল: 'মর্নিং, ফ্লাশ, মিসেস ট্রিমেন!'

'হ্যালো, ক্লিন্ট,' পাল্টা শুভেচ্ছা জানাল পিচফর্ক মালিক, কিন্তু মুখে সামান্য আন্তরিকতাও নেই।

দশ

ফ্লাশ ট্রিমেন অন্য এক মানুষ হয়ে গেছে। বয়সের ছাপ পড়ে গেছে চেহারায়। হাঁটার বা দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ঋজুতা নেই। মুখে দৈনতা নেই বটে, কিন্তু এক ধরনের ভারিক্কি ভাব চলে এসেছে। ক্রমাগত মানসিক চাপের ফল। একসময় গাট্টাগোট্টা ছিল, তবে ওজন কমে গেছে। চোখে বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি নেই, বরং অস্বস্তি রয়েছে। পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে ঠোঁটজোড়া।

একটু আগে উধাও হয়ে যাওয়া চার রাইডারের দিকে ইশারা করল ক্লিন্ট। 'কারা ওরা? বার্গেসের চেলা-চামুণ্ডা?'

'বার্গেস নিজেও ছিল,' তিক্ত স্বরে জানাল ট্রিমেন। 'সঙ্গে ছিল ওর ডান হাত বেন ক্রাকফ, পেপ ডোলান আর মণ্টি। মণ্টি হচ্ছে পেপের ভাই।'

ফ্লাশ ট্রিমেনের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অনীহা ঠিকই খেয়াল করেছে ক্লিন্ট। নানা কারণে হতে পারে। সবে ভয়াবহ একটা বিপদ উতরে গেছে, এটাই তো বড় কারণ। স্যাডল ছেড়ে নামার সময় এ-নিয়ে ভাবল ও, র‍্যাঞ্চারের অভিব্যক্তি অগ্রাহ্য করতে পারছে না। ক্লিন্ট এসে পড়ায় সেটা শাপেবর হয়েছে ট্রিমেনের জন্য, অথচ পিচফর্ক মালিক ঠিক উল্টো আচরণ করছে, ক্লিন্ট যেন উটকো ঝামেলা!

হিচর‍্যাকে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে পোর্চে উঠে এল, নির্বিকার রেখেছে মুখ। হাত বাড়িয়ে দিল ট্রিমেনের উদ্দেশে।

'তোমাকে দেখে সত্যি ভাল লাগছে,' বলল ও। 'কিন্তু দুঃখ পেলাম যে ঝামেলা দেখছি এখনও শেষ হয়নি।'

'কবে যে শান্তি আসবে এখানে!' হতাশ সুরে বলল র‍্যাঞ্চার। কণ্ঠ তিক্ততায় ভরা। 'তুমি চলে যাওয়ার এক মাস পর থেকে সেই যে শুরু হয়েছে, আর থামেনি। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।'

ক্লিন্টের হাতে সামান্য চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল সে। এতদিন পর দেখা, একসময় তাদের পক্ষ হয়ে লড়েছে ক্লিন্ট...অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য তাই যথেষ্ট ছিল—কিন্তু ট্রিমেনের আচরণে মনে হলো সবই বিস্মৃত হয়েছে।

'কলিন্স ছাড়াও ওর বেশিরভাগ ক্রু হয় মারা গিয়েছিল, নয়তো তল্লাট ছেড়ে ভেগে গিয়েছিল। এরপর তো আর সমস্যা হওয়ার কথা নয়। র‍্যাঞ্চাররা একাট্টা থাকলে...'

'কিছুই করতে পারিনি আমরা!' তিক্ত কণ্ঠে বলল ট্রিমেন। 'তুমি যদি থাকতে, হয়তো ওদের ঠেকিয়ে দিতে পারতাম! কিন্তু কলিন্স মারা যাওয়ার দু'দিন পরই কোম্পানির নতুন লোক চলে এসেছিল, সেই সঙ্গে দ্বিগুণ ভাড়াটে গানম্যান এসেছে। ঠিক যেখানে রেখে গিয়েছিল কলিন্স, সেখান থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করেছে অন্যরা। সত্যি কথা হচ্ছে, অবস্থা তখন আরও ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিল। যেন শোধ তুলছিল ওরা। কারও যদি সেজন্য দায় থেকে থাকে, সেটা তোমার। কারণ কোম্পানিকে ঠেকাতে গিয়ে পরিস্থিতি খারাপ দিকে নিয়ে গেছ তুমি, র‍্যাঞ্চারদের ব্যাপারে কোম্পানি চরম অবস্থানে চলে গিয়েছিল, সামান্য ছাড়ও দেয়নি কাউকে।'

'যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না আমার,' মৃদু স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'তা ছাড়া, তখন মনে হয়েছিল কলিন্স না থাকলে শান্তি আসবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্লিন্টের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'আমার তা মনে হয় না,' কঠিন সুরে বলল সে। 'ভবঘুরে মানুষ চলার মধ্যে থাকে। তুমিও তাই করেছ। হাতের কাজ শেষ হয়ে যেতে নিজের পথে চলে গেছ।'

মাথা নাড়ল ক্লিন্ট। 'ব্যাপারটা তা নয়। কাজ ছিল আমার। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে এসেছি। ভাবছি নিজের মত করে ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলব। হয়তো…আচ্ছা, মিসেস কেলসির খবর জানো? তোমার এখানে আছে?'

'তাই ভেবেছিলে তুমি?' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে জানতে চাইল মিসেস ট্রিমেন। 'ভেবেছ মাসের পর মাস–প্রায় দুই বছর–তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকবে ও, সবকিছু নিজের মত করে গুছিয়ে যাতে ধীরে-সুস্থে, তোমার মর্জি মত ফিরে আসতে পারো?'

মহিলার দিকে তাকাল না ক্লিন্ট। 'মিসেস কেলসি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, বসে থাকবে নাকি কোন ভবঘুরের জন্য? তবে সেও আশায় ছিল, কিছুদিন তোমার কাছ থেকে খবর আসে কি-না সেই অপেক্ষায় ছিল। শেষে চলে গেছে।'

'হয়েছে কী, পরিস্থিতি বা সুযোগ ছিল না যে চিঠি লিখে খবর জানাব…'

'বাজে অজুহাত! চাইলে খবর দেওয়া কঠিন কিছু নয়। ইচ্ছেই আসল। পুরুষ মানুষ নরক পর্যন্ত খবর ছড়িয়ে দিতে পারে। তাই তো জানি আমি,' নিস্পৃহ শোনাল মিসেস ট্রিমেনের কণ্ঠ। 'যাই হোক, বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করার পর মিসেস কেলসি ধরে নিল হয় তুমি মারা গেছ কিংবা ফিরে আসছ না। আর এদিকে বার্গেস ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেচারী শেষে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে চলে গেছে। আর কী করার ছিল ওর?

'একদিন শহরে এক ড্রামারের সঙ্গে দেখা হলো মেরির। পুবে থাকত লোকটা। দেখতে-শুনতে ভাল। আচরণও মন্দ নয়। তো, দু'জনে অন্তরঙ্গতাও হয়ে গেল। ছেলেটার সঙ্গে চলে গেল ওরা। শুনেছি পুবে গিয়ে বিয়ে করেছে দু'জন। মাস কয়েক আগে একটা চিঠি লিখেছে মেরি। জানিয়েছে সুখেই আছে ও।'

টানটান স্বরে বলা মিসেস ট্রিমেনের কথাগুলো অখণ্ড নীরবতা বয়ে আনল। শূন্য দৃষ্টিতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লিন্ট। মরীচিকা বলবে একে, না রংধনু? যার শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবিষ্কার করেছে আদপে কিছুই নেই। ফলাফল শূন্য।' র‍্যাঞ্চ তৈরির স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। মেরি নেই। তাই কোন ভবিষ্যৎও নেই। আছে শুধু ঝামেলা, সংঘর্ষ, বিদ্বেষ, ঘৃণা আর অবিশ্বাস। একই সঙ্গে, নিজেকে অবাঞ্ছিত, বহিরাগত ও অনাহূত মনে হচ্ছে।

'কেলসিদের র‍্যাঞ্চে সেদিনের শোডাউনে মূল সমস্যার সমাধান তো হয়ইনি, বরং আরও বেড়েছে, পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে,' সমালোচনার সুরে বলল ফ্লাশ ট্রিমেন, রাখ-ঢাক না করে সরাসরি ক্লিন্টকে দায়ী করছে। ভদ্রতা বা সৌজন্য দেখানোর গরজ অনুভব করছে না। 'আমরা জানতে পারলাম হেনরি কলিন্স আসলে ছিল একটা পুতুল, কোম্পানির দম দেওয়া পুতুল। কোম্পানির নির্দেশ অনুসরণ করত সে।

'কলিন্স মারা যাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে চোস্ত এক ইংরেজ এসে হাজির হলো। জর্জ বার্গেস। কলিন্সের দায়িত্ব বুঝে নিল। ওর সঙ্গে এসেছে বেন ক্রাকফ। এখানে আসার দু'দিনের মাথায় পেপ ডোলানকে ভাড়া করল লোকটা। আর পেপ ওর ভাইকে খবর দিয়ে আনাল। ওদের সঙ্গে যোগ দিল কঠিন কিছু লোক। টাকা ছিটালে কাকের অভাব হয় নাকি? সপ্তাহখানেক না যেতেই বার্গেসের রাইডারের সংখ্যা দুই ডজন পেরিয়ে গেল। তা হলে বুঝতে পারছ তো? কলিন্সের ছিল দশ-বারোজন, আর বার্গেসের

লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একে কি খারাপ বলবে না? তারচেয়ে কি কলিন্সই ভাল ছিল না আমাদের জন্য?

'ওদের ইচ্ছে পুরো বেসিন দখল করবে। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে কোম্পানির সেই ইচ্ছে পূরণ হতে যাচ্ছে। আমরা কোনভাবেই ওদের ঠেকাতে পারব না। লক্ষ লক্ষ একর জমি চাই বার্গেসের। ওর পরিকল্পনা হচ্ছে, সব জমি হাতে আসার পর ছোট ছোট ফার্মে ভাগ করবে। সাগরের ওপাড়ে নাকি শত শত লোক অপেক্ষায় আছে। এরা পশ্চিমে এলে ফার্মগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে, জমি খুঁড়ে ফসল ফলাবে সবাই। একসঙ্গে বহু লোককে পুনর্বাসন করার ফন্দি।

'যে-কোন মূল্যে পরিকল্পনা সার্থক করবে বার্গেস। কোন বাধা মানবে না। আর কেই বা কুলিয়ে উঠবে ওর সঙ্গে? কয়েক ডজন গানম্যান রয়েছে, জঘন্য এককেজন—বার্গেসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। দেখলে না কেমন অবলীলায় আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল? সামান্য বিবেক বা নীতি নেই ওদের! জর্জ বার্গেসের নীতি একটাই—র‍্যাঞ্চার হটাও। যে-কোন মূল্যে সিলভার ফ্ল্যাট এলাকা দখল করতে চায় সে। সেজন্য চোরাগোপ্তা হামলা, জ্বালাও-পোড়াও, জবরদখল...সব চালিয়ে যাচ্ছে। যাকে যেভাবে সম্ভব নাকাল করে ছাড়ছে।

'প্রায় পুরো বেসিন ওর দখলে চলে গেছে। কেউ চাপে পড়ে বেচে দিয়েছে, কেউ স্বজন হারিয়ে বেচতে বাধ্য হয়েছে। ঘরের কর্তা না-থাকলে মেয়েদের পক্ষে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা কয়েকজন চেষ্টা করেছি, কিন্তু এত লোকের বিরুদ্ধে সুবিধা করা সম্ভব? আমরাও পারিনি।

'এখন বার্গেসের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা গুটিকয়েক লোক। বড় র‍্যাঞ্চার বলতে এনরিক রিভেরা, ডাফি ওয়াটসন আর আমি আছি। অন্যরা বার্গেসের লিপ্সার কাছে হার স্বীকার করে চলে গেছে। ছোট কয়েকটা স্প্রেড আছে বটে,

কিন্তু আমাদের কজা করতে পারলে ওদেরকে নিয়ে সমস্যা হবে না। দক্ষিণে জো মেয়ারের জমির পর ছোট ছোট মেক্সিকান বা স্পেনিশ র‍্যাঞ্চোর সবক'টাই অপেক্ষায় আছে আমরা কী করতে পারি। আমাদের পড়ে যেতে দেখলেই গুটিয়ে যাবে ওরা।'

'হার্ভে প্রিঙ্গলের কী হয়েছে?' জানতে চাইল ক্লিন্ট।

'তুমি চলে যাওয়ার পরের শীতে যক্ষ্মায় ধরল ওকে। বেচারা আর উঠতে পারল না। উপায়ান্তর না-দেখে ওর পরিবার বার্গেসের কাছে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে চলে গেল। একই কাজ করেছে টিম হেনসেনের বিধবা স্ত্রী।'

'ক্রফট?'

'বার্গেসের এক রাইডার একদিন চোরাগোপ্তা হামলা করল বুন ক্রফটের ছেলের উপর। গুলিতে বেঁচে গেলেও একটা পা বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে ছেলেটার। মনস্থির করতে এরপর একটুও দেরি করেনি ক্রফট। ছেলে রাইড করার মত সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে চলে গেছে। ট্রিপল ডায়মণ্ডের স্টিভ কোয়ান আর হাব গার্ডনার চলে গেল এরপর। তারপর গেল রেড বার্টসন।

'তো, এখন আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে বার্গেস। সত্যিকার অর্থে, আমাদের উপোস করিয়ে মারার পাঁয়তারা করেছে সে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় নেই আমার।'

'গতকাল কথা হলো রিভেরার সঙ্গে। ওর সাফ কথা, কোন অবস্থাতেই নিজের জমি ছেড়ে যাবে না।'

'এ-কথা তো সে বলতেই পারে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ট্রিমেন। 'ও তো আমাদের মত ভুক্তভোগী নয়। আমাদের চেয়ে লোকবল বেশি ওর, তাই ওকে তেমন ঘাঁটাতে যায়নি বার্গেস। তবে ওর পালাও আসবে একসময়। আমাদের কয়েকটা বাথান বার্গেসের সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানটায় আছি, তাই যে-কোন

মূল্যে আমাদের হটাবে সে। রিভেরা চাইলে নিজের র‍্যাঞ্চে বসে প্রতিরোধ করতে পারবে, কয়েকদিন অবশ্য, কিন্তু একসময় সেও কোণঠাসা হয়ে পড়বে। আগে-পরে একসময় এটা ঘটবেই।

'এখন যেমন, র‍্যাঞ্চে বাড়তি গরু রয়েছে। বিক্রি করে দিতে হবে, অথচ আমরা তা করতে পারছি না। এদিকে নগদ টাকার আকাল পড়ে গেছে! অবস্থা এমন যে পেট চলার উপায় নেই। এনরিক রিভেরা এখনও এই সমস্যার মধ্যে পড়েনি, যাতে পড়ে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'তোমরা তা হলে গরু বেচতে পারছ না?'

'না! কীভাবে করব? বার্গেস আমাদের ড্রাইভে যেতে দিলে তো! বলেছি না, চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে সে? আক্ষরিক অর্থে তাই হয়েছে। ওর দখল করা জমির ঠিক মাঝখানে পড়ে আছি আমরা কয়েকজন। করালে ভেড়ার পাল যেমন আটকা পড়ে, ঠিক তেমন আমাদের অবস্থা। পুবে বাজারে গরুর বিস্তর কাটতি, ভাল দামও পাব জানি, কিন্তু আমরা যেতে পারছি না। যেতে হলে বার্গেসের জমির উপর দিয়ে যেতে হবে। সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে হারামীটা।'

'কেউ চেষ্টা করেছে?'

'তা আর বলতে! এমিলিও ডায়াজ চেষ্টা করেছিল। জো মেয়ারের ওপাশে ওর জমি। মাসখানেক আগে কয়েকটা বলদ নিয়ে রেলরোডের কাছে যেতে চেয়েছিল। টেন্ট রক ক্যানিয়নের কাছে ওকে থামিয়ে দেয় বার্গেসের লোকেরা। বলল রাস্তা পেরিয়ে যেতে হলে মাথা পিছু দশ ডলার দিতে হবে। উপরন্তু গরু বিক্রির মোট টাকার পঁচিশ শতাংশ দিতে হবে। বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছিল ডায়াজ।'

'অন্য কোন পথে গরু ড্রাইভে নেওয়ার উপায় নেই?'

'উঁহুঁ, নেই। যেদিক দিয়ে যাও না কেন, বার্গেসের জমি পার হতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে তার নির্ধারিত হারে খাজনা দিতে

হবে। এ মহা অন্যায়, কিন্তু কে বিচার করবে! আইন বলতে কিছু আছে নাকি? জেস বার্নারি স্রেফ নামে মার্শাল। তবে এও ঠিক স্যাডলরকের বাইরে ওর কর্তৃত্ব নেই; শুধু শহরের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তার মাথা ঘামানোর এক্তিয়ার, বেসিনে ঝামেলা হলে কিছু করার নেই। কাউন্টিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি আমরা, কিন্তু সুবিধা করতে পারিনি। চিঠি লিখে এর প্রতিকার পাইনি। বিহিত করবে কী, ন্যূনতম তদন্ত করতেও কেউ আসেনি। আমার ধারণা, আমাদের পাঠানো চিঠি মাঝপথে গায়েব হয়ে গেছে।

'বার্গেস খুব চালাক। জবরদস্তি করে র‍্যাঞ্চ হাতিয়ে নিচ্ছে বটে, কিন্তু কেউ ওর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। কারণ সবই করছে সে পরোক্ষভাবে। অথচ সত্যিটা আমরা সবাই জানি।

'এখন পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। হয় ওর চাপে পড়ে সেদ্ধ হতে হবে, অর্থাৎ না-খেয়ে মরতে হবে; কিংবা র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে চলে যেতে হবে। আমাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা। বউ-বাচ্চা নিয়ে কাঁহাতক লড়াই করা যায়? বয়সও হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় এভাবে বেশিদিন টিকতে পারব না। উপরন্তু বদমায়েশি শুরু করেছে হারামজাদা, দেখলেই তো আগুন জ্বালিয়ে দিতে এল!'

'মার্শালের কাছে গিয়েছিলে তোমরা? আনুষ্ঠানিকভাবে সাহায্য চেয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু কাজ হয়নি। একে স্যাডলরকের বাইরে ওর এক্তিয়ার নেই, তায় খাজনার ব্যাপারে বার্গেসের ইচ্ছাই শেষ কথা। কারণ কারও জমির উপর দিয়ে গরুর পাল নিয়ে যাওয়ার সময় সে যা চাইবে, ওই হারে কর বা খাজনা দিতে বাধ্য সবাই। এটাই আইন। বার্গেসের মত কেউ চশমখোর না, তাই অন্য কোথাও সমস্যা হয় না। আর ইচ্ছে করে সে আমাদের

গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছে, যাতে আমরা গরু বিক্রি করতে না-পেরে শেষে খিদের তাড়নায় র‍্যাঞ্চ বেচতে বাধ্য হই। জর্জ বার্গেসের খাজনা চাওয়ার মধ্যে বেআইনী কিছু নেই, তাই মার্শাল বার্নারিরও কিছু করার নেই। তারপরও বার্গেসের সঙ্গে কথা বলেছিল মার্শাল, কিন্তু সে সাফ বলে দিয়েছে কোন গরুর পাল তার জমি দিয়ে পার হতে হলে ওই হারে কর দিতে হবে।'

'দারুণ চালাক লোক,' মন্তব্যের সুরে বলল ক্লিন্ট, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। বেসিনের পরিস্থিতি সত্যি খারাপ। এত খারাপ হতে পারে কল্পনাও করেনি ও। 'হুয়ান মোরালেস যে পরশু খুন হয়েছে, শুনেছ বোধহয়?'

'বার্গেসের মুখে শুনলাম। একটু জোর দিয়ে বলেছে কথাটা। মনে করেছে কথাটা শুনে আমি ভড়কে যাব, অন্তত সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করব না। বার্গেস বড় গলায় বলে গেল মোরালেস না-থাকায় এখন সব স্পেনিশ র‍্যাঞ্চ অনায়াসে কিনে নিতে পারবে। হায় রে, বেচারা হুয়ান মোরালেস! ওর মত বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য মানুষ সারা বেসিনে নেই। রঙ-জাত-শ্রেণী বিচার করত না সে। তুমি কীভাবে জানো খবরটা?'

'ও-সময়ে শহরে ছিলাম। সত্যি কথা হচ্ছে, মার্শালের ধারণা খুনটা আমি করেছি। সেদিন দুপুরের পর থেকে পাসি নিয়ে আমার পিছু ধাওয়া করেছে সে। গতকাল দুপুর পর্যন্ত আমার ট্রেইলে লেগে ছিল।'

সরু চোখে ওকে দেখল র‍্যাঞ্চার। 'বার্নারি লোক হিসাবে মন্দ না। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, নইলে শুধু শুধু তোমাকে সন্দেহ করত না।'

তিক্ত, হতাশ চাহনিতে র‍্যাঞ্চারকে দেখল ক্লিন্ট। 'ঠিক বলেছ, অনেক কারণের একটা হচ্ছে আমি যেহেতু একজন হেডেন।'

'আমি ওরকম কিছু বোঝাতে চাইনি,' আপসের সুরে বলল

ফ্লাশ ট্রিমেন, খানিকটা অপ্রতিভ দেখাল তাকে।

'কিন্তু হেডেনদের ব্যাপারে এটাই বেসিনের রীতি। একবার নয়, একাধিকবার এই ঘটনা ঘটেছে। যাক্‌গে, আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আলাদা কোন অনুভূতি হচ্ছে না। অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম, যার কোনটাই এখন হওয়ার নয়।

'আমারই দোষ, বেশি আশা করেছি। তবে তোমাকে একটা কথা বলছি, এটাই আমার ঠিকানা। আমার বাড়ি। পরিণত বয়সে এখানে হয়তো বেশিদিন ছিলাম না, কিন্তু এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি। তাই সিলভার ফ্ল্যাটের প্রতি হৃদয়ের টান রয়ে গেছে আমার। এটা কখনোই যাবে না। অগ্রাহ্য করার মতও নয়। নাড়ির টান বলে কথা!

'একসময় বেসিনের যে-কোন ব্যাপারে অতি উৎসাহী ছিলাম। তোমার বা বেসিনের যে-কারও জন্য নরক পর্যন্ত যেতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন আর ওই কথা বলতে পারছি না। বরং যার যাই হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। বার্গেস কেন, অন্য কেউও যদি এসে সব দখল করে নেয়, তাতে আমার কষ্ট হবে না। কেউ যদি নিজের সম্পত্তি আগলে রাখতে না-পারে, আমি কেন বাইরের লোক হয়ে মাথা ঘামাব? তোমরা না-খেয়ে থাকলে, নাকি র‍্যাঞ্চের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য বার্গেসের পা চাটলে তাতে কিচ্ছু যায়-আসে না আমার! যা খুশি করতে পারো। কপাল পুড়লে তোমাদের, আমার কিচ্ছু না!'

'এত খেপছ কেন, সান?' পিছনে বয়স্ক একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ক্লিন্ট। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো। এত হতাশ বা খেপে যাওয়ার মত কিছু হয়নি।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ক্লিন্ট। ওর গুলির শব্দ শুনে ছুটে এসেছিল দুই পাঞ্চার, তাদেরই একজন লোকটা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ক্ষীণ দেহ। লম্বা গোঁফে তামাকের দাগ পড়ে গেছে।

নাকটা বাঁকা ধনুকের মত।

'কেন যাব না?' জানতে চাইল ক্লিন্ট। 'এই বেসিনে কখনও ফুটো পয়সার দাম পেয়েছি আমি বা আমার স্বজনরা? ন্যূনতম সম্মানটুকু পাইনি। উল্টো নানা অঘটন আর অন্যায়ের শিকার হয়েছি আমরা। তা হলে কেন ওদের জন্য জান দিয়ে দেব?'

স্যাডল ছাড়ল বুড়ো, তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল ক্লিন্টের দিকে। হাঁটার ভঙ্গিতে বোঝা যায় রেঞ্জে কাজ করার সময় কোনভাবে দুর্ঘটনায় পড়ে গিয়েছিল, অদ্ভুতভাবে বাঁকা হয়ে গেছে ডান পা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে লোকটা।

'কেউ আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়নি, তাই কাজটা নিজেই করে নিচ্ছি,' সহাস্যে বলল বুড়ো, হাসির মধ্যে নিখাদ সারল্য আর আন্তরিকতা রয়েছে। 'আমার নাম জিমি গিবস। তুমি বোধহয় ক্লিন্ট হেডেন, যাকে সবাই *শটগানার* নামে ডাকে। তোমার কথা শুনেছি।'

হাত মেলাল ক্লিন্ট। বুড়োর হাতের চামড়া বেশ কুঁচকে গেছে। পরিশ্রমী হাত। সবল এখনও। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। হোক না স্বল্প সময়ের বন্ধুত্ব!'

'স্বল্প সময়ের জন্য কেন?'

'চলে যাব, তাই।'

'দাঁড়াও, অত অধীর হয়ো না। এখান থেকে চলে যাবে তো? বেশ, যাবে। কিন্তু তার আগে চোপাটা একটু ঝালিয়ে নাও। কী জানো, তোমার যা বয়স, তার দ্বিগুণ সময় ধরে এলাকায় কাজ করছি আমি। বাছা, এখানে যা ঘটছে, একটুও ভাল লাগছে না! এতগুলো সমর্থ মানুষ, অথচ লজ্জার কথা যে এরা কেউ রুখে দাঁড়াতে পারছে না! চরম অন্যায় মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে।'

'সেটা যার মাথা ব্যথা তার চিন্তা,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'আমি কেন নাক গলাতে যাব, বা এর বিহিত করতে যাব? এখানে আসার সময় ভেবেছি বহুদিন পর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা

হবে, ছোট্ট এক টুকরো জমি বেছে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করব ওদের পাশে। কিন্তু এসে পেলাম চলে যাওয়ার নির্দেশ, খুনের মিথ্যে অভিযোগ, আর অ্যাম্বুশে পড়ে বেঘোরে মরে যাওয়ার মত পরিস্থিতি। সবাই এমন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আমি যেন কুষ্ঠরোগী!'

'কিন্তু এটা এখানকার মানুষের কথা, এই জমি বা মাটি তো দোষ করেনি! যে মাটিতে জন্মেছ, তার কথা বলছ না যে? এই মাটির প্রতি কোন ঋণ বা দায় নেই তোমার? সমাজ বা সভ্যতার প্রতি নেই? এখানে যারা বাস করে বা থাকছে, তাদের কৃতকর্মের জন্য এলাকাকে দোষ দিতে পারো না তুমি!'

বড় বড় বুলি মনে হতে পারে, অগ্রাহ্য করলে করা যায়, কিন্তু ক্লিন্ট পারল না। সচেতন ও আন্তরিক মানুষ হলে সেটা সম্ভবও নয়। যত যাই হোক, এই মানুষগুলো কিংবা এলাকার প্রতি ওর আন্তরিকতা বা আবেগে কোন খাদ নেই। হৃদয়ের টানে এসেছে। কারও কাছ থেকে সহানুভূতি নাই-বা পেল। তাতে কি সব বিফল হয়ে যাবে?

মোটেই না।

সত্যি বলেছে বুড়ো। সিলভার ফ্ল্যাট এলাকার কী দোষ। ওর ভাগ্যচক্রের দায় মাটি নেবে কেন? বরং মাটির প্রতি সমস্ত দায় শোধ করা উচিত।

'জর্জ বার্গেসের মত লোক নতুন নয়। হেনরি কলিন্সও একই জাতের মানুষ ছিল,' খেই ধরল বুড়ো। 'এখানে-সেখানে পশ্চিমের সব জায়গায় দেখা যায় এদের। সবার ধাত একরকম। এদেরকে যে-কোন মূল্যে রুখতে হবে, প্রতিরোধ করা উচিত। নইলে সমাজ বা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। পুরো এলাকা বিষাক্ত হয়ে যাবে।

'দুনিয়ায় বার্গেসের মত লোক যেমন কম নয়, আবার সাধারণ মানুষও কম নয়। দুর্বলের উপর চড়াও হয়ে বসে এরা।

কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, শেষপর্যন্ত জয়ী হতে পারে না। একসময় ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় কেউ, যার বুকে সাহস আছে, মাটির জন্য ভালবাসা বা টান আছে, নিজের বিপদ তুচ্ছ করে দাঁড়িয়ে যায় বুক চিতিয়ে, তার দুঃসাহস আর হিম্মতের কারণে শেষপর্যন্ত হার মানতে হয় বার্গেসের মত লোকদের। এটাই সত্য। দুনিয়ার বুকে বরাবর তাই হয়ে এসেছে। সত্যের জয় একদিন হয়ই।

'এখানেও একজনকে দরকার, যে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে, দুর্বল মানুষগুলোকে একাট্টা করবে। শক্তিশালী, দৃঢ়চেতা ও সাহসী হতে হবে তাকে, তার থাকতে হবে মাটির প্রতি মমতা। আমার বিশ্বাস, তুমি সেই মানুষ, ক্লিন্ট হেডেন।'

স্থিরদৃষ্টিতে বুড়ো পাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্ট। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার? বাজে বকছ, ওল্ডম্যান।'

মাথা নাড়ল জিমি গিবস। 'শুনতে বাজে কথা মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই সত্যি।'

নীরবতা নেমে এল। বিব্রত চাহনিতে ক্লিন্টের দিকে তাকাল ফ্লাশ ট্রিমেন, অস্থির ভঙ্গিতে পায়ের ভর বদল করল। মিসেস ট্রিমেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, তার উৎসুক দৃষ্টি ক্লিন্টের উপর। আর বুড়ো গিবস প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

গোয়াল-ঘরে একটা গাভী ডেকে উঠল। করালে মায়ের সঙ্গে খুনসুটি করছে দুটো বাছুর।

'মনে হয় না আমার সাহায্য চায় কেউ,' বলল ক্লিন্ট। 'ইচ্ছে থাকলেও সেটা সম্ভব হবে না, কারণ আমি যেভাবে সাহায্য করতে পারব, তেমন কিছু চায় না এখানকার লোকেরা।'

'ভয়ে থম মেরে আছে ওরা, এটাই হচ্ছে আসল কথা। কিছু করার সাহস করতে পারছে না, পাছে যদি অবস্থা আরও খারাপ হয়! সমস্যা আর কিছু নয়। একবার ওদেরকে সাহস যোগাতে পারলে, তুমি পাশে এসে দাঁড়ালে দেখবে সবাই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। ক্লিন্ট, যা করা উচিত তাই করতে হবে তোমার।

কে কী মনে করল বা চায় কি চায় না অত ভেবে লাভ হবে না।

'ঠিক অসুস্থ ঘোড়ার মত। ওষুধ খেতে চায় না, কিন্তু ওটার স্বার্থে জোর করে হলেও খাওয়াতে হবে তোমার। এখানকার সব লোকের ক্ষেত্রেও তাই করতে হবে—কাউকে অসম্মান করছি না, মি. ট্রিমেন—মোদ্দা কথা হচ্ছে, একজন লোকও যদি না-চায়, তাও দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে তোমার। ওদের ইচ্ছেমাফিক কিছু হবে না।

'যে-কোন মূল্যে বার্গেসকে রুখতে হবে। ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দিতে হবে, ওই পথে চলতে বাধ্য করতে হবে ওকে। চাইলেই যা তা করতে পারবে না সে, বরং এলাকার সংহতি বা পারস্পরিক সমঝোতা জিইয়ে রেখে চলতে হবে। অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এটাই সমাজের রীতি।'

'কঠিন কাজ,' মন্তব্য করল ক্লিন্ট। 'আর তুমি বোধহয় অনেক বেশি আশা করছ। আমি যা নই তাই ভেবে বসে আছ। তা ছাড়া, চেষ্টায় ফল মিলবে বলে মনে হয় না।'

'জর্জ বার্গেসকে মাড়িয়ে দিতে পারবে, তাতে কোন ভুল নেই! অযথা নিজেকে খাটো করে দেখছ। আর…র‍্যাঞ্চারদের উপর রাগ রেখো না। বেহাল দশা ওদের, তাই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বউ-বাচ্চা, ক্রু আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে হচ্ছে ওদের। এই যে, মি. ট্রিমেনের কথাই ধরো। একা হলে হয়তো নির্দ্বিধায় ঝুঁকি নিত, বেপরোয়া হতে পারত। কিন্তু কোন কিছু করার আগে পরিবার আর র‍্যাঞ্চের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে ওকে। এটাই নিয়ম। সম্পদ বা কোন কিছুর মালিক হলে তখন দায়িত্ব বেড়ে যায়, আগ-পাছ চিন্তা করে পদক্ষেপ নিতে হয়। যুবক বয়সের সাহস বা তেজ নেই এখন ওর। পিছুটান রেখে চাইলেও বেপরোয়া হতে পারবে না।

'কিন্তু আমার মত ঝাড়া হাত-পাও আছে। কোন পিছুটান

না-থাকলেও এতে আমাদেরও স্বার্থ আছে। এই মাটির সঙ্গে বন্ধন এমনকী র‍্যাঞ্চারদের চেয়েও বেশি আমাদের, কারণ দিনের সিংহ ভাগ সময় আমরা এর সঙ্গে কাটাই। তাই আমরা চাই না কলিন্স বা বার্গেসের মত লোকের পদচারণায় এই মাটি নোংরা হোক।

'সত্যের ডাকে আমরা সবসময় আছি। আমাকে পাবে পাশে। শুধু ডাক দিয়ো, হাজির হয়ে যাব। বিল আছে আমার সঙ্গে,' ঘাড় নেড়ে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক এক পাঞ্চারকে দেখাল বুড়ো। 'ও হচ্ছে বিল বায়ার। ফ্ল্যাটের সব কাউবয়কে পাবে। নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যাই ঘটুক শেষপর্যন্ত পাশে পাবে আমাদের।'

শেষপর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেয়েছে ফ্লাশ ট্রিমেন। 'এক মিনিট, জিমি! বুঝতে পারছি না আসলে কী করতে বা বলতে চাইছ। কিন্তু এখানে আমার কথা...'

'তুমি চুপ করো, ফ্লাশ!' নিচু, দৃঢ় স্বরে বলল মিসেস ট্রিমেন। 'গত কয়েক মাস ধরে অনেক ফালতু কথা শুনেছি, আর নয়। জিমি বোধহয় ঠিকই বলছে। ওকে শেষ করতে দাও।'

এদিকে দ্বিধায় পড়ে গেছে ক্লিন্ট। অভিমান করে চলে যেতে চেয়েছিল। র‍্যাঞ্চারদের বিপদ বা বেসিনের সব ঝামেলা অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল। মনের এক অংশ বলছে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে, সবকিছু ভুলে যাওয়া উচিত, সিলভার ফ্ল্যাটের তাবৎ লোক নিজেদের চেষ্টায় সমস্যার সমাধান করুক–মুরোদে কুলালে সফল হবে, নইলে হেরে যাবে জর্জ বার্গেসের লিপ্সার কাছে; কিন্তু বিবেক বা ওর সচেতনতাবোধ বাধা দিচ্ছে। জিমি গিবসের কথাটাও ভুলতে পারছে না: *লোকের কারণে কেন এলাকাকে দুষবে?* আরও একটা কথা ঠিকই বলেছে বুড়ো: জর্জ বার্গেসের মত মানুষ স্রেফ অভিশাপ। যে-কোন মূল্যে তাকে ঠেকাতে হবে।

পকেট থেকে কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট রোল করল ক্লিন্ট, এই ফাঁকে আসলে ভাবছে। বুড়ো আঙুলের নখে দেয়াশলাইয়ের কাঠি ঘষে আগুন জ্বালাল, সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে টেনে নিল ধোঁয়া। জর্জ বার্গেসের মুখোমুখি দাঁড়ানো মানেই রক্তপাত। খুনোখুনি। কিন্তু এসব আর ভাল লাগছে না। মূল্যবান প্রাণের অপচয়ের কারণ হতে হতে নিজের প্রতি ঘেন্না জমে গেছে ওর।

সমস্যা সমাধানের বিকল্প উপায়ও থাকতে পারে। থাকতে বাধ্য। বুড়োর দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'ধরো, আশপাশে থাকলাম। কী করা যায়, কোন আইডিয়া আছে তোমার?'

'না, স্যার,' চট করে জবাব দিল পাঞ্চার। 'কিন্তু ওই যে বললাম, আমরা তোমার পাশে আছি। বিনা প্রশ্নে তোমার যে-কোন নির্দেশ মেনে চলব। সবকিছু ভেবে-চিন্তে তুমিই উপায় বের করবে।'

'জর্জ বার্গেস বা ওর গানম্যানদের সঙ্গে বাতচিৎ করতে হবে এমন কোন পরিকল্পনায় আমার সায় নেই, আগেই বলে দিচ্ছি,' ঘোষণা করল ফ্লাশ ট্রিমেন। 'এরইমধ্যে সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা করে ফেলেছি, গুলি খেয়ে মরার চেয়ে বা আমার বাড়ি পুড়ে যাওয়ার চেয়ে বরং বেচে দিয়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'শুনে যাও না, বেশি কথা বলছ তুমি!' দাবড়ানি দিল মিসেস ট্রিমেন।

'যা বুঝলাম, মনে হচ্ছে আপাতত একটাই উপায়,' চিন্তিত স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'বাজারে গরুর পাল নিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি সফল হই, তা হলে একইসঙ্গে দুটো কাজ হবে: সিলভার ফ্ল্যাট এলাকায় বার্গেসের মুঠো আলগা হয়ে যাবে আর সবাই নগদ টাকা হাতে পাবে যা দিয়ে বেশ কিছুদিন দিব্যি চলে যাবে।'

'মোক্ষম উপায় বাতলেছ!' সোৎসাহে বলল জিমি গিবস।

'সময় বা পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন কিছুই করা উচিত।'

তবে ফ্লাশ ট্রিমেনকে তেমন উৎসাহী বা প্রভাবিত মনে হলো না। 'বুঝলাম গরুর পাল বাজারে নিতে পারলে বেশ কিছুদিনের জন্য সমস্যা কেটে যাবে, অন্তত উপোস রেখে জমি বেচতে বাধ্য করতে পারবে না বার্গেস। কিন্তু গরুর পাল টেণ্ট রক ক্যানিয়ন পার করবে কীভাবে? মরে গেলেও ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে দেবে না বার্গেসের গানম্যানরা! গরুর মাথা পিছু দশ ডলার করে কর দেওয়াও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। জমি পার হওয়ার শতকরা পঁচিশ ভাগের কথা না হয় বাদই দিলাম।'

প্রায় নিভে যাওয়া সিগারেটের জ্বলন্ত মুখের দিকে তাকাল ক্লিণ্ট, তারপর ওটা আঙিনায় ছুঁড়ে ফেলে মুখ তুলে তাকাল ফ্লাশ ট্রিমেনের দিকে। 'উপায় আছে একটা। *এরিস্কোর* কথা জানো? শুনেছ কখনও?'

এগারো

বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পিচফর্ক মালিক। 'নাহ, অমন কিছু তো কখনও শুনিনি!'

'মেক্সিকোর লোকজন শব্দটা ব্যবহার করে,' উৎসুক র‍্যাঞ্চার আর অন্যদের বলল ক্লিণ্ট। 'গরুর পাল নিয়ে ড্রাইভে যাওয়ার পথে প্রায়ই ইণ্ডিয়ান হামলায় পড়ে ওরা। চলার পথে হঠাৎ হামলা করে পাল থেকে গরু চুরি করে নিয়ে যায় ইণ্ডিয়ানরা। গরু চুরি ঠেকাতে বিশেষ একটা উপায় বের করল ওরা। আভাস পাওয়া মাত্র গরুর পালের গতি বাড়িয়ে দিত। এটাই *এরিস্কো* নামে জানে সবাই। শব্দটা শোনা মাত্র পালের দায়িত্বে থাকা

কাউবয় বুঝে ফেলে কঠিন, দ্রুত এবং বিপজ্জনক ড্রাইভে যেতে হবে।'

'অনেক গরু খোয়া যাবে। তা ছাড়া, গোলাগুলি আর জখমের ঘটনাও ঘটবে।'

শ্রাগ করল ক্লিণ্ট। 'কী করবে সেটা তোমার মর্জি। জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। লাভ-লোকসান হিসাব করে তবে সিদ্ধান্ত নেবে। সহজ পথটা তো খোলা থাকছেই–যে-কোন সময়ে বার্গেসের কাছে র‍্যাঞ্চ বেচে দিতে পারবে।'

'অমন কিছু আমরা করব না!' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল মিসেস ট্রিমেন। 'নামমাত্র দামে বার্গেসের কাছে র‍্যাঞ্চ বেচে দেওয়ার চেয়ে তোমার কথামত চেষ্টা করাই শ্রেয়, মি. হেডেন।'

'দেখো, জেসি,' শান্ত, কোমল স্বরে স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি জানো না কতটা বিপদ হতে পারে, কত বড় ঝুঁকি আছে ওতে। কল্পনাও করতে পারবে না। শুধু গরুর পালের কথা ভাবলে তো চলবে না, নিজেদের নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হবে। খবর পেলেই খেপে যাবে বার্গেস, ওর ডালকুত্তার দলকে পাঠিয়ে দেবে এখানে। তখন...'

'গোল্লায় যাক বার্গেস আর ওর ডালকুত্তারা!' রাগ ঝরে পড়ল জেসিকা ট্রিমেনের কণ্ঠে। 'হয়েছে কী তোমার, ফ্লাশ? ভয়ে সিঁটিয়ে গেছ যে? তোমার কি মনে নেই বিশ বছর আগে এরচেয়েও বেশি ঝুঁকি নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম? প্রতিদিন ইণ্ডিয়ান হামলার আশঙ্কায় তটস্থ থাকতে হত। বহুবার আচমকা আক্রমণ করেছে ওরা, কিন্তু কোনবার সুবিধা করতে পারেনি। বার্গেসের গানম্যানরা কি ইণ্ডিয়ানদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক? আমার তো মনে হয় না। বিশ বছর আগের ভয়ঙ্কর দিনগুলো যখন কাটিয়ে আসতে পেরেছি, আমার ধারণা আবারও পারব।' এবার ক্লিণ্টের দিকে ফিরল সে। 'এবার তোমার পরিকল্পনা খুলে বলো তো, বাছা।'

'পরিকল্পনা না বলে আইডিয়া বলাই ভাল, ম্যা'ম। সব র‍্যাঞ্চার যদি কিছু কিছু গরু দিয়ে ড্রাইভে শরিক হয়, তা হলে মোটামুটি বড়সড় হয়ে যাবে গরুর পাল। এক-দু'জন করে লোক দেবে সবাই। পাল নিয়ে রেলরোডে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার।

'কাজটা কঠিন হবে। তবে যোগ্য লোক পেলে সম্ভব। সফল হলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। বার্গেসও তখন নতুন ভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হবে। পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না তার। সবচেয়ে বড় কথা, কয়েক মাস চলার মত নগদ টাকা পেয়ে যাবে র‍্যাঞ্চাররা।'

'আরও একটা ব্যাপার আছে,' চিন্তিত স্বরে বলল ট্রিমেন। 'সম্ভবত ওটাই মূল বিষয়। বার্গেস বুঝতে পারবে নিজেকে যতটা শক্তিশালী মনে করে আসলে সে ততটা নয়। কিন্তু জমি বেচে দিয়ে চলে যাওয়ার জন্য আমাদের উপর যে চাপ দিচ্ছে সে, সেটা ঠেকাবে কী করে? শুধু হুমকি-ধামকি, জ্বালাও-পোড়াও বা আড়াল থেকে গুলি করে মনে হয় না ক্ষান্ত হবে সে। আরও ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না। ড্রাইভ সফল হলে সে জেনে যাবে তোমরা সবাই যে-কোন মূল্যে যার যার জমিতে টিকে থাকতে চাও, যত চেষ্টাই করুক তোমাদের হটাতে পারবে না। ছোটখাট বিপদ আমলে নেবে না কেউ। ঠিক এজন্যই ড্রাইভে সবার শরিক হতে হবে। কেউ বাদ যেতে পারবে না। একাট্টা থাকলে বার্গেসও কাউকে সহজে ঘাঁটাতে পারবে না। আসলে সাহসই করবে না।'

'তারমানে দশের লাঠি একের বোঝা?' হাসতে হাসতে বলল বুড়ো পাঞ্চার।

'হ্যাঁ, সবার রেঞ্জে হৃষ্টপুষ্ট গরু আছে,' জানাল ফ্লাশ ট্রিমেন। 'আরও আগেই বিক্রি করা দরকার ছিল, কিন্তু বার্গেসের তোপের

মুখে আমরা পারিনি। যাক্‌গে, আসল কথা হচ্ছে সবাইকে একত্র করতে হবে, কিছু কথা খরচ করতে হবে। প্রস্তাবটা শুনলেই রাজি হয়ে যাবে না। আলোচনা করতে হবে। প্রস্তাবটা মনে ধরলে তবে ড্রাইভে যোগ দেবে। আমাদের সাফল্যের পূর্বশর্ত ওটাই, সবার অংশগ্রহণ, তাই না? এদিকে মার্শালের দিকে চোখ রাখতে হবে তোমার, ক্লিন্ট। তোমার খোঁজ ঠিক চালিয়ে যাবে ও। যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে।'

'ফাঁকি দিতে হবে। অন্তত ড্রাইভ শেষ হওয়া পর্যন্ত ধরা পড়া যাবে না ওর হাতে।'

'সিলভার ফ্ল্যাট পর্বতশ্রেণীর কোল ঘেঁষে যদি পাল নেওয়া যায়,' প্রস্তাব করল বুড়ো পাঞ্চার। 'পাহাড়ের কারণে চোখে পড়বে না। তবে ধুলোর ব্যাপারটা আলাদা। পাহাড়ের পুব দিক ঘেঁষে যদি চলা যায়, হয়তো সফল হওয়া সম্ভব।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' সায় জানাল ক্লিন্ট। 'তোমার এখান থেকে শুরু করতে পারি আমরা, ট্রিমেন। তাই করা উচিত, কারণ তোমার বাথান সবচেয়ে উত্তরে। ধরো, এখান থেকে পাঁচশো গরু নিয়ে যাত্রা করলাম। যেতে যেতে যেসব র‍্যাঞ্চ পড়বে, সবার গরু পালে নিয়ে নেব। বেসিনের দক্ষিণ প্রান্তে, বার্টসনের র‍্যাঞ্চ থেকে পুবে মোড় নিয়ে টেন্ট রক ক্যানিয়নের দিকে যাত্রা করব যখন, ততক্ষণে সবার গরু পালে চলে আসবে।'

'আর লোকজন?'

'তুমি দু'জন দেবে। জিমি তো আছেই। আরেকজন লাগবে। এরপর প্রতি র‍্যাঞ্চ থেকে একজন করে। র‍্যাঞ্চাররা তো থাকবেই। সব মিলিয়ে হয়তো পনেরোজন হবে। তাতে অনায়াসে ড্রাইভ পরিচলনা করা যাবে।'

'আর গোলাগুলিও হবে, নিশ্চিত জানি আমি। কারণ এত বড় গরুর পাল যেতে দেখেও বসে বসে আঙুল চুষবে না বার্গেস।'

'হ্যাঁ, অমন কিছু হবে সেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখব আমরা। তৈরি

থাকব। বার্গেস আমাদের বাধা না-দিলে স্বাভাবিকভাবে ড্রাইভ চলবে, কিন্তু বাধা এলে *এরিস্কোর* কৌশল খাটাতে হবে।'

আনমনে চিবুক ঘষল ফ্লাশ ট্রিমেন। সিদ্ধান্ত পাকা করতে পারেনি। মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। বুড়ো পাঞ্চার ঠিকই বলেছে; আনমনে ভাবল ক্লিন্ট, পরিবারের কর্তা হলে অনেক কিছু ভাবতে হয়। হুট করে সিদ্ধান্ত নিলে চলে না, কারণ শেষে সেটা হঠকারি বলে প্রতীয়মান হতে পারে। আফসোসেরও সুযোগ থাকবে না তখন।

শেষে, শক্ত হয়ে গেল তার মুখ। পলকের জন্য স্ত্রীর দিকে তাকাল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের মধ্যে। ক্লিন্টের দিকে ফিরে বলল: 'বেশ, আমি আছি তোমার সঙ্গে। জিমি আর আমি থাকব ড্রাইভে।'

'উঁহুঁ, তোমাকে দরকার হবে না। জিমি আর ওর বন্ধু বায়ার হলেও চলবে। তুমি বরং অন্য পাঞ্চারদের নিয়ে এখানে থাকো। বলা যায় না, বার্গেসের লোকজন হানা দিতে পারে। একবার ব্যর্থ হয়েছে বলে আবার চেষ্টা চালাতে পারে।'

'তাই হবে। কিন্তু উদ্বেগ থাকবে আমার, নিজে সঙ্গে যেতে পারলে...'

'এখানে তোমাকে বেশি দরকার হবে। বাচ্চারা আছে, ওদের নিরাপত্তার দিকটা নিশ্চিত করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ট্রিমেন। যুক্তি মনে ধরেছে।

'আচ্ছা, বাজারের ব্যাপারে ঠিক জানো তো?' জানতে চাইল ক্লিন্ট। 'সত্যি ভাল দাম পাওয়া যাবে ওখানে?'

'বিলকুল! মাংসের জন্য রীতিমত হা-পিত্যেশ করছে আর্মি! ইণ্ডিয়ান রিজার্ভেশনে মাংস সাপ্লাই দিতে হয় ওদের। একটু দেরি বা গড়িমসি হলে হাঙ্গামা শুরু করে ইণ্ডিয়ানরা। ওদের ঠাণ্ডা ও চাঙা রাখতে হিমশিম খাচ্ছে সেনাবাহিনী। পেটের তাগিদেই তো মানুষ খারাপ হয়, তাই না? শুধু রেলরোড পর্যন্ত পৌঁছাতে

পারলে চলবে। আর্মি আগ বাড়িয়ে এসে নিজেরাই গরু নিয়ে যাবে। যাকগে, কাজের কথায় আসি। কখন রওনা দেবে ভাবছ?'

'আশা করি পরশু, যদি কোন সমস্যা না হয়। সবার আগে অন্য র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ড্রাইভে যোগ দেওয়ার জন্য ওদের রাজি করাতে হবে।' কী যেন ভাবল ক্লিন্ট, তারপর উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ, বুড়ো পাঞ্চারের দিকে ফিরল। 'সময় খুব কম। কাজ আসলে এখনই শুরু করা উচিত। জিমি, জো মেয়ারের র‍্যাঞ্চে যাবে তুমি। সবকিছু খুলে বলার পর ওকে জানাবে আজ সূর্যাস্তের পর এখানে মীটিং ডাকা হয়েছে। অবশ্যই যেন যোগ দেয় সে। আরেকটা কথা, খবরটা যেন কোনভাবেই বার্গেস বা মার্শাল বার্নারির কানে না-যায়। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো।

বায়ারের দিকে ফিরল ক্লিন্ট।

সামান্য নড করল সে, উত্তেজিত মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে বুড়ো কাউবয়ের মতই ব্র্যাণ্ডের প্রতি অন্তপ্রাণ। নিতান্ত হতাশার মধ্যে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। মাসিক ত্রিশ ডলার আর থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে সকাল-সন্ধ্যা বেগার খাটে এরা, আবার ব্র্যাণ্ডের জন্য যে-কোন বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করে। হয়তো নিজের জীবনও বিলিয়ে দেবে। অতি সাধারণ মানুষ এরা, অথচ কত সৎ, মহান ও আন্তরিক!

'বিল, তুমি খবর দেবে ডাফি ওয়াটসনকে। পারবে না?'

'আসার পথে নীচের বেসিনে চলে যেয়ো,' তরুণ পাঞ্চারকে বলল ট্রিমেন। 'মেয়ার আর হ্যারল্ডকে বোলো পাঁচশো গরু যেন পাল থেকে আলাদা করে পুকুরের কাছে নিয়ে আসে। তৈরি রাখতে হবে। চলার পথে আমরা ওদের গরু পালে নিয়ে নেব।

'আমি এদিকে চাক ওয়্যাগন আর সাপ্লাই গুছিয়ে রাখব। তৈরি করে ফেলব। জেমস টার্বেল কুক হিসাবে থাকবে।'

সোৎসাহে যাত্রা করল দুই পাঞ্চার।

'মেয়ার আর ওয়াটসনকে তো খবর দেওয়া হলো,' মনে করিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার। 'জ্যাকসন বা গার্নারও বাকি থাকবে না। কিন্তু মেক্সিকান বা স্পেনিশ র‍্যাঞ্চারদের ব্যাপারে কী করবে?'

'ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও। ভাবছি এনরিক রিভেরাকে গিয়ে ধরব। তাকে রাজি করাতে পারলে অন্যদের নিয়ে সমস্যা হবে না। রিভেরাই ওদের রাজি করিয়ে ফেলবে।'

'আমি তো শুনেছি আজ-কালের মধ্যে উত্তরে যাওয়ার কথা রিভেরার।'

'হ্যাঁ। মনে হয় না এখন গিয়ে ধরতে পারব ওকে। যেতে যেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাওয়ার কথা। রিভেরার মেয়ের সঙ্গে কথা বলব। ওকে রাজি করানোর চেষ্টা করব। জানি না ফলাফল কী হবে, তবে চেষ্টার ক্রটি করব না। যাই, দেরি করা ঠিক হবে না। দূরের পথ।'

'গুড লাক,' বলল ট্রিমেন।

হিচর‍্যাক থেকে ঘোড়ার লাগাম খুলল ক্লিন্ট, তারপর স্যাডলে চেপে বসল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আঙিনায় চলে এসেছে মিসেস ট্রিমেন, ক্লিন্টের ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়াল।

'র‍্যাঞ্চারদের জন্য এত কিছু করতে চাইছ তুমি, বাছা,' মৃদু, আন্তরিক স্বরে বলল মহিলা। 'কারও পরোয়া করি না, কিন্তু আমি আগে থেকে তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি...'

'দরকার নেই, ম্যা'ম,' মৃদু স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'তাতে আমার মনোভাব বদলাবে না। নিজের জন্য আমি এটা করছি, হয়তো প্রমাণ করতে চাই সবাই যেমন তুচ্ছ ভাবত হেডেনদের, আসলে আমরা তা নই। কিংবা জিমির কথাই ঠিক—এই মাটির দায় শোধ করছি। যাই হোক, কাজটা আমি শেষ করব। *অ্যাডিওস।*'

বারো

নিচু জমিতে জন্মানো গাছের সারি থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার সময় অদূরে, এনরিক রিভেরার হাসিয়েন্দার সামনে চার ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল ক্লিন্ট হেডেন। বে-র রাশ টেনে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল ও, সতর্ক দৃষ্টি চালাল আশপাশে। উঁহুঁ, আর কেউ নেই।

রাইডারদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল, শটগানের কাছাকাছি চলে গেছে হাত। ক্লিন্টের সন্দেহ এরা বার্গেসের লোক। পিচফর্ক র‍্যাঞ্চের মত এখানেও যদি ঝামেলা পাকাতে চায়, আগে থেকে সক্রিয় হবে যাতে কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়। বার্গেসকে কোথাও তার বিষাক্ত থাবা বসাতে দেওয়া যাবে না।

ঝাড়া কয়েক মিনিট চলে গেল। পোর্চ থেকে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে চারটা ঘোড়া। কারও সঙ্গে কথা বলছে না ওরা, অন্তত বাড়ির পোর্চে বা দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ। কীসের অপেক্ষায় রয়েছে?

আরও দুই মিনিট অপেক্ষা করল ক্লিন্ট, তারপর বুঝে ফেলল এরা নড়বে না। আসলে ওরই অপেক্ষায় রয়েছে। ওকে আসতে দেখেছে প্রেয়ারিতে, জানে হাসিয়েন্দায় যাবে। স্পষ্ট দেখতে না পেলেও পরিচয় অনুমান করে নিয়েছে। বার্গেসের গানম্যানদের সঙ্গে মিত্রতা নেই ওর, শত্রুতাও ঘোষণা করেনি এখনও; তাই ওর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় বা সৌজন্য প্রকাশের দায় নেই তাদের।

কিছু বলতে চায়? সেক্ষেত্রে, দলে জর্জ বার্গেস থাকতে

বাধ্য। ধুরন্ধর লোক ছাড়া ওর সঙ্গে এভাবে মোলাকাত করতে চাইবে না কেউ।

খাটো ব্যারেলের শটগানের কার্তুজ পরখ করল ক্লিন্ট, তারপর হাঁটুর আলতো গুঁতোয় আগে বাড়াল ঘোড়াকে।

দেখা যাক, কী বলার আছে ভূমিদস্যুর!

কাছাকাছি যেতে পেপ ডোলানকে চিনতে পারল ক্লিন্ট। তার পাশের লোকটি, চেহারা দেখে বোঝা যায় পেপের ভাই মণ্টি। চার-পাঁচ বছরের ছোট সে, কিন্তু তামাটে রঙ, নিষ্প্রাণ পাথুরে চাহনি, ব্লণ্ড চুল, দু'জনের উচ্চতা–সব একই।

অন্য দু'জন নিশ্চয়ই বেন ক্রাকফ আর জর্জ বার্গেস।

চার ঘোড়সওয়ারের সামনে ঘোড়ার রাশ টানল ক্লিন্ট। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে এরা, হাসিয়েন্দায় ঢোকার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। দীর্ঘক্ষণ নীরবতার মধ্যে কেটে গেল, কেউ কথা বলছে না।

জর্জ বার্গেসকে একনজরে চেনা যায়। ধোপদুরস্ত পোশাক, আয়েশী ও আলীশান ভঙ্গিতে স্যাডলে চড়েছে। সবল, শক্তিশালী গেল্ডিংয়ের পিঠে আসীন। মানুষটা সুদর্শন। লম্বাকৃতির মুখ, চোখে তাচ্ছিল্যের চাহনি। দুনিয়ার মানুষ, বিশেষ করে সিলভার ফ্ল্যাটের মানুষকে সে দেখে অবজ্ঞার চোখে। তবে সেয়ানা লোক বার্গেস। মগজের ভাবনা বা আবেগ, দুটোই নিয়ন্ত্রণ করতে জানে। জানে লুকিয়ে রাখতে। তাই মেকী হাসি বা সদালাপের আড়ালে তার আসল রূপ কখনোই প্রকাশ পায় না।

দামী হ্যাট বা চকচকে বুট, এর কোনটা ব্যবহার করার সামর্থ্য সিলভার ফ্ল্যাটের সাধারণ কাউবয়দের কখনও হবে না। নিজের উপর তার তীক্ষ্ণ চাহনি টের পেয়ে এক ধরনের শীতল অস্বস্তি বোধ করল ক্লিন্ট হেডেন। সাত ঘাটের পানি খাওয়া লোক ক্লিন্ট, তাই এক নজরে চিনে ফেলল বার্গেসকে। সাক্ষাৎ কেউটে! এমন বিষাক্ত মানুষ কমই আছে।

বুড়ো কাউবয় জিমি গিবস হয়তো কখনও দেখেনি বার্গেসকে, কিন্তু তার অনুমানে কোন ভুল নেই। শুধু সিলভার ফ্ল্যাট নয়, জর্জ বার্গেস দুনিয়ার যে-কোন জায়গার জন্য অভিশাপ। এদের ধাতই এমন, যেখানে যাবে সবকিছু বিষাক্ত করে ফেলবে।

শঠ, হিংস্র, নিষ্ঠুর এবং ধুরন্ধর। লক্ষ্যে অবিচল।

এমন মানুষকে লড়াইয়ে হারানো কঠিন, বিশেষ করে সঙ্গে যেহেতু ডোলানরা দুই ভাই ও বেন ক্রাকফের মত হায়েনা আছে!

'আচ্ছা, তা হলে তুমি সেই লোক!' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল পেপ ডোলান।

কী বোঝাতে চাইল সে, কে জানে! 'কথাটার মানে কী?' ক্লিন্ট জানতে চাইল।

'পিচফর্ক র‍্যাঞ্চে বাগড়া দেওয়ার কথা ভুলে গেলে?' অভিযোগ ডোলানের কণ্ঠে। 'পাহাড়ের ঢাল ধরে হৈহৈ করে ছুটে এসেছিলে। শটগানের গুলি ছুঁড়ে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলে আমাদের।'

'ভাগ্যিস, সময়মত গিয়েছিলাম! যাক্‌গে, তোমাকে পক্ষ বদল করতে দেখে দুঃখ পেলাম।'

বাতাসে হাত নেড়ে বাতিল করে দেওয়ার ভঙ্গি করল পেপ ডোলান। 'ভুল-মন্দ বেছে নেওয়ার অধিকার সবার আছে। তাতে দোষের কিছু নেই। তো, তুমি কোন্ পক্ষে যোগ দেবে?'

'তুমি ভাল করে জানো আমার অবস্থান কোথায়, অযথা শব্দ খরচ করছ। পেপ,' কঠিন হয়ে গেল ক্লিন্টের কণ্ঠ। 'তোমার ভাইকে পিস্তল থেকে হাত সরিয়ে নিতে বলো! অবশ্য পেটে গোলা খেয়ে অর্ধেক হয়ে যেতে চাইলে ভিন্ন কথা।'

স্যাডলে আড়ষ্ট হয়ে গেল মণ্টি ডোলানের দেহ। ধরা পড়ে গেছে। ভেবেছিল ক্লিন্ট খেয়াল করেনি, এত লোকের মাঝে একই সঙ্গে ক'জনের উপর চোখ রাখবে? বলা তো যায় না,

শোডাউন হয়ে গেলে…লাশটা ফেলে দিয়ে সব বাহবা একাই নেবে।

তবে দমে গেল না সে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে, নীরব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্টের দিকে। ডান হাত দেহের পাশে, পিস্তলের বাঁটে চলে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে এনে পমেলের উপর রাখল।

'আচ্ছা, আমার ভাইকেও চেনো তা হলে!' আত্মপ্রসাদের সুরে বলল পেপ ডোলান। তবে এই ভদ্রলোককে বোধহয় চেনো না। ওর সঙ্গে পরিচিত হও,' ঘাড় বাঁকিয়ে পাশের অশ্বারূঢ় দ্য ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানির মালিকের দিকে ইশারা করল। 'মি. জর্জ বার্গেস। সিলভার ফ্ল্যাটের ভবিষ্যৎ সম্রাট। সাম্রাজ্য দখলে আসতে বেশি দেরিও নেই।

'আর ও হচ্ছে বেন ক্রাকফ। সিলভার ফ্ল্যাটের আরেকজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, কারণ পুরো এলাকা জুড়ে যখন মাত্র একটা বাথান হবে এবং সেটা কোম্পানির, তার র‍্যামরড হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে ক্রাকফ। দারুণ, তাই না?'

বেন ক্রাকফ দীর্ঘ, সুঠামদেহী। রোদে পুড়ে গাঢ় হয়ে গেছে মুখের রঙ, উজ্জ্বল চোখের বিপরীতে গাঢ় পটভূমি তৈরি করেছে। হঠাৎ দেখলে ভয় ধরানোর মত। অন্তর্ভেদী চাহনি যেন কারও ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়। শক্তপাল্লা এবং ঘাঘু লোক। জর্জ বার্গেসের সঙ্গে জুড়ি হিসাবে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

'মি. বার্গেসকে তোমার সম্পর্কে বলেছি,' বলে গেল ডোলান। 'ও ভাবছিল চোস্ত একটা কাজে যোগ দেওয়ার আগ্রহ তোমার আছে কি-না।'

'নাহ্। কাজ একটা আগেই পেয়ে গেছি। ওটা শেষ না-করে অন্য কিছুতে হাত দেওয়া যাবে না। জানোই তো, সবাই যেমন সহজ ও সাধারণ কাজ খুঁজে বেড়ায়, আমি বরাবরই ব্যতিক্রম। যাদের সঙ্গে কাজ করি, তারাও অদ্ভুত চরিত্রের লোক।'

'তারমানে হতচ্ছাড়া ওই র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ তুমি? যারা এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে?' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল পেপ ডোলানের কণ্ঠে।

'হেনরি কলিন্স যখন পুরো সিলভার ফ্ল্যাট দখল করে নিতে চেয়েছিল এমনই তো ছিল অবস্থা, এখনও তাই আছে।'

নড়ে উঠল মণ্টি ডোলান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে সরে গেল ক্লিন্টের দৃষ্টি, ওর তীক্ষ্ণ চাহনিতে স্যাডলে জমে গেল সে।

'তোমার ভাইয়ের হয়েছে কী, পেপ?' উস্কানির সুরে জানতে চাইল ক্লিন্ট। 'মরার জন্য তড়পাচ্ছে? আমার ধৈর্য কিন্তু কম! একে তোমরা চারজন, কী ঘটে যায় সেই আশঙ্কায় নার্ভাস লাগছে। এর মধ্যে ও যদি এমন উসখুস করে, সত্যি গুলি করে বসতে পারি!'

বুনো দৃষ্টি ফুটে উঠল মণ্টি ডোলানের মুখে, চাহনি বেপরোয়া হয়ে গেছে।

ঘোড়াকে দুই কদম পাশে সরিয়ে নিল পেপ ডোলান, ভাইয়ের এক হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। 'মণ্টি, জ্বালাতন কোরো না তো! অযথা ঘাঁটাতে যেয়ো না ওকে। শুধু শুধু ওর নাম শটগানার হয়নি। ও যদি এখানে একটা গুলি করতে পারে, মনে রেখো ওটা তোমাকে দুই টুকরো করে ফেলবে। পরিণতিতে যদি সে খুনও হয়ে যায়, তাতে তোমার কোন লাভ হবে না, কারণ তুমি তখন পরপারে চলে যাবে।'

'হয়েছে কী তোমাদের?' মৃদু অনুযোগের সুরে বলল জর্জ বার্গেস, এই প্রথম মুখ খুলেছে। 'আমি তো হাঙ্গামার কিছু দেখছি না। উঁহুঁ, বিরোধ, সংঘর্ষ আর খুন-খারাবির বিরুদ্ধে আমি।' একটু চুপ করে সঙ্গীদের দেখে নিল সে, বিশেষ করে মণ্টি ডোলানকে। বার্গেস ক্ষীণ ইশারা করতে একেবারে চুপ হয়ে গেল মণ্টি।

শেষে ক্লিন্টের দিকে ফিরল ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল

কোম্পানির মালিক। 'আমার পূর্বসুরির সব কাজের নৈতিক সমর্থন আমি করি না, মি. হেডেন, তবে এও বুঝতে পারছি কেন মাঝে মধ্যে কঠিন হতে হয়েছিল ওকে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে ওকে সংঘর্ষে যেতে হয়েছে। নীতিগতভাবে আমি ওসবের বিরুদ্ধে, কিন্তু দরকার হলে আমিও কঠিন হতে জানি। যে-কোন মূল্যে কোম্পানির লক্ষ্য পূরণ করব। এরমধ্যে আপস করার কিছু নেই। ইতোমধ্যে এত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে যে ফিরে আসা বা পিছু হটার উপায় নেই আমাদের।'

'ইতোমধ্যে যা পেয়েছ তাও কম কীসে?' মৃদু স্বরে তর্ক করল ক্লিন্ট। 'এতেই সন্তুষ্ট হচ্ছ না কেন? সিলভার ফ্ল্যাটের প্রায় চারভাগের তিনভাগ জমি এখন তোমার কোম্পানির মালিকানায় চলে গেছে।'

মাথা নাড়ল বার্গেস। 'পরিমাণ দিয়ে বিবেচনা করলে তো হবে না। শুধু কিনারার মালিক হয়েছে আমার কোম্পানি, কিন্তু সিলভার ফ্ল্যাটের আসল জায়গা বাকি রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় জমিগুলো দখল করতে না-পারলে ব্যবসা সফল হবে না।'

ভুরু কুঁচকে লোকটাকে দেখল ক্লিন্ট। বার্গেস এমনভাবে কথা বলছে যেন তার কাঙ্ক্ষিত র‍্যাঞ্চগুলো শখের কোন জিনিস। একটা পিস্তল, স্যাডল বা ব্যাণ্ডানা ধরনের। শখ করে কেউ কেউ এসবের দামী জিনিস ব্যবহার করে; যাদের সাধ ও সামর্থ্য দুটোই আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ বা হালকাও নয়। বহু মানুষের বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাধনার ফসল একেকটি র‍্যাঞ্চ। কখনও ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছে; বৃষ্টি, খরা ও তুষারের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। কেউ অকালে স্বজন হারিয়েছে। আধ-পেট খেয়ে সুখের আশায় দিন কাটিয়েছে, সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রহর গুনেছে। এদের নিষ্ঠা ও নিরলস শ্রম মহান, অমূল্য; সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় যার ভূমিকা অনস্বীকার্য। হুট করে একজন

এসে চাপ প্রয়োগে বা বিপদে ফেলে তাদের সর্বস্বান্ত করবে কিংবা নিজস্ব সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করবে–এরচেয়ে অমানবিক, পাশবিক ও অনৈতিক কাজ আর হতে পারে না। তাই জর্জ বার্গেস পুরোপুরি সৎ হলেও সিলভার ফ্ল্যাট দখলে তার পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা কখনোই সভ্যতার বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও আদপে সে তা নয় এবং তার লক্ষ্য পূরণের পদ্ধতিও নীচ, ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়।

সচেতন মানুষ মাত্রই এর বিরোধিতা করবে।

'তা হলে একই লক্ষ্য নিয়ে এসেছ তুমি,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল ক্লিন্ট। 'ছলে-বলে-কৌশলে, যেভাবে হোক সমস্ত সিলভার ফ্ল্যাট দখল করতে চাও। জানি চাও না, কিন্তু আগাম একটা পরামর্শ দিয়ে রাখছি তোমাকে, মি. বার্গেস–চিন্তাটা বাদ দাও। এখন থেকে তোমার পথ অনেক কঠিন হয়ে যাবে। কল্পনাও করতে পারবে না কত কঠিন।'

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠল মণ্টি ডোলান, কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ। 'কারণ তুমি বিপদে পড়া র‍্যাঞ্চারদের সাহায্য করবে, ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে?'

'হয়তো, তবে আসল কারণ অন্য। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ তুমি, মি. বার্গেস। বেশি কচলালে যা হয়, মানুষ ফুঁসে ওঠে। তা ছাড়া, কোণঠাসা অবস্থায় শেয়াল-কুকুরও মরিয়া হয়ে লড়াই করে। এখানেও তাই ঘটবে। যাদের হটিয়ে দিতে পেরেছ, ওরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। এদেরকে অত দুর্বল ভাবলে ভুল করবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ক্লিন্টকে দেখল কোম্পানি মালিক। 'সম্ভব হলে কোনরকম হাঙ্গামা বা রক্তক্ষয় ছাড়া উদ্দেশ্য পূরণ করতাম। তবে চেষ্টার ক্রুটি করব না। দেখা যাক কী হয়।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে ক্লিন্টকে। 'কী জানো, পেপ একটা প্রস্তাব দিয়েছে আমাকে। প্রস্তাব না বলে পরামর্শ বলা

যেতে পারে। পে রোলে তোমাকে নেওয়া হলে নাকি আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। বিশেষ করে তোমার যা সুনাম...'

'আগ্রহ নেই,' সাফ বলে দিল ক্লিন্ট।

একইসঙ্গে ঘোড়াকে আগে বাড়িয়ে জানিয়ে দিল বাতচিৎ শেষ। স্পারের আলতো খোঁচায় আগে বাড়ল বে। সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো মণ্টি ডোলান, চট করে ঘোড়াকে কয়েক কদম পাশে সরিয়ে ক্লিন্টের পথ রোধ করল।

'নিজেকে আমাদের চেয়ে সরেস মনে করো, তাই না?' উস্কানির সুরে জানতে চাইল সে।

'আমি অনেক কিছুই মনে করি,' শান্ত, নিষ্কম্প ও শীতল স্বরে জবাব দিল ক্লিন্ট, মণ্টি ডোলানের চোখে চোখ রেখেছে। 'তার একটা হচ্ছে জলদি আমার পথ থেকে সরে যাও, নইলে ঠিক চড়াও হব তোমার উপর।'

'বাদ দাও, মণ্টি,' হালকা চালে নির্দেশ দিল জর্জ বার্গেস, তবে কণ্ঠে জোর প্রয়োগ করল না। আসলে পরোক্ষভাবে উস্কে দিতে চাইছে বন্দুকবাজকে। এখানে, তার উপস্থিতিতে শোডাউন হলেও মোটেই আপত্তি নেই। 'ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করার অনেক সময় পাবে, যদি মি. হেডেন চায়।'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল গানম্যান। 'ওর পরিণতি যে কী, দিব্যি দেখতে পাচ্ছি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, খুনে দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চাহনিতে। তারপর ঘোড়া সরিয়ে আগের জায়গায় চলে গেল। 'শটগান আর ওর সম্পর্কে শুনতে শুনতে কান পচে যাওয়ার দশা হয়েছে। আমি দেখতে চাই আসলেই কতটা মুরোদ আছে ওর!'

শক্ত হয়ে গেল ক্লিন্টের চোয়াল। 'আওয়াজ দিয়ে ফেলো, ল্যাঠা চুকে যাক, দোস্ত!'

'হয়েছে কী তোমার, মণ্টি?' খেঁকিয়ে উঠল পেপ ডোলান। 'কথা কানে যায় না? নানা ঝামেলা আছে হাতে, এখন ওসব

নিয়ে ভাবলে চলবে না। চলে এসো!'

ধীরে ধীরে নড করল মণ্টি। 'বেশ, আসছি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নেওয়ার আগে ক্লিন্টের চোখে চোখ রাখল সে। 'এটাই শেষ দেখা নয়। হ্যাঁ, একদিন মুখোমুখি হব আমরা–দিনটা আমিই ঠিক করে নেব!'

'তোমার মর্জি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ক্লিন্ট, ঘোড়াকে আগে বাড়াল। হাসিয়েন্দার ফটক পর্যন্ত পৌঁছে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল, দেখল নিজেদের পথে যাত্রা শুরু করেছে চার ঘোড়সওয়ার।

হিচর‍্যাকে বে-কে বেঁধে স্যাডল ছাড়ল ক্লিন্ট। পোর্চে ওঠার আগে হ্যাট দিয়ে চাপড় মেরে গা থেকে ধুলো ঝাড়ল। অপরিচ্ছন্ন, মলিন পোশাকের দিকে তাকাল একবার। কী আর করা, সুযোগ হয়নি বদলানোর। আদপে কয়েকদিন ধরে একই কাপড়ে আছে। এমনকী শার্টও বদলাতে পারেনি। ক্ষৌরি করেনি তিনদিন। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। অন্য কোথাও হলে গ্রাহ্য করত না, তবে এনরিক রিভেরার আলীশান বাড়িতে ঢুকতে দ্বিধা হচ্ছে। একটু ভদ্রস্থ হতে পারলে স্বস্তি পেত। বাড়ির প্রতিটি জায়গা এত ঝকঝকে আর পরিচ্ছন্ন, নিজেকে এখানে নোংরা মনে হয় ওর!

দরজায় হালকা করাঘাত করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। মারিয়া রিভেরাকে সামনে দাঁড়ানো দেখতে পেল ক্লিন্ট। নগ্ন রাগ মেয়েটার চোখে। চট করে কারণটা বুঝে ফেলল ক্লিন্ট, নিশ্চয়ই কোম্পানির লোকজনের সঙ্গে ওকে আলাপ করতে দেখেছে।

'কী চাও?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল মারিয়া।

সরু চোখে মেয়েটিকে দেখল ক্লিন্ট। সামান্য বেঁকে গেছে ওর ঠোঁটজোড়া, সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখছে মারিয়াকে।

আরও রেগে গেল মেয়েটা। রক্তিম হয়ে গেছে ফর্সা মুখ।

হেসে উঠল ক্লিন্ট। রাগ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ বা ঘৃণা—এর সঙ্গে মারিয়ার সৌন্দর্যের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। মেয়েটা যে-কোন অবস্থায় সুন্দর। পরম কাঙ্ক্ষিত।

'তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম,' গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'তবে সে বোধহয় নেই, গতকাল বলেছিল সকালে বেরিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে, তোমার সঙ্গেই কথা বলতে হবে।'

'তোমার কথা শুনতে বয়ে গেছে আমার!' ঝামটা মারল মারিয়া। 'বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে কোন্ বদ মতলবে এসেছ এখানে?'

'ওরা কেউ আমার বন্ধু নয়।'

'জানতাম এমন কিছুই বলবে। নিশ্চয়ই আবহাওয়া নিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করছিলে?'

আবার স্মিত হাসল ক্লিন্ট। 'সত্যি কথা হচ্ছে, আমাকে ওর হয়ে কাজের প্রস্তাব দিল জর্জ বার্গেস।'

'রাজি হওনি?' এবার ঠোঁট বাঁকা করে জানতে চাইল মারিয়া।

'না।'

'অ। নিশ্চয়ই এরচেয়ে বড় কোন ধান্ধায় আছ? নইলে অমন লোভনীয় চাকুরি ছেড়ে দেবে কেন? লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলে? তবে ঠিকই ওদের সঙ্গে যোগ দেবে তুমি। খুব বেশিদিন লাগবে না।'

মাথা নাড়ল ক্লিন্ট। 'যা ইচ্ছে ভাবো, ম্যা'ম। তোমার মর্জি। তবে এতটা নিশ্চিত হয়ো না। তোমার বাবা কি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ,' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল মারিয়া। 'আমি কিন্তু একা নই,' যদি ওটাই তোমার জানার বিষয় হয়ে থাকে।'

'তুমি একা না আর কেউ আছে তাতে আমার কিছু যায়-আসে না,' সধৈর্যে বলল ক্লিন্ট, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছে, যদিও মেয়েটার খোঁচা অসহ্য লাগতে শুরু করেছে। 'কাজে এসেছি

আমি। অযথা তোমার বা আমার সময় নষ্ট করতে আসিনি। এবার সামনে থেকে সরে গিয়ে আমাকে ভিতরে ঢুকতে দাও। বসে তোমাকে সবকিছু খুলে বলছি।'

গাঢ় হয়ে গেল মারিয়ার মুখের রঙ, ফুঁসে উঠে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। বোধহয় ক্লিন্টের গম্ভীর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছে মিথ্যে বলছে না। ধীর পায়ে পিছিয়ে গেল ও, দরজা মেলে ধরে বলল: 'ভিতরে এসো।'

বিশাল কামরায় ঢুকল ক্লিন্ট। গোছানো, পরিচ্ছন্ন। ঠিক মাঝে রোলটপ ডেস্কের ওপাশে রিভলভিং চেয়ার, এপাশে গুটি কয়েক আরামদায়ক গদিআঁটা চেয়ার ছাড়াও দেয়ালের কাছে এক সেট সোফা এবং সেন্টার টেবিল রয়েছে। অন্য দেয়ালে আছে বড় বইয়ের আলমারি। নানা বইয়ে ঠাসা। ডেস্কের পিছনে ছোট্ট বার, তাতে বেশ কয়েকটা বোতল সহ হরেক রকম পানপাত্র রয়েছে।

এটা বোধহয় স্টাডিরুম, তবে এনরিক রিভেরা হয়তো অফিস হিসাবেও ব্যবহার করে।

সোফার দিকে ইশারা করল মারিয়া। ক্লিন্ট বসার পর উল্টো দিকের একটায়, মুখোমুখি বসল ও।

'কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে তোমার আসতে হলো?'

'তোমাদের ফোরম্যান, এস্তেবান কোথায়?' পাল্টা জানতে চাইল ক্লিন্ট।

শ্রাগ করল মারিয়া। 'রেঞ্জে কোথাও আছে। ওর অবস্থান সঠিক বলতে পারব না।'

'তোমার বাবার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব কার—তোমার না পল এস্তেবানের?'

ভুরু কোঁচকাল মারিয়া। 'সেটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ?'

'হ্যাঁ। যদি একশো গরু বিক্রি করতে হয়, সিদ্ধান্ত তুমি

নিতে পারবে নাকি ওকে ডাকতে হবে?'

'আমি এনরিক রিভেরার মেয়ে। বাবার অনুপস্থিতিতে র‍্যাঞ্চের যে-কোন ব্যাপারে আমার মতামত বা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এস্তেবান কেন আসবে এসবে? সে তো বেতনভূক কর্মচারী। আমাদের পরিবারেরও কেউ নয়।'

'সেটাই ভাল,' মন্তব্য করল ক্লিণ্ট। 'শুনে খুশি হলাম।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মারিয়া।

গরু ড্রাইভে নেওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করল ও। ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানির কুনজর পড়েছে এমন র‍্যাঞ্চগুলোর প্রতিটির অংশগ্রহণের উপর জোর দিল। কেউ বাদ যেতে পারবে না। সবাইকে ড্রাইভে অংশ নিতে হবে। সুবিধা বা উপকার কী হবে–মারিয়ার প্রশ্নের জবাবে জানাল–গরুর চালান রুখে বা আটকে দিয়ে এক হিসাবে র‍্যাঞ্চারদের অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছে জর্জ বার্গেস, সেই অবরোধ ভেঙে যাবে এতে। মোদ্দা কথা হচ্ছে সিলভার ফ্ল্যাটে বার্গেসের মুঠি আলগা হয়ে যাবে।

'অন্যদের যেমন গরু বিক্রি করা ছাড়া উপায় নেই, যেহেতু নগদ টাকা নেই ওদের কাছে অথচ ঘরে সাপ্লাই দরকার, তোমার হয়তো গরু বিক্রির প্রয়োজন নেই। তবে এখন না হলেও দরকার পড়তে দেরি হবে না, কারণ কোম্পানি খুব দ্রুত চড়াও হয়ে যাবে। কয়েক মাসের মধ্যে অবস্থা পাল্টে যাবে। যাই হোক, আমরা চাই তোমরা, মানে রিভেরা র‍্যাঞ্চ, আমাদের সঙ্গে শামিল হোক। বার্গেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এমন প্রতিটি র‍্যাঞ্চ ড্রাইভে যোগ দিক, তা হলে সবার মধ্যে একাত্মতা তৈরি হবে, একাট্টা হতে পারব আমরা।'

'আসল ব্যাপার বোধহয় এটা যে আমরা তোমার ড্রাইভে যোগ দিলে অন্য স্পেনিশ বা মেক্সিকান র‍্যাঞ্চগুলোও যোগ দেবে, তাই না? অথচ এরা কেউ তোমাকে বিশ্বাস করে না, তাই

ড্রাইভে যোগ দিতেও চায় না?'

'ঠিক ধরেছ,' অকপটে স্বীকার করল ক্লিণ্ট। 'শুধু তাই নয়। লোক পাঠিয়ে তুমি অন্য র‍্যাঞ্চে খবর পাঠাবে ওরা যেন যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে। সেটাই উচিত কাজ হবে সবার জন্য।'

'কিন্তু আমি নিজে তোমাকে বিশ্বাস করি না, সেক্ষেত্রে ওদের বলি কীভাবে?'

'তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করে। পাঁচশো গরু নিয়ে ড্রাইভে যোগ দিচ্ছে ফ্লাশ ট্রিমেন। আশা করছি জো মেয়ার আর ডাফি ওয়াটসনও যোগ দেবে। এতেও কি প্রমাণিত হয় না?'

কপালে এসে পড়া চুল মাথার ঝাঁকিতে স্বস্থানে ফেরত পাঠাল মারিয়া। 'সবাই গ্রিংগো,' মুখে বললেও চিন্তিত শোনাল ওর কণ্ঠ।

ক্লিণ্ট বুঝল মনে মনে হিসাব করছে মেয়েটা। ওর প্রতি যতই রাগ দেখাক, র‍্যাঞ্চের স্বার্থ ঠিকই বিবেচনা করছে। ক্লিণ্টের প্রস্তাব বা এর লাভ-ক্ষতি উপলব্ধি করতে পারছে। পরিকল্পনাটা দারুণ, সফল হলে প্রাপ্তিটা হবে বিশাল–জর্জ বার্গেসকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে। দুর্বল র‍্যাঞ্চারদের বিরুদ্ধে কার্যকর অর্থনৈতিক অবরোধ ভেঙে ফেলা যাবে, একইসঙ্গে মুক্তির পথও উন্মুক্ত হবে; কারণ খরচা চালানোর জন্য কয়েক মাসের নগদ টাকা সংগ্রহ করা গেলে লড়াই করার মনোবল পেয়ে যাবে র‍্যাঞ্চাররা। তারা জেনে যাবে বার্গেসকেও টেক্কা দেওয়া যায়, অথচ এখন তার ভয়ে টুঁ শব্দ করছে না কেউ, বরং র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে তাদের মধ্যে।

সবাই গ্রিংগো, যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারবে না কেউ, তবে এও ঠিক ক্লিণ্ট হেডেনের পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে ল্যাটিনদের রাজি করানো কঠিন, প্রায় অসম্ভব। ঠিক এ-কারণেই লেথি-আরকে ড্রাইভে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। রিভেরার অনুমোদন পেলে অন্য ল্যাটিন র‍্যাঞ্চাররা যোগ দিতে রাজি হয়ে যাবে।

পুরো বেসিনে হুয়ান মোরালেসের পর রিভেরার গ্রহণযোগ্যতাই ল্যাটিনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

একইসঙ্গে সতর্কও মারিয়া, বুঝতে চাইছে ক্লিন্টের প্রস্তাবটা ভুয়া কি-না, কিংবা ড্রাইভে যোগ দিলে শেষে র‍্যাঞ্চের বিপদ হবে কি-না।

খানিকটা বিস্ময় বোধ করছে ক্লিন্ট, মারিয়া রিভেরার এই রূপ ওর অচেনা। কল্পনা করেনি এতটা বিচক্ষণ বা সুবিবেচক হবে মেয়েটা। প্রথম থেকে ওদের সম্পর্ক তিক্ততার, প্রায় শত্রুতার পর্যায়ে পড়ে। অস্ত্রে পুরো দক্ষ হলে গতকাল মেয়েটার গুলিতে বেঘোরে মারা পড়ত ও, জানতেই পারত না কার গুলিতে মারা পড়ল। তারপর সুযোগ পেলেই ওকে অপমান করার চেষ্টা করেছে মারিয়া। বাপ ওকে খাতির করেছে দেখে অসহ্য ঈর্ষা আর রাগ অনুভব করেছে। সেই মেয়ে, ধনীর দুলালী এমন দায়িত্ব নিয়ে, সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে—আশা করা সত্যি দুষ্কর, যেখানে বাপের ছায়ায় বাস করছে মারিয়া।

আদপে, বাপের ছায়ায় থাকলেও নিজস্ব স্বকীয়তা ঠিকই গড়ে উঠেছে মারিয়ার। দৃঢ় মনোবল, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা বিচক্ষণতা—সব মেয়ের থাকে না। হয়তো তুখোড় ব্যবসায়ী বাপের কাছ থেকে পেয়েছে বা শিখেছে।

'বুঝলাম নিজের উপর অগাধ আস্থা আছে তোমার, একরকম ধরে নিয়েছ ড্রাইভ শুরু করাতে পারবে। কিন্তু সাফল্যের ব্যাপারে কতটা নিশ্চিত তুমি?' মারিয়া গম্ভীর, প্রশ্নটা নিখাদ ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে করা।

'কোন কিছুই নিশ্চিত নয়,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল ক্লিন্ট। 'যথাসাধ্য চেষ্টা করব—শুধু এটাই বলার আছে আমার।'

'কীভাবে বুঝব এটা কোন চালাকি নয়—জর্জ বার্গেস এর মধ্যে নেই? এমনও তো হতে পারে চালাকি করে তোমাকে পাঠিয়েছে সে, ড্রাইভের উসিলায় একসঙ্গে সবার গরু গায়েব

করে দেবে। তাতে সব র‍্যাঞ্চারকে বোকা বানানোর পাশাপাশি তাদের আর্থিক ক্ষতিও করা হবে।'

'আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করতে হবে তোমার।'

'তার দাম খুব সামান্যই।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল ক্লিন্ট। 'অনেক বদনাম আছে আমার,' আড়ষ্ট স্বরে বলল ও। 'কিন্তু কথার বরখেলাপ করেছি, এমন কিছু কেউ বলতে পারবে না। হুয়ান মোরালেসের আস্থা ছিল আমার উপর, সম্ভবত তোমার বাবারও আছে।'

উঠে জানালার কাছে চলে গেল মারিয়া। ভাবছে।

মেয়েটিকে দোষ দেওয়া যাবে না, আনমনে ভাবল ক্লিন্ট। সিলভার ফ্ল্যাট এলাকায় ল্যাটিন ও অ্যাংলোদের মধ্যে বিরোধ আর অবিশ্বাস দীর্ঘদিনের, চট করে কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন। বিশেষ করে সে যদি ক্লিন্টের মত প্রায় আগন্তুক হয়। মারিয়ার কাছে ওর অবস্থান প্রায় সেরকমই।

'বাবার মত বিশ্বাসী নই আমি, সহজে কারও উপর আস্থাও রাখতে পারি না,' শেষে বলল মেয়েটি। 'তবে আমার মনে হচ্ছে এ অবস্থায় বাবা তোমার প্রস্তাবে রাজি হত। বেশ, আমি তোমার কথা মত কাজ করব। ড্রাইভের জন্য একশো গরু তৈরি পাবে।'

'ধন্যবাদ,' স্বস্তি বোধ করল ক্লিন্ট হেডেন। 'দয়া করে অন্য র‍্যাঞ্চারদের খবর পাঠাবে? বিলিটো, টোরাল, বিসকো, ডায়াজ আর সবাইকে? বিক্রি করার মত গরু নিয়ে—সংখ্যাটা যাই হোক—ড্রাইভে যোগ দিক ওরা। অল্প হলেও অসুবিধা নেই। আসল ব্যাপার হচ্ছে এতে যোগ দেওয়া।

'ওদের সবার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার। সাক্ষাতে বিশদ আলোচনা করব। আজ সন্ধের সময় ট্রিমেনের র‍্যাঞ্চে মীটিং ডাকা হয়েছে, ওদের আসতে বলবে?'

'সময়টা কম হলেও সম্ভব,' জানাল মারিয়া। 'আশা করি খবর পেলে আসবে সবাই।'

'দারুণ! আরও একটা কথা, সবাইকে জানিয়ো কোনভাবে যেন ড্রাইভের খবর প্রকাশ না পায়। গোপন রাখার উপর সাফল্য নির্ভর করছে। চাই না বার্গেস বা ওর লোকজন জেনে যাক। কিংবা রেমন হার্নান্দেজও যেন জানতে না পারে। এজন্যই এস্তেবানের ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়ে গেছে।'

'চিন্তা কোরো না। আমি যা বলব, তাই করবে পল।'

উঠে দাঁড়াল ক্লিন্ট। 'তা হলে সবকিছু স্থির হয়ে গেল। তুমিও আসছ নাকি মীটিংয়ে?'

ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো মারিয়া। 'হ্যাঁ।'

'বেশ, দেখা হবে তা হলে,' দরজার দিকে এগোল ক্লিন্ট। '*অ্যাডিওস, সেনোরিটা।*'

ক্লিন্টকে চমকে দিয়ে হাসল মারিয়া, এই প্রথম। '*অ্যাডিওস, সেনর।* সন্ধেয় দেখা হবে।'

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেল সবাই।

সবার আগে এসেছে ডাফি ওয়াটসন। তেমন বদলায়নি সে, খেয়াল করল ক্লিন্ট, আগের মতই তাগড়া রয়েছে। দীর্ঘ পেশিবহুল দেহ, চওড়া কাঁধ। বাদামি রঙের বড়বড় চুল ঘাড়ের উপর নেমে এসেছে। হাসি-খুশি মানুষ। সবার পছন্দনীয়। প্রস্তাবটা শোনার পরপরই নির্দ্বিধায় ড্রাইভের জন্য রাজি হয়ে গেছে ওয়াটসন। অধীন ক্রুদের একশো গরু তৈরি করার নির্দেশও দিয়ে এসেছে।

'একশো গরু যদি বেচতে পারি,' জোর গলায় বলল ডাফি ওয়াটসন। 'জর্জ বার্গেসের বিরুদ্ধে অনায়াসে একটা বছর লড়াই চালিয়ে যেতে পারব।'

পর্তুগীজ জো মেয়ারও একই মনোভাব ব্যক্ত করল। প্রায় একশো গরু জড়ো করবে সে। স্পেনিশ র‍্যাঞ্চারদের কেউ দ্বিমত করেনি, বরং রাজি আছে ড্রাইভের বিষয়ে। রুডলফো ফিয়েরো,

মেডেরো ডায়াজ, হার্নান ব্রিসকো, হোসে স্যাণ্ডোভাল, এমিলিও টোরাল, পাবলো বিলিটো আর মারিয়া রিভেরা...কেউ অমত করল না। কেউ কেউ মাত্র পঁচিশটা গরু দিতে পারবে, কিন্তু সংখ্যাটা বড় ব্যাপার নয়; ড্রাইভে অংশগ্রহণ করছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

'আগামী পরশু সূর্যোদয়ের পরপরই যাত্রা শুরু করব আমরা,' উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল ক্লিন্ট। ফ্লাশ ট্রিমেনের পার্লারে বসেছে ওরা। 'সিলভার ফ্লাট পর্বতশ্রেণীর কোল ঘেঁষে পাল যাবে, যেতে যেতে যখন যার র‍্যাঞ্চ পড়বে, তার গরু সংগ্রহ করে নেব। আশা করছি তোমাদের প্রত্যেকে ড্রাইভে অংশগ্রহণ করবে এবং সঙ্গে ন্যূনতম একজন করে লোক দেবে। সব মিলিয়ে যথেষ্ট লোকজন হবে, ড্রাইভ পরিচালনা করতে সমস্যা হবে না।'

'ঝামেলা আশা করছ তুমি?' জানতে চাইল পাবলো বিলিটো।

স্মিত হাসল ক্লিন্ট। '*এরিস্কোর* নাম শুনেছ তো? সাধারণ ড্রাইভ হবে না এটা, হবে *এরিস্কো*। এরচেয়ে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না। হ্যাঁ, ঝামেলা হবে ধরে নিয়ে এগোনোই মঙ্গল। তাতে অন্তত আচমকা আমাদের বেকায়দায় ফেলতে পারবে না প্রতিপক্ষ। আমাদের ইচ্ছে যতটা সম্ভব বিপদ এড়িয়ে চলা, সতর্ক থাকলে হয়তো উটকো ঝামেলা এড়ানো যাবে। তবে হাঙ্গামা হবেই, নিশ্চিত থাকতে পারো, বিস্তর হবে। কোম্পানির সঙ্গে একসময় লেগে যাবেই। আর হ্যাঁ, ড্রাইভের খবর যে-কোন মূল্যে গোপন রাখতে হবে। সবাইকে অনুরোধ করছি, কেউ যেন জানতে না পারে। একেবারে নিজের মধ্যে রাখতে হবে খবরটা।'

ক্লিন্টের দৃষ্টি চলে গেল পল এস্তেবানের উপর, মারিয়ার সঙ্গে এসেছে সে। ফোরম্যানের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সন্দেহ রয়ে গেছে ওর, তাই চায়নি ড্রাইভের খবর লোকটা জানতে পারুক। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় এখন।

'গরু বাছাই বা ট্রেইলের ধারে নিয়ে আসার জন্য কাল সারা দিন সময় পাচ্ছ তোমরা,' খেই ধরল ক্লিণ্ট। 'আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৈরি থাকবে। একবার যাত্রা শুরু করলে কারও জন্য অপেক্ষা করব না আমরা। কারণ তাতে মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ড্রাইভের সাফল্যের সম্ভাবনা কমে যাবে। যত দ্রুত সম্ভব আমরা রেলরোডের কাছে পৌঁছতে চাই। তাড়াতাড়ি এগোতে পারলে কোম্পানির লোকজনকে হয়তো ফাঁকি দেওয়া সম্ভব।'

'ড্রাইভ শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে বলে ভাবছ?' জানতে চাইল জো মেয়ার।

'স্বাভাবিক অবস্থায় রেলরোড যেতে পাঁচদিন লাগে। আশা করছি আরও কম সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবে। ধরো, চারদিন। কোনক্রমে এর বেশি নয়। দ্রুত গতিতে এগোনো ছাড়াও বেশিরভাগ সময় চলার মধ্যে থাকব আমরা। ভোর থাকতে যাত্রা করব আর পুরো অন্ধকার নামার পর থামব।'

'সাপ্লাইয়ের কী ব্যবস্থা?' জিজ্ঞেস করল অন্য একজন।

'ট্রিমেন ওর চাক ওয়্যাগন আর কুককে ধার দিচ্ছে। তোমরা সবাই যার যার সাধ্য মত সাপ্লাই যোগান দিতে পারো।'

নীরবতা নেমে এল ঘরে। কেউ কথা বলছে না, নিজেদের মধ্যে আলাপও করছে না; বরং যার যার নিজস্ব ভাবনায় ব্যস্ত। ড্রাইভের ব্যাপারটা তাদের আশান্বিত ও উৎসাহিত করেছে, তবে একইসঙ্গে শঙ্কিতও বোধ করছে। সাফল্য পাওয়া পর্যন্ত উদ্বেগ কাটবে না।

নিরাপত্তার ব্যাপারটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। সবাই যে ফিরতি রাইডে বাড়ি ফিরে আসতে সক্ষম হবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া, জর্জ বার্গেসের কাছে যদি ড্রাইভের খবর গোপনও রাখতে পারে, বিপদসঙ্কুল টেণ্ট রক ক্যানিয়ন পাড়ি দিতে হবে ওদের। সঙ্কীর্ণ পাসের পাশে রেড বার্টসনের বক্স-বি বাথান, যেটা এখন জর্জ বার্গেসের সম্পত্তি হয়ে গেছে।

পাস পার হওয়ার সময় বার্গেসের ক্রুদের চোখে ধরা পড়বেই, কারণ প্রায় সারাক্ষণ পাস পাহারা দেয় ওরা। বার্গেস জানে র‍্যাঞ্চাররা ড্রাইভে যাওয়ার চেষ্টা চালাতে পারে, তাই আগে থেকে পাহারা বসিয়েছে। গত তিন মাসের মধ্যে তিন র‍্যাঞ্চার চেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি।

পাস পেরোনোই সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে।

'ড্রাইভের সাফল্যের ব্যাপারে আমি যথেষ্ট আশাবাদী,' বলল ক্লিণ্ট। 'যতটা কঠিন মনে হচ্ছে, আদপে তা হবে না। তবে কিছু গরু খোয়া যাবে, হয়তো প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। আমাদের কেউ কেউ মারাও পড়তে পারি। কিন্তু সবাই নিশ্চয়ই একমত হবে যে জর্জ বার্গেসের গ্রাস থামানোর এটাই একমাত্র উপায়।'

শ্রাগ করল পাবলো বিলিটো, মুখ কঠিন হয়ে গেছে। 'নিজের জায়গায় বেকার বসে অপেক্ষায় থাকার চেয়ে বরং লড়াই করে মরে যাওয়া ঢের সম্মানের। আমার এতটুকু আপত্তি নেই। যদি মারাও পড়ি, ধরে নেব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আর বন্ধু বা প্রতিবেশীদের উপকার করতে গিয়ে মারা গেছি। আমার কোন দুঃখ থাকবে না।'

উঠে দাঁড়াল ডাফি ওয়াটসন। 'তা হলে সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেল? উঠি তা হলে, অনেক কাজ বাকি। গোছগাছ করতে হবে।'

অন্যরাও উঠল। দরজার দিকে এগোল সবাই।

ক্লিণ্টের দিকে এগিয়ে এল মারিয়া রিভেরা। ছায়ার মত সঙ্গে লেগে আছে পল এস্তেবান।

'পল আর অন্য একজন তোমার সঙ্গে যাবে, *সেনর*,' জানাল মেয়েটা।

চিন্তিত দৃষ্টিতে ফোরম্যানের দিকে তাকাল ক্লিণ্ট। 'কিন্তু পল এস্তেবানের ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছি না, ম্যা'ম। অন্য কাউকে পাঠালে ভাল হয়।'

মুহূর্তে রেগে গেল লোকটা, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। কঠিন চাহনিতে ক্লিন্টকে বিদ্ধ করল সে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'অযথা ভয় পেয়ো না, *সেনর*। আমি তোমার সঙ্গে বেঈমানি করব না।'

'কথাটা সত্যি হলে বাঁচি! কিন্তু কোনভাবে যদি ড্রাইভের খবর মার্শাল বা রেমন হার্নান্দেজ পায়, তা হলে আমি তোমাকেই চেপে ধরব।'

'উঁহুঁ, অমন জঘন্য কাজ আমি করব না। মরে গেলেও না। ডন রিভেরা বা ওর মেয়ে যা নির্দেশ দেয়, তাই করি আমি। এটা আমার মর্যাদার প্রশ্ন।'

'বেশ, আমি তোমার মর্যাদাবোধের তারিফ করি, *সেনর*। তবে মিস্ রিভেরা যদি তোমার উপর যদি আস্থা রাখে, তা হলে তাই ধরে নেব, তোমাকে নিতে আর আপত্তি থাকবে না।'

'হ্যাঁ, ওকে বিশ্বাস করা যায়,' সাফাই গাইল মারিয়া, হাত বাড়িয়ে দিল ক্লিন্টের উদ্দেশে। '*বুয়েনা সুয়ের্টা, সেনর* হেডেন। আবার দেখা হওয়া পর্যন্ত ভাল থেকো।'

কোমল হাতটা নিজের মুঠিতে নিল ক্লিন্ট।

হ্যাঁ, সৌভাগ্যই এখন বেশি দরকার ওর। মারিয়া রিভেরার সঙ্গে আবার দেখা হোক, মনে-প্রাণে তাই আশা করছে। তবে সেটা হবে ড্রাইভের পর। আগামী চার-পাঁচদিনের মধ্যে কত কিছু ঘটতে পারে! শত অনিশ্চয়তা নিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে নিজেকে। ওর সাফল্যের উপর নির্ভর করছে বিশটা র‍্যাঞ্চের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ। এই মরিয়া চেষ্টা যদি বিফলে যায়, মনোবল বলতে কিছু থাকবে না এদের। নির্ঘাত তখন জর্জ বার্গেসের কাছে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে তল্লাট ছেড়ে যাওয়ার হিড়িক পড়ে যাবে।

তেরো

যেমন পরিকল্পনা করেছিল, একদিন পর ভোরে গরুর পাল নিয়ে যাত্রা করল ক্লিন্ট হেডেন। ওর সঙ্গে রয়েছে জিমি গিবস, ন্যাড়া মাথার বিল বায়ার আর কুক জেমস টার্বেল। রান্নার দায়িত্ব ছাড়াও র‍্যাঙ্গলারের কাজটাও সামাল দেবে টার্বেল।

সব গরু বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ওদেরকে চালনা করতে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ফ্লাশ ট্রিমেনের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণের ট্রেইলে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল, রক্তচোখের একটা লংহর্ন নেতৃত্বে চলে গেল। বেপরোয়া, মেজাজী এবং খেয়ালী। নিজের মর্জি মাফিক হেলে-দুলে এগোচ্ছে।

'না জানি কপালে কী আছে!' শঙ্কা প্রকাশ করল বায়ার। 'ওটা যতক্ষণ নেতৃত্বে থাকবে, সতর্ক থাকতে হবে।'

'স্বভাব খারাপ?'

'তা আর বলতে! খুবই বেয়াড়া, নীচ স্বভাবের বলদ। এরচেয়ে খারাপ হতে পারে না। মর্জি মাফিক চলতে অভ্যস্ত, একবার মাথায় কিছু ঢুকলে পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য। ধরো, ট্রেইল ছেড়ে জমির দিকে রওনা দিয়েছে, কোনভাবে ওকে ঠেকানো যাবে না। যাবেই যাবে। বাধা দিতে গেলে তেড়ে-ফুঁড়ে আসবে। জঘন্য মেজাজ!'

'প্রয়োজনে ওটাকে ঠেকাব আমরা—বুলেট দিয়ে,' নিস্পৃহ স্বরে ঘোষণা করল ক্লিন্ট। ড্রাইভের স্বার্থে যে-কোন ব্যাপারে শুরু থেকে আপসহীন। 'ঝামেলা করবে এমন গরু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাব না আমরা। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত ওটা

আমাদের মর্জিমাফিক চলবে, ততক্ষণ ওটাকে নিজের মত থাকতে দেব। কিন্তু যদি বেয়াড়া আচরণ শুরু করে, একেবারে জায়গায় ফেলে দেব।'

'উচিত কাজ হবে,' সন্তুষ্টি দেখা গেল বায়ারের চোখে, বোঝা গেল বলদটা আগেও ভুগিয়েছে ওদের। 'ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোব আমরা, পালটাকে বেড় দিয়ে থাকব?'

'হ্যাঁ। যতটা সম্ভব পালের কাছাকাছি থাকবে। গরুগুলোর মাঝে দূরত্ব যেন বেশি না-থাকে। কোন একটাকে পিছিয়ে পড়তে দেওয়া যাবে না। যেন দলছুট না-হয়। আমি একেবারে পিছনে, ড্র্যাগে*র দায়িত্বে থাকব। ধূসর বলদটা যতক্ষণ আমাদের পছন্দমত নেতৃত্ব দেবে, ততক্ষণ পয়েন্টে* কারও থাকার দরকার নেই।'

ধীর গতিতে এগোচ্ছে ক্লিন্ট, প্রথমে নাগাড়ে চলতে অনিচ্ছুক। সঙ্গত কারণও রয়েছে। চলার মধ্যে অভ্যস্ত হোক গরুগুলো, তা হলে পরে গতি বাড়ালেও সমস্যা হবে না। তা ছাড়া, সবে রেঞ্জ অর্থাৎ তৃণভূমি ছেড়ে রুক্ষ ট্রেইলে চলে এসেছে, বেশিরভাগ গরু এগোতে অনিচ্ছুক; এ অবস্থায় গতি বাড়াতে গেলে হিতে বিপরীত হবে, দলছুট হয়ে পড়বে অনেক গরু।

দুপুর নাগাদ এনরিক রিভেরার লেযি-আর রেঞ্জে ঢুকে পড়ল ওরা। একটু পর দুই ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল ওদের দিকে। মারিয়া রিভেরা আর পল এস্তেবান।

'তোমাদের স্টক তৈরি আছে?'

পাহাড়ের কোলে পুকুরের দিকে ইশারা করল মেয়েটা। প্রায়

---

* ড্র্যাগ: গরুর পালের একেবারে পিছনের অংশ, যেখানে এগোতে অনিচ্ছুক গরুকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়

* পয়েন্ট: গরুর পালের সম্মুখভাগ, যেখান থেকে পালের নেতৃত্ব দেওয়া হয়

শ'খানেক গরু দু'জন কাউবয়ের তত্ত্বাবধানে ওদের পালের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

'মিনিট কয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবে,' জানাল মারিয়া। 'পলের কাছে বিল অভ সেল আর প্রত্যয়ন পত্র আছে যা দিয়ে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে ও।'

'দারুণ! সবকিছু তৈরি রাখার জন্য ধন্যবাদ। এখন পর্যন্ত ভালই এগিয়েছি আমরা, কোন সমস্যা হয়নি।'

লেযি-আরের গরু মূল পালের সঙ্গে মিশে গেল একটু পর, দাঁড়িয়ে থেকে দেখল ওরা। 'এরপর ওয়াটসনের পালা,' মৃদু স্বরে বলল ক্লিন্ট।

ডান দিকে দিগন্তের কাছে উড়ন্ত ধুলো দেখাল এস্তেবান। 'ডাফি ওয়াটসন ভোর থেকে কাজে নেমে পড়েছে, তৈরি আছে ওর সব গরু। ট্রেইলের দিকে এগোচ্ছে। সম্ভবত বিলিটোর র‍্যাঞ্চে আমাদের ধরে ফেলবে সে। তুমি অনুমতি দিলে আমি এগিয়ে যাই, *সেনর*, দেখা দরকার পাবলো ওর পাল নিয়ে তৈরি হয়েছে কি-না। তাগাদা দিলে সময় বাঁচবে।'

দীর্ঘ একটা মিনিট ভ্যাকুয়েরোর গাঢ় মুখ নিরীখ করল ক্লিন্ট, মনে সন্দেহের দোলচাল চলছে, কিন্তু মুখে তার কিছুই প্রকাশ পেল না।

'আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,' নিচু স্বরে বিড়বিড় করল মারিয়া রিভেরা। 'পলের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি তোমাকে। ও কোন ঝামেলা করবে না। আমার মুখের কথা কি যথেষ্ট নয়?'

'নিশ্চয়ই! যাও, এস্তেবান।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে দুলকি চালে এগোল ভ্যাকুয়েরো, একটু পর দূরে মিলিয়ে গেল, ছোট হয়ে আসছে তার কাঠামো। দু'জনেই সেদিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর একসময় তাপতরঙ্গের আড়ালে ভ্যাকুয়েরোর অবয়ব হারিয়ে যেতে ক্লিন্টের দিকে ফিরল মারিয়া।

'তুমি দেখছি খুবই অবিশ্বাসী মানুষ, *সেনর* শটগানার,' মন্তব্য করল মেয়েটি, কণ্ঠে সমালোচনার সুর। 'কাউকে বিশ্বাস করতে চাও না। না জানি তোমার বউকেও করো কি-না।'

হো হো করে হেসে উঠল ক্লিন্ট, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। এভাবে খেয়ালী হয়ে ওঠা ঠিক হচ্ছে না, বিশেষ করে অন্য ক্রুদের উপস্থিতিতে। শ্রাগ করে ব্যাখ্যা দিল: 'ঠেকে শিখেছি, ম্যা'ম। এই কঠিন দেশে অযথা ঝুঁকি নিলে কখনও কারও মঙ্গল হয় না, বরং নিশ্চিন্ত হওয়ার খাতিরে সবাই একটু-আধটু অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তাতে উপকারই বেশি। এই পালের ব্যাপারে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হচ্ছে, কারণ এতে বহু মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে।'

'বুঝেছি,' আন্তরিক স্বরে বলল মারিয়া, ক্লিন্টের উদ্দেশে হাসল। 'পাবলো বিলিটোর র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে যাই?'

'নিশ্চয়ই! তুমি সঙ্গে থাকলে ভালই লাগবে আমাদের।'

আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল মারিয়া, কালো মেয়ারকে দুলকি চালে ছুটিয়ে পালের অন্য পাশে চলে গেল।

গরুর পালের উপর ধুলোর আস্তর একটা চাদরের মত বিছিয়ে আছে। ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিল ক্লিন্টকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গরুর সংখ্যা বাড়বে, ধুলোও বাড়বে। একইসঙ্গে ক্রমে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। বিকাল নাগাদ স্যাডলরক থেকে উড়ন্ত ধুলো চোখে পড়ে যাবে।

আপাতত কিছুই করার নেই। পরিস্থিতি মেনে নিতে হবে। যা হওয়ার হবে। তবে একবার সিলভার ফ্ল্যাট পর্বতশ্রেণীর কোলে চলে যেতে পারলে আর দূর থেকে ধুলো চোখে পড়বে না, পাহাড়ের পটভূমিতে হারিয়ে যাবে।

নির্দিষ্ট জায়গায় নিজস্ব স্টক নিয়ে অপেক্ষায় ছিল ওয়াটসন আর বিলিটো। যার যার র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসার পর

সাধারণ ট্রেইল ধরে একত্রে এগিয়েছে ওরা। মিনিট কয়েকের মধ্যে পালে মোট গরুর সংখ্যা সাড়ে সাতশোয় দাঁড়িয়ে গেল। আরও কয়েক র‍্যাঞ্চ বাকি। স্টক সংগ্রহ শেষ হওয়ার পর সংখ্যাটা হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

'তাগাদার মধ্যে রাখো ওদের! দলছুট হতে দিয়ো না!'

পালের চারপাশে চক্কর দিল ক্লিন্ট, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ক্রুদের। ফ্লাশ ট্রিমেনের পিচফর্ক র‍্যাঞ্চ থেকে যাত্রা করার পর এখন পর্যন্ত ভালই এগিয়েছে, নির্ঝঞ্ঝাট কেটেছে সময়–কোনরকম ঝামেলা হয়নি; স্বাভাবিকের চেয়ে ঢের গতিতে এগিয়েছে গরুর পাল। একই গতি ধরে রাখতে ইচ্ছুক ক্লিন্ট।

পরস্পরের গা ঘেঁষে এগোচ্ছে গরুর পাল। রাইডারদের তাড়া খেয়ে বাধ্য হচ্ছে দ্রুত গতিতে এগোতে। দু'পাশ থেকে তাগাদায় রেখেছে ওরা। ওয়াটসন আর বিলিটো চমৎকার কারিশমা দেখিয়ে চলেছে, গরুগুলোকে তাড়ার মধ্যে রেখেছে, তাই পিছিয়ে পড়ার মওকা পাচ্ছে না।

হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে পাল থেকে সরে গেল মারিয়া রিভেরা, পাবলো বিলিটোর র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল। মাঝপথে যাওয়ার পর ঘোড়া থামিয়ে ফিরে তাকাল, হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল রাইডারদের।

পাল্টা হাত নেড়ে বিদায় জানাল ক্লিন্ট, মেয়েটিকে চলে যেতে দেখল। অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। ক্লিন্টের বিশ্বাস শুধু বেসিন নয়, পুরো কাউন্টিতে অদ্বিতীয়া। রেঞ্জে চলাচল করতে অভ্যস্ত মারিয়া, অথচ আশ্চর্য কমনীয় ত্বক। রোদপোড়া চামড়ায় ওর সৌন্দর্য যেন আরও প্রস্ফুটিত হয়েছে। তবে একইসঙ্গে দারুণ রহস্যময়ও। প্রায় দুর্বোধ্য ঠেকছে ক্লিন্টের কাছে।

মেরি কেলসির চেহারা ভেসে উঠল মানসপটে। মনে পড়ল আঙিনায় দাঁড়িয়ে ওকে বিদায় দেওয়ার কথা, অনেকক্ষণ ধরে হাত নাড়ছিল মেরি। কত সহজে সবকিছু পাল্টে যায়! আনমনে,

তিক্ততার সঙ্গে ভাবল ক্লিন্ট। ওর জন্য অপেক্ষায় থেকেছে বেচারী, আশায় থেকেছে, কিন্তু একসময় নিরাশ হয়েছে। শেষে, বাধ্য হয়ে অন্য একজনকে বেছে নিয়েছে।

জীবন থেমে থাকে না। কারও জন্য কিছু আটকেও থাকে না। এটাই বাস্তবতা। দুর্দিনে এটাই কর্তব্য ছিল মেরি কেলসির, তাই করেছে সে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তবে ক্লিন্টের অপরাধবোধ তাতে কমেনি, বরং বেড়েছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্ছেদের মূলে দায় রয়েছে ওর। মেরির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত ছিল; নিজস্ব পরিকল্পনা খোলসা করতে পারত। কিন্তু তাতেও যে মেরি এতদিন ধরে ওর জন্য অপেক্ষায় থাকত, তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ বাবার মৃত্যুর পর চরম দুঃসময় কেটেছে ওদের। একদিকে র‍্যাঞ্চ সামলানো, অন্য দিকে কোম্পানির চাপ। ক্লিন্টের পক্ষ থেকে যোগাযোগ না-করায় বিকল্প পথটাই বেছে নিয়েছে মেরি।

পরিস্থিতির বিচারে সেটাই স্বাভাবিক ও কর্তব্য ছিল।

বিকাল নাগাদ গতি কমে এল পালের। স্বাভাবিক। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গরুগুলো। ভোর থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুতগতিতে টানা ছুটে এসেছে। প্রায় আটশো গরুর পালকে একত্রে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে জিমি গিবস আর অন্য ক্রুরা। বিচিত্র একেকটার চেষ্টা–কোনটা পালের কিনারা থেকে চট করে সরে যাচ্ছে, আবার কখনও পিছিয়ে পড়ছে, কখনও ঝোপঝাড় দেখে হুট করে ছুট দিচ্ছে।

চলার পথে ক্লিন্টের পাশে চলে এল ডাফি ওয়াটসন। ধুলো আর ঘামের আস্তর পড়ে গেছে তার মুখে, যেন ধুলোর মিহি ঢালাই! 'এই হতচ্ছাড়াগুলোকে কতদূর খেদিয়ে নিতে হবে?' উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল সে। 'সবগুলোকে একসঙ্গে রাখতে কী না করেছি! মাথা খারাপ করে দিচ্ছে সবার।' অধৈর্য চাহনি বলে দিচ্ছে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তার।

'মেয়ারের র‍্যাঞ্চে আমরা পৌঁছার পর তুমি বাড়ি চলে যেয়ো,' মৃদু স্বরে বলল ক্লিন্ট।

'বলো কী! খোদা! মেয়ারের র‍্যাঞ্চ তো আরও তিন ঘণ্টার পথ!' আঁতকে উঠল ওয়াটসন।

'জানি!' পাল্টা কঠিন স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'তবে তিন ঘণ্টা আর পাঁচ ঘণ্টা যাই হোক, ওখানেই থামব আমরা। যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে চাই। তোমাকে হয়রান করার উদ্দেশ্য নেই আমাদের।'

মাথা নাড়ল ওয়াটসন, পুরো পালের উপর একবার চিন্তিত দৃষ্টি বুলিয়ে ক্লিন্টের দিকে ফিরল। শ্রাগ করে বলল, 'বেশ, তাই হবে। তুমি হচ্ছ বস্!' বলে ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল।

নিচু একটা রীজ পাড়ি দিয়ে ওপাশে চোখ পড়তে জো মেয়ারের র‍্যাঞ্চ হাউস চোখে পড়ল ওদের। তখন অন্ধকার নামব নামব করছে। আরও দুই র‍্যাঞ্চার সহ স্টক নিয়ে অপেক্ষায় ছিল জো মেয়ার। ওদের দেখে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

কিছুটা পশ্চিমে এমিলিও টোরালের বাথান, আর তারও পরে রুডলফো ফিয়েরোর। গরু নিয়ে দু'জনেই এগিয়ে এসেছে।

'অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছ, দোস্ত,' খুশি খুশি কণ্ঠে বলল মেয়ার। 'বলদগুলোর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কেমন লোকের পাল্লায় পড়েছে! ব্যাটাদের জিভ বেরিয়ে গেছে। সত্যি কথা হচ্ছে, ভাবিইনি সকালের আগে পৌঁছবে তোমরা।'

'শুরুটা ভাল হয়েছিল, তা ছাড়া পথে কোন ঝামেলা করেনি গরুগুলো,' বলল ক্লিন্ট। 'চারপাশে বেড়া বা বাধা আছে এমন খোলা জায়গা পাওয়া যাবে আশপাশে?'

'দক্ষিণে মাইল খানেক গেলে তেমন একটা জায়গা পাওয়া যাবে। গুটিকয়েক গাছ আর পানির উৎসও আছে। যদ্দূর মনে হচ্ছে ওটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা।'

'শুনে ভালই তো মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল ক্লিন্ট, সিদ্ধান্ত

নিয়ে ফেলেছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে পালের একপাশে থাকা পল এস্তেবান আর ডাফি ওয়াটসনের কাছে চলে এল। 'আরও এক মাইল যেতে হবে। মেয়ার বলছে ভাল একটা জায়গা আছে। পানি বা ঘাস পাওয়া যাবে। কথাটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা দিল দু'জন। ধুলোর মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল একটু পর। গরুগুলো এখন হাঁকডাক ছাড়ছে, প্রতি পদক্ষেপে প্রতিবাদ করছে। সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জীবনেও বোধহয় একদিনে এত পথ চলেনি। মুহূর্তের জন্যও মনোযোগ সরায়নি রাইডাররা, কাজে নিবেদিতপ্রাণ ও আন্তরিক সবাই, কোন একটা গরু দলছুট বা সরে পড়তে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে খেদিয়ে পালে ঢুকিয়ে দিয়েছে। চেঁচিয়ে, ল্যাসো দিয়ে পিটিয়ে বা ধাক্কা দিয়ে বাধ্য করেছে।

ধীর গতিতে এগোতে থাকল পাল। তবে মিনিট কয়েক পর আর কসরৎ করতে হলো না। পানির গন্ধ পেয়ে গেছে! নিজ থেকে মহা উৎসাহে এগিয়ে যাচ্ছে। বরং কে কার আগে ছুটে যাবে, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

চোদ্দ

'হোসে স্যাণ্ডোভাল, হার্নান বিসকো আর মেডোরো ডায়াজের স্টক সংগ্রহ করতে বাকি এখনও,' কড়া, কালো কফিতে চুমুক দেওয়ার সময় বলল ক্লিন্ট হেডেন। খাওয়া-দাওয়ার পর, ঝর্নার লাগোয়া ক্যাম্পে আগুনকে ঘিরে বসে আছে ওরা—ওয়াটসন, মেয়ার সহ বেশ কয়েকজন।

'আমার মতে নাক বরাবর দক্ষিণে ডায়াজের র‍্যাঞ্চের

উদ্দেশে এগোনো উচিত,' খেই ধরল ক্লিন্ট। 'স্যাণ্ডোভাল আর বিসকোর র‍্যাঞ্চ যেহেতু ডায়াজের র‍্যাঞ্চের পশ্চিমে, তাই দু'জনেই ডায়াজের রেঞ্জে গরু নিয়ে আসবে। তা হলে তিন র‍্যাঞ্চের গরু একসঙ্গে পেয়ে যাব আমরা।'

'তারপর, সব গরু পালে নেওয়া হয়ে গেলে, পুবে মোড় নেব আমরা?' জানতে চাইল ডাফি ওয়াটসন।

'সরাসরি টেণ্ট রক ক্যানিয়নের দিকে এগোব।'

কেতলি থেকে নিজের মগ আবার ভরে নিল জো মেয়ার। 'কোন ঝামেলা ছাড়া যদি ক্যানিয়ন পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, আমার ধারণা ক্যানিয়নও তা হলে পেরিয়ে যেতে পারব।'

'আগে-পরে যখনই হোক, কোম্পানির ভাড়াটে লোকজন যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের বাধা পেরিয়ে যেতে হবে,' বলল ক্লিন্ট। 'যত চেষ্টাই করুক ওরা, ওদের সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।'

'তারমানে গোলাগুলি করতে হবে।'

'শুধু আশাই করতে পারি যে অমন কোন পরিস্থিতিতে পড়ব না, তবে সত্যি কথা বললে উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু একটা বড় সুবিধা আছে আমাদের, রেড বার্টসনের র‍্যাঞ্চে থাকা বার্গেসের লোকজন জানে না ড্রাইভের খবর, যদি না বেঈমানি করে খবরটা কেউ তাদের পৌঁছে দেয়। এজন্যই এত গোপনীয়তা বজায় রাখতে জোর দিয়েছিলাম। ওরা আগে থেকে জেনে গেলে স্রেফ ফাঁদে গিয়ে পড়ব, কোনভাবে গরুর পাল রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু যদি এ-ব্যাপারে একেবারে অবগত না-থাকে, চমকের সুবিধা নিয়ে হয়তো ক্যানিয়ন পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

'তবে আরও কয়েকজনের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। জর্জ বার্গেস, মার্শাল বার্নারি এবং হার্নান্দেজ। এরা প্রত্যেকে ড্রাইভের স্বার্থে আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

বিশেষ করে হার্নান্দেজ খুবই খতরনাক লোক। নিজের নাক কেটে হলেও অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার মানসিকতা ওর বহুদিনের।'

আগুনের ওপাশে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসেছে পাবলো বিলিটো। এমনিতে স্বল্পভাষী, ড্রাইভে যোগ দেওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। তবে খুব পরিশ্রমী লোক। কোন কাজে গাফিলতি নেই। যাই করবে, শতভাগ উজাড় করে দেবে।

'ঠিকই বলেছ,' মৃদু স্বরে একমত হলো বিলিটো, কফির কাপে চুমুক দিল। 'ড্রাইভের খবর জানতে পারলে আমাদের আটকে দেওয়ার চেষ্টা করবে হার্নান্দেজ। কারও বিরোধিতা করার জন্য ওর কাছে শত্রু হওয়া লাগে না, স্রেফ ওর মনের ইচ্ছেই যথেষ্ট। জটিল লোক। গ্রিংগোদের বিশ্বাস করে না বলে সবকিছুতে নাক সিঁটকায়, দোষ ধরে। ওর মতে গ্রিংগো বা অ্যাংলোদের মধ্যে ভাল কোন লোক নেই, শুধু বদলোকই জন্মায়।'

'পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ মানুষের মত ভাবনা নয় এটা,' আপত্তির সুরে মন্তব্য করল ডাফি ওয়াটসন। 'আমার তো মনে হয় ব্যাটা অসুস্থ। পাগলামির চিকিৎসা করা দরকার ওর।'

'ওর চিকিৎসার একটা উপায় অবশ্য আছে আমাদের হাতে,' বলল জো মেয়ার। 'ড্রাইভটা যদি সফল করতে পারি, নিশ্চয়ই ওর ভুল ধারণা ভেঙে যাবে।'

'কিন্তু আমরা যদি সফল না হই?' জানতে চাইল ওয়াটসন।

'তা হলে বেসিনের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাবে,' বলল ক্লিন্ট। 'এরচেয়ে খারাপ কখনও ছিল না। সব হারানোর বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ঠিক এজন্যই যে-কোন মূল্যে আমাদের সফল হতে হবে।' উঠে দাঁড়াল ও। 'শুয়ে পড়ব। অযথা রাত জাগার মানে নেই। পাহারা যাদের নেই, জলদি শুয়ে পড়ো।

কাল আবার কঠিন একটা দিন যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়ার। 'দ্বিতীয় পালায় আমার সঙ্গে পাহারায় থাকছে কে?'

'বিলিটো, বায়ার আর ফিয়েরো,' জবাবে জানাল ক্লিন্ট। 'আর শেষ রাতে থাকবে এস্তেবান, গিবস এবং আমি।'

পুরো পালের উপর দৃষ্টি চালাল ডাফি ওয়াটসন। 'আশা করি সারা রাত এমন শান্ত থাকবে ওরা। বাতাসে অবশ্য বৃষ্টির আভাস পাচ্ছি।'

'এমন ক্লান্ত ওরা!' তর্ক করল মেয়ার। 'বৃষ্টি কেন, বজ্রপাত হলেও মনে হয় না নড়বে। পেটপুরে ঘাস-পানি খাওয়ার পর মড়ার মত ঘুমাচ্ছে। কোন দিকে তাকানোর ফুরসত নেই ওদের।'

রাতটা সত্যি নির্বিঘ্নে কাটল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল গরুর পাল। খুবই ধীর গতিতে, কারণ ঘাস-পানি ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক ওরা। রাইডারদের গলদঘর্ম হতে হচ্ছে ওদের ট্রেইলে নিয়ে যেতে। বেশ কয়েকটা বলদ গোঁ ধরে থাকল—নড়বে না, মাথা নিচু করে প্রতিবাদ করল, ছুটে চলে যেতে চাইল পানির কাছে...চাবুকের মত ল্যাসো চালাচ্ছে রাইডাররা, পিটিয়ে, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে অবাধ্য গরুকে, গালাগাল করছে সমানে। রাইডারদের ধৈর্য আর ক্রমাগত প্রচেষ্টার কাছে একসময় হার মানল সব গরু।

প্রায় মাঝ-দুপুরে ডাফি ওয়াটসনকে নিয়ে এগিয়ে গেল ক্লিন্ট। সামনে মেডেরো ডায়াজের র‍্যাঞ্চ। ঢাল পেরিয়ে ওপাশের তৃণভূমির দিকে চোখ পড়তে করালে অনেক গরু চোখে পড়ল।

'ডায়াজরা মনে হচ্ছে তৈরিই আছে,' মন্তব্য করল ওয়াটসন। 'কী ঠিক করেছ, রাতের জন্য এখানে থামবে নাকি এগিয়ে যাবে?'

'আরও কয়েক ঘণ্টা দিনের আলো থাকবে,' জবাবে বলল

ক্লিন্ট। 'এই ফাঁকে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাব আমরা। টেন্ট রক ক্যানিয়নের পুবের ট্রেইলটা চেনা আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। এখান থেকে নাক বরাবর দুই মাইল।'

'এখন থেকে পালের পয়েন্টে থাকবে তুমি। পুবে মোড় নিয়ে ওই ট্রেইলে ঢুকে যেয়ো। লীডার বলদকে সামলাতে সমস্যা হলে কাউকে ডেকে নিয়ো।'

'তার দরকার হবে বলে মনে হয় না। এখন পর্যন্ত তেমন কোন সমস্যা করেনি ওটা। আমাদের আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণ করেছে ব্যাটা।'

ট্রেইলের ধারে ডায়াজের র‍্যাঞ্চ হাউস। নিচু অ্যাডোবি দালান, প্লাস্টার করা হয়নি। লাগোয়া করালে আটকে রাখা হয়েছে সব গরু। ক্লিন্ট খেয়াল করল স্যাণ্ডোভাল আর বিসকোর গরুও আছে এখানে। বাড়ির সামনের হিচর‍্যাকে স্যাডল পরানো চারটা ঘোড়া রয়েছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'ডায়াজ কোন্ চুলোয় গেছে?' ত্যক্ত স্বরে বিড়বিড় করল ওয়াটসন, তারপর চেঁচিয়ে ডাকল র‍্যাঞ্চারকে, ক্লিন্টকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। 'এতক্ষণে তো ওর বেরিয়ে এসে করাল থেকে গরু বের করার কথা।'

'কিছু একটা সমস্যা আছে,' বলল ক্লিন্ট। 'চলো, দেখি।'

হিচর‍্যাকের সামনে থেমে স্যাডল ছাড়ল ওরা। হোল্ডিং প্যানে আটকে রাখা গরুগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডাফি ওয়াটসন, তারপর হেঁটে চলে গেল সেদিকে। ভাল করে দেখবে।

'স্যাণ্ডোভাল আর বিসকোর কিছু গরু দেখতে পাচ্ছি,' চেঁচিয়ে জানাল সে। 'তারমানে এখানে বা ধারে-কাছে কোথাও আছে ওরা। অন্তত ছিল। অথচ দেখতে পাচ্ছি না! ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগছে না।'

কিছু না বলে দরজার দিকে এগোল ক্লিন্ট। করাঘাত করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। মেডেরো ডায়াজ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল ক্লিন্টের দৃষ্টি, আধো-অন্ধকার ঘরে আরও তিনজন লোককে দেখতে পেল।

'জলদি করো,' র‍্যাঞ্চারকে বলল ক্লিন্ট। 'তোমার সব গরু পালের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও। সন্ধের আগে আরও কয়েক মাইল পথ এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে আমাদের।'

দ্বিধা ফুটে উঠল ডায়াজের মুখে, কী যেন ভাবল। শেষে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল সে, ক্লিন্টের দিকে না-তাকিয়ে বলল: '*সেনর*, আমরা তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না।'

'কেন, কী হয়েছে?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল ক্লিন্ট। 'গরু জমা করেছ তুমি, সবকিছু তৈরি রেখেছ। স্যাণ্ডোভাল আর বিসকোও আছে এখানে। ওদের গরুও আছে। কেন তা হলে মত পাল্টে গেল তোমার?'

'আমার কারণে, ক্লিন্ট হেডেন,' ঘরের আরও ভিতর থেকে ভেসে এল রেমন হার্নান্দেজের ভরাট কণ্ঠ।

প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা বোধ করল ক্লিন্ট। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল, পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল মেডেরো ডায়াজকে। এদিকে ডাফি ওয়াটসন চলে এসেছে, ক্লিন্টের পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ল কামরায়।

'এখানে কী করছ তুমি, রেমন?' রাগ সামলে নিয়ে জানতে চাইল ক্লিন্ট।

'জাতভাইদের ভালমন্দ দেখতে এসেছি, খোঁজখবর নিতে এসেছি,' শান্ত স্বরে বলল হার্নান্দেজ। 'এখন তোমার আসল রূপ জানতে পেরেছে ওরা। তাই তোমার বদ মতলবের সঙ্গে জড়াবে না বলে ঠিক করেছে।'

সবিস্ময়ে ক্লিন্ট দেখল একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে তার হাতে, ওটার কালো নল চেয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু ড্রাইভের খবর কীভাবে জানতে পারল সে? নির্ঘাত পল এস্তেবানের কাজ!

আর কেউ না হয়ে যায় না। জঘন্য বেঈমান!

তিন র‍্যাঞ্চারকে সময় নিয়ে দেখল ক্লিন্ট, উদ্যত পিস্তল গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু তিনজনই সরাসরি ওর দিকে তাকাল না, এড়িয়ে গেল ওর ক্ষুব্ধ, অভিযোগ মাখা চাহনি।

শেষে রেমন হার্নান্দেজের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'তোমার মত বেকুব লোক আর নেই, রেমন। জানি না তুমি এদের কী বলেছ, কিন্তু আমার মতলবে অ্যাংলোদের চেয়ে কোন অংশে কম উপকার হবে না এদের। সবার ভালর জন্যই এ দুঃসাহস করেছি আমরা। জর্জ বার্গেসের সঙ্গে লড়তে হলে নগদ টাকার বিকল্প নেই, আর নগদ টাকা পেতে হলে গরু বিক্রি করতে হবে।'

'আমি ওদের বলেছি যে আর যাকেই করো অন্তত তোমাকে যেন বিশ্বাস না করে, ঠকতে হবে তা হলে,' ঝামটে উঠল রেমন হার্নান্দেজ, হুমকির ভঙ্গিতে পিস্তল নাচাল। 'কারণ, আমার ধারণা তুমি কোম্পানির ভাড়াটে লোক...'

'মিথ্যা বলেছ ওদের!' কর্কশ স্বরে বলল ক্লিন্ট। ডায়াজের দিকে ফিরে বলল, 'ওর কথা শুনলে নির্ঘাত বিপদে পড়বে তুমি, সর্বস্ব হারাবে।'

শ্রাগ করল র‍্যাঞ্চার। 'শুনেছি তুমি হুয়ান মোরালেসকে খুন করেছ।'

'ফ্লাশ ট্রিমেনের র‍্যাঞ্চে সেদিন সন্ধেয় সবকিছু খুলে বলিনি তোমাদের? আমি মোরালেসকে খুন করিনি। আমি যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সম্ভবত ততক্ষণে খুন হয়ে গিয়েছিল ও। জানি না খুনটা কে করেছে, তবে আশা করছি ড্রাইভ শেষ হওয়ার আগেই জেনে যাব।'

ক্লিন্টকে সরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল ডাফি ওয়াটসন। 'ভুল লোকের পরামর্শ শুনছ তোমরা,' থমথমে মুখে বলল সে। 'বোকার হদ্দ! অকৃতজ্ঞ! আরে, আমাদের এমন মহা বিপদের সময়, যখন জর্জ বার্গেসের সঙ্গে লড়াই করার মত পুঁজি দূরে

থাক, মানসিকতা বা আত্মবিশ্বাস ছিল না কারও, তখনই চমৎকার একটা আইডিয়া নিয়ে এল ক্লিন্ট হেডেন। ড্রাইভের প্রস্তাব করল। বিপদ সামলে ওঠার জন্য এরচেয়ে ভাল উপায় আর হতে পারে না।

'আমার মন বলছে আমরা সফল হব। সত্যি সত্যি টেন্ট রক ক্যানিয়ন পাড়ি দিয়ে রেলরোডে পৌঁছে যাব পাল নিয়ে। যদি নাও পারি, শুধু শুধু বসে না-থেকে চেষ্টা তো করা হবে। লড়াই করতে করতে মরব না হয়!

'সফল হলে বার্গেসকে মুখের উপর বলে দেব—গোল্লায় যাও তুমি। যা ইচ্ছে করতে পারো, আমরা নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছি না! কিন্তু ওই সাফল্যের পূর্বশর্ত হচ্ছে ড্রাইভে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। কয়েকজন হলে হবে না। সবাই একাট্টা থাকতে হবে। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, বাইরে গিয়ে এমিলিও টোরাল, পাবলো বিলিটো বা রুডলফো ফিয়েরোর সঙ্গে কথা বলো। ড্রাইভের সঙ্গে আছে ওরা। এতক্ষণে বোধহয় তোমার র‍্যাঞ্চের সীমানায় পৌঁছেও গেছে।'

'তাই?' চালিয়াতি হাসি ফুটল রেমন হার্নান্দেজের মুখে। 'বেশ তো, কথা বলব ওদের সঙ্গে। মজার ব্যাপার কী জানো? আমার সঙ্গে কথা হলে ওরাও মত পাল্টে ফেলবে। যখন ক্লিন্ট হেডেনের আসল উদ্দেশ্য জানতে পারবে, পাল থেকে নিজেদের গরু সরিয়ে নেবে ওরা।'

ফের তিন র‍্যাঞ্চারকে দেখল ক্লিন্ট। 'তোমরা তা হলে ভাবছ আমি তোমাদের সঙ্গে চালাকি করছি, শেষে বেঈমানি করব?'

অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে দাঁড়াল পাবলো বিলিটো। 'আমরা তোমাকে চিনি না, *সেনর*। তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে ভাল কিছু নেই বললে চলে। হার্নান্দেজ হলফ করে বলেছে একসময় ল্যাণ্ড কোম্পানির হয়ে কাজ করেছ তুমি।'

'ও খুব ভাল করে জানে কেন কোম্পানির হয়ে কাজ

করেছি,' জবাবে বলল ক্লিন্ট। 'আর সেটা মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আমার ভাইয়ের খুনীকে খুঁজে বের করার জন্য কোম্পানির চাকুরি নিয়েছি তখন, কারণ ওদের একজনের হাতে খুন হয়েছিল আমার ভাই। তারপর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চারদের পক্ষে হেনরি কলিন্সের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এসব বলেনি তোমাদের?'

'বলেছে, তবে এসব নাকি তোমাদের মধ্যে বনিবনা হয়নি বলে ঘটেছে। হার্নান্দেজের মতে তুমি চোরের উপর বাটপারি করতে চেয়েছিলে বলে কলিন্সের সঙ্গে বেধে গিয়েছিল।'

হার্নান্দেজের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'রেমন হার্নান্দেজ একটা জঘন্য মিথ্যুক! কথাটা ওর মুখের উপর বললাম। প্রায় সব ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে মিথ্যে বলেছে ও। যাক্‌গে, আগের কথা বাদ, এখন তোমাদের খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বুঝতে হবে জর্জ বার্গেসের বিরুদ্ধে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি আমি।'

'এখান থেকে কোথাও যেতে পারবে না তুমি, ক্লিন্ট হেডেন,' মৃদু স্বরে বলল হার্নান্দেজ, ক্লিন্টের অভিযোগকে আমলে নিল না। আবার অস্বীকারও করেনি। 'তোমাকে ধরে স্যাডলরকে নিয়ে যাব, তারপর মার্শালের হাতে তুলে দেব...'

'গোল্লায় যাও তুমি!' অধৈর্য স্বরে চিৎকার করল ক্লিন্ট। ইচ্ছে করছে আচ্ছামত পেটায় ব্যাটাকে, বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে।

হাত দিয়ে ঠেলে হার্নান্দেজের পিস্তল সরিয়ে দিল ও। ওকে এগোতে দেখেই ট্রিগার টেনে দিয়েছে সে। বদ্ধ ঘরে পিস্তলের শব্দ ভয়াবহ শোনাল। ভাগ্যিস, পিস্তল সরিয়ে দিতে পেরেছিল ক্লিন্ট, নইলে ঠিক ওর গায়ে বিঁধত। খুনে আক্রোশ নিয়ে মেঝেয় বিঁধল গুলি।

মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল ক্লিন্টের। হার্নান্দেজের উপর চড়াও

হলো। দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল তাকে।

দেয়ালের উপর গিয়ে পড়ল স্পেনিয়ার্ড। মোক্ষম একটা ঘুসি এবার তার চোয়ালে বসিয়ে দিল ক্লিন্ট। এক ঘুসিতে কুপোকাত হয়ে গেল সে। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল, তারপর দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেছে চাহনি।

জ্বলন্ত চোখে অন্যদের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'একটা কথা শুনে নাও, ইচ্ছে থাকুক বা না-থাকুক, তোমরা ড্রাইভে যাচ্ছ—এটাই হচ্ছে আসল কথা!' নিচু, কিন্তু তপ্ত কণ্ঠে বলল ও। 'হয়তো আমার সাহায্য তোমরা চাও না, তবে না-চাইলেও পেয়ে যাবে, কারণ তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি সব গরু ড্রাইভে নিয়ে যাচ্ছি!'

উত্তরের অপেক্ষা করল না ও, ঝট করে ওয়াটসনের দিকে ফিরল। 'ডাফি, দু'তিনজনকে নিয়ে করালে চলে যাও তো। ওদের সব গরু পালে ঢুকিয়ে ফেলো। আমি এদিকটা দেখছি।'

ঘুরেই ছুটল ওয়াটসন। এক মুহূর্তও দেরি করল না। জানে ইতোমধ্যে মূল্যবান কয়েক মিনিট দেরি করে ফেলেছে।

ডায়াজ আর অন্যদের মুখোমুখি হলো ক্লিন্ট। 'তোমাদের ঘোড়া তৈরি করা আছে, ড্রাইভে যাওয়ার সব আয়োজনও চূড়ান্ত করে ফেলেছিলে। এখন দুটো রাস্তা আছে তোমাদের সামনে। হয় ড্রাইভে যাবে আমার সঙ্গে—সেক্ষেত্রে কথা দিতে হবে ঝামেলা করতে পারবে না এবং মাঝপথে ফিরে আসতে পারবে না; নয়তো তোমাদের হাত-পা বেঁধে চাক ওয়্যাগনের পাটাতনে ফেলে রাখব। কোন্‌টা ঠিক করবে, তোমাদের মর্জি। সময় বেশি নেই, জলদি!'

মুহূর্ত কয়েকের নীরবতা। তারপর ডায়াজ বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি, *সেনর*, ড্রাইভে যাব এবং কোনরকম গোলমাল করব না।'

'আমিও,' বলল হার্নান বিসকো।

স্যাণ্ডোভালের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'তুমি কী করবে?'

'উঁহু, যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল সে। 'তবে এও বুঝে গেছি হার্নান্দেজের কথাই ঠিক: তুমি আসলে পুরোদস্তুর ঝামেলাবাজ মানুষ। তুমি থাকলে ঝামেলা হতে বাধ্য। কিন্তু পরিস্থিতি আমার অনুকূলে নেই। তাই আপাতত তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। তবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম।'

মাথা ঝাঁকাল ক্লিন্ট। 'ভাল। এখন বোধহয় একে অন্যকে বুঝতে পারছি আমরা।'

'ওকে কী করবে?' জানতে চাইল স্যাণ্ডোভাল, মেঝেয় বসে থাকা স্পেনিয়ার্ডের দিকে ইশারা করল। 'খুন করে ফেলবে?'

শয়তানি হাসি ফুটল ক্লিন্টের মুখে। 'আমার ব্যাপারে ও যাই বলে থাকুক, কিন্তু আমি খুনী নই। হ্যাঁ, বন্দী হিসাবে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আর ড্রাইভ শেষ হয়ে গেলে ছেড়ে দেব। ওই যে, তোমাদের পিছনে দেয়ালের কাছে র-হাইডের চামড়া দেখতে পাচ্ছি। একটা নিয়ে জুতমত বেঁধে ফেলো ওকে।'

ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল স্যাণ্ডোভাল, শেষে নির্দেশটা তামিল করল। তার কাজ যখন শেষ হলো, ততক্ষণে হুঁশ হয়েছে হার্নান্দেজের।

স্পেনিয়ার্ডের সামনে চলে গেল ক্লিন্ট, ঝুঁকে টেনে তুলল তাকে। স্যাণ্ডোভালের বাঁধা গিঁট পরখ করে নিশ্চিন্ত হলো।

খেপে বোম হয়ে গেছে হার্নান্দেজ। সমানে গালাগাল করছে ক্লিন্টকে। চোখে উন্মাদ চাহনি। 'ভাবছ পার পেয়ে যাবে তুমি? মোটেই না! আমাকে এখনও চিনতে পারোনি। হাড়ে হাড়ে মজা টের পাবে। তোমাকে যদি জেলের ভাত না-খাইয়ে ছেড়েছি তো আমার নাম রেমন হার্নান্দেজ নয়!'

'মনে হচ্ছে নতুন একটা নামই রাখতে হবে তোমার, রেমন,' করুণার স্বরে বলল ক্লিন্ট, চওড়া হাসি ফুটল মুখে।

'এজন্য তোমাকে আমি খুন করব!' চিৎকার করে গলা

ফাটাল স্পেনিয়ার্ড, চোখে নির্জলা ঘৃণা ফুটে উঠেছে। 'হলফ করে বলছি, যীশুর দিব্যি...'

গায়ের জোরে তাকে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে চলল ক্লিন্ট, মোটেই গুরুত্ব দিল না। 'বেশ তো, খুন কোরো। কিন্তু আপাতত তোমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, বিশেষ করে ড্রাইভ শেষ হওয়া পর্যন্ত। তোমার-আমার খুনোখুনির চেয়ে ওটা অনেক বেশি জরুরী আর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

পনেরো

চাক ওয়্যাগনে চালক-কাম-কুক জেমস টার্বেলের পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে রেমন হার্নান্দেজকে। অনেকক্ষণ ধরে গজগজ করে হয়রান হয়ে গেছে সে, কেউ পাত্তা না-দেওয়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে শেষে। ঝিম মেরে বসে আছে এখন। মুখ থমথমে।

পালের দিকে মনোযোগ দিয়েছে ক্লিন্ট। দূর থেকে পল এস্তেবানকে দেখে তীব্র ইচ্ছে হলো ডেকে এনে লোকটাকে চেপে ধরে, জেরা করলে হয়তো স্বীকার যাবে যে ড্রাইভের খবর হার্নান্দেজের কানে পৌঁছানের কৃতিত্ব তার কি-না। শেষে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। কাজটা পরেও করা যাবে। এরচেয়ে জরুরী কাজ রওনা দেওয়া। ডায়াজদের সঙ্গে দেখা করতে এবং হার্নান্দেজকে সামাল দিতে গিয়ে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে। পুষিয়ে নিতে হবে।

ইতোমধ্যে আরও দেড়শো গরু বেড়ে গেছে পালে। যত দ্রুত সম্ভব টেন্ট রক ক্যানিয়নের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে।

পথ চেনা আছে ডাফি ওয়াটসনের। পালের সামনে চলে গেছে সে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে পুব দিকে মোড় নেবে। আশা করা যায় পালের নেতৃত্বে থাকা ধূসর রঙের প্রকাণ্ড বলদটা ঝামেলা করবে না। ইতোমধ্যে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে, রোদের উত্তাপ কমে যাওয়ায় স্বস্তিকর হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। নিচু জমি ধরে এগোতে শুরু করল গরুর দল।

প্রায় সারাক্ষণ ছোটার মধ্যে থাকল ক্লিন্ট। পুরো পালকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, একবার এখানে তো পরমুহূর্তে অন্যখানে। ক্রুদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে। গরুগুলোকে ছোটার মধ্যে রাখার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। দলছুট হতে দেওয়া যাবে না।

গরু সংগ্রহের কাজ শেষ, কোন র‍্যাঞ্চ বাকি নেই। কারও গরু সংগ্রহের জন্য থামতে হবে না আর। এবার শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা।

সামনে কঠিন সময়। সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা পেরোতে হবে আগামীকাল।

সবকিছু ঠিকঠাক মত চলছে। নিশ্চিন্ত মনে এবার লেযি-আর ফোরম্যানের খোঁজ করল ক্লিন্ট। পালের শুরুতে তাকে পেল।

সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল ও। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার কথার বোধহয় দাম নেই, এস্তেবান।'

ঝট করে ওর দিকে ফিরল স্পেনিয়ার্ড, শেষে শ্রাগ করল। 'বুঝেছি, রেমন হার্নান্দেজের উপস্থিতির ব্যাপারে আমাকে দোষী ভাবছ?'

'কেউ নিশ্চয়ই ওকে খবর দিয়েছে, নইলে তার জানার কথা নয়। তোমাকেই সম্ভাব্য লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'ভুল অনুমান করেছ, *সেনর*। লেযি-আর র‍্যাঞ্চে সেদিনের পর থেকে হার্নান্দেজের সঙ্গে আমার কথা দূরে থাক, দেখাও হয়নি।'

'আমার জন্য কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল

ক্লিন্ট।

জ্বলে উঠল ফোরম্যানের চোখ। নিজের অজান্তে পিস্তলের দিকে চলে গিয়েছিল হাত, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। 'এ কথায় আমাকে মিথ্যুক বলা হয়, কিন্তু আমি মিথ্যা বলিনি!' আড়ষ্ট, টানটান স্বরে বলল সে। 'কোন একদিন এর পরিণতিতে তোমার মুখোমুখি হব, *সেনর*। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে আজ চেপে গেলাম।'

হেসে উঠল ক্লিন্ট। 'আমার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরার মত লোক তোমার আগে আরও আছে, এস্তেবান। ওদের পালা শেষ হলে সুযোগ পাবে তুমি। লাইন ধরতে হবে।' ক্ষণিকের জন্য থামল ও, সিরিয়াস হয়ে গেছে মুখ। 'হার্নান্দেজের ধারে-কাছেও যেয়ো না। ড্রাইভ শেষ হওয়া পর্যন্ত ওর সঙ্গে যেন তোমাকে কথা বলতে না-দেখি।'

বুক টানটান হয়ে গেল লোকটার। 'আমি একজন মুক্ত মানুষ, *সেনর*। ইচ্ছে মাফিক যার-তার সঙ্গে কথা বলার অধিকার...'

'কিন্তু এখানে আমার কথায় চলবে সবকিছু,' রুক্ষ স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'শুনতে যদি তোমার অনীহা এসে থাকে, তা হলে তোমার র‍্যাঞ্চে চলে যাও।'

ইতস্তত করল এস্তেবান। একবার কঠিন হয়ে গেল মুখ, শক্ত চোয়াল দেখে মনে হলো বোধহয় সত্যি চলে যাবে, কিন্তু শেষে নড করল। 'আমি থাকব,' বলে আর দাঁড়াল না, ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল অন্য দিকে।

পয়েন্ট থেকে পিছিয়ে ক্লিন্টের পাশে চলে এল ওয়াটসন। 'আর সিকি মাইল দূরে ট্রেইল,' জানাল সে। 'আচ্ছা, এস্তেবানের কী হয়েছে? মুখ দেখে মনে হলো ওকে চামড়া চিবিয়ে খেতে বাধ্য করেছ?'

'রেমন হার্নান্দেজকে কেউ এই ড্রাইভের খবর দিয়েছে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ। কেউ না জানালে কীভাবে জানবে সে, কিংবা ডায়াজের র‍্যাঞ্চে কেন অপেক্ষায় থাকবে? আমার সন্দেহ হচ্ছিল এটা পল এস্তেবানের কাজ এবং ওকে তাই বলেছি।'

'কিন্তু বাকি তিনজনের কেউও কাজটা করতে পারে,' চিন্তিত স্বরে বলল ওয়াটসন। 'বিসকো, স্যাণ্ডোভাল বা, এমনকী ডায়াজ নিজেও এই কাজ করতে পারে।'

মাথা নাড়ল ক্লিন্ট। 'মনে হয় না। ড্রাইভে যাওয়ার জন্য সব গরু ডায়াজের করালে জমা করেছিল ওরা। তিনজনের কেউ যদি এই জঘন্য কাজটা করে থাকে, গরু বাছাই করে করালে আনার ঝামেলায় যেত না। ড্রাইভের জন্যও প্রস্তুতি নিত না।'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়। তবে কাকতালীয়ও হতে পারে ব্যাপারটা। হার্নান্দেজ হয়তো এমনিতে মেডেরো ডায়াজের র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল, তারপর কী হচ্ছে জানতে পেরে কথা চালাচালি শুরু করেছে। এমন হতে পারে ভেবে দেখেছ?'

'স্বীকার করছি এটা সম্ভব,' বলল ক্লিন্ট। 'তবে এখন আর তাতে কিছু যায়-আসে না। ড্রাইভ শেষ হওয়া পর্যন্ত হার্নান্দেজের উপর চোখ রাখার ব্যবস্থা হয়ে গেছে যখন, ওর ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না। আর আমার ধারণা ওই তিন র‍্যাঞ্চারকে নিয়েও ভাবতে হবে না। মত পাল্টে ফেললেও কেউই বোধহয় ঝামেলা করবে না।'

'কিন্তু কোন সহযোগিতাও করছে না,' অনুযোগের সুরে বলল সে। 'ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওদের ড্রাইভে নিয়ে আসা কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে বলে মনে করো? প্রায় সারাক্ষণ এস্তেবানের কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করছে ওরা, সুযোগ পেলে বিস্তর আলাপ করছে। আমার তো মনে হয় কোন ব্যাপারে শলাপরামর্শ করছে। আর যদি ষড়যন্ত্র বা কূটকৌশলের পরিকল্পনা করে, একটুও অবাক হব না।'

'আমার তা মনে হচ্ছে না। লোকগুলো বেয়াড়া বটে, কিন্তু

বেচাল কিছু করবে বলে মনে হয় না। সবাই আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে: কোনরকম ঝামেলা করবে না। তবে ওদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে অসুবিধা নেই। খেয়াল রাখতে হবে কেউ চুপিসারে সরে গিয়ে শহরে গিয়ে মার্শালকে খবর দেওয়ার চেষ্টা করে কি-না। এ-পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি শুধু একটা কারণে: মার্শাল বা জর্জ বার্গেসের কাছে ড্রাইভের খবর গোপন রাখা গেছে বলে। আমাদের সাফল্য এর উপর নির্ভর করছে।'

গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল এসময়। হালকা বৃষ্টি। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল ও। মিনিট কয়েকের মধ্যে দিগন্ত থেকে ভেসে আসা মেঘ জমে গেছে পাহাড়ের কিনারে, ঠিক মাথার উপর ঘন কালো মেঘ জমেছে।

'আজ রাতে বোধহয় ভিজে একসা হয়ে যাবে সব গরু,' বলল ওয়াটসন।

'বৃষ্টিকে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কাজে লাগাতে হবে,' ক্লিন্ট মন্তব্য করল। 'যাই হোক, ট্রেইল ছেড়ে কোথাও নড়ছি না আমরা।'

'থামবে নাকি?'

'হ্যাঁ, ঝড় আসার আগে ক্যাম্প করতে পারলে ভাল হবে। তুমি সামনে এগিয়ে যাও তো, দেখো ভাল একটা জায়গা পাও কি-না। টার্বেলকে বোলো যেন তোমার পিছন পিছন যায়। খবরটা আমি অন্যদের জানিয়ে দেব।'

নীল বিদ্যুৎ চিরে গেল ঘন কালো আকাশ। দক্ষিণে কোথাও গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকল। বৃষ্টির তোপ বেড়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে আসছে প্রেয়ারি ধরে। ঝড় এল বলে!

'গরুগুলো ভয় না পেলেই হয়,' দ্রুত চাক ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে গেল ওয়াটসন।

ঘোড়া ঘুরিয়ে পালের পিছনে চলে এল ক্লিন্ট।

ইশারায় ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল বিল বায়ার। 'অবস্থা

ভাল ঠেকছে না! মনে হচ্ছে গরুগুলোকে এবার থামতে দেওয়া উচিত।'

'ক্যাম্প করার মত জায়গা খুঁজতে সামনে এগিয়ে গেছে ডাফি।'

'ডান দিকে চমৎকার একটা জায়গা আছে। পাহাড়ের মাঝখানে নিচু জমি। ঘাস-পানি দুই আছে।'

'চলবে তা হলে!' দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ক্লিন্ট, বৃষ্টিকে ছাপিয়ে উঠল ওর কণ্ঠ। চেঁচিয়ে উদ্দিষ্ট জায়গার কথা জানিয়ে দিল দুই ক্রুকে। 'অন্যদের জানিয়ে দাও কথাটা।'

পালের সামনে চলে এল ও। এস্তেবান, বিলিটো আর গিবস রয়েছে পয়েন্টের দায়িত্বে। 'ডানে মোড় নিয়ে পাহাড়ের কাছে চলে যাও,' চেঁচিয়ে জানাল ক্লিন্ট। 'ওখানে ক্যাম্প করব।'

তখনই সক্রিয় হলো তিনজন। অন্য রাইডারদের জানাতে পিছিয়ে গেল জিমি গিবস। এদিকে ঝড়ের উন্মত্ততা বেড়ে গেছে। ক্ষুব্ধ বাতাস ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে ওদের। শোঁ শোঁ শব্দে কান পাতা দায়। এখনও আতঙ্কিত হয়নি গরুর পাল, তবে অস্থির হয়ে পড়েছে। ওদের সামলে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে রাইডারদের।

মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল ক্লিন্ট। ডাফি ওয়াটসনকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে চাক ওয়্যাগনটা। দুলকি চালে ছুটছে ঘোড়াগুলো, আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে জেমস টার্বেল, হাতে সব ঘোড়ার লাগাম। টান টান হয়ে গেছে।

উদ্ভ্রান্তের মত ছুটতে চাইছে গরুগুলো। ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের মাঝে নিচু জমিতে পৌঁছে গেল বায়ার আর এস্তেবান। থামল। থালা আকৃতির তৃণভূমিতে গরুর পাল ঢুকে পড়ার পর নেতাকে আলাদা করে ফেলবে ওরা, তারপর ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করবে গরুগুলোকে।

বজ্রপাত হলো আবার। নীল বিদ্যুচ্চমক যেন আকাশ চিরে

ফেলল। মেঘের দূরাগত গুড়গুড় শব্দ ক্রমে বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে চলছে ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডব।

দ্রুত সামনে চলে গেল ক্লিন্ট। এস্তেবান আর বায়ারকে সাহায্য করা দরকার। দু'জনে মিলে পাল ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। শ'খানেক গরু ইতোমধ্যে ঢুকে পড়েছে, ইতস্তত ঘোরাঘুরি করার পর একসময় স্থির হলো। পছন্দসই জায়গা বেছে শুয়ে পড়ল। তবে কান খাড়া ওদের, সন্ত্রস্ত।

বিদ্যুৎ চমকে পুরো জায়গা আলোকিত হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। পালের বেশিরভাগ গরু ঢুকে পড়েছে উপত্যকায়, কিন্তু সন্ত্রস্ত বলে এদিক-ওদিক সরে যেতে চাইছে। ফিরতি পথে চলে যেতে চাইছে কোন কোনটা। কয়েকটা গরু ওপাশের পাহাড়ে সরু ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে চলে গেল ক্লিন্ট, খেদিয়ে ওগুলোকে ফিরে আসতে বাধ্য করল।

লাগাতার বৃষ্টি পড়ছে এখন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু বিজলীর আলোয় পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। গরুগুলোকে মনে হচ্ছে অশরীরী বা ভুতুড়ে ছায়া।

ক্লিন্টকে সাহায্য করতে ছুটে এল পাবলো বিলিটো। দু'জনের চেষ্টায় দলছুট অন্তত ত্রিশটা গরু ফিরিয়ে আনল ওরা। পাহাড়ের কিনারে ক্ষণিকের জন্য থামল ক্লিন্ট, বিলিটোকে কাজ শেষ করার সুযোগ দিল।

'অন্য কোথাও গরু দলছুট হয়েছে?'

'না, শুধু এখানেই,' জানাল বিলিটো।

চারপাশে চাক ওয়্যাগনের খোঁজে দৃষ্টি চালাল ক্লিন্ট, কিন্তু চোখে পড়ল না। ডাফি ওয়াটসনেরও পাত্তা নেই। অবশ্য এত ঘন অন্ধকার যে দশ হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ছে না। বিদ্যুচ্চমকের জন্য অপেক্ষায় থাকল ও। আচমকা এল সেটা, যেন প্রকাণ্ড হাতে আকাশকে দুই খণ্ড করে দিল কোন দৈত্য, মুহূর্তের জন্য নীল-সাদা আলোর বন্যায় ভেসে গেল নীচের

জমি।

নিচু টিলার চূড়ার কাছে চাক ওয়্যাগনটাকে দেখতে পেল ক্লিন্ট, ওপাশে চলে যাবে এখনই। তবে বাহনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে জেমস টার্বেল, ভয়ানকভাবে দুলছে ওটা, যে-কোন সময় হয়তো ঢলে পড়বে। ফ্লোরবোর্ডের উপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে কুক, রাশও টেনে ধরেছে, কিন্তু পিচ্ছিল ঢালের কারণে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

পাহাড়ের কিনারা থেকে নীচের বেসিনে ঘোড়া ছোটাল ক্লিন্ট। উপত্যকায় মাঝখানে জড়ো করা হয়েছে সব গরু। জড়সড় হয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে গরুগুলো।

প্রায় সব রাইডার ধীর গতিতে পালের চারপাশে চক্কর কাটছে, গলা ফাটিয়ে বেসুরো গলায় গান গাইছে, আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে সন্ত্রস্ত গরুগুলোকে। কিন্তু ওদের অস্থিরতা যাচ্ছে না। যাওয়ার কথাও নয়। বজ্রপাত, বৃষ্টি আর বিজলির আলো ওদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে সব গরুই ক্লান্ত। এত ক্লান্ত যে দুর্যোগের মধ্যে বেসিন ছেড়ে বেরোনোর কথা নয়, স্ট্যাম্পিড হওয়ার সম্ভাবনাও নেই, যদি না অতি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে।

'ক্লিন্ট!'

ডাফি ওয়াটসনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝটিতি ফিরে তাকাল ক্লিন্ট। অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে র‍্যাণ্গলার।

'ওই যে, ওখানে!'

গায়ের জোরে রাশ টেনে ঘোড়াকে থামাল সে। 'হাত লাগাতে হবে!' চেঁচিয়ে জানাল সে। 'চাক ওয়্যাগন উল্টে গেছে। দেখে মনে হলো টার্বেল বেশ চোট পেয়েছে।'

ওদের কথা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এল এমিলিও টোরাল। ইশারায় তাকে টিলার দিকটা দেখিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ক্লিন্ট। ডাফি ওয়াটসনের পিছু নিয়ে একই রকম আরেক উপত্যকায়

পৌঁছল, তবে এটা অনেক ছোট। ঢালের একেবারে কিনারে, শেষ প্রান্তে কাত হয়ে পড়ে আছে চাক ওয়াগন। এখনও ধীর গতিতে ঘুরছে উপরের দুই চাকা।

'হয়েছিল কী?' ওয়াটসনকে জিজ্ঞেস করল ক্লিন্ট।

'ঠিক বলতে পারব না। ঢাল ধরে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল বোধহয়। তারপর ঢাল বরাবর গড়িয়ে পড়েছে। ওয়্যাগন আছড়ে পড়ার শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখি ঠিক এভাবে পড়ে আছে। টার্বেলকে ওয়্যাগনের তলা থেকে বের করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার একার পক্ষে ওয়্যাগন সোজা করা সম্ভব হয়নি।'

ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে স্যাডল ছাড়ল ওরা। আবছা অন্ধকার, তবে তারপরও কুকের ফ্যাকাসে মুখটা দেখতে পাচ্ছে ক্লিন্ট। শুধু মাথা বাইরে রয়েছে, নইলে পুরো শরীর ওয়্যাগনের নীচে চাপা পড়ে গেছে। হতভাগ্য টার্বেলের গলায় চলে গেল ক্লিন্টের হাত, হাতড়ে ধমনী পরখ করল। উঁহুঁ, কিছুই নেই।

'ল্যাসো দিয়ে চাকা দুটো জলদি বেঁধে ফেলো,' নির্দেশ দিল ক্লিন্ট। 'যত দ্রুত সম্ভব টেনে সোজা করে ফেলো ওয়্যাগন।'

দ্রুত সক্রিয় হলো ওয়াটসন আর টোরাল। স্যাড্ল হর্নের সঙ্গে ল্যাসোর এক প্রান্ত বেঁধে অন্য প্রান্ত কাত হয়ে পড়ে থাকা ওয়্যাগনের চাকার সঙ্গে বাঁধা হলো। তারপর ঘোড়া দুটো দু'হাত দূরে দাঁড় করিয়ে পিছিয়ে নিল ওরা। ভেজা মাটি বলে শক্তি প্রয়োগ করতে অসুবিধা হচ্ছে ঘোড়ার। তবে দুটো ঘোড়ার মিলিত শক্তির কাছে হার মানল ওয়্যাগন। সিধে হলো।

হতভাগ্য কুকের সঙ্গে সমস্ত সাপ্লাইও ভূপতিত হয়েছে। হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়ল ক্লিন্ট, ধমনী আর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পরখ করল। এবারও পেল না।

'কী অবস্থা ওর?' তুমুল বৃষ্টি ছাপিয়ে চিৎকার করল ওয়াটসন।

মাথা নাড়ল ক্লিন্ট। 'ওয়্যাগনটা থেঁতলে দিয়েছে ওর শরীর। সম্ভবত কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মারা গেছে বেচারা।'

'মাদ্রে ডি ডিয়স!' নিচু স্বরে বিড়বিড় করল এমিলিও টোরাল।

উঠে দ্রুত পায়ে ওয়্যাগনের কাছে চলে এল ক্লিন্ট, আধো অন্ধকারে পাটাতন নিরীখ করল। বেডরোল, রান্নার তৈজসপত্র এবং সাপ্লাই জগাখিচুড়ি অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু আর কিছু নেই।

ঘুরে দুই সঙ্গীর দিকে ফিরল ও। 'এখানে আসার পর রেমন হার্নান্দেজকে দেখেছ কেউ?'

মাথা নাড়ল ওয়াটসন। 'শেষ যখন দেখেছি, ওয়্যাগনের সীটে টার্বেলের পাশে বসে ছিল সে।'

ওয়্যাগনের পিছন দিকে চলে গেল টোরাল। বেঁধে রাখা বাড়তি ঘোড়া দেখল। শেষে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাল: 'উঁহুঁ, নেই ওর ঘোড়া। তারমানে ব্যাটা কোন এক ফাঁকে পালিয়েছে।'

নিচু স্বরে খিস্তি করল ক্লিন্ট। রেমন হার্নান্দেজ নেই–পালিয়ে গেছে। এখান থেকে সরাসরি স্যাডলরকে চলে যাবে সে, মার্শাল বার্নারিকে পেটের সবকিছু উগরে দেবে।

'কয়েকজন মিলে ওই ব্যাটাকে পাকড়াও করতে বেরোব?' অনুমতি চাইল ওয়াটসন।

মিনিট খানেক ভাবল ক্লিন্ট। 'দরকার নেই। অযথা সময় নষ্ট হবে। আমার মনে হয় না ওকে এখন ধরা যাবে। তুমুল বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণে অনেকটা দূরে চলে গেছে। হয়তো ওর দু'হাত দূর দিয়ে যাবে, কিন্তু দেখতেই পাবে না! একজন গিয়ে দু'জনকে ডেকে নিয়ে এসো। টার্বেলকে কবর দিতে হবে, আর ক্যাম্প করার আগে ওয়্যাগনটাকে ঠিকঠাক করে নিতে হবে।'

'আমি যাচ্ছি,' বলে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে গেল টোরাল।

ওয়্যাগনের পাটাতনে একটা কোদাল খুঁজে পেল ওয়াটসন। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে কুকের লাশের দিকে তাকাল সে, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'ভাবিনি এই ট্রিপে কোন লাশ গোর দিতে হবে। কিন্তু তাই করতে হচ্ছে!'

বিদ্যুৎ চমকাল আবার। বজ্রপাতের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর ক্লিন্ট বলল: 'আশা করছি এটাই শেষ, আর কোন লাশ গোর দিতে হবে না।'

ষোলো

ঘুটঘুটে অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে রেমন হার্নান্দেজ। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ওর দুর্ভোগ এখনও শেষ হয়নি। ভিজে একসা হয়ে যাওয়া কাপড় লেপ্টে আছে গায়ের সঙ্গে, ঠাণ্ডা লাগছে। ঝড়ো বাতাস হাড় সুদ্ধ কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

বৃষ্টি এত অসুবিধা করলেও, উপকারও করেছে একটা। বৃষ্টির কারণে নরম হয়ে গেছে র-হাইডের চামড়া, ফুলে-ফেঁপে আলগা হয়ে গেছে বাঁধন। তাই একটু কসরত করার পর কব্জি থেকে গিঁট খুলতে অসুবিধা হয়নি।

স্যাডলরকে যাচ্ছে সে।

তবে হার্নান্দেজ এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি শহরে গিয়ে কী করবে। এটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে: যেভাবে হোক ক্লিন্ট হেডেনকে থামাতে হবে। ড্রাইভের খবর যেহেতু আর কারও জানা নেই, তাই যা করার ওকেই করতে হবে। এমন কিছু যাতে ক্লিন্ট বা র‍্যাঞ্চারদের উদ্দেশ্য সফল না হয়।

ক্লিন্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ওর। যেমন

হুয়ান মোরালেসের মৃত্যুর জন্য দায়ী ক্লিন্ট, তেমনি এখন ভাঁওতা দিয়ে সব র‍্যাঞ্চারকে পথের ফকির বানানোর ফিকির করেছে ওর সাবেক বন্ধু। ল্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে গোপন আঁতাত নেই ক্লিন্টের–স্বর্গ থেকে এসে কেউ ওকে বলে গেলেও বিশ্বাস করবে না। জন্ম-মৃত্যুর মতই নিরেট সত্য এটা।

এক হাজার গরু নিয়ে রেলরোডে যাবে না ক্লিন্ট হেডেন, আসলে ক্যানিয়ন পেরিয়ে যাওয়ার ছলে বার্গেসের হাতে তুলে দেবে সব গরু। ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানি মালিক নিশ্চয়ই এমন আয়োজন করবে যাতে তার জানের দোস্ত ক্লিন্টকে নির্দোষ মনে হয়।

ক্লিন্টের সঙ্গে কোম্পানির আঁতাত দেড় বছর আগেও ছিল। এখনও আছে।

হুয়ান মোরালেসের নেতৃত্বে ল্যাটিনরা সংগঠিত হতে পারে, তাই তাকে সুকৌশলে সরিয়ে দিয়েছে জর্জ বার্গেস। সরাসরি খুন করেনি, তার কেনা গোলাম হয়ে কাজ করেছে ক্লিন্ট হেডেন। দেড় বছর পর স্যাডলরকে পা দিয়েই শুভাকাঙ্ক্ষী মোরালেসকে খুন করেছে। ক্লিন্ট পুরোদস্তুর অকৃতজ্ঞ, বেঈমান!

সর্বনাশের ষোলোকলা এবার পূর্ণ করার পাঁয়তারা কষছে সে। এত গরুর পাল দেখে সন্দেহ হয়েছিল ওর, আর সবাইকে ড্রাইভে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে। একসঙ্গে সব র‍্যাঞ্চারের কোমর ভেঙে দিতে চাইছে জর্জ বার্গেস, যাতে আর কখনও সিধে হয়ে দাঁড়াতে না পারে এরা। ড্রাইভ ব্যর্থ হলে, নির্দ্বিধায় বলা যায়, আত্মবিশ্বাস বা সাহস বলতে কিছু থাকবে না র‍্যাঞ্চারদের; বরং তল্লাট ছাড়ার হিড়িক পড়ে যাবে তাদের মধ্যে।

একটা হিসাব ঠিকই করেছে ক্লিন্ট। ড্রাইভ সফল হলে সত্যি জর্জ বার্গেসের বিরুদ্ধে এক হাত দেখে নিতে পারবে র‍্যাঞ্চাররা। নগদ টাকা হাতে পেলে অন্তত আট-দশ মাস থেকে এক বছর

পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। এই মূল্যের লোভ দেখিয়ে সবাইকে কাঁচকলা দেখানোর ফন্দি এঁটেছে বার্গেস আর ক্লিন্ট।

হারামীটার উদ্দেশ্য সফল হতে দেওয়া যাবে না! যে করে হোক ঠেকাতে হবে। যে-কোন মূল্যে। ছলে-বলে-কৌশলে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একা তাকে ঠেকাতে পারবে না। সাহায্য লাগবে। কার কাছে যাবে? প্রায় সমস্ত মেক্সিকান ও স্পেনিশ র‍্যাঞ্চার এখন ক্লিন্টের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে, ইচ্ছে আর অনিচ্ছায় হোক; সশরীরে ড্রাইভে অংশগ্রহণ করছে মালিকেরা। অনেকক্ষণ ভেবেও এমন কাউকে মনে পড়ল না যার কাছে যেতে পারে। কেউ বাকি নেই। হারামীটা ওদের পটিয়ে নিয়ে গেছে সর্বনাশের চূড়ান্ত করতে!

অক্ষম রাগে বিষ খেয়ে বিষ হজম করার অবস্থা হার্নান্দেজের। জ্বলছে বুকের ভিতরটা। হারামীটার ঘুসি এখনও ব্যথা দেয়। আর কী অপমানই না করেছে ওকে! চাক ওয়্যাগনের পাটাতনে ফেলে রেখেছিল। এরচেয়ে বড় অপমান পুরুষমানুষের আর হতে পারে না।

শোধ নিতে হবে! সত্যি খুন করবে নচ্ছারটাকে।

কিন্তু কারও সাহায্য পেলে ভাল হত। হুয়ান মোরালেস যদি বেঁচে থাকত! বুড়ো বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে সমস্যার সমাধান নিয়ে আলাপ করতে পারত। বহুবার, অনেক বিষয়ে একমত হতে পারেনি ওরা, কিন্তু প্রয়োজনে তাকে পাশে পায়নি এমনটা কখনও ঘটেনি। হার্নান্দেজ বরাবর তাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে এসেছে, তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে গুরুত্ব দিয়েছে।

মানুষটা নেই।

এমন কেউ নেই পরামর্শের জন্য যার কাছে যেতে পারে। এমনকী ডন এনরিক রিভেরাও নেই, স্যান লুইস থেকে ফিরতে ফিরতে অন্তত দু'দিন লেগে যাবে তার। হায় রে, ততক্ষণে র‍্যাঞ্চারদের এক হাজার গরু বার্গেসের মুঠোয় চলে যাবে।

শিউরে উঠল রেমন হার্নান্দেজ, কাঁপছে অল্প অল্প। শীতে নয়, বরং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কায়।

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল সে। আকাশে দু'একটা তারা ফুটে উঠেছে এখন, অন্ধকার তাই কিছুটা কমে গেছে। চারপাশে প্রকৃতি ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে। এই সিলভার ফ্ল্যাটে জন্ম ওর, বড় হয়েছে এখানে; তাই এখানকার বেশিরভাগ জায়গা ওর বাড়ির মতই চেনা।

হার্নান্দেজের অনুমান শহর বা ধারে-কাছের বসতি থেকে এখনও তিন ঘণ্টার পথ দূরে আছে। পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে নির্ঘাত। দিনের আলো পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে, তার আগে কিছু করা সম্ভব হবে না।

তবে তাতে তেমন অসুবিধা হবে না। কারণ ক্লিণ্ট হেডেনও রাতে বিশ্রাম নেবে। সকালের আগে পাল নিয়ে যাত্রা করবে না। সেক্ষেত্রে, কোন কিছু হারাতে হচ্ছে না। সমস্যা শুধু এক জায়গায়: জানে না সকাল হলে কী করবে, কিংবা হেডেনকে ধরার জন্য কী করা উচিত।

স্যাডলরকে যখন পৌঁছল সে, তখনও কোন সমাধান খুঁজে পায়নি। যে প্রশ্ন ছিল মনে, তাই রয়ে গেছে। শহরের পুব প্রান্ত ধরে প্রবেশ করল সে। ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ঘোড়াটা। বাড়ির কোণ ঘুরে স্টেবলে পৌঁছল হার্নান্দেজ।

কাজের লোক নেই ওর, তাই ঘোড়ার দেখ-ভাল নিজে করে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেহ নিয়েও ঘোড়ার বিশ্রামের ব্যবস্থা ওকেই করতে হবে। স্যাডল ছেড়ে লাগাম হাতে ঘোড়াটাকে স্টেবলে ঢোকাল ও, গিয়ার সরাল ওটার পিঠ থেকে। খড় দিয়ে শরীর দলাই-মলাই করে দিল পাঁচ মিনিট, তারপর ফীড-বিনে খাবার দিয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

দুই কামরার ছোট্ট অ্যাডোবি দালান। রেমন হার্নান্দেজ এখনও বিয়ে করেনি। ওর সঙ্গে বিধবা ফুফু থাকে। সেই

ঘরকন্নার কাজ করে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে, নিজের কামরায় চলে এল সে। গভীর ঘুমে অচেতন ওর ফুফু, নাক ডাকার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ভেজা, চুপচুপে কাপড় খুলে নতুন এক প্রস্থ গায়ে চাপাল রেমন, তারপর ভেজা কাপড় শুকাতে দিল। দুই গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে পড়ল এবার।

ছাইপাশ ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর রান্নাঘরে হাঁড়ি-পাতিলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। বিছানা ছেড়ে ঘরের একমাত্র জানালার কাছে চলে এল, পর্দা সরিয়ে তাকাল বাইরে। সবে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

রান্নাঘরে ঢুকল রেমন।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল ফুফু। ঘুমের রেশ কাটেনি তার, গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত নিরীখ করল ওকে।

'শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসার কথা মনে হয়েছে তোমার! কত কষ্ট করে রাতের খাবার তৈরি করলাম, অথচ সবই নষ্ট হয়ে গেল। যাক্‌গে, স্টেবলে জরুরী কাজ পড়ে আছে। আর তো করার নেই কেউ, তোমাকেই করতে হবে। অথচ তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। জানি না কীসের পিছনে ছুটছ!'

টেবিলে বসল সে। 'রাগ কোরো না। এরচেয়ে জরুরী একটা কাজ আছে হাতে।'

চোখ কপালে উঠে গেল মহিলার। 'তারমানে আবার বাইরে যাবে তুমি?'

'আমাদের কিছু লোক বিপদে পড়েছে। বেশ বড় বিপদ। ওদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'

তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল মহিলা। 'নিজের কাজ যে ফেলে রাখে সে দায়িত্বের কথা বলে! হাসালে, বাছা। ঘরের কাজ সেরে ফেলা তোমার প্রথম দায়িত্ব। ওরা

নিজেরা নিজের বিপদ সামাল দিক। যাকগে, শুনেছ নাকি ল-ম্যান তোমার খোঁজ করছে?'

'বার্নারি? জানি না তো! এখানে এসেছিল সে?'

'হ্যাঁ। একবার নয়, দু'বার এসেছিল। দু'বারই তাকে বলতে হয়েছে তুমি কোথায় গেছ আমি জানি না। তুমি কোথায় যাও, কী করো...কিচ্ছু বলো না! আশ্চর্য, ভাইপো হলেও আমাকে এক ফোঁটা গোণায় ধরো না, কোন ব্যাপারেই পাত্তা দাও না...'

'সবার আগে তা হলে মার্শালের সঙ্গে দেখা করব।'

চুলোর উপর কাজ করছিল মহিলা। ঘুরে রেমনের দিকে ফিরল। মুখ থমথমে, চাহনি বিষণ্ণ। 'ঝামেলা করেছ নাকি?'

'আরে নাহ্! আমার কাছে কিছু খবর আছে যা জানতে পারলে খুবই খুশি হবে মার্শাল, হাজারটা ধন্যবাদ দেবে। এছাড়া আমার সঙ্গে তার কোন কাজ নেই। রান্না হয়নি? ইয়ে, ভাবছিলাম সকাল সকাল দেখা করব মার্শালের সঙ্গে।'

আধ-ঘণ্টা পর তাজা ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রেমন হার্নান্দেজ। ল-অফিসের সামনে স্যাডল ছাড়ল। হিচর্যাকে ঘোড়া বেঁধে অপেক্ষায় থাকল। মার্শাল এখনও আসেনি। আদপে শহরের কোন দোকানই খোলেনি। বেশ আগেভাগে চলে এসেছে সে।

এক এক করে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে লাগল। মার্শাল এল আরও পরে। ততক্ষণে রাস্তায় দু'চারজন লোক দেখা যাচ্ছে। রেমনকে দেখে ছোট্ট করে নড করল মার্শাল, দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকল।

'রাতে তোমার খোঁজে বাড়ি গিয়েছিলাম,' নিজের চেয়ারে বসে বলল মার্শাল।

'ফুফুর কাছে শুনেছি। আমার খোঁজ করছিলে কেন? ক্লিন্ট হেডেনের খবর জানার জন্য?'

নড করল মার্শাল।

'জানতে চাও কোথায় লুকিয়ে আছে সে?'

'হ্যাঁ। বলেছ ল্যাটিনদের কেউ হয়তো ওকে দেখে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, ওর খবর জানি। দেখাও হয়েছে।'

'কোথায় আছে সে?' উত্তেজিত হয়ে পড়ল মার্শাল।

'এখান থেকে পুবদিকে, বেশ দূরে আছে। প্রায় হাজারখানেক গরুর পাল নিয়ে ড্রাইভে রেলরোডের দিকে যাচ্ছে।'

'কী করছে?' হাঁ হয়ে গেছে মার্শাল। খবরটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'প্রায় সব র‍্যাঞ্চের গরু মিলিয়ে একটা পাল জড়ো করার পর রেলরোডের দিকে যাত্রা করেছে হেডেন। বেশ লোকজনও আছে ওর সঙ্গে। এদের কেউ স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছে, কাউকে কাউকে গায়ের জোরে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। এরা কেউই ওর আসল মতলব সম্পর্কে জানে না। ক্লিন্টের উদ্দেশ্য...'

'এতকিছু কীভাবে জানলে তুমি?'

'মেডেরো ডায়াজের র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি সেখানে হাজির হয়ে গেছে ক্লিন্ট। পিস্তলের জোরে ডায়াজ সহ আরও দু'জনকে ড্রাইভে যোগ দিতে বাধ্য করেছে সে। শুধু ড্রাইভে গরু দিয়ে পার পায়নি ওরা, বরং সশরীরে ড্রাইভেও যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। আর আমাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে, বেঁধে ওয়্যাগনে ফেলে রেখেছিল। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির সময় ওয়্যাগন উল্টে যেতে মওকা পেয়ে পালিয়ে এসেছি।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল মার্শাল। ভুরু কুঁচকে ভাবল কী যেন। 'ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না,' স্বগতোক্তি করল সে। 'কেন ট্রেইল ড্রাইভে যাবে হেডেন, কেনই বা র‍্যাঞ্চারদের তাতে যোগ দিতে বাধ্য করবে? কী স্বার্থ ওর? আচ্ছা, তুমি ঠিক বলছ তো? যা যা বলেছ, সবই সত্যি?'

'বললাম না আমি ওখানে ছিলাম?' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল রেমন হার্নান্দেজ। 'ক্লিন্ট হেডেনকে জিজ্ঞেস কোরো, সেও অস্বীকার করতে পারবে না। যে শয়তানি ও শুরু করেছে...'

'শয়তানি?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল মার্শাল। 'অথচ আমার কাছে তো সব শুনে মনে হচ্ছে বন্ধুর মত র‍্যাঞ্চারদের সাহায্য করছে ও।'

'ভুল করছ, *সেনর*, ক্লিন্ট র‍্যাঞ্চারদের বন্ধু নয়।'

'ড্রাইভের ব্যাপারে অবশ্য আমার মাথা ব্যথা নেই। খুনের দায়ে ওকে চাই আমার, এবং ওটাই আসল ব্যাপার। ওর কাছে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে?'

'নিশ্চয়ই! তৈরি হয়ে এসেছি। জানতাম শুনেই যেতে চাইবে তুমি। এবার জলদি পাসির আয়োজন করে ফেলো...'

'উঁহুঁ, তার দরকার হবে না। ডেপুটি আমাদের সঙ্গে থাকবে। দু'জনে মিলে ঠিক সামলাতে পারব হেডেনকে। আমার তো মনে হয় না কোন সমস্যা হবে।'

'মর্নিং, মার্শাল।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল রেমন হার্নান্দেজ। পেপ ডোলান। এক সময় মার্শাল ছিল লোকটা, আর এখন কোম্পানির পোষা কুকুর হয়ে গেছে। আশ্চর্য, এমনও অধঃপতন হয় মানুষের!

একা আসেনি পেপ ডোলান। পিছনে, ছায়ার মত লেপ্টে আছে তার ভাই মন্টি। সাক্ষাৎ শয়তান!

'মর্নিং,' গম্ভীর স্বরে পাল্টা শুভেচ্ছা জানাল মার্শাল, কিন্তু আগ্রহ নেই কণ্ঠে। 'কী মনে করে এসেছ?'

'বাইরে ঘোড়াটা দেখে কৌতূহল হলো। ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে যাই, ক্লিন্ট হেডেনের কোন খোঁজ পেয়েছ কি-না।'

'মনে হয় পাব,' এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মার্শাল।

'আমার তো মনে হয় এখনও রিভেরা র‍্যাঞ্চে আছে ব্যাটা।

তুমি চাইলে আমরা দুই ভাই সঙ্গে...'

'শুনে খুশি হয়েছি, কিন্তু তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। ক্লিন্ট হেডেনের খোঁজ পাওয়া গেছে। এখান থেকে পুবে আছে ও। গরুর একটা পাল নিয়ে রেলরোডের দিকে ড্রাইভে যাচ্ছে।'

'গরুর পাল নিয়ে ড্রাইভে যাচ্ছে!' ফাঁকা শোনাল পেপ ডোলানের কণ্ঠ, ঘরে বোমা ফাটলেও এত অবাক হত না। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। 'ফ্ল্যাটে গরুর চালান নিয়ে যাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল।

নিখাদ হতাশা বোধ করল রেমন হার্নান্দেজ। মনে মনে মার্শাল বার্নারিকে গালাগাল করছে। কী দরকার ছিল মুখ খোলার? ওর আনা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে! সবকিছু ভজকট করে দেবে ডোলানরা। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। হৈহৈ করে ছুটে যাবে ড্রাইভের কাছে। সতর্ক করে দেবে কিন্ট হেডেনকে। সেক্ষেত্রে, তাকে ধরার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে ওদের।

'হ্যাঁ, তাই তো বলছে হার্নান্দেজ। বেশ কয়েকটা র‍্যাঞ্চের গরু নিয়ে যাচ্ছে হেডেন।'

'পাগল!' মন্তব্য করল ডোলান। 'রেলরোডের কাছে যেতে হলে বার্টসনের র‍্যাঞ্চ আর টেণ্ট রক ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে হবে। দুটোই মি. বার্গেসের সম্পত্তি। বিনা খাজনায় কাউকে জমি পেরোতে দেবে না সে।'

শ্রাগ করল মার্শাল। 'হেডেন ট্রেসপাস করল কি-না তাতে আমার আগ্রহ নেই। ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে, আমার চিন্তা শুধু ওটাই।'

'তোমার আগ্রহের কারণ যাই হোক, মার্শাল, কিন্তু সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমরা। যে কোন সচেতন নাগরিক মাত্র আইনকে সহযোগিতা করা উচিত।'

'উঁহুঁ, আমি নিজে সামাল দিতে পারব,' দৃঢ় স্বরে বলল মার্শাল বার্নারি। হার্নান্দেজের দিকে ইশারা করল। 'চলো, রওনা দেওয়া যাক। যাওয়ার পথে ডেপুটিকে সঙ্গে নিয়ে নেব।'

মার্শালকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল রেমন হার্নান্দেজ। দুই ডোলান আগেই চলে গেছে। খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল দ্রুত পায়ে জর্জ বার্গেসের ল্যাণ্ড কোম্পানি অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ডোলানরা।

কোন একটা কাজ কি সুষ্ঠুভাবে শেষ করা যাবে না? কী কুক্ষণে যে এখানে এসে হাজির হয়েছিল ওরা! না এলে তো ক্লিণ্ট হেডেন বা ড্রাইভের খবর জানতে পারত না হারামীগুলো। এখন নিশ্চয়ই লোকজন নিয়ে ছুটবে ক্লিণ্টকে ঠেকাতে। আগাগোড়া ঠগ, অসৎ লোক ওরা। এতটুকু বিশ্বাস নেই ওদের।

মার্শাল ওকে কতটা বিশ্বাস করেছে বলা মুশকিল, সেটা যাই হোক, হেডেনের পিছু ধাওয়া করতে তো রাজি হয়েছে। কিন্তু ডোলান বা কোম্পানির ক্রুদের জন্য সবকিছু ভেস্তে যেতে পারে এখন। সমূহ সম্ভাবনা। ক্লিণ্ট হেডেনকে সতর্ক করে দেবে ওরা।

'জলদি করো!' তাগাদা দিল রেমন হার্নান্দেজ। 'বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই ডোলানরাও হাজির হয়ে যাবে ওখানে? আমাদের আগে যদি পৌঁছে যায়, ক্লিণ্ট হেডেনকে ধরার সাধ অন্তত কিছুদিনের জন্য ভুলে থাকতে হবে তোমার।'

সতেরো

রেমন হার্নান্দেজ যখন মার্শাল বার্নারির কাছে তার কাহিনি বলে যাচ্ছে, তখন বুল ক্রীক পার হচ্ছে এক হাজার গরুর পাল।

গরুগুলোকে সামলে রাখতে বেগার খাটতে হচ্ছে ক্রুদের, কিন্তু কেউই বিরক্ত বা অধৈর্য হয়নি। দায়িত্বের প্রতি ষোলোআনা অন্তপ্রাণ সবাই, খেয়াল করেছে ক্লিণ্ট, দু'একজন বাদে–ডায়াজ, স্যাণ্ডোভাল আর বিসকোর মধ্যে গা-ছাড়া ভাব রয়ে গেছে। তবে সময়ে সেটা চলে যাবে, বিশেষ করে টেণ্ট রক ক্যানিয়ন অর্থাৎ ক্রাউন ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানির মূল বাধা অতিক্রম করতে পারলে আপসে তাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে ক্লিণ্ট, রেমন হার্নান্দেজের চাপিয়ে দেওয়া ভূত ওদের মাথা থেকে বিদায় হয়ে যাবে। এদের তিনজন যখন কারও ক্ষতির কারণ হয়নি এখনও, ক্লিণ্ট মনে করছে, এ-নিয়ে বাড়াবাড়ি না-করাই উচিত। থাক না ওরা নিজেদের মত, কাজে বাগড়া না-দিলেই হলো। তবে ড্রাইভে যোগ দেওয়ার পর, শুরুতে যতটা অনীহা ছিল ওদের, ততটা নেই এখন। এটাই স্বস্তির বিষয়।

আকাশচুম্বী দুই পাহাড়ের মাঝের সঙ্কীর্ণ উপত্যকা পেরোতে হবে সামনে। বিপদসঙ্কুল পথ। তারপর টেণ্ট রক ক্যানিয়নের শুরু।

রাতের বৃষ্টির কারণে নরম হয়ে গেছে মাটি, ধুলো থিতিয়ে গেছে। তবে একেবারে মিইয়ে যায়নি, গরুর পালের উপর ধুলোর আস্তর চাদরের মত বিছিয়ে আছে সারাক্ষণ। ওদের ড্রাইভের খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা আগের চেয়ে কমেছে।

নতুন বিপদ উপস্থিত হতে পারে। রেমন হার্নান্দেজ নিশ্চয়ই বসে নেই। নির্ঘাত চাউর করে দেবে খবরটা। ক্লিণ্ট আশা করছে ক্যানিয়নে হয়তো দেখা হয়ে যাবে হার্নান্দেজ ও মার্শালের সঙ্গে। আর কেউ না হোক, অন্তত একজন হার্নান্দেজের কথায় সায় জানাবে–মার্শাল বার্নারি; এবং বলা বাহুল্য, খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে ক্লিণ্টকে ধরার জন্য। ড্রাইভ বা পাল নিয়ে তার আগ্রহ না-থাকারই কথা, বরং হুয়ান মোরালেসের খুনের

দায়ে ক্লিন্টকে গ্রেফতার করাই হবে তার একমাত্র চিন্তা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ক্লিন্ট, কাউকে দেখতে পেল না। সন্তুষ্ট মনে এবার ঘোড়া ছুটিয়ে গরুর পালের সামনে চলে এল। বিল বায়ার আর ডাফি ওয়াটসন রয়েছে এখানে।

'গতি বাড়াতে হবে,' চেঁচিয়ে দু'জনকে বলল ও। 'খেয়াল করোনি বোধহয়, গরুর পালের গতি কমে গেছে? চেষ্টা করে দেখো তো ওদের আরেকটু জোরে হাঁটাতে পারো কিনা।'

মাথা নাড়ল ওয়াটসন। 'ঢাল ধরে উঠছি আমরা। আমার তো মনে হচ্ছে চেষ্টার চূড়ান্ত করছে গরুগুলো।'

'যাই হোক, চেষ্টা চালিয়ে যাও,' বলল ক্লিন্ট। 'আমি দেখছি পিছন থেকে ওদের তাড়া দেওয়া যায় কিনা।'

পালের পাশ ধরে পিছনে চলে এল ও, আসার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, প্রত্যেককে উদ্দেশ্য জানিয়ে দিল।

'বার্টসনের সীমানার কাছাকাছি চলে এসেছি,' এক ফাঁকে ক্লিন্টের পাশে চলে এল জো মেয়ার। 'কী করব আমরা—যা করছি তাই চালিয়ে যাব?'

'ঠিক। কোন অবস্থাতে থামা যাবে না। ক্যানিয়নের শুরু হতে বেশি দেরি নেই। আমার ধারণা শিগ্‌গিরই *শুভেচ্ছা-স্বাগতম* পেয়ে যাব।'

মাথা নেড়ে পশ্চিম দিকে ইশারা করল সে। 'হার্নান্দেজের কথা বলছ?'

'ও তো একা আসবে না। দু'তিনজন ডেপুটি সহ মার্শালও থাকবে নিশ্চয়ই।'

'আমার তো মনে হয় বার্গেসের পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছার অভাব হবে না,' মৃদু স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'বার্টসনের জমিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির ডালকুত্তারা হামলে পড়বে আমাদের উপর। সামান্য এদিক-ওদিক হলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ওদের ব্যাপারে কী করবে, ভেবেছ?'

'দুটো উপায় ভেবে রেখেছি। তবে ওদের নিয়ে তেমন ভাবছি না, যতটা চিন্তা করছি মার্শালকে নিয়ে। ভুল সময়ে আসছে সে, যখন তাকে এড়িয়ে যেতে পারলে ভাল হত। জর্জ বার্গেস বা ওর গানম্যানদের মুখোমুখি হতে ভয় নেই আমার, কিন্তু আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই না। এজন্য তাড়াতাড়ি ক্যানিয়নে ঢুকে যেতে চাইছি।'

'বুঝেছি! দারুণ ভেবেছ তো!' সমীহ মাখানো দৃষ্টিতে ক্লিন্টকে দেখল র‍্যাঞ্চার। 'ক্যানিয়নে ঢুকে পড়তে পারলে গরুর জন্য রাস্তা একটাই থাকবে—শুধু সামনে এগিয়ে যাবে। আর যে কেউ চাইলে লুকিয়ে থেকে এগিয়ে যেতে পারবে।'

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাল ক্লিন্ট। ক্রমে ভারী হয়ে আসছে আকাশ। 'আরও বৃষ্টি হবে। সম্ভবত সন্ধের পর নামবে।'

পালের পিছনে চলে এল ও। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। চাক ওয়্যাগনের দায়িত্ব নিয়েছে পাবলো বিলিটো।

মাঝ-দুপুরে ক্লিন্টের কাছে চলে এল পল এস্তেবান। তার সারা মুখ ধুলোয় একাকার। শঙ্কিত দৃষ্টিতে আকাশে ঘনায়মান মেঘের দিকে তাকাল সে, কিন্তু বলল ভিন্ন প্রসঙ্গে। 'গরুগুলোকে এভাবে ছোটাতে থাকলে আর কয়েক ঘণ্টা পর বেশিরভাগ খুন হয়ে যাবে, *সেনর*! আমার মনে হয়...'

'তুমি কী ভাবছ তার পরোয়া কে করে?' কর্কশ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল ক্লিন্ট। 'কী করছি খুব ভাল করে জানি আমি। যত দ্রুত সম্ভব ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ুক গরুর পাল। এভাবে চলতে থাকলে কয়েক পাউণ্ড ওজন হারাবে, এই তো? কিন্তু মূল গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সব গরু বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে বরং খানিকটা হালকা-পাতলা অবস্থায় রেলরোডে পৌঁছানো শ্রেয়তর নয়? তাও সম্ভব হবে না যদি তোমার দোস্ত রেমন হার্নান্দেজ পাসি নিয়ে উপস্থিত হয়।'

'হার্নান্দেজ আমার বন্ধু নয়...'

'হ্যাঁ, কথাটা আগেও বলেছ। তোমার বন্ধু নয় সে।'

জিমি গিবস পৌঁছল ওদের কাছে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে মুখের ঘাম মুছল সে। 'জোড়া পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। ক্যানিয়নে ঢুকে যেতে বেশি দেরি নেই।'

ঘোড়ার পাছায় আলতো স্পার দাবাল ক্লিন্ট। 'শুনে খুশি হলাম,' এস্তেবানকে একা রেখে এগিয়ে গেল ও। 'জিমি, আমার সঙ্গে এসো।'

ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পাশে চলে এল গিবস। 'কী ব্যাপার?'

'ছোট একটা কাজ আছে।'

পালের পাশ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। জো মেয়ারকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকল ক্লিন্ট। র‍্যাঞ্চার ওর ডান পাশে আসার পর এগিয়ে চলল একই গতিতে। পয়েন্টে ডাফি ওয়াটসন আর বিল বায়ার রয়েছে। তাদের পাশে পৌঁছে গেল তিনজন।

'আমরা এগিয়ে যাচ্ছি,' বলল ক্লিন্ট। 'জোড়া পাহাড়ের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ক্যানিয়নে ঢুকিয়ে ফেলবে গরু। তারপর স্রেফ গতিটা ধরে রাখবে।'

'বার্গেসের চামুণ্ডাদের ব্যাপারে কী করবে?'

'ওদের ব্যাপারটা সামাল দিতে যাচ্ছি।'

গিবস ও মেয়ারকে নিয়ে দক্ষিণে এগোল ক্লিন্ট, অগভীর এক অ্যারোয়োতে নেমে গেল যেটা যমজ-পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ট্রেইলটা এমন যে, আর ধুলোর সহায়তা আছে বলে, ক্লিন্টের ধারণা কারও চোখে ধরা না-পড়ে হয়তো পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে।

'বার্গেসের গানম্যানরা পালের উপস্থিতি সকালে টের পেয়ে গেছে ধরে নেওয়াই ভাল। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ যে পরিমাণ ধুলো উড়ছে, সেটা দশ মাইল দূর থেকে দেখা যাবে। আমার তো ধারণা পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে আছে ওরা। ভাবছি ঘুরপথে ওদের পিছনে গিয়ে উপস্থিত হব।'

মাথা ঝাঁকাল গিবস।

'এখানে বার্গেসের লোক ক'জন, ধারণা আছে?' জানতে চাইল জো মেয়ার।

'কে যেন বলেছিল প্রায় ছয়জন। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো, সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে।'

'এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে,' মন্তব্য করল গিবস।

'এজন্যই তো ওদের পিছনে গিয়ে হাজির হব।'

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর জর্জ বার্গেসের ভাড়াটে গানম্যানদের ক্যাম্পের পিছনে উপস্থিত হলো ওরা।

যথেষ্ট আড়াল রেখে ক্যাম্প করেছে লোকগুলো, তবে শুধু সামনের দিকটাই ভেবেছে। পিছন দিক থেকে যে আক্রান্ত হতে পারে সেটা আমলে নেয়নি। তাই, কার্যত অরক্ষিত হয়ে আছে তারা।

আটজন। ঠিক টেন্ট রক ক্যানিয়নের মুখে অধীর অপেক্ষায় আছে। পাহাড়ের গাঢ় ছায়া পড়েছে জায়গাটায়, খুঁটিয়ে না-দেখলে বোঝা যায় না আদৌ কেউ আছে। ছোট ছোট বোল্ডার আর পাথর দ্বারা ঘেরা, ঝোপঝাড় তো আছেই।

ঝাড়া দশ মিনিট ধরে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে প্রতিটি স্থান নিরীখ করল ওরা, নিশ্চিত হয়ে নিল আর কোথাও লুকিয়ে নেই জর্জ বার্গেসের গানম্যানরা। পাহাড়ী ঢাল বা ক্যানিয়নের ভিতরও বাদ গেল না। কিন্তু নেই কেউ। সর্বসাকুল্যে ওই আটজন, এবং একসঙ্গে আছে সবাই।

সন্তর্পণে আগে বাড়ল ওরা তিনজন। বেশ পিছনে ঘোড়া রেখে এসেছে। পাহাড়ী ঢাল আর আড়াল ব্যবহার করছে চলার পথে। ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গেল। বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে আছে লোকগুলো। এক হাত তুলে অন্যদের থামার নির্দেশ দিল ক্লিন্ট।

ইঙ্গিত করা লাগল না। ক্লিন্টকে শটগান বের করতে দেখে

রাইফেল তুলে নিশানা করল অন্য দু'জন।

একটা হাত তুলে দু'জনেই সঙ্কেত দিল। তৈরি।

এবার উদ্যত অস্ত্র বাগিয়ে ধরে দ্রুত পা চালাল তিনজন। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে প্রায় দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল। শব্দ হয়নি বললে চলে। তবে ওদের পদশব্দ ঢেকে যাওয়ার কারণ দূরাগত গরুর পালের খুরের আওয়াজ। ভোঁতা ও ক্ষীণ গুমগুম একটা শব্দ হচ্ছে লাগাতার। ক্রমে এগিয়ে আসছে গরুর পাল।

শেষ মুহূর্তে একজন টের পেয়ে গেল। ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, ওদেরকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল। কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু হাঁ হয়ে থাকল।

একটা ভজকট হয়েছে কোথাও, টের পেয়ে ফিরে তাকাল পাশের জন। 'আরে, কোন্ নরক থেকে...' বলে ক্ষিপ্র বেগে অস্ত্রে ছোবল মারল সে।

'উঁহুঁ, বোকামি কোরো না!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল ক্লিণ্ট। 'তোমাদের প্রত্যেককে কাভার করা হয়েছে।'

উৎসাহে ভাটা পড়তে সময় লাগল না। টাকার জন্য চাকুরি করছে এরা, কিন্তু মরে গেলে টাকার দাম নেই এটাও বিলক্ষণ বোঝে। কখন সামলে নিতে হয় তা এদের মত মারকুটে মানুষই বেশি জানে।

একে একে মাথার উপর হাত তুলল সবাই। বিচিত্র অনুভূতির প্রদর্শনী চলছে তাদের মুখে। কেউ নির্বিকার, কেউ বিস্মিত, কেউ নেহাত আক্রোশ বোধ করছে। পরিস্থিতি অনুকূলে যাওয়া মাত্র এরা নির্দ্বিধায় খুন-খারাবি শুরু করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই, জানা কথা, নিরীহ চেহারা বা হতাশ ও করুণ মুখচ্ছবি দেখে ধন্দে পড়লে ঠকতে হবে।

একজন যেন কোনভাবে মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা, নাখোশ চেহারার বিদ্রোহের আভাস। বাম গালে লম্বা, অমসৃণ কাটা একটা দাগ অতীতের ভয়ঙ্কর মারপিটের সাক্ষ্য দিচ্ছে;

গভীর ক্ষতটা নিষ্ঠুর করে তুলেছে তার অভিব্যক্তি।

'হচ্ছেটা কী, শুনি?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ক্লিণ্টের দিকে তাকাল সে।

'এখনও বুঝতে পারোনি?' হেসে বলল ক্লিণ্ট। 'বুঝে ফেলবে শিগ্গিরই। সবার আগে হাতের রাইফেল ফেলে দাও। তারপর পিস্তল ফেলবে। উঁহুঁ, চালাকি করতে যেয়ো না কেউ। ভুলের পরিণামে কিন্তু বুটহিলের টিকেট দিয়ে দেব।'

এবারও নির্দেশ তামিল করতে সামান্য ইতস্তত করল কেউ কেউ। তবে জিমি গিবস হাতের রাইফেল উঁচিয়ে ধরে তাগাদা দিতে আর দেরি করার সাহস হলো না কারও। স্তূপাকারে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলো একনজর দেখল ক্লিণ্ট, তারপর নতুন নির্দেশ দিল: 'স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ো সবাই। মাটিতে নামার পর পাঁচ কদম আগে বাড়বে।'

সার বেঁধে দাঁড়াল আট রক্ষী।

'ইতোমধ্যে বোধহয় জেনে গেছ তোমরা,' বক্তৃতার ঢঙে বলে গেল ক্লিণ্ট। 'একটা পাল নিয়ে এসেছি আমরা। টেণ্ট রক ক্যানিয়ন হয়ে রেলরোডে যাব। কোম্পানির জমি পাড়ি দিতে হবে আমাদের। পশ্চিমের রেঞ্জ আইন বা রীতি অনুযায়ী জমি ব্যবহার করার জন্য প্রতি গরুর জন্য মাথা পিছু দশ সেণ্ট করে কর দেব তোমাদের, মানে তোমাদের উপরঅলাকে। এ-মুহূর্তে নগদ টাকা নেই আমার কাছে, তাই একটা পাওনা-রসিদ লিখে দিচ্ছি। মোট দেড় হাজার গরুর জন্য ধার্যকৃত কর আসে দেড়শো ডলার। তাই দিচ্ছি। ফুটো পয়সাও কম নয়। এতে তোমাদের খুশি হওয়া উচিত। মুফতে কামাই। নিশ্চিত থাকো, গরু বেচে ফেরার পথে নগদ টাকায় তোমাদের পাওনা শোধ করে দেব।'

'আচ্ছা, আমি তো এসবের কিছু বুঝতে পারলাম না!' মুখে কাটা দাগঅলা যেন প্রতিবাদের ঢেঁকি, ক্লিণ্টের কথা শেষ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলেছে। 'গরু আনা-নেওয়া বা অন্য কোনভাবে রেঞ্জ ব্যবহার করতে দেই না আমরা। এসব ব্যাপার পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে হয়। যদি কেউ জমি ব্যবহার করেও, নির্দিষ্ট হারে, অর্থাৎ আমাদের মনমত কর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে, প্রতি গরুর জন্য দশ ডলার হিসাবে দিতে হবে।'

'জোর থাকতে পারে তোমাদের, তবে মুল্লুক হাতে পাওনি এখনও,' সামান্য হাসল ক্লিন্ট, কণ্ঠে ভর্ৎসনা। 'পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। অত কথা বলার সময় নেই! কোম্পানির নির্ধারিত হারে কর দিচ্ছি না আমরা, কারণ সেটা বেআইনী, শোষণ এবং অবৈধ। ফেডারেল সরকারের আইন অনুযায়ী তোমাদের পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি। যাক্‌গে, দেড়শো ডলারই চূড়ান্ত। বাড়তি কিছুই পাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, দরাদরি করার মত অবস্থায় নেই তোমরা।'

এগিয়ে গিয়ে লোকটার শার্টের পকেটে একটা কাগজ চালান করে দিল ক্লিন্ট, আগেই লিখে রেখেছিল। 'এটার মধ্যে ভেজাল নেই। নিশ্চিন্তে থাকতে বোলো তোমার বস্‌-কে, তাগাদা দেওয়া লাগবে না, টাকা এমনিতে তার ঘরে পৌঁছে যাবে।'

এবার যেন সবকিছু পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে লোকটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্টের দিকে। মুখে কথা সরছে না।

ট্রেইলের দক্ষিণে একশো গজ দূরের জুনিপার ঝোপের দিকে ইশারা করল ক্লিন্ট। 'এবার ওই গাছগুলোর কাছে চলে যাও। আর হ্যাঁ, সময় থাকতে কেটে পড়ো। রাস্তা থেকে সরে না-গেলে শেষে গরুর খুরের নীচে চাপা পড়ে জান খোয়াবে।'

'মোটেই পার পাবে না তুমি!' প্রতিবাদে ফেটে পড়ল দাগঅলা। 'হাড়ে হাড়ে বুঝবে কোম্পানির সঙ্গে লাগতে গেলে কী দশা হয়! তোমার মত অমন বাহাদুরি কয়েকজনই দেখাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি শেষতক। ওই যে বললাম, পেটে যা

সইবে না সেটা না-গেলাই উচিত। হজম করতে পারবে না। তোমার দশা তাই হবে! কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, মুক্ত হয়ে নিই, কাল সকালের আগেই পাকড়াও করব তোমাকে। মি. বার্গেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখব তোমার চোপা তখন কেমন চলে!'

'সন্ধে হওয়া পর্যন্ত জুনিপারের নীচ থেকে নড়বে না কেউ!' জোরাল কণ্ঠে নির্দেশ দিল ক্লিন্ট। 'কাছাকাছি দু'জন লোক রেখে যাব। বেতাল দেখলে রাইফেলে অনায়াসে তোমাদের যে-কাউকে ফেলে দেবে। ওদের দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ থাকলে চেষ্টা চালিয়ো। তবে এখন হাঁটতে শুরু করো, জুনিপারের কাছে চলে যাও।'

থপ্‌থপ্‌ করে এগোল কয়েকজন। চরম অনীহা আর অসন্তোষ প্রকাশ করছে। কিন্তু এগোতে বাধ্য হচ্ছে। ক্লিন্টের দুই সঙ্গীকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, ওদের হাত রাইফেলের ট্রিগারে নিশপিশ করছে অনেকক্ষণ ধরে। জিমি গিবসের মুখে বিরক্তিকর অভিব্যক্তি, যেন ক্লিন্টের উপর খেপে আছে–অযথা কথা খরচ, আসলে বুলেট খরচ করা উচিত! যেমন কুকুর তেমন মুগুর। এদের সঙ্গে সৎ বা ন্যায্য আচরণ করে লাভ নেই। এরা সমঝদার নয়।

'ওদের অস্ত্রশস্ত্র আর সব ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল ক্লিন্ট। 'ক্যানিয়নের ভিতরে মাইল কয়েক গিয়ে ট্রেইলের পাশে রেখো অস্ত্র। সব ঘোড়া ছেড়ে দেবে। দুটোর কোনটাই এখন দরকার নেই ওদের...'

'আমাদের পায়ে হাঁটাবে?' খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইল দাগঅলা।

'পায়ে ছাড়া মানুষ অন্য কোনভাবে হাঁটতে পারে?' মেয়ারের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'তাড়া দাও ওদের, আরেক্টু পা চালাক। সাবধানে থেকো, জো। ব্যাটারা মহা ত্যাঁদোড়। সামান্য সুযোগ পেলে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। কোন ঝুঁকি নিয়ো না, কেউ

ঝামেলা করলে বিদায় করে দিয়ো। ওদের মত লোক দুনিয়ায় বেশি হয়ে গেছে।'

এবার দ্রুত পিছিয়ে এল ক্লিন্ট, শেষ দিকে প্রায় ছুটে ঘোড়ার কাছে চলে এল। স্যাডলে চড়ে ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছল কয়েক মিনিট পর।

গরুর পালের কয়েক গজ সামনে আছে ওয়াটসন আর বায়ার। ক্লিন্টকে দেখে উজ্জ্বল হলো তাদের মুখ, দুশ্চিন্তা থেকে বেঁচে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'সব ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'হ্যাঁ।'

গরুর পাল ক্যানিয়নের প্রবেশ মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়তে নিদারুণ স্বস্তি ও আনন্দ বোধ করল ক্লিন্ট হেডেন। পরিশ্রম সার্থক হয়েছে ওর। এখনও ঢের কাজ বাকি, কিন্তু বড় একটা বাধা পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ড্রাইভ হবে কি-না এমন অনিশ্চয়তা যেখানে ছিল, সেখানে নানা মতের র‍্যাঞ্চারদের সংগঠিত করার পর দেড় হাজার গরু নিয়ে এতদূর পৌঁছানো আক্ষরিক অর্থে ওর জন্য গৌরবের ব্যাপার। একইসঙ্গে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা টনিক হিসাবে কাজ করবে—আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে র‍্যাঞ্চারদের। সম্ভবত হেডেনদের প্রতি সবার উঁচু ধারণা তৈরি হবে এখন থেকে।

তবে অনেক ঝামেলা রয়ে গেছে। জর্জ বার্গেসের খুনে গ্যানম্যানদের সামাল দিতে হবে। ডোলানরা দুই ভাই, বেন ক্রাকফ ছাড়াও জর্জ বার্গেস নিজেও বিপজ্জনক লোক। এদের প্রত্যেককে সামাল দিতে হবে। রেমন হার্নান্দেজ ড্রাইভের খবর নিয়ে স্যাডলরকে গেছে, খবরটা খুব দ্রুত চাউর হয়ে যাওয়ার কথা।

সেক্ষেত্রে, এখনও কেন চেহারা দেখাচ্ছে না মার্শাল? অতি উৎসাহী, ক্লিন্টকে আজন্মশত্রু ঘোষণাকারী রেমন হার্নান্দেজের

কি উৎসাহে ঘাটতি পড়ে গেল?

তা কী করে হয়!

আঠারো

রাস্তার এক পাশে টিলার ঢালে স্যাডলে বসে আছে ক্লিন্ট, সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে দেখল ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ছে গরুর পাল। শেষ লংহর্নটা হেলে-দুলে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে, এসময় বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পড়ল ওর গায়ে। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল ক্লিন্ট, তেমন কালো হয়নি। সম্ভবত হালকা বৃষ্টি হবে, গতরাতের মত ঢালাও ভাবে নামবে না।

ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পাশে চলে এল মেডেরো ডায়াজ। সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে, এক হাতে স্যাডল ক্যান্টারের সঙ্গে বাঁধা বর্ষাতি খুলে নিচ্ছে।

'এ-পর্যন্ত ভালই কাটল, *সেনর!*'

'হ্যাঁ, ভাগ্য ভাল গেছে আমাদের,' জবাবে বলল ক্লিন্ট। 'তবে খুব বেশি জোর দেওয়া যাবে না। যেভাবে চলছে সন্ধে পর্যন্ত সেই গতিতে চলতে থাকুক গরুগুলো।'

গায়ে বর্ষাতি চাপাল ডায়াজ। 'সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে চলে গেল সে।

ক্যানিয়নের মুখে চলে এল ক্লিন্ট। বৃষ্টি ধরে এসেছে, ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে এখন। তবে আকাশে মেঘ জমছে আরও। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ছুটে আসছে মেঘের পাহাড়, গাঢ় ও প্রকাণ্ড আকার পাচ্ছে। দূরে কোথাও মেঘ ডাকল। ভুরু কোঁচকাল

ক্লিন্ট, চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ঝড় হলে ক্যানিয়নের ভিতরে থাকা গরুগুলোর বিপদ হতে পারে।

যমজ পাহাড়ের গোড়ায় এসে সিলভার ফ্ল্যাট বেসিনের দিকে তাকাল ও। ট্রেইলে কোন ঘোড়সওয়ার নেই। দেখতে না-পেলে খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু আদপে চিন্তিত হয়ে পড়েছে, কারণ সেটা অস্বাভাবিক। রেমন হার্নান্দেজ বা মার্শাল বার্নারিকে চিনতে ভুল না হলে এতক্ষণে তাদের ছুটে আসার কথা।

হার্নান্দেজ ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না, শত্রু ঘোষণা করে বসেছে; যে-কোন ব্যাপারে ক্লিন্টের বিরুদ্ধে তার অবস্থান। ক্লিন্টকে আইনের হাতে সোপর্দ করতে পারলে বিশাল অর্জন বলে মনে করবে, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। রাজনীতি আর প্রেমে যেমন কোন ন্যায়-অন্যায় বা নীতিবোধ থাকে না, তেমনি ক্লিন্ট হেডেনকে ফাঁসিয়ে দিতে যে-কোন পন্থা অবলম্বন করবে সে। ক্লিন্টের বিরুদ্ধে মোরালেসকে খুনের অভিযোগ দাবি, পাসিতে অংশগ্রহণ, লেযি-আর বাথানে গিয়ে হাজির হওয়া কিংবা ল্যাটিন র‍্যাঞ্চারদের ড্রাইভবিমুখ করা···সবই তার কাছে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের কৌশল। বিবেকের ধার ধারেনি, তাই নীতি বা আদর্শের প্রশ্নও হার্নান্দেজের কাছে অবান্তর।

এ-মুহূর্তে তার ধ্যান-জ্ঞান একটাই: যে কোন উপায়ে ক্লিন্ট হেডেনকে গ্রেফতার করানো।

মার্শাল বা হার্নান্দেজের অবস্থান জানা থাকলে স্বস্তি বোধ করত ক্লিন্ট, কারণ ড্রাইভের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে শেষ পর্যন্ত ওর উপস্থিতির উপর। র‍্যাঞ্চার বা ক্রুদের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে হবে, বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে, যখন জর্জ বার্গেসের খুনে গানম্যানদের মুখোমুখি হবে। তখন তাদের পাশে ক্লিন্ট হেডেনের উপস্থিতি আবশ্যক হয়ে পড়বে।

তাই রেমন হার্নান্দেজ বা মার্শাল বার্নারি আপাতত ওর জন্য বিপজ্জনক লোক। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের দেখতে পাচ্ছে

কিংবা অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত খবর জানতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্বেগ কাটবে না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে পালের দিকে এগোল ক্লিন্ট। খেয়াল করল দীর্ঘ জুনিপার সারির নীচে একসঙ্গে বসে আছে বার্গেসের ভাড়াটেরা। জো মেয়ার এগিয়ে গেছে।

গতি বাড়িয়ে গরুর পালকে ধরে ফেলল ক্লিন্ট, এগিয়ে চলল সামনে। ধুলোর পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে ওর পাশে চলে এল জিমি গিবস।

'ওদের নিয়ে কী করবে?' কোম্পানি ক্রুদের দিকে ইশারা করে জানতে চাইল অভিজ্ঞ পাঞ্চার।

'সব ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র ট্রেইলে চার-পাঁচ মাইল পর পর ফেলে যাও,' বলল ক্লিন্ট। 'একসঙ্গে সব ঘোড়া বা অস্ত্র না-পেলে দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চাপলেও চট করে সংগঠিত হতে পারবে না ওরা, তাই আমাদের বিপদে ফেলার ইচ্ছে বাদ দেবে।'

'বেশ।'

'ক্যানিয়নটা চেনা আছে তোমার, জিমি?'

মাথা নাড়ল সে। 'উঁহুঁ। এর আগে মাত্র একবার এসেছিলাম। এস্তেবান আর ডায়াজ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি চেনে। কিছু জানতে চাইলে ওদের জিজ্ঞেস করতে পারো। পাঠিয়ে দেব?'

'আমি যাচ্ছি। তুমি বরং পিছন দিকে খেয়াল রাখো। রাস্তায় একটা চোখ রেখো। বেশি সময় নেব না।'

'কাউকে আশা করছ?'

'ফ্ল্যাট অঞ্চল থেকে আসার সম্ভাবনা বেশি। কোন রাইডার দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ো আমাকে।'

পালের পাশে পাশে এগিয়ে চলল ক্লিন্ট। কিছুদূর যাওয়ার পর মেডেরো ডায়াজকে দেখতে পেয়ে হাত ইশারায় ডাকল। এক পাশে সরে এল র‍্যাঞ্চার।

'অনেকদিন হলো এদিক দিয়ে যাইনি,' বলল ও। 'সামনে কী অবস্থা?'

জামার আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম আর ধুলো মুছল ডায়াজ। 'ঢালু পথ ধরে নেমে যাচ্ছি এখন, *সেনর*। ধীরে ধীরে ক্যানিয়নের তলার দিকে নেমে যাব। তবে মাঝপথে ট্রেইল উঠে গেছে। ওটা বিপজ্জনক জায়গা। এক পাশে গভীর খাদ, অন্য পাশে ক্লিফ। ধরো, তলা থেকে দু'শো ফুট উঁচু। ট্রেইলও সঙ্কীর্ণ। অন্ধকারে গরু চলাচলের জন্য জঘন্য জায়গা আর হয় না।'

ভুরু কোঁচকাল ক্লিন্ট। 'খাদের আগে ক্যাম্প করার মত জায়গা আছে?'

'আছে। মাইলখানেকের কিছু বেশি হবে। একটা ছোট্ট উপত্যকা, তবে সব গরুর জায়গা হয়ে যাবে। জায়গাটা উঠতি ঢালের শুরুতে।'

'সেক্ষেত্রে, ওখানে থামাই ভাল হবে। কী বলো? সামনে গিয়ে ওয়াটসনকে খবরটা জানিয়ে দিলে খুশি হব। পিছনে একটা কাজ আছে আমার।'

উল্টো ঘুরে ফিরতি পথে, পালের পিছন দিকে এগোল ক্লিন্ট। জো মেয়ার আর রুডলফো ফিয়েরোকে দেখে ইশারায় ডেকে নিল একপাশে। অনুসরণ করতে বলে অপেক্ষায় থাকা জিমি গিবসের কাছে পৌঁছল।

ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার, আগের চেয়ে জোর বেশি। হাঁটু সমান উঁচু বালি মুহূর্তে বৃষ্টির ফোঁটা শোষণ করে নিচ্ছে।

'পিছনে পাহারা রাখতে হবে,' ট্রেইলের ধারে একত্র হওয়ার পর বলল ক্লিন্ট। 'ঝামেলা হতে পারে বলে মনে হচ্ছে, বিশেষ করে আজ রাতে। সন্ধের পর যে-কোন সময়ে সেটা আসতে পারে।'

'বার্গেস?'

'সে তো আছেই। তবে আমার ধারণা সবার আগে হার্নান্দেজ আর মার্শাল চেহারা দেখাতে পারে।'

গম্ভীর হয়ে গেল ফিয়েরোর মুখ, অস্বস্তির সঙ্গে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল সে। 'আইনের সঙ্গে কোন ঝামেলায় যেতে রাজি নই আমি। দেখো, আমি নিতান্ত নিরীহ মানুষ...'

'ড্রাইভটা ভালয় ভালয় রেলরোডে পৌঁছাক, তাই চাও না?' তীক্ষ্ণ স্বরে তাকে বাধা দিল ক্লিন্ট, র‍্যাঞ্চারের দুর্বলতায় ত্যক্ত বোধ করছে।

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'তা হলে যে-কোন মূল্যে মার্শাল বা বার্গেসের লোকজনকে এই পাল থেকে দূরে রাখব আমরা, কোন অবস্থাতে ড্রাইভের গতি বা গন্তব্য বদলাতে দেব না। ড্রাইভ শেষ হলে আমি নিজে ধরা দেব মার্শালের কাছে, কিন্তু এখন কোনভাবে আমার সরে যাওয়া চলবে না। ড্রাইভের স্বার্থে এখানে থাকতে হবে।'

শ্রাগ করল ফিয়েরো। 'দুঃখিত, *সেনর*। তুমি ঠিকই বলেছ। বুড়ি মহিলার মত ভড়কে গিয়েছিলাম। এখন তা হলে কী করতে হবে আমাদের, শটগানার?'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ক্লিন্ট, র‍্যাঞ্চারের দ্বিধা দূর হয়ে যাওয়ায় সন্তুষ্ট বোধ করছে। 'স্রেফ চোখ-কান খোলা রেখে পিছন দিকটায় নজর রাখবে। বিশেষ করে রাস্তার উপর। সামনে মাইল খানেক পর ক্যানিয়নের তলায় ক্যাম্প করব আমরা। ডায়াজ বলল জায়গাটা নাকি ভাল। ক্যাম্প ঠিকঠাক হলে তোমার জায়গায় অন্য একজনকে পাঠিয়ে দেব।'

'ক্লিন্ট, ক্যানিয়নের তলার দিকেও কি নজর রাখা উচিত হবে না?' রাস্তা ধরে সামনের নিচু এবড়োখেবড়ো জমির দিকে ইশারা করে জানতে চাইল জো মেয়ার। 'জোড়া পাহাড় এড়িয়ে এখানে এসেছি আমরা। সেক্ষেত্রে, এখানে আসার আরও একটা পথও তো থাকতে পারে! বার্গেসরা যদি সেটা ধরে ক্যানিয়নে ঢুকে

হঠাৎ হামলা করে বসে?'

'ধন্যবাদ। সব ব্যাপারে বা সবদিক সম্পর্কে সতর্ক থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' একমত হলো ক্লিন্ট। 'তাতে একটু কাজ বাড়লেও হয়তো বিরাট বিপদ এড়িয়ে যেতে পারব। ক্যানিয়নের অন্য দিকে একজন পাহারায় থাকলে হবে, কেউ চুপিসারে ভিতরে ঢুকতে চাইলে তার চোখে পড়বে।'

'ওই যে, বড়সড় পাথরটা কেমন?' অনুমোদনের সুরে দেখাল মেয়ার। 'পাহারায় থাকার জন্য দারুণ জায়গা। আমিই চলে যাচ্ছি। স্যাডল থেকে নামতে পারলে সত্যি স্বস্তি পাব! সারা শরীর ব্যথায় কাতর আমার।'

'বিপদ বা ঝামেলা দেখলে ফাঁকা গুলি কোরো। ছুটে আসব আমরা।'

ট্রেইল ধরে পালের দিকে এগিয়ে চলল ক্লিন্ট। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ক্যানিয়নের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে ফেলেছে তিনজন। ইতোমধ্যে পাল অনেক এগিয়ে গেছে। এতক্ষণে উঠতি ঢাল বা চড়াইয়ে পৌঁছে যাওয়ার কথা, অনুমান করল ও।

অমন একটা জায়গাই দরকার ছিল। ঝড় আসতে পারে, তাই তৈরি থাকা ভাল। জুতসই ক্যাম্প যদি বাছতে না-পারে তা হলে ঝড়ের কবলে পড়ে মহাবিপদ হয়ে যেতে পারে—দুর্ভোগের চূড়ান্ত সম্পন্ন হবে। আজ সারাটা রাতই পালের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি চালাতে হবে। কোনভাবে যদি স্ট্যাম্পিড হয়ে যায়, সঙ্গীর্ণ ট্রেইল আর ক্যানিয়নের মধ্যে সেটা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

উপত্যকায় পৌঁছল ও।

জায়গাটাকে ভুতুড়ে বলা চলে। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বোল্ডার, নুড়িপাথর, খড়িমাটি আর ঝোপঝাড়ের সমাবেশ। গরুর পাল থেমে গেছে। অলসভাবে ঘোরাফেরা করছে জন্তুগুলো, ক্লান্তি কাটিয়ে সুস্থির হতে সময় লাগবে।

উপত্যকার সবুজ ঘাস এবং লাগোয়া ঝর্নার পানির সদ্ব্যবহার করছে পুরোদমে।

পাহাড়ী চাতালের নীচে আগুন জ্বালানো হয়েছে। রান্না চড়ানো হয়ে গেছে, খেয়াল করল ক্লিন্ট। কটনউডের শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে আনছে দুই ক্রু।

ওকে দেখে এগিয়ে এল ডায়াজ। 'এ জায়গার কথাই বলেছি।'

মাথা ঝাঁকাল ক্লিন্ট। 'রাতের ক্যাম্পের জন্য উপযুক্ত জায়গা। ওপাশে কী আছে?'

'প্রাকৃতিক করালের মত। তিনদিকে উঁচু দেয়াল। বেরোনোর রাস্তা ওই একটাই—যেদিক দিয়ে ঢুকেছি।'

লাগাতার বৃষ্টি পড়ছে। তবে তেমন জোরাল নয়। বিজলিও চমকাচ্ছে মাঝে মধ্যে; মেঘের গুড়গুড় চলছে সমানে। হঠাৎ হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

ঘোড়াকে কটনউডের দিকে বাড়াল ক্লিন্ট। প্রায় সব ক্রু সেখানে জমায়েত হয়েছে।

ওকে দেখে এগিয়ে এল ডাফি ওয়াটসন। 'উপত্যকার মুখে দু'জনকে রেখে এসেছি। সবকিছু শান্ত, ঠিকঠাক আছে। না থাকলেও চলত বোধহয়, কিন্তু মনে হলো তুমি কোন ঝুঁকি নিতে চাও না, তাই বসিয়ে দিয়েছি ওদের।'

'ভাল করেছ। ফিয়েরো, গিবস আর মেয়ারকে অন্য দিকে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। রাস্তার উপর চোখ রাখতে পারবে ওরা। আমার তো মনে হচ্ছে ঝামেলা যদি হয়, তা হলে সেটা ওদিক থেকে আসবে।'

'আরও আগেই সেটা আসা উচিত ছিল। বুঝলাম না! অনেক সময় পেয়েছে হার্নান্দেজ। ব্যাটা কি শহরে পৌঁছতে পারেনি?'

চুলোর কাছ থেকে ক্লিন্টদের দিকে এগিয়ে এল পাবলো বিলিটো। সামনে এসে ধূমায়িত কফির মগ ক্লিন্টের হাতে ধরিয়ে

দিল। আন্তরিক স্বরে তাকে ধন্যবাদ জানাল ক্লিন্ট, তারপর ডাফি ওয়াটসনের দিকে ফিরল। 'এখন পর্যন্ত ভাগ্যদেবী অস্বাভাবিক সহায়তা করেছে আমাদের। নানা দিকে ভাগ্য ভাল গেছে। তবে সেটা বেশি ভাল। এভাবে বাকি সময়টা কাটবে ধরে নেওয়া স্রেফ বোকামি হবে। আমার তো মনে হয় ভয়াবহ একটা কিছু করার পাঁয়তারা করছে...'

উপত্যকার পশ্চিমে অংশে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে থেমে যেতে বাধ্য হলো ক্লিন্ট, যেন ওর কথায় সায় দিয়ে ব্যাপারটা ঘটে গেছে। মুহুর্মুহু গুলি হচ্ছে। আবছা আলোয় দেখা গেল অস্বস্তিভরে নড়াচড়া শুরু করেছে গরুগুলো।

বে-র উদ্দেশে ছুটল ক্লিন্ট। 'জলদি ঘোড়ায় চড়ো সবাই!' ছুটতে ছুটতে নির্দেশ দিল ও, হাত থেকে কাপ ফেলে দিয়েছে। কফি গেলার সময় নেই এখন। স্যাডলে চড়ে ঝটিতি ওয়াটসনের দিকে ফিরল। 'ডাফি, চারজন লোক নিয়ে দেখো তো পালটাকে শান্ত রাখতে পারো কি-না! অন্যরা আমার সঙ্গে এসো!'

ক্যানিয়নের তলার দিকে হচ্ছে গোলাগুলি। সেদিকে ঘোড়া ছোটাল ক্লিন্ট। খেয়াল করল গুলির তীব্রতা বেশ কমে গেছে।

নির্ঘাত জর্জ বার্গেসের বাহিনী! কারণ জেনে-শুনে গরুর পালকে উত্ত্যক্ত করার ঝামেলায় যাবে না মার্শাল, এর পরিণতি জানা আছে তার—নিশ্চিত স্ট্যাম্পিড। তাতে উদ্দেশ্য সফল নাও হতে পারে তার। তাই কৌশলে বা আপসে ক্লিন্টকে গ্রেফতার করবে সে।

আধো-অন্ধকারে অস্পষ্ট একটা কাঠামো দেখতে পেল ক্লিন্ট, এক ঘোড়সওয়ার ক্যাম্পের দিকে ছুটছে লোকটা। চট করে শটগান তুলে নিল ও, হ্যামার নামিয়ে দিল। সেকেণ্ড খানেক দ্বিধা করল, শেষে শটগান নামিয়ে ফেলল। প্রচণ্ড গোলাগুলি হলেও এখন পর্যন্ত মোটামুটি শান্তই আছে গরুর পাল। ফের গোলাগুলি হলে হয়তো জর্জ বার্গেসদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে

যাবে—স্ট্যাম্পিড ঘটে যেতে পারে। সন্ত্রস্ত গরুগুলোর জন্য শটগানের একটা গুলি যথেষ্ট হবে। চার-পাঁচটা গরু ছুটতে শুরু করলে অন্যগুলোও তাল মেলাবে, মুহূর্তের মধ্যে স্ট্যাম্পিড হয়ে যাবে। জেনে-শুনে এ ঝুঁকি নেওয়া চলে না।

নিচু ঝোপ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল ক্লিন্ট। এস্তেবান, ডায়াজ এবং বিলিটো ছাড়াও তিনজন ছুটে আসছে। সবাইকে চেনে না।

'নেহাত ঠেকায় না পড়লে গুলি কোরো না,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ক্লিন্ট। 'তাতে হয়তো...'

পুরো আকাশ আর মাটি আলোকিত করে বিজলি চমকাল। পরপরই কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। ভারী শব্দে আছড়ে পড়ল একটা গাছ। বজ্রপাতে আগুন ধরে গেছে।

দম বন্ধ করা উত্তেজনায় ক্লিন্ট দেখল অসংখ্য আগুনের বল ছোটাছুটি করছে উপত্যকায়, ঝোপঝাড়ে বজ্রপাতের ফল। দমকা বাতাসে স্ফুলিঙ্গ নাচানাচি করছে।

আবার বাজ পড়ল। গুমগুম করে পুরো ক্যানিয়ন জুড়ে নতুন একটা শব্দ উঠল...ক্রমে বাড়ছে...

'খাইছে!' সব কোলাহল ছাপিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মেডেরো ডায়াজ। *'স্ট্যাম্পিড!'*

উনিশ

ঝটিতি ফিরে তাকাল ক্লিন্ট হেডেন। উপত্যকার শেষ প্রান্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে গরুর পাল, আধো অন্ধকারে দেখে মনে হচ্ছে কালো পানির স্রোত। সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে উপত্যকা

থেকে।

ফের গুলির শব্দ হলো। এবার অনেক কাছে। ছুটে যাওয়া তপ্ত সীসার বিচিত্র শিউরানো আওয়াজ কানে এল।

অসহায় হয়ে পড়েছে ক্রুরা। গরুর পালকে সামলাতে পারছে না। স্রোতের মত উপত্যকার খোলা মুখের দিকে ছুটে যাচ্ছে সব গরু; একে অন্যকে ধাক্কা মারছে, ঠেলছে, গুঁতো মারছে···আর সমানে হাঁক ছাড়ছে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে উপত্যকা থেকে।

আসল বিপদ অন্য জায়গায়। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে সরু পথ ধরে ছুটে যাবে উন্মত্ত ও আতঙ্কিত গরুর পাল, ডানের গভীর খাদে পড়ে যেতে পারে। দু'শো গজ নীচের খাদে পড়লে হাড়-মাংস আলাদা করার মত কিছু থাকবে না।

স্ট্যাম্পিড ঠেকানোর বা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় নেই। বরং গরুর পালকে ওদের ইচ্ছেমত ছুটে যেতে দিতে পারে, আর প্রার্থনা করতে হবে খাদে যেন পড়ে না যায়।

একইসঙ্গে প্রত্যাশা করতে হবে উপত্যকার ওপাশে থাকা ক্রুরা সময়মত সরে যেতে সক্ষম হবে, উন্মত্ত গরুর খুরের তলায় পিষ্ট হবে না।

সামনের সঙ্কীর্ণ খোলাপথে ছুটে গেল এক ঘোড়সওয়ার। ঝটিতি শটগান তুলে গুলি করল ক্লিণ্ট। চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

দাঁতে দাঁত চাপল ক্লিণ্ট। *রাতের এই ওভারটাইমের* জন্য দেনা শোধ করতে হবে জর্জ বার্গেসকে, মাশুল গুনতে হবে।

দ্রুত রিলোড করল ক্লিণ্ট, তারপর তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে উপত্যকার অন্য পাশে চলে এল। ওর আশপাশ থেকে কয়েকটা অস্ত্র ক্ষণে ক্ষণে গর্জে উঠছে।

দু'পাশে দৃষ্টি চালাল ক্লিণ্ট। একটু বাম দিকে অবস্থান নিয়েছে পল এস্তেবান। বৃষ্টিতে চকচক করছে মুখ, চাহনি বেপরোয়া। তেতে আছে লোকটা। পিস্তল থেকে একের পর এক

গুলি করে যাচ্ছে লেযি-আর ভ্যাকুয়েরো।

ডান দিকে ক্যানিয়নের দেয়াল ঘেঁষে অবস্থান নিয়েছে পাবলো বিলিটো। তার পাশে ডায়াজ এবং অন্যরা।

পালের পাশে আচমকা উদয় হলো এক রাইডার। কমলা আগুন ওগরাল তার পিস্তল। গুলি করার'পরপরই ঘোড়া ঘুরিয়ে চম্পট দিল সে, আড়ালে চলে যাবে।

'অ্যাসেসিনো!' বৃষ্টি, মেঘের গুড়গুড় আর গোলাগুলি ছাপিয়ে উঠল এস্তেবানের কণ্ঠ। ঝটিতি গুলি করল সে। স্যাডলে ঝাঁকি খেল লোকটার দেহ, পড়ে যাচ্ছে তখনই অন্ধকারের উদ্দেশে লাফ দিল ঘোড়াটা।

ক্লিণ্ট দেখল দৌড়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মেডেরো ডায়াজ, গতি কমিয়ে গুলি করল কয়েকটা। আচমকা বুক চেপে ধরল সে মুক্ত হাতে। তার কয়েক গজ সামনে দেখা দিল এক রাইডার, ডায়াজের উদ্দেশে পিস্তল তুলল; শুরু করা কাজটা শেষ করবে।

চেঁচিয়ে ডায়াজকে সতর্ক করে দিল ক্লিণ্ট, একইসঙ্গে গর্জে উঠল ওর শটগান। ভারী গোলার ধাক্কায় প্রায় উড়ে গেল লোকটা, স্যাডলচ্যুত হলো মুহূর্তে, কয়েক গড়ান খেয়ে পড়ে থাকল খোলা জমিতে। এদিকে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে ডায়াজ, তবে পিস্তল ছাড়েনি হাত থেকে।

ছুটে তার পাশে চলে এল ক্লিণ্ট, কয়েকটা গুলি কাছ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। ডায়াজকে তুলে নিয়ে সরে এল কয়েক গজ দূরের বোল্ডারের আড়ালে। র‍্যাঞ্চারকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ক্ষতটা পরখ করল। বগলের কাছে লেগেছে বুলেট। মারাত্মক কিছু নয়। তবে রক্ত ঝরছে।

ব্যাণ্ডানা খুলে ক্ষত সহ কাঁধ বেঁধে ফেলল ক্লিণ্ট, দ্রুত হাত চালানোর ফাঁকে মুখ তুলে তাকাল। প্রাণপণ লড়ছে ওর সঙ্গীরা। আর প্রতিপক্ষ চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে। তবে সুবিধা করতে

পারছে না। গরুর পালের দিকে কারও মনোযোগ নেই এখন, বরং জর্জ বার্গেসের খুনে ক্রুদের বিরুদ্ধে চরমপত্র ঘোষণা করে বসেছে; নিস্তার নেই আজ ওদের, হাড়ে হাড়ে টের পাবে!

একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে, ভাবল ক্লিন্ট, গরুর পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এতক্ষণে ড্রাইভে ক্রুদের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে যেত। গরু সামলাতে ব্যস্ত থাকত ওরা, আর আড়াল থেকে গুলি করে একের পর এক ওদের ফেলে দিত বার্গেসের ভাড়াটেরা। সম্ভবত এমন কিছু ভেবেই পরিকল্পনা করেছে ওরা। তবে কাজে আসেনি, বরং উল্টো র‍্যাঞ্চাররা চড়াও হয়েছে তাদের উপর।

উপত্যকার কোণে তিন রাইডারকে দেখতে পেল ক্লিন্ট। ছায়া নড়ছে দেখে ওদের উপস্থিতি টের পেয়েছে, নইলে বোঝার উপায় ছিল না, কারণ আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, আড়াল থেকে সবে বেরিয়ে এসেছে। সম্ভবত এক যোগে ছুটে এসে হামলা করবে।

তিনটা ঘোড়া সার বেঁধে, পাশাপাশি দাঁড়াল। উসখুস করছে।

লম্বা দম নিয়ে শটগানের নিশানা করল ক্লিন্ট, তারপর মাঝের লোকটার বুক বরাবর গুলি ছুঁড়ল। কমলা আগুন ওগরানোর সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান বদল করল ও। প্রতিপক্ষ যখন ধরাশায়ী হয়েছে এবং ডান পাশের লোকটা পাল্টা গুলি করেছে, ততক্ষণে নতুন অবস্থানে চলে গেছে ক্লিন্ট। যাওয়ার পথে গুলি করেছে বামদিকের রাইডারকে। এবারও ব্যর্থ হয়নি। গোলার ধাক্কায় স্রেফ দুই টুকরো হয়ে গেল লোকটা। ভারী শব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল তার লাশ।

স্যাডলহীন একটা ঘোড়া দুলকি চালে ছুটে গেল সামনে দিয়ে। এস্তেবান আর বিলিটো সামনে এগিয়ে গেছে, তবে খুব বেশি দূরে যায়নি। ধারে-কাছে কোথাও আছে, অনুমান করল ক্লিন্ট।

গুলির তীব্রতা কমে গেছে, মাঝে মধ্যে হচ্ছে এখন।

যখনই একযোগে ছুটে এসে হামলা করার চেষ্টা করেছে বার্গেসের লোকেরা, নানা দিক থেকে ওদের দিকে গুলি ছুটে এসেছে; তাই সুবিধা করতে পারেনি। বরং এখন র‍্যাঞ্চারদের তোপের মুখে ধীরে ধীরে পিছু হটছে।

ব্যাপারটা কিছুটা হলেও বিস্ময়কর, কারণ প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি, অন্তত দুই-তিনগুণ ছিল; অথচ লড়াইয়ে মোটেও সুবিধা করতে পারেনি।

ডান পাশে গর্জে উঠল দুটো পিস্তল, পরপর কয়েকটা গুলি হলো। জায়গাটা উপত্যকার মুখের কাছে। ক্লিন্ট অনুমান করল জো মেয়ার, ডাফি ওয়াটসন এবং রুডলফো ফিয়েরোর কেউ হবে। গুলির শব্দ শুনে ছুটে এসেছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন খুঁচিয়ে চলেছে ওর মন। কীভাবে তিনজনকে ফাঁকি দিয়ে উপত্যকায় ঢুকে পড়ল কোম্পানির এতগুলো মানুষ?

'ব্যাটাদের আটকে রাখো!' চেঁচিয়ে বলল ক্লিন্ট। 'গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছি। বেরোনোর পথ নেই ওদের!'

নিশ্চিত না-হয়ে গুলি করা বেশ বিপজ্জনক। কারণ ঘুটঘুটে অন্ধকার চারপাশে, মাঝে মধ্যে বিজলির আলোয় দেখতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। সেই আলোয় কে বন্ধু কে শত্রু বোঝা মুশকিল।

ক্লিন্ট দেখল সরু কার্নিশের কাছে দু'জন মানুষ ছুট দিয়েছে, শটগান তুলেও দ্বিধা করল ও।

'হেডেন!'

ঝটিতি ঘাড় ফেরাল ও। ডান দিক থেকে এসেছে ডাকটা। কণ্ঠ অচেনা। মাথা নিচু করে পড়ে থাকল ক্লিন্ট, এখনই সাড়া দিতে নারাজ। আগে লোকটার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। আবার বিজলির অপেক্ষায় থাকল, আশা করছে স্বল্প আলো

হলেও দেখতে পাবে।

'এই যে, এদিকে–হেডেন!'

বিজলি চমকাল সেই মুহূর্তে।

পেপ ডোলান।

একা নয় সে। শয়তানটাও আছে সঙ্গে। স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়েছে ওরা, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, হাতে উদ্যত পিস্তল। কার্নিসের নীচে ওদের অবস্থান।

দুই ভাইকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল ক্লিন্ট। তপ্ত সীসা ওর মাথার পাশ দিয়ে চলে গেল, একটা নয়–কয়েকটা! সৌভাগ্য, সময়মত ঝাঁপ দিয়েছিল, নইলে ঠিক ছেঁদা হয়ে যেত।

গড়িয়ে বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল ক্লিন্ট। নিঃশ্বাস দ্রুত ফেলছে। পরিশ্রমে নয়, হাঁপাচ্ছে উত্তেজনার কারণে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে!

সম্ভবত দুই ভাই ওর উপর চড়াও হবে এখন। দু'জন যদি দু'দিক থেকে এগিয়ে আসে, পরস্পরকে কাভার করতে পারবে, সেক্ষেত্রে বিপদে পড়ে যাবে ও...এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিপক্ষ যেহেতু একা, একসঙ্গে দু'জনের উপর চোখ রাখা যেমন কঠিন, তেমনি দু'জনকে পরপর গুলি করাও ঝক্কির ব্যাপার, কারণ দূরত্বের ফলে একজনকে গুলি করার পর অন্যজনের দিকে ফিরতে গেলে যথেষ্ট সময় নষ্ট হবে, এ সুযোগে তাকে গেঁথে ফেলতে পারবে অন্যজন।

তক্কে তক্কে আছে দুই খুনে!

ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে ক্লিন্টের মাথায়। বুঝতে পারছে দ্রুত অবস্থান বদল করবে দুই ভাই, ক্রমে এগিয়ে আসবে। যথেষ্ট আড়াল আছে বটে, কিন্তু এগিয়ে এলে ঠিকই ওকে দেখতে পাবে ডোলানরা।

সেক্ষেত্রে, এবার সফল হতেই হবে। অন্তত একজনকে খরচ

করে দিতে হবে।

তিনজনই বিজলির অপেক্ষায় আছে। একটু একটু করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ক্ষীণ শব্দ শুনে ক্লিন্ট নিশ্চিত হলো নড়তে শুরু করেছে দুই ভাই।

ওরাও জানে অনুমানের উপর গুলি করবে না ক্লিন্ট, কারণ তাতে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে। বরং না-দেখা পর্যন্ত এভাবে ইঁদুর-বিড়াল খেলা চালিয়ে যাবে। মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারলে, কিংবা বিজলির চমকে যদি দেখতে পায়...তখন গুলি করবে।

আবছা অন্ধকার পাতলা চাদরের মত বিছিয়ে আছে চারপাশে, দৃষ্টি বেশিদূর যায় না। কান খাড়া ক্লিন্টের, সামান্য শব্দও শুনতে উদগ্রীব। সব ইন্দ্রিয় সজাগ। উত্তেজনা বোধ করছে ও, বিপদের আশঙ্কা আর নিজস্ব দক্ষতা ও কৌশলের সমন্বয়ে বিপদ উতরে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস নীরব আনন্দ জুগিয়ে চলেছে ওকে।

সন্দেহ নেই বিপর্যস্ত অবস্থা ওর, কারণ একইসঙ্গে দুই ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, চুলচেরা হেরফেরে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। অসম এই হিসাবে প্রেরণা পাচ্ছে ক্লিন্ট, তবে বেপরোয়া হয়ে উঠেনি, কারণ তাতে ভরাডুবির সমূহ আশঙ্কা।

পেপ ডোলান পিস্তলে বেশ চালু। কয়েকবার তাকে সক্রিয় অবস্থায় দেখেছে ক্লিন্ট। ভোজবাজির মত পিস্তল উঠে আসে, তবে ক্ষিপ্রতার চেয়ে নিশানার দিকে বেশি মনোযোগী সে, অন্তত তাই দেখে এসেছে ক্লিন্ট। সাবেক মার্শাল একটু ধীর-স্থির, হিসাবী ও সতর্ক। তাড়াহুড়ো করে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে চায় না।

মণ্টি ডোলান সম্পর্কে জানা নেই ক্লিন্টের। চেহারার অতি মরিয়া বা আগ্রাসী ভাবটা দৃষ্টিকটু বটে, বেপরোয়া লোক হিসাবে

অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে পিস্তলে তার দক্ষতার সাক্ষ্য মেলে না। হয়তো অসম্ভব ক্ষিপ্র সে, তবে ক্লিন্টের অনুমান লোকটা একটু অস্থির, অধৈর্য। চাপে ফেলে দিতে পারলে সবচেয়ে ক্ষিপ্র গানম্যানও মিস্ করে, মন্টি ডোলান তার উর্ধ্বে নয়।

তবে গুলি ফস্কাক আর নাই ফস্কাক, সেই বেশি বিপজ্জনক। প্রথমে তাকে শিকার করতে পারলে পরিস্থিতি ক্লিন্টের অনুকূলে চলে আসতে পারে...যদি একজনকেও ঘায়েল করতে পারে, তা হলে কাজ সহজ হয়ে যাবে–সমান সমান হয়ে যাবে সমীকরণ।

উপত্যকা জুড়ে বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছে। কখনও পরপর অনেক গুলি হচ্ছে, আবার কখনও ঝাড়া কয়েক মিনিট ধরে কোন গুলির আওয়াজ নেই। ঝিম মেরে পড়ে আছে যেন সবকিছু।

বাস্তবে অবশ্য ভিন্ন পরিস্থিতি। ভুতুড়ে রাইডারদের তাগাদা এবং গোলাগুলি কমে যেতে কিছুটা হলেও ধাতস্থ হয়ে গেছে গরুর পাল, এখন আর উন্মত্ত বা আতঙ্কিত নয়। বেশিরভাগ গরু অবশ্য বেরিয়ে গেছে উপত্যকা থেকে। ভিতরে যে কয়টা আছে, অস্থির ভাবে নড়াচড়া করলেও ছুটছে না।

ক্ষীণ শব্দ হলো ত্রিশ গজ দূরে। আদপে ক্ষীণ নয় শব্দটা, বরং জোরাল বৃষ্টি ছাপিয়ে উঠেছে। সম্ভবত নুড়িপাথর গড়িয়েছে কারও বুটের ঘষায়। তারমানে এগিয়ে আসছে দুই ভাই।

যে-কোন মুহূর্তে বিজলি চমকাবে। ওকে দেখা মাত্র গুলি করবে ডোলানরা, নিশ্চিত নিশানা করার ঝামেলায় যাবে না। অত সময় পাবে না, দরকারও হবে না। কারণ পিস্তলে গুলি করতে হলে নিখুঁত নিশানার প্রয়োজন পড়ে না, আঙুল তুলে নির্দেশ করা আর পিস্তল তুলে গুলি করার মধ্যে কৌশলগত কোন ফারাক নেই।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকল ক্লিন্ট হেডেন, হাতে শটগান তৈরি। কোমরের কাছে রয়েছে ভয়াল অস্ত্রটা। অনুমান করেছে

বিশ গজ দূরে চলে এসেছে দুই ভাই। তবে ওর অনুমান ভুলও হতে পারে।

ফের বিজলি চমকাল, নীলচে আলোয় ভরে গেল উপত্যকা। মুহূর্তের জন্য। তারপর যেমন অন্ধকারে ডুবে ছিল, তাই হয়ে গেল।

কমলা আগুন ওগরাল মন্টি ডোলানের পিস্তল, ক্লিন্টকে দেখে আর দেরি করেনি, ঝটিতি ট্রিগার টেনে দিয়েছে। অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করেছে সে, ঠিকমত ক্লিন্টের অবস্থান জানার ঝামেলায় যায়নি; ফলে যা হওয়ার তাই হলো। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তার গুলি।

চোখের কোণ দিয়ে মন্টির কাছ থেকে বিশ ডিগ্রী কোণে পেপ ডোলানকে দেখতে পেল ক্লিন্ট, ও তখন ট্রিগার টেনে দিয়েছে। গুলির তীব্র ধাক্কায় ঝাঁকি খেল মন্টির দেহ, পেটে বিশাল এক গর্ত তৈরি হয়ে গেছে। তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

ট্রিগার টানার সময় চরম বিস্ময়ের সঙ্গে ক্লিন্ট দেখল মন্টির একটু বাম দিক থেকে গর্জে উঠেছে আরও একটা পিস্তল। ব্যাপার কী? ভয়াবহ কাণ্ড! ডোলানরা এক সঙ্গীকে জুটিয়ে নিয়েছে। কোন্ ফাঁকে লোকটা উপস্থিত হয়েছে, কেউ টের পায়নি। অন্তত ক্লিন্ট কিছু বুঝতে পারেনি, অথচ কাজের সময়–অর্থাৎ শোডাউনে ঠিকই অংশগ্রহণ করেছে।

অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তার গুলি। ক্লিন্টের জামার আস্তিন টেনে ধরল যেন কেউ। লোকটা যেই হোক, বেশ ক্ষিপ্র, তবে অত নিখুঁত নয় নিশানা। অবশ্য এমন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য টার্গেটে স্রেফ আন্দাজের উপর নির্ভর করে গুলি করাও চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আরেকবার ট্রিগার টানল ক্লিন্ট, ব্যারেল সামান্য নাড়তে হলো শুধু। কমলা আগুন ওগরাতে দেখে

পরের লোকটার অবস্থান অনুমান করেছে। ফলাফল দেখার গরজ অনুভব করল না, কারণ এরচেয়ে জরুরী কাজ পড়ে আছে–পেপ ডোলানকে সামাল দিতে হবে।

ক্লিন্ট অবশ্য পরে জানতে পারল ওর দ্বিতীয় গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। নিখুঁত নিশানায় তৃতীয় লোকটার বুকে বিশাল গর্ত তৈরি করেছে। তিনজনের বিরুদ্ধে শোডাউন পর্বের শুরু থেকে ততক্ষণে মাত্র আধ-সেকেণ্ড সময় পেরিয়েছে।

ঝট করে পাশ ফিরল ক্লিন্ট, পেপ ডোলানকে কাভার করবে; কিন্তু মাঝপথে বুলেট আঘাত করল ওকে। গর্জে উঠেছে পেপের পিস্তল। আগুনের ঝলক চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় তীব্র ধাক্কা টের পেল ক্লিন্ট। পরপরই আবার আগুনের ঝলক দেখা গেল, তবে ক্লিন্ট বুঝতে পারল না ওটা পিস্তলের স্ফুলিঙ্গ নাকি বিজলি চমকেছে।

তারপর আর কিছু মনে নেই...

ফের যখন চেতনা ফিরে পেল, বহু কষ্টে চোখ মেলে তাকাল ও। ধীরে ধীরে। মাথায় লাগাতার যন্ত্রণা বোধ করছে, মনে হচ্ছে কেউ ভিতরে বসে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে চলেছে। কষ্টকর ব্যাপার, ব্যাথাটা শুধু মাথায় সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং অদ্ভুত কোন কারণে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কটনউডের কাছে খোলা জায়গায় আছে ও। কাছে আগুন ধরানো হয়েছে। নিচু স্বরে আলাপ করছে চার-পাঁচজন। অলস গল্প। সময় কাটাচ্ছে।

'হ্যাঁ, ওর জ্ঞান ফিরে আসছে,' বলল একজন।

ভুল শোনেনি ক্লিন্ট, কণ্ঠটা নির্ঘাত জিমি গিবসের।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল ও। মাথা চক্কর দিয়ে উঠছে, তবে গ্রাহ্য করল না। ব্যথার প্রবাহ আবার ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে, অজান্তে গুঙিয়ে উঠল।

'আরে, উঠে দাঁড়াচ্ছ যে?' বলল আরেকজন। 'অত তাড়ার

কী আছে? বুলেটটা বেশ গভীর ক্ষত তৈরি করেছে তোমার চাঁদিতে, এখন তাড়াহুড়ো না-করাই ভাল।'

কে যেন হাত বাড়িয়েছিল সাহায্য করতে, কিন্তু হাত সরিয়ে দিল ক্লিন্ট, কষ্ট হলেও নিজেই খাড়া হলো। দু'পায়ে ভর দিতে দুলে উঠল দেহ, হাত বাড়িয়ে দিল ও। গিবস পাশে ছিল, ক্লিন্টকে পড়ে যেতে দেখে ধরে ফেলল সময়মত।

চোখ বুজে লম্বা নিঃশ্বাস নিল ক্লিন্ট। একটু পর, ধাতস্থ বোধ হতে চোখ মেলে তাকাল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুদের দিকে।

হাসছে সবাই। উৎফুল্ল, আনন্দিত মুখ।

'মণ্টি ডোলানের কী হয়েছে?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ও, সব মনে পড়ে গেছে। 'পেপকে দেখেছ কেউ?'

'মণ্টিকে খুঁজে পেয়েছি আমরা,' জানাল গিবস। 'মরে ভূত হয়ে ছিল। গুলিটা প্রায় দুই টুকরো করে দিয়েছে ওকে। তোমার শটগানের কারিশমা, দেখেই বুঝেছি। আরও একজন ছিল। তার বুকে কুমড়ো সাইজের একটা গর্ত ছিল। কিন্তু পেপকে তো দেখিনি! সেও কি ছিল?'

নড করল ক্লিন্ট। 'কী অবস্থা আমাদের? ভরাডুবি হয়নি তো?'

'একজন মারা গেছে। ডায়াজের কাঁধে লেগেছে একটা বুলেট, আর তোমার চাঁদিতে আঁচড় পড়েছে। ব্যস, এই হচ্ছে অবস্থা। বার্গেসের গানম্যানরা মোটেও সুবিধা করতে পারেনি। আমাদের উপর চড়াও হতে এসে উল্টো প্রচণ্ড মার খেয়ে লেজ তুলে পালিয়েছে। ওদের অন্তত ছয়জনের নাম পে-রোল থেকে মুছে ফেলতে হবে।'

'আর গরুর পাল?'

'কয়েকজনকে নিয়ে পালের পিছনে গেছে ওয়াটসন, এখনও ফিরে আসেনি। ওরা এলে হয়তো জানা যাবে আসলে কী অবস্থা। কতটা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।'

'কে যেন আসছে!' সতর্ক কণ্ঠে বলল একজন।

'উঁহুঁ, বিলিটো বা ওয়াটসনদের এদিক দিয়ে আসার কথা নয়, উল্টোদিকে গেছে ওরা। দু'তিনজন ছাড়া বাকিরা লুকিয়ে পড়ো। কে না কে আসছে, সাবধান থাকাই ভাল।' চট করে অন্ধকারের দিকে সরে গেল গিবস, তাকে অনুসরণ করে সটকে পড়ল আরও দু'জন।

হুইস্কির ছোট্ট একটা বোতল ক্লিন্টের হাতে ধরিয়ে দিল জো মেয়ার। সামান্যই অবশিষ্ট আছে। 'ভাবলাম তোমার এটা দরকার হতে পারে।'

বোতলটা মুখের উপর তুলে ধরল ক্লিন্ট, ছোট্ট চুমুক দিল।

'মার্শাল বার্নারি আসছে,' ঘোষণা করল জিমি গিবস। 'ডেপুটি স্লিম গার্নার আর রেমন হার্নান্দেজ রয়েছে সঙ্গে।'

হতাশা বোধ করছে ক্লিন্ট। রেমন হার্নান্দেজ আসছে শুনেও রাগ হচ্ছে না, ত্যক্তও বোধ করছে না। সারা শরীরে ব্যথা, বিশেষ করে মাথায়। বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি কিছুক্ষণ আগে পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু তার ধকল বা প্রভাব–কোনটাই নেই। বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে সব।

এক ধরনের অনীহায় পেয়ে বসেছে। অসহায় বোধ হচ্ছে। ভাগ্যের হাতে মার খেতে হলো। চেষ্টার চূড়ান্ত করেছে বটে, কিন্তু হেরে গেছে। গরুর পাল, জর্জ বার্গেসের বিরুদ্ধে লড়াই, রেমন হার্নান্দেজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং মিথ্যে খুনের দায়–সবকিছুতে হেরে গেছে। সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করতে এখন এসে উপস্থিত হয়েছে মার্শাল বার্নারি।

দাঁড়িয়ে থাকল ক্লিন্ট। মুখ থমথমে হয়ে গেছে। নির্বিকার চাহনি। নীরবে অপেক্ষায় থাকল।

আলোর বৃত্তে প্রবেশ করল দুই ল-ম্যান আর হার্নান্দেজ।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল মার্শাল। বুঝে নিতে চাইল অন্ধকারে অবস্থান নিয়েছে কয়জন, কিংবা বিপদ হলে কোন্ দিক

থেকে আসতে পারে। আলোর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। ক্লিন্ট হেডেন, জো মেয়ার আর জিমি গিবস। একটু দূরে আগুন জ্বলছে, তবে কাছাকাছি কেউ নেই।

শেষে ক্লিন্টের দিকে মনোযোগ দিল সে।

'একটা ঝামেলা হয়েছে এখানে,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'জানি না কী। এসবের সঙ্গে শহরের অভ্যন্তরীণ বিষয় জড়ানোর কোন ইচ্ছে নেই আমার, কিন্তু...'

'তা হলে এখানে কী করছ, মার্শাল?' জানতে চাইল গিবস।

আলোয় বা অন্ধকারে থাকা প্রতিটি মানুষ প্রশ্নটার উত্তর জানে, তবে সবাই মার্শালের উত্তর শুনতে উদ্গ্রীব।

'ক্লিন্ট হেডেনকে গ্রেফতার করতে এসেছি,' দৃঢ় স্বরে বলল মার্শাল। 'হুয়ান মোরালেসের সম্ভাব্য খুনী হিসাবে আপাতত জেলে রাখব ওকে, তারপর কোর্টে চালান করে দেব। জজ যদি মনে করেন হেডেন অপরাধী নয় বা যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, তা হলে ছেড়ে দেবেন। সেক্ষেত্রে, আমার অফিসের ড্রয়ারে থাকা ওর নামে ওয়ান্টেড পোস্টারটার মীমাংসা করতে হবে।'

'বেশ, বুঝেছি তুমি কী করতে চাও। এ তো গেল তোমার কথা,' গম্ভীর স্বরে বলল জিমি গিবস। 'এবার আমাদের কথা শুনে নাও। ভাল করে দেখে নাও, এখানে অন্তত আধ-ডজন অস্ত্র চেয়ে আছে তোমাদের দিকে। আমরা বলছি ক্লিন্ট হেডেন স্যাডলরক কিংবা অন্য কোথাও যাবে না। বিশেষ করে তোমার সঙ্গে নয় তো নয়ই!'

বিশ

'ধরে নিচ্ছি কথাটা না-বুঝে বলেছ, গিবস,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মার্শাল, মোটেও দমে যায়নি বুড়ো পাঞ্চারের প্রচ্ছন্ন হুমকিতে। 'আইনের কাজে হস্তক্ষেপ করা বা বাধা দেওয়া যে-কোন সচেতন নাগরিকের জন্য জঘন্য অপরাধ। জেনে-শুনে কেউ সেটা করলে এর পরিণাম মোটেও ভাল হবে না। আইনের সঙ্গে টক্কর লাগা নিরীহ মানুষের উচিত নয়।'

'যা খুশি বলতে পারো, কিন্তু পরোয়া করি না আমরা,' ক্ষুব্ধ স্বর বুড়ো গিবসের। 'আমরা শুধু বুঝি যে ফালতু একটা অজুহাতে ক্লিন্ট হেডেনকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি, আমরা তোমাকে সেটা করতে দেব না!'

অনুমোদনের সুরে সায় জানাল অন্যরা।

এ পরিস্থিতিতে তার নিজস্ব ভূমিকা থাকবে না, এটা যেন মেনে নিতে পারছে না রেমন হার্নান্দেজ। ঘোড়াকে আগে বাড়িয়ে সামনে চলে এল সে। 'এই লোক খুনী! যাকে তোমরা এত খাতির করছ, তার আসল চেহারা তোমরা দেখোইনি! আমি সেটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি বলেই খুনের অভিযোগ এনেছি ওর বিরুদ্ধে, নইলে...'

'একচোখা নীতিঅলা মানুষ তুমি,' তীক্ষ্ণ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল রুডলফো ফিয়েরো, বিতৃষ্ণা আর ভর্ৎসনা তার কণ্ঠে। 'মনকে চোখ ঠাউরে নাও তুমি, যা দেখতে চাও তাই দেখো সবসময়। আগে চিনতে পারিনি, কিন্তু এখন তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনতে পেরেছি।

'ক্লিন্ট হেডেন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই আমাদের মনে। ও আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। জানো তো, বিপদে যাকে পাশে পাওয়া যায় সেই সত্যিকার বন্ধু? হেডেন সেটা প্রমাণ করেছে।

'ওর সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছ তুমি, খুব মনে পড়ছে। সবই মিথ্যে! বানোয়াট! তোমার মনগড়া কথা! হুয়ান মোরালেসও খুব গুরুত্ব দিত হেডেনের কথায়, বিশ্বাস করত ওকে। মোরালেসের মত বিজ্ঞ লোকের আস্থা এমনিতে অর্জন করা যায় না। আমরা বরং হেডেনকে শুরু থেকে আমল না দিয়ে ভুল করেছি। সেই সুযোগটাই নিয়েছ তুমি। ঘৃণা আর বিদ্বেষ তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে, স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি সব হারিয়ে বসেছ।'

কিন্তু বিকার দেখা গেল না হার্নান্দেজের মধ্যে। 'বিস্তর গরু খোয়া গেছে, ড্রাইভে বেরিয়ে দুর্ভোগের চূড়ান্ত হয়েছে। আর শেষ পরিণতি ওই শূন্য হাতে ফেরা। এত ক্ষতি হয়ে গেল তোমাদের, তারপরও ওকে বিশ্বাস করছ? ড্রাইভে না এলে অন্তত গরুগুলো তো থাকত, কারও প্রাণহানিও ঘটত না।'

'হ্যাঁ, সবই সত্যি, কিন্তু এতে হেডেনের কোন হাত ছিল না। চেষ্টা করেছে ও। আমাদের যে-কারও চেয়ে বেশি, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে। ঝড় ডেকে আনেনি ও, কিংবা বার্গেসের খুনেদের সঙ্গেও ওর খাতির নেই। স্ট্যাম্পিডের জন্যও দায়ী নয় ক্লিন্ট। চোখে ঈর্ষা আর বিদ্বেষের ঠুলি পরে আছ বলে তুমি ওর দোষ দেখতে পাচ্ছ।'

'তুমি নিশ্চিত?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল হার্নান্দেজ। 'লড়াই করার ভান করেনি তো ও? অমন গোলমেলে পরিস্থিতিতে ভাঁওতা দেওয়া কিন্তু খুবই সহজ।'

'দুনিয়াতে তোমার চেয়ে বেশি আহাম্মক লোক আর দেখিনি!' অধৈর্য স্বরে বলল ফিয়েরো, বিরক্তিতে মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে পুরো সময়টা এখানে

ছিলে? সবই যেন দেখেছ! ক্লিন্ট সর্বক্ষণ আমাদের পাশে ছিল, আমরা দেখেছি ও কী করেছে। মন্টি ডোলানের ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওকে খুন করার পরও বলবে ভাঁওতা দিচ্ছে ক্লিন্ট? আর পেপ ডোলান ওকে গুলিবিদ্ধ করার পর মৃত ভেবে চলে গিয়েছিল কেন? আমাদেরকে ওর যত্ন করার সুযোগ করে দিতে, তাই না?

'তোমার সমস্যা কী জানো? তুমি নিজেই আস্ত বেকুব, অথচ সবাইকে তাই মনে করো। ভাবো তুমিই সবকিছু বুঝে ফেলো, অন্যরা বুঝতে পারছে না।'

'কী বললে, মন্টি ডোলান মারা গেছে?' জানতে চাইল মার্শাল বার্নারি।

'হ্যাঁ, মার্শাল,' জবাব দিল ডায়াজ। 'গরুর পালে স্ট্যাম্পিড করতে এসেছিল কয়েকজনের দল, তাদের একজন ছিল মন্টি।'

'কোথায় সে?'

'ওই যে, বড় বোল্ডারের কাছে। একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ওর পাশে আরও পাঁচজনের লাশ আছে।' কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা ছয়টা লাশ দেখাল ডায়াজ। 'ওর ভাই হয়তো লাশটা দেখতে চাইবে...'

'পেপ কোথায়?'

'গোলাগুলির পর আর দেখিনি তাকে।'

'ওকে যদি চিনতে ভুল না হয়ে থাকে আমার,' মন্তব্য করল জিমি গিবস। 'শোধ নিতে অবশ্যই ফিরে আসবে। যখনই জানতে পারবে ওর গুলিতে ক্লিন্ট মারা যায়নি, পাগলা কুত্তা হয়ে যাবে।'

'ওসব আমার এক্তিয়ারের বাইরে,' বিরস মুখে বলল মার্শাল। 'তবে সবকিছুর উপর কড়া নজর রাখব। বলা যায় না, ইউএস মার্শাল হয়তো কী ঘটেছে জানতে চাইতে পারে।'

'আরও কয়েকটা ব্যাপারও তোমার দেখতে হবে,' দাবি

জানাল জো মেয়ার। 'স্ট্যাম্পিডে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। খোদা জানে কত গরু ক্লিফ থেকে নীচের খাদে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে!'

'কিন্তু অন্যের জমিতে ট্রেসপাসিং করেছ তোমরা,' বলল মার্শাল। 'রেঞ্জ আইনে অভিযোগটা গুরুতর।'

'জমি পার হওয়ার খাজনা আমরা ইতোমধ্যে দিয়ে দিয়েছি,' জানাল র‍্যাঞ্চার। 'মাথা পিছু দশ সেন্ট। সচরাচর এটাই নির্ধারিত হার। পশ্চিমের সব জায়গায় এই হারে খাজনা দেয় সবাই।'

'বার্গেস তাতে সায় দিয়েছে?'

'উঁহুঁ, ওর সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের। ওর ফোরম্যানের সঙ্গে রফা করেছি। কাগজে-কলমে।'

নড করল মার্শাল। 'আসার পথে দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। আরও ছয়-সাতজন সহ ঘোড়ার খোঁজ করছিল। ওদের ধারণা ছিল তোমরা ঘোড়া চুরি করেছ। খোঁজাখুঁজিতে আমরা সাহায্য করেছি।'

'চুরি করব কেন?' বিস্ময় প্রকাশ পেল গিবসের কণ্ঠে। 'সব ঘোড়া একসঙ্গে বাঁধা পাওনি?'

'হ্যাঁ। তবে ওসবে আমার মাথা ব্যথা নেই। খুনের অভিযোগে ক্লিন্ট হেডেনকে গ্রেফতার করতে এসেছি আমি।'

'আগে যা বলেছি তার পরিবর্তন হয়নি এখনও, আমাদের মতও পাল্টে যায়নি,' কড়া স্বরে বলল গিবস। 'ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিল ক্লিন্ট হেডেন। ফালতু অজুহাতে ওকে বন্দী করে নিয়ে যাবে তুমি, শিকের ভিতরে ঢোকাবে, আর সেটা আমরা মোটেই হজম করব না। শক্ত, নিরেট কোন প্রমাণ লাগবে। চেষ্টা করে দেখতে পারো, স্যার, কিন্তু এখানে প্রতিটি লোক তা হলে জানপ্রাণ দিয়ে ঠেকাবে তোমাকে!'

'সেক্ষেত্রে ভয়াবহ হয়ে যাবে ব্যাপারটা,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল মার্শাল। 'এসেছিলাম শুধু ক্লিন্ট হেডেনকে ধরতে। এখন যেহেতু

তোমরা বাধা দেবে, রক্তক্ষয় এড়ানোর কোন উপায় নেই আমার।'

'দাঁড়াও, অযথা অধীর হয়ে পড়েছ তোমরা,' আলোর বৃত্তের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ক্লিন্ট। 'আর কোন রক্তপাত চাই না। যথেষ্ট হয়েছে। বেশ, ট্রায়ালে দাঁড়াব আমি। আগেই ধরা দিতাম, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল জেলে থাকলে অভিযোগ খণ্ডন করতে পারব না, বরং প্রমাণ যোগাড় করার জন্য বাইরে থাকতে হবে আমার। যদিও তা হয়নি। তবে এও ঠিক, ওই খুনের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা নেই।

'আর অন্য অভিযোগটা–আমার নামে ওয়ান্টেড পোস্টারের কথা বলছিলে। ওটার ব্যাপারে একটু দেরি করে ফেলেছ। এর পরিণতিতে ইতোমধ্যে জীবনের একটা বছর জেলে কাটিয়ে এসেছি।'

ঝট করে মুখ তুলে ক্লিন্টের দিকে তাকাল জিমি গিবস। 'দেড় বছর আগে হুট করে তা হলে এজন্যই চলে গিয়েছিলে?'

নড করল ক্লিন্ট। 'ইউএস মার্শালের কাছে ধরা দিয়েছিলাম। জেলে থাকায় তো গৌরবের ব্যাপার নেই, তাই কারও কাছে বলিনি কখনও। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, ওই অভিযোগের এখন আর কোন মূল্য নেই।'

'হয়তো,' অনীহার সুরে বলল মার্শাল। 'তবে যাচাই করতে অসুবিধা হবে না। ওয়ার্ডেনের কাছে টেলিগ্রাম করে জেনে নেব। কিন্তু এর মধ্যে জেলে থাকতে হবে তোমার। সার্কিট জজ শহরে আসার পর ট্রায়াল হবে, শুনানি শেষে তোমার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। জজই ঠিক করবেন হুয়ান মোরালেসের খুনের দায় তোমার ঘাড়ে ফেলা যায় কি-না।'

'বেশ, তাই হবে, মার্শাল।'

এগিয়ে এসে ক্লিন্টের ঘাড়ে শীর্ণ একটা হাত রাখল জিমি গিসব। 'সান, অযথাই তুমি মার্শালের কথায় সায় দিলে। এটা না

করলেও চলত। এখনও সময় আছে! আমরা এতটুকু বাড়িয়ে বলিনি।'

'উঁহুঁ, বাড়তি কোন ঝামেলা চাই না। তোমাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, আমাকে নিজেদের একজন মনে করেছ বলেই অত বেপরোয়া হতে চেয়েছ। এটা আমার সৌভাগ্য! তবে সমস্যাটার সমাধান আইনগত ভাবে হওয়া উচিত। চিন্তা কোরো না, নির্দোষ হিসাবে ঠিকই বেরিয়ে আসব, কারণ ওই জঘন্য কাজ আমি করিনি। আমার মন বলছে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে পড়ার আগেই আসল খুনী ধরা পড়ে যাবে।

'এখন তোমাদের কাজ বেড়ে গেছে। যেভাবে হোক ড্রাইভ শেষ করতে হবে। তালাশ করে যে-কয়টা গরু অবশিষ্ট পাওয়া যাবে, তাই নিয়ে রেলরোডের কাছে চলে যেয়ো। আমার মনে হয় জর্জ বার্গেস এখন আর কোন সমস্যা নয়।'

'সকালে আলো ফুটলে বেরিয়ে যাব আমরা,' জানাল মেয়ার। 'ওয়াটসন সহ কয়েকজন আছে ওদিকে। আমার তো মনে হয় ইতোমধ্যে ওরা গরু তালাশের কাজ শুরুও করে দিয়েছে।'

'অল্পের জন্য হলো না! দুঃখিত, বন্ধুরা!' বলল ক্লিন্ট। 'ভাগ্য আরেকটু ভাল হলে ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছে যেতাম। ক্যানিয়ন থেকে বের হয়ে গেলেই আর সমস্যা হত না।'

'এতে তোমার দোষ নেই,' অকপটে বলল মেয়ার। 'আর একটা কথা সবার পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি–এখন থেকে, এই মুহূর্ত থেকে আর কোন জবরদস্তি বা অন্যায় আমরা সহ্য করব না, সে যেই করুক! জর্জ বার্গেস কেন, ওর মত হাজারজন এলেও আমরা তাদের ঠেকিয়ে দেব!'

'এ ধরনের উস্কানিমূলক কথা শুধু ঝামেলার জন্ম দিতে পারে,' মন্তব্য করল মার্শাল।

'যেখানে তোমার এক্তিয়ার নেই, সেখানে অমন বড় কথা না-

বলাই ভাল, মার্শাল,' স্পষ্ট বলে দিল ক্লিন্ট। 'তুমি কেন, কেউই ঠেকাতে পারবে না এসব। র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে সচেতনতা এসেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে ওরা, রুখে দাঁড়াবে নিজের সম্পদ আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। এতে দোষ দেখছ কেন? বরং তোমার যত আপত্তি বা অসন্তোষ তাদের জন্য রেখে দাও যাদের কারণে আজ এই বিপত্তি।

'বেসিনের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য দায় যদি থাকে তো সেটা জর্জ বার্গেসের। সব দোষ তার। অন্যায়ভাবে র‍্যাঞ্চারদের জমি বেচতে বাধ্য করছে সে, ওর জমি পার হওয়ার জন্য আকাশচুম্বী খাজনা ধার্য করে আসলে সব র‍্যাঞ্চারের জন্য ড্রাইভে যাওয়া অসম্ভব করে তুলেছে। সে জানে মুষ্টিমেয় যে-ক'জন র‍্যাঞ্চার আছে এখনও, তাদেরকে গরুর বাজারে যেতে হলে কোম্পানির জমি পেরিয়ে যেতে হবে।

'মার্শাল, কাউকে যদি দোষ দিতে হয় তা হলে জর্জ বার্গেসকে দেওয়া উচিত। ওর কোম্পানিই যত নষ্টের গোড়া। সিলভার ফ্ল্যাট বেসিনে আগেও অশান্তি ছিল, কিন্তু কখনোই সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি, স্বাভাবিক পর্যায়ে এমন ঝামেলা সব সমাজে থাকে। মনে করে দেখো, হেনরি কলিন্স এখানে আসার পর সব গণ্ডগোলের শুরু। ল্যাটিন আর গ্রিংগোদের মধ্যে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব উস্কে দিয়ে ফায়দা লুটতে চেয়েছে সে। চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে দু'একজন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু সফল হয়নি। শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। কোম্পানির ডজন ডজন ভাড়াটে গানম্যানের বিরুদ্ধে এদের কিছুই করার ছিল না।

'এখনও সেই পরিস্থিতি। মার্শাল হিসাবে তুমি এদের কাউকে সাহায্য করছ না। তোমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না বলে দায় এড়িয়ে যেতে পারছ। অথচ তুমিও জানো জর্জ বার্গেস

অন্যায় করছে। ওর বিরুদ্ধে আঙুল তোলার সাহস তোমার নেই, তা বলছি না, কিন্তু আসল পরিস্থিতি জানিয়ে তো ইউএস মার্শাল বা রেঞ্জারদের সাহায্য চাইতে পারতে। সেটাই দায়িত্ব সচেতন একজন ল-ম্যানের করণীয় হওয়া উচিত ছিল।'

সরু চোখে ক্লিন্টকে দেখল মার্শাল। গম্ভীর, থমথমে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো তার পছন্দ হয়নি। 'এ-পর্যন্ত যত রক্তক্ষয় হয়েছে, প্রতি ফোঁটার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে...'

'না, মার্শাল,' তীক্ষ্ণ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল ক্লিন্ট। 'ধন্যবাদ যদি কারও প্রাপ্য হয়, সেটা একান্তই তোমার। তোমার মত ল-ম্যানরাই সত্যের দিকে উল্টো পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় আর আইনের বড় বড় বইয়ের পাতার ভাঁজে গিয়ে লুকায়। হ্যাঁ, আইন হয়তো জর্জ বার্গেসের পক্ষে আছে, তবে আর সবকিছুর মত সেও ভুল করছে। অন্যায় করছে।

'ওর লিপ্সার কারণে রক্তপাতের সূত্রপাত, মার্শাল। আইনেরও দায় আছে। কারণ অদ্ভুত কিছু নিয়ম-কানুনের দোহাই দিয়ে চরম অন্যায়কে অগ্রাহ্য করছে আইন, আর এ সুযোগটাই নিচ্ছে জর্জ বার্গেস, শোষণ করছে নিরীহ র‍্যাঞ্চারদের। আইনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে পার পেয়ে যাচ্ছে সে।'

'ঠিকই বলেছে ক্লিন্ট,' সায় জানাল জিমি গিবস। 'এলাকায় বহু বছর আছি, কিন্তু এমন গোবেচারা মার্শাল আর দেখিনি! মাঝে মাঝে আমি ভাবি, কলজে বা হৃদয় নামে কিছু আছে কি-না তোমার, জেস বার্নারি! এমন মোটা চামড়ার ল-ম্যানের কথা এ জনমে শুনিনি! বড় অদ্ভুত তোমার আইন। ক্লিন্ট হেডেনের মত সাহসী মানুষ তোমার বিচারে দোষী, অথচ জর্জ বার্গেসের মত ভয়ঙ্কর দানব বা ওই হার্নান্দেজের মত জঞ্জালটা তোমার চোখে খুব সাচ্চা!'

কটমট করে গিবসের দিকে তাকাল মার্শাল, অপমানে লাল হয়ে গেছে মুখ। কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ দিল না ক্লিন্ট।

'নিয়ম-নীতির তোয়াক্কায় যতই চোখ বুজে থাকতে চাও তুমি, মার্শাল, পারবে না। আইনের মারপ্যাঁচও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। বিদ্রোহ অনিবার্য। দুনিয়ার সব জায়গায় তাই হয়ে এসেছে। মার খেতে খেতে একসময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে দুর্বল মানুষ, পাল্টা মার দেয়, এবং শেষে জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলে। আমার অনুমান ঠিক থাকলে এখানেও ঠিক একই পরিস্থিতি, পরিবর্তন এল বলে! বার্গেস, ডোলান বা কোম্পানির ভাড়াটে গানম্যানদের শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে, আর তার তোড়ে তুমিও উড়ে যাবে। সময় বেশি নেই। বার্গেসদের ভদ্রলোক হতে বাধ্য করতে হবে, এবং প্রথম নির্দেশটা খুব দ্রুত তোমারই দেওয়া উচিত!'

'আমেন!' লম্বা দম নিয়ে বলল গিবস।

র‍্যাঞ্চারদের উদ্দেশে নড করল ক্লিন্ট হেডেন। 'বন্ধুরা, যা বলেছি, শুধু পালের দিকে মনোযোগ দিয়ো তোমরা। যা পাওয়া যাবে, সব গরু নিয়ে রেলরোডে চলে যাবে। ক্যানিয়ন থেকে বের হয়ে গেলে আর সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ জর্জ বার্গেস বা ওর ভয়ঙ্কর গানম্যানরা আদপে ততটা ভয়ঙ্কর নয়। একাট্টা থাকলে ওদেরকেও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

'তো, মার্শাল,' জেস বার্নারির দিকে ফিরল ক্লিন্ট, একেবারে নিস্পৃহ মুখ, কণ্ঠ নিরাবেগ ও নিষ্কম্প। 'স্যাডলরক বা যেখানেই নিয়ে যাও, আমি তৈরি।'

একুশ

সূর্যোদয়ের পরপর মার্শাল আর ডেপুটির সঙ্গে স্যাডলরক শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল ক্লিন্ট হেডেন। হুয়ান মোরালেসের খুনের সন্দেহভাজন আসামী হিসাবে। ভোর রাতে ক্লিন্টের অস্ত্র নিজের জিম্মায় রেখে দিতে চেয়েছিল মার্শাল, কিন্তু ক্যাম্পে থাকাকালীন যে-কোন সময়ে আক্রান্ত হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে ক্লিন্ট, যাত্রার একেবারে শুরুতে নিজ থেকে শটগান আর অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিয়েছে বার্নারির হাতে।

'চিন্তা কোরো না, ক্লিন্ট,' বিদায়ের সময় ক্লিন্টকে আত্মবিশ্বাসী স্বরে আশ্বস্ত করেছে জো মেয়ার। 'এই ড্রাইভ রোলরোড পর্যন্ত যাবেই। সব ঝামেলা পেরিয়ে এতদূর যখন আসতে পেরেছি, এখন আর কোন বাধাই মানব না আমরা। এই আত্মবিশ্বাসের জন্মদাতা তুমি, ক্লিন্ট, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এখন আমরা একে অন্যকে বুঝতেও পারছি বেশ। গত পঞ্চাশ বছরে ল্যাটিন আর গ্রিংগোদের মধ্যে এমন চমৎকার সমঝোতা কখনও দেখা যায়নি। তাই, বাড়িয়ে বলছি না, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় জর্জ বার্গেস বা ওর মত আট-দশজন দুশমন এলেও তাদের ঠেকিয়ে দিতে পারব আমরা।'

'পিছন দিকে সর্বক্ষণ পাহারা রেখো,' পরামর্শ দিল ক্লিন্ট। 'অন্তত ছয়জনকে রেখো। বার্গেস বা ডোলান কখন কী করবে, বলা মুশকিল।'

রেমন হার্নান্দেজ ওদের সঙ্গে ফিরছে না। ক্যাম্পে রয়ে গেছে সে। মোড় ঘুরে ট্রেইলে উঠে আসার সময় শেষ তাকে কয়েকজন

স্পেনিশ র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে দেখেছে ক্লিন্ট। ব্যাপারটা ক্ষণিকের জন্য চিন্তিত করে তুলেছিল ওকে, কিন্তু শেষে নানা দিক ভেবে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন অনেক কিছু ওর আয়ত্তের বাইরে। চাইলেও কিছু করার নেই। অপেক্ষায় থাকতে হবে, হয়তো আগের মত অত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারবে না হার্নান্দেজ। এটা ঠিক স্পেনিয়ার্ড বা মেক্সিকানদের উপর তার আগের মত প্রভাব আর নেই।

নীরবে এগোল তিনজন। নীরবতা ভাঙার গরজ অনুভব করছে না কেউ। যার যার নিজস্ব ভাবনায় ব্যস্ত। টেন্ট রক ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছানোর পর মার্শালের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। নিরস্ত্র করা হয়েছে ওকে, তবে হাত বাঁধা হয়নি।

'মার্শাল, তুমি নিশ্চয়ই হুয়ান মোরালেসের খুনের তদন্ত করছ?' জানতে চাইল ক্লিন্ট। 'কোন কিনারা করতে পেরেছ?'

সিলভার ফ্ল্যাট বেসিনে ঢুকে পড়ল ওরা। গতি বাড়াল না কেউ, আগের মতই হালকা চালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে।

মাথা নাড়ল মার্শাল। 'কীভাবে তদন্ত করব? ঘটনার পর থেকে শুধু তোমার পিছু লেগে আছি। অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় পেলাম কোথায়!'

'এখনও মনে করছ আমিই খুনী?'

'তা বলা যাবে না। তবে এ মুহূর্তে তুমিই সবচেয়ে সম্ভাব্য আসামী। অবশ্য আর কেউই নেই আমার হাতে। জেলের ভিতর তোমাকে ঢোকানোর পর, যেহেতু তোমার ব্যাপারে তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারব, তারপর অন্য সন্দেহভাজনদের ব্যাপারে কাজ শুরু করব।'

'অন্য কাউকে যদি খুঁজে না পাও, তা হলে ধরে নেবে আমিই খুন করেছি?'

'না। মোটেই তা নয়। তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি। এ মুহূর্তে তুমি আমার একমাত্র সন্দেহভাজন আসামী, তারমানে এই

নয় যে তুমিই খুন করেছ। আমি বরং জজের সামনে যাবতীয় প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হব। জজই ঠিক করবেন তোমার ট্রায়াল হবে নাকি তোমাকে বেকসুর খালাস দিয়ে দেবেন।'

'রেমন হার্নান্দেজকে সন্দেহ করোনি একবারও? কখনও মনে হয়নি খুনের ঠিক পরপরই কীভাবে মোরালেসের স্টোরে হাজির হলো সে? কাকতালীয় ঘটনা হিসাবেও একটু অস্বাভাবিক নয়?'

ক্লিন্টের বাম দিকে রয়েছে ডেপুটি স্লিম গার্নার। খরখরে স্বরে হেসে উঠল সে। 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওই একমাত্র লোক যার সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ যে খুনটা সে করেনি। তাই না, মার্শাল?'

'উঁহুঁ, ওকে বাদ দিয়ে দাও, কারণ আমি জানি খুনটা সে করেনি,' বলল মার্শাল। 'খুনের সময় ও কোথায় ছিল তাও জানি। হুয়ান মোরালেসের খুনের ব্যাপারে একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি, আর সেটা হচ্ছে হার্নান্দেজ খুনটা করেনি।

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম? একে বদনাম, প্রশ্নসাপেক্ষ অতীত, তায় খুনের স্থানে উপস্থিতি...'

'কিন্তু ভুল করছ তুমি,' আপত্তি জানাল ক্লিন্ট, ক্ষীণ রাগ অনুভব করছে মার্শালের প্রতি। 'প্রতিটি খুনের পিছনে সুনির্দিষ্ট মোটিভ থাকে। অথচ আমার ব্যাপারে এটা বিবেচনা করোনি তুমি। মোরালেস আমার বন্ধু ছিল। ওকে খুন করার কোন কারণ নেই আমার। অথচ তুমি ব্যাপারটাকে আমলে নাওনি।'

'হ্যাঁ, কথাটা আগেও বলেছ। দেড় বছর আগে তোমার বন্ধু ছিল সে। তারপর দুনিয়া অনেক বদলে গেছে। মনে হচ্ছে কী কারণে তুমি ওকে খুন করতে পারো তেমন একটা কারণ খুঁজে এখন হয়রান হতে হবে আমার।'

নীরব হয়ে গেল ক্লিন্ট, বুঝতে পেরেছে মার্শালের সঙ্গে তর্ক করে লাভ হবে না। মুখে যাই বলুক, ল-ম্যান আসলে বিশ্বাস করে

ওই হুয়ান মোরালেসের খুনী। ক্লিন্টের অতীত ঘাঁটবে সে, নানা ঘটনা থেকে মালমশলার সন্ধান করবে যা থেকে সন্দেহ ঘনীভূত হবে।

দুপুরে খাওয়ার জন্য ছোট্ট এক বনানীর কাছে থামল ওরা। কাছে কোন ঝর্না নেই বলে ক্যান্টিনের পানি দিয়ে কফি তৈরি করল। আধ-ঘণ্টার মধ্যে আবার স্যাডলে চড়ল। স্যাডলরকে ফিরতে অধীর হয়ে পড়েছে মার্শাল বার্নারি।

নাক বরাবর পশ্চিমে যাচ্ছে ওরা। অপেক্ষাকৃত সমতল জমি ধরে এগোচ্ছে বলে দ্রুত পথ চলতে পারছে, ঘোড়াগুলোর ধকলও তেমন হচ্ছে না।

'রাতের জন্য কোথাও থামবে নাকি দেরি হলেও স্যাডলরকে যাবে?' মাঝ-বিকালে জানতে চাইল ডেপুটি। 'আমার তো মনে হয় টানা এগিয়ে গেলেও মাঝরাতের আগে শহরে পৌঁছতে পারব না। সামনে ক্যাম্প করার মত ভাল একটা জায়গা আছে। ঘাস-পানি দুই-ই পাওয়া যাবে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে সকালে রওনা দিলে দুপুর নাগাদ শহরে পৌঁছে যাব।'

'চলতে থাকো,' গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল মার্শাল। 'যত দ্রুত সম্ভব ক্লিন্ট হেডেনকে জেলে ভরতে চাই আমি। ওকে গারদে না-ঢোকানো পর্যন্ত উদ্বেগ কাটবে না আমার।'

ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল স্লিম গার্নার। 'ওর বন্ধুদের কেউ এসে পড়বে ভাবছ নাকি?'

'একবার বললাম তো, ওকে জেলে ঢোকানো পর্যন্ত শান্তি নেই!'

'পালের সঙ্গে যারা আছে, ওরা ছাড়া এখানে কোন বন্ধু নেই আমার,' বলল ক্লিন্ট। 'ওদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কেউ আসবে না।'

'হয়তো...'

'ডেপুটি ঠিকই বলেছে। রাতে আমাদের থামা উচিত।

তোমার বিশ্রাম দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু ঘোড়াগুলোর জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। সেই সকাল থেকে ছুটছে ওরা। বিশ্রাম পায়নি বললে চলে। আর রাতের মধ্যে যদি শহরে পৌঁছতে চাও, অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিতে হবে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' বলল মার্শাল। 'স্লিম যেখানকার কথা বলেছে, সম্ভবত মিঙ্ক ট্রেইল জায়গাটার নাম। কিছুক্ষণের জন্য ওখানে থামব আমরা। বড়জোর দুই ঘণ্টা থাকব, কোনক্রমে এর বেশি নয়। রাতে ওখানে থাকার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।'

আধ-ঘণ্টা পর সেখানে পৌঁছল ওরা।

কটনউডের ঝাড় প্রশান্তিময় ছায়া বিলাচ্ছে। নীচে মেস্কিট আর জুনিপার ঝোপ। এক পাশে ঝর্নায় বইছে টলটলে, স্বচ্ছ পানি। বিস্তর সবুজ ঘাস রয়েছে।

ঘোড়া থামাল ওরা। বে-র পিঠ থেকে হেঁচড়ে নামল ক্লিন্ট। পেটি ঢিলে করে দিয়ে ব্রিডল সরিয়ে দিল।

'দুই ঘণ্টা,' চাঁছাছোলা স্বরে মনে করিয়ে দিল মার্শাল।

শ্রাগ করল ক্লিন্ট। 'হ্যাঁ, মনে আছে। ঘোড়াগুলোকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকে দানাপানি খাবে ওরা।'

'আগুন জ্বালছি আমি,' জানাল ডেপুটি। 'কড়া কফি না-হলে চলবে না। বানাবও ওরকম—কালো, কড়া...'

রাইফেলের তীক্ষ্ণ, কড়কড়ে শব্দে ডেপুটির কথা আর বলা হলো না। উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এগিয়েছিল সে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল বুক থেকে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় জাতীয় একটা শব্দ হচ্ছে।

'অ্যাম্বুশ!' নিচু স্বরে চেঁচাল ক্লিন্ট, সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল। 'শুয়ে পড়ো!'

বিমূঢ় হয়ে পড়েছে জেস বার্নারি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

চল্লিশ গজ দূরের ঘন ঝোপের দিকে। সামান্য উঁচুতে, ঘন মেস্কিট আর জুনিপার জন্মেছে ওখানে। প্রকাণ্ড দুটো কটনউডও আছে। আড়াল হিসাবে চমৎকার। সম্ভবত ওখানে লুকিয়ে আছে ঘাতক।

বিচিত্র হলেও, যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে মার্শাল, নড়তে পারছে না, কোন কিছু চিন্তাও করতে পারছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা দেখে মনে হচ্ছে কী হয়ে গেছে বা কী হচ্ছে সামান্য ধারণাও নেই। উদ্ভট বিকারে আক্রান্ত হয়ে গেছে মানুষটা।

পুরোপুরি নিরাপদ বিবেচনা করেছে ওরা জায়গাটাকে, অথচ অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটছে–আসামী সহ অ্যাম্বুশে পড়ে গেছে দুই ল-ম্যান। এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে, কল্পনাও করেনি জেস বার্নারি। এটাই তার বিস্ময়ের কারণ।

অদৃশ্য ঘাতক তাকে চরম বেকুব বানিয়ে ছেড়েছে।

লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে ক্লিন্ট হেডেন। মুখ তুলে দেখল এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল, নড়ার লক্ষণ নেই। চেঁচিয়েও লাভ হয়নি–ওর কথা শুনতে পায়নি বার্নারি, কিংবা গ্রাহ্য করছে না অদ্ভুত কোন কারণে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত পরের গুলি তাকে ফুটো করবে।

ক্রল করে দ্রুত এগোল ক্লিন্ট, বার্নারির পাশে চলে এল। হাঁটু গেড়ে বসল ও, মার্শালের হাত ধরার জন্য হাত বাড়াল, টান দিয়ে তাকে শুইয়ে দেবে। একই মুহূর্তে গর্জে উঠল রাইফেল। কানের পাশ দিয়ে বিচিত্র গুঞ্জন তুলে চলে গেল বুলেট, গালে তপ্ত ছ্যাঁকা টের পেল ক্লিন্ট।

চেঁচিয়ে উঠল মার্শাল, টলে উঠে কাঁধ চেপে ধরল। এদিকে হাত ধরতে না-পারলেও গানবেল্ট ধরতে সফল হয়েছে ক্লিন্ট, এক ঝাঁকিতে শুইয়ে দিল বার্নারিকে।

বিস্ময়ের ঘোর ততক্ষণে কেটে গেছে মার্শালের। চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে, চাহনিতে আক্রোশ।

'নিকুচি করি তোর!' তীব্র বিদ্বেষে গাল দিল সে। 'নীচ খুনী!

তোকে যদি আজ যমের বাড়ি না-পাঠিয়েছি তো আমার নাম জেস বার্নারি নয়! নিজে মরে হলেও তাই করব!'

ঝটিতি পিস্তল বের করে ফেলেছে সে।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল ক্লিন্ট, ঝাঁপিয়ে পড়ে মার্শালের পিস্তল খামচে ধরল, জোর করে ছিনিয়ে নিল।

'হয়েছে কী?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল ক্লিন্ট। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার?'

'কী হয়েছে?' মার্শালের চোখে বিদ্বেষ। 'আমাকে আর বোকা বানাতে পারবে না, হেডেন! আগেই বুঝেছিলাম বন্ধুরা তোমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, পারবে হয়তো, কিন্তু আমার লাশ পেরিয়ে যেতে হবে তাদের!'

প্রবল বিতৃষ্ণায় খিস্তি করল ক্লিন্ট। 'তুমি একটা আস্ত বেকুব, মার্শাল! মাথাটাও নিশ্চয়ই চলছে না তোমার, নইলে ঠিকই বুঝতে পারতে বুলেটগুলো আমাকে ঘায়েল করার জন্য ছোঁড়া হয়েছে। ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিল বলে মারা গেছে ডেপুটি। তোমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এবার চুপটি করে শুয়ে থাকো, নড়াচড়া কোরো না। আমি দেখছি, কী করা যায়।'

'এখন মনে হচ্ছে হার্নান্দেজের একটা কথাও মিথ্যে নয়!' তীব্র ক্ষোভ ঝরে পড়ল মার্শালের কণ্ঠে, বুলেট-বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা তার কাছে যেন বড় কিছু নয়, ক্লিন্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করাই বড় ব্যাপার। 'ঠিকই বলেছে সে, তুমি আগাগোড়া জর্জ বার্গেসের হয়ে কাজ করছ। তোমার সঙ্গে ডোলানদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ওরা বেতনটা নিচ্ছে সবাইকে দেখিয়ে আর তুমি নিচ্ছ গোপনে।'

কাঁধ চেপে ধরে রেখেছে মার্শাল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে সামান্য রক্ত চুইয়ে পড়ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে জখমটা গুরুতর নয়, চামড়ায় আঁচড় কেটে গেছে কিংবা মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। এখন যা করণীয়–ঘাতকের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত, নইলে শুধু মার্শাল নয়, ওরও পরপারে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে

যাবে।

ঝোপে ঘেরা নিচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছে ওরা। ক্লিণ্টের পাশে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মার্শাল। সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারছে না, সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছে সে। তাকে হিসাবের বাইরে রেখে যা করার করতে হবে, ভাবল ক্লিণ্ট। আপাতত মার্শাল ওর কোন কাজে আসবে না, বরং সমস্যাই হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তবে মার্শাল বার্নারির ভুলও ভেঙে দেওয়া দরকার, নইলে অসহযোগিতা করবে; সেক্ষেত্রে নির্ঝঞ্ঝাটে এই গ্যাঁড়াকল থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

'কদ্দিন ধরে ল-ম্যান হিসাবে কাজ করছ তুমি, মার্শাল?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ক্লিণ্ট। 'নিশ্চয়ই এই প্রথম? তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আজকের আগে কখনও গুলি খাওনি বা কেউ তোমার উদ্দেশে গুলি ছোঁড়েনি। চোখের সামনে দিনের আলোর মত স্পষ্ট যা, তাও দেখতে পাচ্ছ না! আমি যদি জর্জ বার্গেসের হয়ে কাজ করতাম, এতক্ষণে নিশ্চয়ই এখানে পড়ে থাকতাম না? মণ্টি ডোলানকেও খুন করতাম না।'

'কীভাবে জানব তোমার হাতেই মারা পড়েছে মণ্টি ডোলান?' তপ্ত স্বরে তর্ক করল মার্শাল। 'আর কেউ দেখেনি ঘটনাটা, কোন সাক্ষী নেই। তা হলে তোমার মত সন্দেহজনক একজনের কথায় বিশ্বাস করব কেন? তাও শুধু মুখের কথায়। যদি বিশ্বাসও করি, সেটা দুর্ঘটনাবশত হতে পারে। অমন ঝড়ের রাতে ভুলবশত মণ্টিকে গুলি করে বসেছ।'

ঝাড়া কয়েক মিনিট নীরব থাকল ক্লিণ্ট, তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর। বুঝে গেছে মার্শালকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। কাজটা প্রায় অসম্ভব। অবিশ্বাসী লোককে বিশ্বাস করানো কঠিন, কারণ চোখের সামনে প্রমাণ দেখতে পেলেও উপেক্ষা করে এরা। তায় মার্শালের কথায় ক্ষীণ হলেও যুক্তি রয়েছে।

'দয়া করে চুপ করে থাকো,' শেষে বলল ও। 'আশা করি

বুঝতে পেরেছ কী গ্যাঁড়াকলে পড়েছি। এখান থেকে উদ্ধার পেতে হলে তোমার সহযোগিতা দরকার, কিন্তু দিব্যি বুঝতে পারছি তা করবে না। যাই করো, অন্তত চেঁচিয়ে নিজের বা আমার অবস্থান ফাঁস করে দিয়ো না। জানি না ওখানে ক'জন আছে, গুলির শব্দ শুনে সন্দেহ হচ্ছে একাধিক লোক।'

'আমার ক্ষতটা দেখবে না, হেডেন?' আপসের সুর মার্শালের কণ্ঠে। 'রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারছি না...'

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ক্লিণ্ট। সামনে খোলা জায়গা, গাছ আর ঝোপঝাড়ে ঘেরা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় রয়েছে ঘাতক, প্রায় ষাট গজ দূরে। এতদূর থেকে নিখুঁত নিশানায় গুলি করেছে, স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে ক্লিণ্ট। দু'বারই বুলেট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে—ওকে আঘাত না-করে ল-ম্যানদের গায়ে লেগেছে। প্রথমবার ডেপুটি, তারপর মার্শাল।

তবে ডেপুটির মৃত্যু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া গুলিতে হয়েছে বলে মনে করে না ক্লিণ্ট, বরং ওর কাছে মনে হয়েছে নিখুঁত নিশানায় করা হয়েছে। পথের কাঁটা দূর করেছে। তিনজনকে অ্যাম্বুশে ফেলে খুন করা কঠিন, কারণ প্রথম গুলির পর সতর্ক হয়ে যায় অন্যরা। একটা সুবিধা ছিল ঘাতকের, সে জানত বা অনুমান করেছে ক্লিণ্ট নিরস্ত্র, তাই ডেপুটি স্লিম গার্নারকে ঘায়েল করার পর নিশ্চিন্তে বাকি দু'জনের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। বাধ সেধেছে মার্শাল, তার অদ্ভুত আচরণ ধন্দে ফেলে দিয়েছিল ঘাতককে। সুবিধামত অবস্থায় ক্লিণ্টকে পায়নি সে, তাই তাড়াহুড়ো করে গুলি করেছে, যেটা মার্শালের গায়ে লেগেছে।

এখন অবশ্য কঠিন হয়ে গেছে পরিস্থিতি। কিছুটা আড়াল খুঁজে পেয়েছে ওরা, নিচু জমির কারণে ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না ঘাতক।

সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে মার্শালের পাশে চলে এল ক্লিণ্ট। লম্বা দম নিল, তারপর নিচু জমির কিনারা বরাবর মাথা তুলে তাকাল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিইঙ্ শব্দ তুলে ছুটে গেল তপ্ত সীসা, একটু দূরে মাটিতে গাঁথল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে ফেলেছে ক্লিন্ট। খেয়াল করল একটা নয়, অন্তত চারটা বুলেট আঘাত করেছে, এবং দুটো ভিন্ন কোণ থেকে এসেছে।

তারমানে আততায়ী দু'জন!

সেটাই স্বাভাবিক, কারণ ডেপুটি যখন গুলি খেয়েছে, বুক খামচে ধরেছিল, আর পড়ার সময় গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছিল। নিশ্চয়ই গলা ফুটো করে দিয়েছিল আরেকটা বুলেট। তা ছাড়া, রাইফেলের গর্জন শুনেও ক্লিন্টের মনে হয়েছে একাধিকবার গুলি করা হয়েছে, তবে এত স্বল্প সময়ে যে আলাদাভাবে ট্রিগার টানার শব্দ পার্থক্য করা যায়নি। ঠিক যেন একবার ট্রিগার টেনে স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে চার-পাঁচটা গুলি করা হয়েছে!

ঢালের কিনারে মার্শালকে টেনে নিয়ে এল ক্লিন্ট, রক্তাক্ত শার্ট সরিয়ে তার জখম পরখ করল। মারাত্মক না হলেও খারাপ বলতে হবে। ও ভেবেছিল কাঁধে, কিন্তু আদপে আরও নীচে, বুকের কাছে লেগেছে। দু'জনের ব্যাণ্ডানা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার প্রয়াস পেল ক্লিন্ট।

'এবার রক্ত পড়া কমে যাবে,' বলল ও। তারপর সরে এল কয়েক ফুট দূরে। আবার সন্তর্পণে মাথা উঁচু করল। দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই, ঘাতক বা ঘাতকদের অবস্থান অনুমান করতে পারছে বটে, কিন্তু নিশ্চিত জানে না। কটনউড সারির কাছে কোন নড়াচড়া নেই।

একটু নীচে, খাদের কাছাকাছি ওদের ঘোড়া তিনটা। গুলির শব্দে দূরে সরে গেছে।

'তোমার কী ধারণা—কোত্থেকে এসেছে বুলেট?' জানতে চাইল ক্লিন্ট।

'ডান দিকে টিলার মত উঁচু জায়গা থেকে,' যন্ত্রণাকাতর স্বরে

জবাব দিল বার্নারি।

'আমিও তাই ভেবেছি,' নিচু স্বরে বলল ক্লিন্ট। খুব সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়ার দিকে এগোতে শুরু করল।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' আতঙ্কিত স্বরে জানতে চাইল মার্শাল। 'আমাকে এখানে ফেলে যাবে?'

'শটগান আনতে যাচ্ছি,' জানাল ক্লিন্ট। 'তোমার স্যাডলে ঝুলিয়ে রেখেছিলে। মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেছি, একেবারে কোণঠাসা অবস্থা! এখন সব ধরনের সাহায্য দরকার হবে।'

কোনরকম ঘটনা বা বিপদ ছাড়াই ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল ক্লিন্ট, স্যাডল-ক্যান্টারের সঙ্গে বাঁধা শটগান ও গানবেল্ট উদ্ধার করল। সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলো ভড়কে গিয়ে চলে যেতে পারে ভেবে, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সবক'টার লাগাম একসঙ্গে ল্যাসোয় ফাঁস দিয়ে বেঁধে রাখল পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

কাজ শেষে ফিরতি পথ ধরল ও, তবে একই পথ ব্যবহার করছে না। ডেপুটির কাছে চলে এল। অবস্থাদৃষ্টে ডেপুটিকে মৃতই মনে হচ্ছে, কিন্তু শতভাগ নিশ্চিত হতে চায় ক্লিন্ট।

মিনিট খানেক পর নিশ্চিত হয়ে গেল ও। তারপর মার্শাল বার্নারির কাছে ফিরে এল।

'বেচারা স্লিম বোধহয় মারা গেছে?' জানতে চাইল বার্নারি।

'হ্যাঁ, চারটা বুলেট ঢুকেছে ওর শরীরে। বেচারা জানতেই পারেনি কীভাবে, কখন মৃত্যু এল!' মার্শালের পিস্তল তাকে ফেরত দিল ক্লিন্ট। 'দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকো। ভাবছি ব্যাটাদের পিছনে গিয়ে হাজির হব।'

'অসম্ভব! কখনোই পারবে না, হেডেন। তারচেয়ে বরং এখানে থেকেই...'

'উঁহুঁ, এখানেই বরং বিপদের সম্ভাবনা বেশি। সন্ধে নেমে এলে কিছু করার থাকবে না, কিনারে এসে স্রেফ কচুকাটা করবে

আমাদের। তা ছাড়া, তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

'তুমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার কে হে? এখনও বেঁচে আছি যখন, আমিই সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব...'

পাত্তা দিল না ক্লিন্ট, জবাবও দিল না, বরং নিজের কাজে মনোযোগী হলো। সতর্কতার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ও। চোখ-কান খোলা, সামান্য শব্দও শুনতে উদ্গ্রীব। মার্শালকে প্রায় বিস্মৃত হয়েছে; কারণ দারুণ বিপজ্জনক একটা পদক্ষেপ নিয়েছে, সামান্য বেচাল হলে চরম মাশুল গুনতে হতে পারে। কোনভাবেই ওর উপস্থিতি প্রকাশ করা যাবে না। ধরা পড়া যাবে না ঘাতকদের চোখে।

বড়সড় বৃত্তাকার পথে এগোচ্ছে ক্লিন্ট। অপেক্ষাকৃত নিচু জমি, ঝোপঝাড় বা বোল্ডারের আড়াল ব্যবহার করছে। মাঝে মধ্যে সামান্য মাথা উঁচু করে দেখে নিচ্ছে আশপাশ, তবে ইন্দ্রিয়ের উপর আস্থা রেখেছে। উদ্বেগ আর শঙ্কা বোধ করছে ও, একইসঙ্গে উত্তেজনা এবং আমোদও পাচ্ছে। কারণ শিকার-শিকারীর মধ্যে এই লুকোচুরি খেলায় যে রোমাঞ্চ আছে তা বোধহয় আর কিছুতে নেই। মুহূর্তের মধ্যে সব হিসাব ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। কোন কিছুই এখানে স্থির-নিশ্চিত নয়। জীবন নিয়ে জুয়া। খেলতে বাধ্য; কারণ না-খেললে নিশ্চিত পরাজয়। আর খেললেও পরাজয় হতে পারে, তবে মুরোদ থাকলে জয়ীও হতে পারে।

খেলাটার বিশেষত্ব এখানেই: শিকার থেকে উল্টো শিকারী বনে যাওয়া সম্ভব।

সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। গাছপালার ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ঠায় কিছুক্ষণ একই জায়গায় পড়ে থাকল ক্লিন্ট, কাছেই নুড়িপাথর গড়ানোর শব্দ শুনতে পেয়েছে। শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় একশো গজ পেরিয়ে এসেছে। ক্লিন্টের অনুমান ঘাতকদের প্রাথমিক অবস্থান থেকে সরাসরি পশ্চিমে পৌঁছে যেতে

পেরেছে; ওর বর্তমান অবস্থান, গর্ত আর আততায়ীদের স্পট মিলে একটা সমকোণী ত্রিভুজ কল্পনা করা যেতে পারে।

ঘাতকদের বিশেষত্ব দুশ্চিন্তা ধরিয়ে দিয়েছে ক্লিন্টের মনে। লোকগুলো পুরোপুরি আড়ালে রাখতে সক্ষম হয়েছে নিজেদের। এ পর্যন্ত কাউকে দেখতে পায়নি, এমনকী সঠিক অবস্থানও অনুমান করতে পারেনি। ধড়িবাজ লোক নিঃসন্দেহে।

আরও কিছুক্ষণ পর কটনউড সারির পিছনে পৌঁছল ক্লিন্ট। সন্তর্পণে গাছের ফাঁকফোকর গলে এগোল। শুকনো পাতা আর পড়ে থাকা ডাল সম্পর্কে সচেতন, জানে ওগুলোয় সামান্য চাপ পড়লে যে শব্দ হবে, সেটা বিশ হাত দূরে ঘাপটি মেরে থাকা সতর্ক মানুষের কানে ঠিকই যাবে।

মাঝামাঝি যাওয়ার পর বিক্ষিপ্ত কিছু ট্র্যাক দেখতে পেল। দাঁড়িয়ে থেকে দু'জন লোক পরামর্শ করেছে, সিগারেটের গোড়া দেখে বোঝা গেল অপেক্ষার সময়টা ধূমপান করে কাটিয়েছে। কোন ছাপই আলাদা করার উপায় নেই, স্বাতন্ত্র্যহীন। পর্যবেক্ষণ করার ঝামেলায়ও গেল না ক্লিন্ট, সময় নেই এখন।

ঝোপঝাড় আলগা হতে শুরু করেছে দেখে ক্লিন্ট বুঝল শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। নিচু একটা জায়গা, সম্ভবত জমে থাকা পানির কারণে দেবে গেছে, অসংখ্য বুটের ছাপ আর খালি কার্তুজ চোখে পড়ল। প্রায় অর্ধ-ডজন। পুরো জায়গাটা নিরীখ করায় আরও পাঁচ মিনিট ব্যয় করল ক্লিন্ট, নিশ্চিত হলো দু'জন লোক ছিল দলে।

লোকগুলো যারাই হোক, এখান থেকে সরে পড়েছে। সম্ভবত জর্জ বার্গেসের লোক। রাতে ক্যানিয়নে স্ট্যাম্পিড ও লড়াইয়ের পর এরা এখানে চলে এসেছে, নিশ্চিত করতে চেয়েছিল ক্লিন্ট যাতে শহরে ফিরতে না-পারে। মার্শালকে ক্যানিয়নে ঢুকতে দেখেছে বার্গেসের ভাড়াটেরা, এও নিশ্চয়ই অনুমান করে নিয়েছে যে ক্লিন্টকে নিয়ে তবে ফিরবে ল-ম্যান।

ব্যাপারটা নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল। যুক্তির খাতিরে সম্ভব, কিন্তু আদপে হয়তো তা হয়নি। বার্গেসের ভাড়াটে লোক যদি না হয়, তা হলে কারা হতে পারে? একটা নাম সঙ্গে সঙ্গে মনে উঁকি দিল—পেপ ডোলান। ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ নিতে সঙ্গীদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে? কাকে ভিড়িয়েছে সঙ্গে? দু'জনে মিলেও সফল হতে পারেনি। ক্লিন্টের বদলে ডেপুটিকে খুন করে ফেলেছে, আর মার্শাল বার্নারিকে আহত করেছে।

সেক্ষেত্রে, এখন চলে গেল কেন? কাজটা শেষ করা উচিত ছিল, যেখানে ক্লিন্টকে একা পেয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল?

ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল ক্লিন্টের মাথায়। পেপ ডোলান হয়তো তার অ্যাম্বুশের ফলাফল সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নয়। দু'জনকে ভূপতিত হতে দেখেছে সে, ভেবেছে ক্লিন্ট তাদের একজন—মৃত্যু নিশ্চিত করতে না-পারলেও অন্তত আহত করতে পেরেছে। আগে-পরে যখনই হোক, রক্তক্ষরণে মারা যাবে ধরে নিয়ে হয়তো চলে গেছে নিজের পথে। আড়াল থেকে বেরিয়ে আরও কাছে গিয়ে নিশ্চিত হতে পারত অ্যাম্বুশের ফলাফল সম্পর্কে, তবে ঝুঁকি নিতে চায়নি বোধহয়, চিহ্ন পড়ত তা হলে। অ্যাম্বুশের সঙ্গে ডোলানের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ হয়ে যাওয়ার সুযোগ তাতে থেকে যায়।

সম্ভবত এটা ভেবেই যথেষ্ট হয়েছে মনে করে কেটে পড়েছে ডোলান।

আচমকা পুরো উপত্যকার নীরবতা খানখান হয়ে গেল রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জনে। পরপরই মুহুর্মুহু গুলি হলো—পিস্তলের। সম্ভবত প্রথমটার জবাব। নির্ঘাত মার্শাল বার্নারি!

তারমানে এখান থেকে সরে গিয়ে মার্শালের উপর চড়াও হয়েছে ওরা। কাজটা শেষ করতে চেয়েছিল, গর্তের ধারে গিয়ে শুধু মার্শালকে পেয়েছে। পিস্তলের গুলি ওখানেই হয়েছে।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ক্লিন্ট, তারপর খোলা জায়গা ধরে ছুটতে শুরু করল। সহসা কয়েকটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। বুঝতে পারল এর তাৎপর্য—ওদের তিনটা ঘোড়া। দূরে, ছোট্ট টিলার ঢালে ক্ষণিকের জন্য এক ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল। তিনটা ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দূরত্বের কারণে চেনা সম্ভব হলো না।

শটগান তুলেছিল ক্লিন্ট, কিন্তু রেঞ্জের বাইরে বলে নামিয়ে নিল শেষে। সীসা অপচয় করে লাভ নেই।

'হেডেন!' আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল মার্শাল।

'আসছি!' ঝোপঝাড় ঠেলে ছুটল ক্লিন্ট। স্বস্তিও বোধ করছে, কারণ মার্শাল অন্তত বেঁচে আছে। কণ্ঠ মরণাপন্ন মানুষের নয়। তবে মনের খুঁতখুঁতে ভাব যাচ্ছে না। কটনউডের ধারে দুটো ঘোড়া আর দু'জন লোকের ছাপ দেখতে পেয়েছে, অথচ এখান থেকে চলে যেতে দেখল একজনকে। অন্যজন নিশ্চয়ই ঘাপটি মেরে আছে কোথাও!

'এই যে, এখানে,' মিনতির সুরে চেঁচাল মার্শাল। 'আমাদের সব ঘোড়া নিয়ে গেছে! হারামীটা আবার গুলি করেছে আমাকে! হাতে লেগেছে এবার...'

বাইশ

ছুটে খাদে নেমে পড়ল ক্লিন্ট হেডেন। মার্শালকে আগের জায়গায় দেখতে পেল, তবে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থা তার। আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে সারাক্ষণ।

দৌড়ে তার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ক্লিন্ট। ঢালের

সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছে মার্শাল, হাঁপাচ্ছে। পলকে জখমটা দেখে নিল ক্লিন্ট। কনুইয়ের সামান্য নীচে, বাম বাহুমূলের মাংস ভেদ করে চলে গেছে দ্বিতীয় বুলেট। সমানে রক্ত ঝরছে।

'বাম হাত পুরো অচল হয়ে গেল!' হতাশায় ব্যাকুল শোনাল বার্নারির কণ্ঠ। 'প্রথমে কাঁধ, আর এখন কনুইয়ের নীচে! কে জানে, কয় মাস অচল হয়ে থাকতে হয়! আচ্ছা, ব্যাটার চেহারা দেখেছ নাকি?'

'নাহ্, দূর থেকে দেখেছি। বোঝার উপায় ছিল না।'

'একটা গুলিও করতে পারলে না?'

'পারতাম, তবে টার্গেটের ধারে-কাছেও যেত না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মার্শাল, সন্দেহ খেলা করছে চাহনিতে। 'নাকি ইচ্ছে করে গুলি করোনি, বন্ধু যাতে নিরাপদে ফিরে যেতে পারে?'

বিতৃষ্ণা বোধ করল ক্লিন্ট, জবাব না-দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকল। আগের ব্যাণ্ডেজ থেকে একটা ব্যাণ্ডানা খুলে নতুন ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল। নড়াচড়ার কারণে ব্যথা বেড়ে গেছে বলে বারবার আপত্তি জানাল মার্শাল, কিন্তু গ্রাহ্য করল না ক্লিন্ট। অযথা দরদ দেখানোর বিলাসিতা করতে অনিচ্ছুক। মার্শাল জেস বার্নারি ওর জন্য এখন আপদ ছাড়া আর কিছু নয়। উটকো ঝামেলা!

'জবাব দিচ্ছ না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল মার্শাল। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? কেন গুলি করলে না ওই ব্যাটাকে?'

'বেশি বকবক করলে একটা গুলি তোমার মাথায় সেঁধিয়ে দেব!' ত্যক্ত স্বরে বলল ক্লিন্ট, মার্শালের চোখে চোখ রাখল। 'তুমি তো সুযোগ পেয়ে কয়েকটা গুলি করেছ, লাগাতে পেরেছ?'

ওর কঠিন চাহনিতে কী দেখল কে জানে, মুহূর্তে ভোল পাল্টে ফেলল বার্নারি। 'আমাকে শাসাচ্ছ? আর আমি কি-না স্যাডলরক শহরের মার্শাল!'

'অকম্মা মার্শাল!'

হঠাৎ নিজের করুণ দশা সম্পর্কে উপলব্ধি হলো তার। নীরব হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ নেতিয়ে পড়ে থাকল সে, এদিকে হাত চালাচ্ছে ক্লিন্ট। 'কারও চেহারা দেখেছ নাকি?' একটু পর জানতে চাইল ও।

'নাহ্। হারামীটা ঘোড়া দাবড়ে নিয়ে যেতে এসেছিল...'

'একজন নয়, দু'জন ছিল ওরা।'

'তাই নাকি? কেন অমন মনে হলো তোমার? আমি তো একজনকে দেখেছি।'

'তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা কী, জানো? আগে থেকে যেটা মাথায় ঢুকে যায়, সেটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নাও। চট করে অন্য কিছু মেনে নিতে চাও না।' ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতে পাশে রাখা ক্যাণ্টিন তুলে কর্ক খুলে মার্শালকে খেতে দিল ক্লিন্ট। ভাগ্যিস, ঘোড়াগুলোকে বাঁধার পর একটা ক্যাণ্টিন নিয়ে এসেছিল, নইলে এটাও হারাতে হত।

'বলে যাও,' ঢকঢক করে গলায় পানি ঢালার ফাঁকে বলল মার্শাল।

'কটনউডের কাছে ক্যাম্পটা দেখলাম। দু'জন লোক আর দুটো ঘোড়ার ছাপ ছিল। তা ছাড়া, একজনের পক্ষে তিনজন লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন নয়?'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মার্শাল, কিন্তু নড়তে গিয়ে যন্ত্রণা বোধ হওয়ায় কুঁচকে গেল মুখ। ঢোক গিলে ব্যথা হজম করল সে, লম্বা দম নিয়ে বলল: 'দু'জন আর ছয়জন হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না, আসল কথা হচ্ছে তোমাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল ওরা।'

'তোমাকেও ছাড় দিয়েছে বলে তো মনে হলো না,' মন্তব্য করল ক্লিন্ট। জখম দুটো পরখ করে সন্তুষ্ট হলো। মোটামুটি কাজ চলে যাবে। এরচেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। 'একটা স্লিং বেঁধে দিতে হবে। ঘোড়া যেহেতু নেই, দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে।'

'আমার কথা বললে কেন?' জানতে চাইল মার্শাল। 'আমি এখনও মনে করি তুমিই ওদের টার্গেট ছিলে।'

'শেষ গুলিটার ক্ষেত্রেও তাই বলবে?' সিধে হলো ক্লিন্ট।

চিন্তিত দেখাল মার্শালকে। 'আমি তো বুঝতে পারছি না কেন আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে কেউ! তেমন কোন কারণ মাথায় আসছে না। তোমার কী মনে হয়?'

শ্রাগ করল ক্লিন্ট। 'তুমি যেহেতু এখানকার আইন, এমনও হতে পারে ওরা মনে করছে তুমি অনেক বেশি জেনে ফেলেছ। এই সুযোগে তোমার মুখটা যদি চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া যায়। আবার অন্য কারণও থাকতে পারে...'

মার্শালকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ও, ক্ষীণ একটা শব্দ শুনতে পেয়ে থেমে গেল। ওদের ডান দিকে কোথাও হয়েছে, হালকা নুড়িপাথর গড়ানোর শব্দ। কেউ হেঁটে যাওয়ার সময় পাথরে ঠোকা খেয়েছে। কোন ঘোড়াও হতে পারে।

চট করে বসে পড়ল ক্লিন্ট। মার্শালকে নীরব থাকার ইশারা করে গর্তের কিনারে চলে এল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ঢালের উপর, ক্রল করে প্রায় দশ গজ এগোল। থেমে কান পাতল।

উঁহুঁ, আর কোন শব্দ নেই। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

হাঁটু গেড়ে বসে আশপাশের প্রতিটি ঝোপঝাড় ও আড়াল খুঁটিয়ে দেখল। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। তারপর, হাল ছেড়ে দিয়ে মার্শালের কাছে ফিরে যাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে পাশ ফিরতে খুব কাছে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। তুমুল গতিতে ছুটে যাচ্ছে শহরের দিকে।

'শুনেছ?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল বার্নারি।

তার পাশে চলে এল ক্লিন্ট। 'হ্যাঁ। সম্ভবত আমাদের দ্বিতীয় অ্যাম্বুশার। ঘোড়া নিয়ে আগে সটকে পড়েছিল অন্যজন, আর এখন গেল এই ব্যাটা। সুবিধা করা যাবে না বুঝতে পেরে কেটে

পড়েছে।'

'তা হলে দু'জনই ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল ক্লিন্ট।

'আমাদের ঘোড়াগুলো কি ছেড়ে দিয়েছে? ছেড়ে দিয়ে থাকলে হয়তো ফিরে আসবে।'

'সম্ভবত শহরের দিকে নিয়ে গেছে। স্যাডলরকের কাছাকাছি গিয়ে ধাওয়া দিলে আর এ-মুখো হবে না ঘোড়াগুলো। যাই হোক, পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভাগ্য ভাল হলে পথে দু'একটা ঘোড়ার দেখা পেয়ে যেতে পারি।'

আবার মার্শালের ক্ষত দুটো নিরীখ করল ক্লিন্ট, রক্তক্ষরণ কমে গেছে। তবে সামনে যেহেতু লম্বা পথ হাঁটতে হবে, স্লিং না-হলে রক্তপাত বেড়ে যাবে।

ডেপুটির লাশের কাছে চলে এল ও। স্লিম গার্নারের গলায় বড়সড় একটা রুমাল ঝুলছে। হাত জড়িয়ে কাঁধের সঙ্গে বাঁধলে, স্লিং হিসাবে অনায়াসে কাজ চলে যাবে। রুমালটা গার্নারের গলা থেকে খসিয়ে তার লাশটা লতাপাতা আর পাথর দিয়ে ঢেকে দিল। কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা নেই, এভাবেই রেখে যেতে হবে।

মার্শালের কাছে ফিরে এসে স্লিং তৈরি করল ও, বিক্ষত বাহু ঝুলিয়ে দিল গলা থেকে। 'ব্যথাও কমে যাবে,' বলল ক্লিন্ট। 'তবে সাবধান, হাত বেশি নাড়াচাড়া করতে যেয়ো না।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, ঠিকই পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছে যাব,' দৃঢ় গলায় বলল মার্শাল, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাভাবিক বিবেচনাবোধ ফিরে পেয়েছে। 'কখন রওনা দেবে?'

'এখন।'

তখনই শহরের উদ্দেশে রওনা দিল ওরা। চলার পথে যতটা সম্ভব নিচু জমি আর আড়াল ব্যবহার করছে। আকাশে ঘন মেঘ জমছে, বৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য একটু পর এমনিতে অন্ধকার নেমে আসবে। তখন এতটা সতর্কতার প্রয়োজন হবে না।

এক হাত অচল থাকায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে মার্শাল বার্নারির, ব্যথাও আছে; কিন্তু নীরবে সহ্য করছে। অন্তত এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ করেনি। দুটো গুলির ধকল আর বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়েছে সে, আর ক্লিন্টের ত্বরিত শুশ্রূষায় রক্তক্ষরণ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, উপরি হিসাবে সংক্রমণের ভয় কমে গেছে।

তবে পরে অত সহজ হবে না, জানে ক্লিন্ট, কারণ একটু পর ক্লান্তি চেপে ধরবে তাকে, হাঁটতে অনেক বেশি আয়াস লাগবে। কিছু হলেও রক্তপাত হয়েছে, সেই ঘাটতির সঙ্গে যাত্রার ক্লান্তি—দুই মিলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে মার্শাল। তাই ঘন ঘন তাকে পানি দিচ্ছে ক্লিন্ট। রক্তের ঘাটতি দূর করার উপায় নেই, অন্তত গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মত পানিশূন্যতা যাতে না দেখা দেয়।

তবে সন্ধ্যার আগে-ভাগে ক্লান্তির কাছে পরাস্ত হলো মার্শাল। হাঁপাতে হাঁপাতে রাস্তার একপাশে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল। লজ্জিত কণ্ঠে বলল: 'জানি না স্যাডলরক পর্যন্ত যেতে পারব কি-না। শরীর আর চলছে না! অথচ তেমন পথ এগোতে পারিনি আমরা।'

'ধীরে ধীরে এগোব,' বলল ক্লিন্ট। 'অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। খোলা জায়গা ধরে এগোনোর সময় বিপদের সম্ভাবনা বেশি বলে দ্রুত এগোতে চাইছিলাম। আড়াল আছে এমন জায়গা পেলে আর চিন্তা নেই।'

মাথা নাড়ল মার্শাল। 'উঁহুঁ, আমাকে দিয়ে হবে না। তারচেয়ে বরং তুমি একা এগিয়ে যাও। পারলে ডাক্তার বা সাহায্য নিয়ে ফিরে এসো।'

'একসঙ্গে যাব আমরা। তোমাকে এখানে ফেলে গেলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে। মাইল কয়েক দূরে বিশ্রাম নেওয়ার মত জায়গা আছে, আড়াআড়ি একটা রাস্তা গেছে—সিলভার ফ্ল্যাট থেকে এসেছে। গাছপালা আর পানির অভাব হবে না। ওখানে লোকজন চলাফেরা করে। আমার মনে হয় সাহায্য করার মত কাউকে না

কাউকে পাওয়া যাবেই। গাছের আড়ালে থেকে নজর রাখতে পারব আমরা, পরিচিত কাউকে দেখতে পেলে সাহায্য চাইব।'

'দূর! এসময় কারও ওদিক দিয়ে যাওয়ার কথা নয়! কাজ থাকলে তো!'

মার্শালের হতাশা উপেক্ষা করল ক্লিন্ট। 'হয়তো এখনই কারও দেখা পাব না। রাতেও নাই পেলাম, কিন্তু সকাল নাগাদ নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আসবে? ড্রাইভে আমার সঙ্গে গেছে যারা, কাল গরু বিক্রি করে শহরে ফিরে আসবে ওরা। ওদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'নিজেকে বোকা বানাচ্ছ? বুঝেছি, আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। বেশ,' কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল মার্শাল। 'এছাড়া অবশ্য উপায়ও নেই। ঠিকই বলেছ, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হয়তো কেউই আসবে না, কিন্তু ক্ষীণ হলেও তো একটা সম্ভাবনা থাকে!'

এগিয়ে চলল ওরা। প্রায় ঢিমেতালে এগোচ্ছে। প্রায় মাঝরাত নাগাদ ক্লিন্ট যে-জায়গার কথা বলেছিল, দুই রাস্তার ক্রসিঙে পৌঁছল ওরা। বিস্তর গাছপালা আর ঝোপঝাড় রয়েছে এখানে। জুতসই একটা জায়গা খুঁজে মার্শালকে সেখানে নিয়ে এল ক্লিন্ট। ওর কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে বার্নারি, ভারসাম্য রাখার জন্য তার কোমর পেঁচিয়ে ধরেছে ক্লিন্ট।

গাছের পিছনে, ঘেসো জায়গায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকল বার্নারি। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস না ফেললে হয়তো তাকে মৃতই মনে করত ক্লিন্ট। একেবারে নির্জীব, রক্তশূন্য এবং বিধ্বস্ত। গা ধরে দেখল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। অচেতন নয়, গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে।

রাস্তার দু'ধারে অনেকটা দূর পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ছে এখান থেকে, কিন্তু আড়াল আছে বলে ওদেরকে চোখে পড়বে না।

রাতটা চরম উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল ক্লিন্টের। ঘুম

দূরে থাক, ঝিমাতেও পারেনি। প্রচণ্ড জ্বরে অনর্গল প্রলাপ বকেছে মার্শাল, সারাক্ষণ তার পাশে বসে থাকল ও। কখনও পানি দিয়ে গা মুছে দিল, ডেপুটির রুমাল ভিজিয়ে কপালে পট্টি দিল, ক্ষতের শুশ্রূষা করল। আশপাশে ঢুঁ মেরে লাভ হয়নি, অন্ধকারে কিছু পায়নি খাওয়ার মত। তাই অনাহারে কাটাতে হচ্ছে। ভাগ্য ভাল যে বৃষ্টি হয়নি। নইলে মার্শালের অবস্থা আরও খারাপ হত।

সকাল হলো একসময়।

প্রথমে বার্নারিকে পরীক্ষা করল ক্লিন্ট। রাতের চেয়ে কিছুটা হলেও সুস্থির দেখাচ্ছে, সামলে নিয়েছে যেন, কিন্তু প্রচণ্ড দুর্বল। জ্বর পড়েনি। রক্তলাল হয়ে আছে চোখ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে গরম বাতাস বের হচ্ছে। ঝর্না থেকে ভরে আনা ক্যান্টিনের পানি খাওয়াল মার্শালকে, তারপর ক্ষতের পরিচর্যা শেষে আবার যাত্রা করল। ক্লান্তিকর, সীমাহীন দুর্ভোগ আর অবসাদময় যাত্রা।

বিস্ময়কর হলেও, হাঁটতে শুরু করায় মার্শালের যেন কিছুটা উপকার হলো। নড়াচড়ার ফলে বিধ্বস্ত শরীরে রক্তপ্রবাহ বেড়ে গেছে, সামান্য হলেও শক্তি ফিরে পেয়েছে। তবে এটা সাময়িক, জানে ক্লিন্ট, একটু পর ঠিকই নেতিয়ে পড়বে সে। একা এগিয়ে যাওয়ার সময়টা বেশি দূরে নেই।

দুপুর হয়নি তখনও, সূর্য মাঝ আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে, এসময় দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ক্লিন্ট। কাল রাত বা সকালের পর এই প্রথম রাস্তা ধরে যাচ্ছে কেউ। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, ঝোপ দেখতে পেয়ে বিধ্বস্ত মার্শালকে ধরে নিয়ে এল তার আড়ালে। কে বলতে পারে, শত্রুর সামনে পড়বে না?

আড়াল থেকে ট্রেইলে দৃষ্টি রাখল ক্লিন্ট। ড্রাইভে যাওয়া কেউ নয়, কারণ পশ্চিম দিক অর্থাৎ শহর থেকে আসছে ঘোড়সওয়ার। ড্রাইভে যাওয়া র‍্যাঞ্চার বা ক্রুদের কেউ হলে উল্টোদিক থেকে আসত।

ঘোড়াটা কালো। বিশাল দেহ। চমৎকার জন্তু। অনায়াস,

সহজ ও সাবলীল গতিতে ছুটছে। অপূর্ব ওটার চলার ছন্দ। চট করে কী যেন চেনা চেনা লাগল ক্লিন্টের কাছে, ভাল করে দেখার জন্য ট্রেইলের কিনারে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবছে কোথায় দেখেছে ঘোড়াটাকে।

সওয়ার লোকটা পেপ ডোলান, বেন ক্রাকফ কিংবা, এমনকী জর্জ বার্গেসও হতে পারে। এনরিক রিভেরার র‍্যাঞ্চে দেখা হওয়ার সময় প্রত্যেকের ঘোড়া খেয়াল করেছে ক্লিন্ট, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারল না ওদের কারও কালো ঘোড়া ছিল কি-না। তবে এও ঠিক, একাধিক ঘোড়া থাকতে পারে ওদের। বিশেষ করে, বার্গেসের।

সওয়ার যেই হোক, তাকে থামাতে হবে। মার্শালকে বাঁচাতে হলে ঘোড়া লাগবেই। হয়তো ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু সুযোগ যখন এসেছে চেষ্টা চালাতে হবে। শটগানের হাতল শক্ত হাতে চেপে ধরল ও। সম্ভবত কাজে লাগবে না, কিন্তু শত্রুপক্ষের কেউ হলে দরকার হতে পারে।

ঘোড়াটা আরও কাছে চলে এসেছে। চোখ কুঁচকে তাকাল ও। সরু, ছিপছিপে দেহ রাইডারের। হলুদ শার্ট পরনে, মাথায় ফ্ল্যাট-ক্রাউনের হ্যাট। চট করে রাইডারের পরিচয় জেনে গেল ক্লিন্ট।

মারিয়া রিভেরা...

তেইশ

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত অপূর্ব ঘোড়াটার ছন্দময় চলা দেখল ক্লিন্ট। লোভনীয় ঘোড়া সন্দেহ নেই। রীতিমত রাজসিক! মারিয়ার জন্য যেমন হওয়া উচিত, মানানসই জোড়া।

মেয়েটা কী করছে এখানে? যাচ্ছে কোথায়? বাস্তবতা উঁকি দিল ক্লিন্টের মাথায়। মারিয়া একেবারে কাছে না-আসা পর্যন্ত আড়ালে থাকল ও, শেষে বেরিয়ে এল ট্রেইলে।

আচমকা ক্লিন্টকে রাস্তায় উদয় হতে দেখে বিস্মিত হলো মারিয়া, রাশ টানল। তীক্ষ্ণ চিঁহি শব্দ তুলে থামল ঘোড়াটা, শূন্যে তুলে দিয়েছে সামনের দুই পা। হাত বাড়িয়ে ওটার ব্রিডল চেপে ধরল ক্লিন্ট, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে কালো ঘোড়াটাকে শান্ত করল।

যুগপৎ বিস্ময় আর ভয় খেলা করছে মারিয়ার চোখে। 'তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'সাহস কত! আমার পথ আটকে ঘোড়া কেড়ে নিতে চাইছ!'

ক্লিন্ট দেখল হাতের কোয়ার্ট চালিয়েছে মেয়েটা। শেষ মুহূর্তে বাউলি কেটে সরে গিয়ে আঘাত এড়িয়ে গেল ও, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ওটা—হাত বাড়িয়ে খপ খরে ধরে ফেলল।

'নেমে এসো,' বলল ও।

'খুনী!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মেয়েটা, চোখে রাজ্যের বিদ্বেষ আর ক্ষোভ। 'নামিই যদি, নির্ঘাত তোমাকে খুন করে ফেলব!'

যা বিচ্ছু মেয়ে! যেভাবে হোক আগে একে সামাল দিতে হবে, নইলে হয়তো গুলি করে বসবে। শুধু কোয়ার্ট চালিয়ে ক্ষান্ত হবে না।

হাতের শটগান অদূরে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে মারল ক্লিন্ট। ঘুরে মারিয়ার বাহু ধরতে হাত বাড়াল ও, কোয়ার্ট ছাড়েনি এখনও। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে চট করে কালো মেয়ারের পিঠে উল্টোদিকে হেলে পড়ল মারিয়া, মুক্ত হাতে ছোবল মারল স্যাডল-হর্নে রাখা রাইফেলের দিকে। বাধ্য হয়ে খপ করে মেয়েটার কব্জি চেপে ধরল ক্লিন্ট।

'দুঃখিত, উপায় নেই,' বলল ও। 'কিন্তু তোমার ঘোড়াই নিতে হচ্ছে।'

'ঘোড়া চুরি করে পালিয়ে যেতে পারবে ভেবেছ?' গলা ফাটিয়ে

চেঁচাল মারিয়া। 'কাউন্টির তাবৎ লোক তোমার পিছু নেবে, ধরে ঝুলিয়ে দেবে একটা গাছে!'

রাগে লাল হয়ে গেছে মারিয়ার মুখ। কিন্তু সৌন্দর্য...সব অকৃত্রিম, এতটুকু কমেনি। অপূর্ব চোখজোড়া, মসৃণ রোদপোড়া ত্বক, মাতাল করা সৌন্দর্য...।

'আমার নিজের জন্য ঘোড়াটা চাইছি না,' দ্রুত বলল ক্লিন্ট, পাগলী মেয়েটাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার গরজ অনুভব করছে, তাতে হয়তো উটকো ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হবে। 'দুটো গুলি খেয়ে মার্শাল প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে। ওকে শহরে নিয়ে যেতে দেরি হলে বাঁচবে না।'

'মার্শাল গুলি খেয়েছে?' মুহূর্তে রাগ উধাও হয়ে গেল, সন্দিহান স্বরে জানতে চাইল মারিয়া রিভেরা।

'ওই যে, ডানের ঝোপে পড়ে আছে সে। শহরে আসার পথে গতকাল অ্যাম্বুশে পড়েছিলাম আমরা। ডেপুটি মারা গেছে, আর মার্শাল দুটো গুলি খেয়েছে।'

বিস্ময়ে চোখ বড়বড় হয়ে গেছে মারিয়ার। কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্টের মুখে, শেষে আনমনে মাথা নাড়ল। 'বুঝলাম না! পেপ ডোলান শহরে গিয়ে বলল তুমি নাকি মার্শাল আর ওর ডেপুটিকে খুন করেছ।'

আচ্ছা, পেপ ডোলানই তা হলে অ্যাম্বুশ করেছে ওদের। কিন্তু তার আসল মতলব জানা হলো না।

'আর শুনেই খেপে চলে এসেছ তুমি?' ভর্ৎসনার সুরে জানতে চাইল ক্লিন্ট।

'আসলে কোন্‌টা সত্যি, বলবে আমাকে, ক্লিন্ট?' ক্লিন্টের বাঁকা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মারিয়া।

শ্রাগ করল ও, মেয়ারের লাগাম হাতে এগোল ঝোপের দিকে। 'এসো, তুমি নিজেই মার্শালকে জিজ্ঞেস করো।'

স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল মারিয়া। ক্লিন্টকে অনুসরণ করে

প্রায় অচেতন মার্শালের কাছে পৌঁছল। একনজর দেখে বুঝে নিল মেয়েটি, তারপর ঝট করে ফিরল ক্লিন্টের দিকে, চোখে রাজ্যের আশঙ্কা। 'খোদা! লোকটা মিথ্যে বলেছে। পুরো শহরে ছড়িয়ে দিয়েছে খবর! আসার সময় দেখেছি লোকজন পাসি গঠন করছে!'

'কীসের খবর?' ঘোরাক্রান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল বার্নারি, উঠে বসেছে।

'পেপ ডোলান শহরে খবর ছড়িয়ে দিয়েছে যে ক্লিন্টের হাতে খুন হয়েছ তুমি আর ডেপুটি। হুয়ান মোরালেসের খুনের দায়ে ওকে ধরে আনছিলে তোমরা, পথে কীভাবে যেন একটা পিস্তল দখল করে নেয় ক্লিন্ট, তারপর তোমাদের দু'জনকে খুন করে ফেলে।

'শহরে ছিলাম আমি। শুনে লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। হেডেনদের ব্যাপারে সবাই বোধহয় একটু বেশি উৎসাহী। সত্যি-মিথ্যে জানার ঝামেলায় কেউ যাচ্ছে না, অথচ পাসি খাড়া করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওরা বলাবলি করছে এবার ধরা মাত্র ক্লিন্টকে ঝুলিয়ে দেবে। ঠিক ওর বাবার মত।'

'তুমি ঠিক বলছ, লেডি?' বিশ্বাস করতে পারছে না মার্শাল।

'নিজের কানে শুনেছি, দেখে এসেছি। ডোলান বলল ও নিজে ক্লিন্টের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু শটগানের কারণে সাহস করেনি। কারণ ততক্ষণে শটগানটা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে ক্লিন্ট। তবে বুদ্ধি করে সব ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়েছে যাতে ক্লিন্ট পায়ে হাঁটতে বাধ্য হয়, আর এই ফাঁকে সাহায্যের জন্য শহরে ছুটে গেছে।'

'কিছুটা সত্য বলেছে,' শুকনো কণ্ঠে বলল ক্লিন্ট। 'সব ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়ে ভেগেছে সে। ওর সঙ্গে আরও একজন ছিল। আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি, যাচাই করার গরজ অনুভব করেনি।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্লিন্ট উপলব্ধি করল ব্যাপারটার আদপে কোন গুরুত্ব নেই পেপ ডোলানের কাছে। বরং নিখুঁত একটা সেট-আপ

ফেলে গেছে সে। শুরুতে শুধু ক্লিন্টকে ঘায়েল করার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু অ্যাম্বুশ ব্যর্থ হয়ে যায়। ডেপুটি মারা পড়ল। দ্বিতীয় চেষ্টায়—এবারও স্রেফ দুর্ঘটনাক্রমে—মার্শাল আহত হলো। তখনই পরিকল্পনা পাল্টে ফেলে সে। নিজে ঘাম না-ঝরিয়ে ক্লিন্টকে খতম করে দেওয়ার ফন্দি আঁটে—পরোক্ষভাবে। দুই ল-ম্যানের খুনের দায়ে নির্ঘাত ক্লিন্টকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে লোকজন, শুধু শহরে গিয়ে খবরটা দিলে হলো।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়েছে সে, ক্লিন্ট যাতে সরে পড়তে কিংবা পিছু ধাওয়া করতে না-পারে। আর মার্শালকে নিকেশ করার চেষ্টা করেছে আরও একবার, কিংবা সঙ্গীকে নির্দেশ দিয়েছে। ভাগ্যিস, ব্যর্থ হয়েছে সেটাও।

মার্শাল মারা গেলে কার্যত ডোলানের মিথ্যে দাবি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেত। কারণ পরিস্থিতি পুরোপুরি ক্লিন্টের বিরুদ্ধে—খুনের দায়ে ওকে ধরে আনা হচ্ছিল, দুই ল-ম্যানকে মৃত আর ওকে বহাল তবিয়তে দেখতে পেলে আসল ঘটনা বিশ্বাস করত না কেউ। সত্যি কথা হচ্ছে, তেমন হলে ক্লিন্টের কথা শুনতেই যেত না স্যাডলরকবাসী, বরং ধরা মাত্র ঝুলিয়ে দিত। এসবের মাঝে ডোলানের ভূমিকা নিয়েও কেউ প্রশ্ন তুলত না, কারণ মোরালেসের কুখ্যাত খুনী ও ফেরারী হিসাবে ইতোমধ্যে *সুনাম* অর্জন করে ফেলেছে ক্লিন্ট।

মার্শাল বার্নারির জীবিত থাকাটা শাপেবর হয়ে দাঁড়াতে পারে ক্লিন্টের জন্য। যদি পাসির মুখে পড়েও, মার্শাল ওকে রক্ষা করতে পারবে। আগাগোড়া সবই জানা হয়ে গেছে তার, সম্ভবত হুয়ান মোরালেসের খুনের পিছনেও ওর দায় নেই—এতক্ষণে বার্নারির সেটা স্থিরবিশ্বাসে পরিণত হওয়ার কথা।

প্ল্যানটা দারুণ। এমন চমৎকার পরিকল্পনা পেপ ডোলানের মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে ভাবতে অবাক লাগে। তবে এটাই সত্যি। প্রতিশোধ নেওয়া হত, আবার টেন্ট রক ক্যানিয়নে ঘটে যাওয়া

সমস্ত ঘটনার সাক্ষী—দুই ল-ম্যানকেও সরিয়ে দেওয়া যেত। এক ঢিলে দুই পাখি শিকার!

'বেশ সাহস তো তোমার!' ক্লিষ্ট হাসল মার্শাল। 'এখানে এলে কী মনে করে? তবে এও ঠিক, তুমি আসায় সবচেয়ে বড় উপকার আমার হচ্ছে।'

'ডোলানের কাছে যখন শুনলাম ক্লিন্টকে গ্রেফতার করেছ,' জবাবে বলল মারিয়া। 'গরুর পাল নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। শুরুতে অমত করলেও আমি জানতাম ড্রাইভ সফল করা শুধু ওর পক্ষেই সম্ভব। তাই ক্লিন্টের অনুপস্থিতিতে পালের কী হলো ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। তা ছাড়া, এখন বাবা নেই, এস্তেবানও পালের সঙ্গে আছে। ভাবলাম এগিয়ে এলে হয়তো ড্রাইভে গেছে এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে, তা হলে আসল খবর জানতে পারব।'

স্যাডলে চড়েছে মার্শাল। হাঁটছে কালো মেয়ার, কিন্তু চলার সঙ্গে সঙ্গে বার্নারির যন্ত্রণাও হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে সে। উপায় নেই। শত দুর্ভোগ বা যন্ত্রণার পরও হাসতে পারছে সে, জানে মাইল কয়েক গেলে বিশ্রাম, খাবার ও চিকিৎসা মিলবে। বেঁচে যাবে এ-যাত্রা।

আশা দেখতে পেয়ে চাঙা হয়ে উঠছে সে। সেই প্রমাণ মিলল তার কথায়, মারিয়ার কৌতূহলের জবাব দিচ্ছে: 'কত ঘটনাই ঘটে গেছে! সন্ধ্যার পরপর বৃষ্টি এল, এই সুযোগে বার্গেসের লোকজন স্ট্যাম্পিড ঘটাল। ঝড়-বৃষ্টি আর স্ট্যাম্পিড...এত গোলমালের মধ্যে লেগে গেল দুই পক্ষে। তারপর গিয়ে উপস্থিত হলাম আমরা।

'জানি না কত গরু খোয়া গেছে। সংখ্যাটা বোধহয় কম হবে না, কারণ ক্যানিয়নে খাদের পাশে সরু ট্রেইল দিয়ে ছুটছিল গরুর পাল। সকাল হওয়ার পরপরই চলে এসেছি আমরা, তখনও তালাশ শেষে ক্রুরা ক্যাম্পে ফিরে আসেনি।'

'কেউ হতাহত হয়নি তো?'

'হয়েছে। ঠিক কে তা জানি না।'

'ড্রাইভটা...তা হলে ব্যর্থ হয়েছে?'

'পুরো ব্যর্থ হয়েছে বলা যাবে না,' মন্তব্যের সুরে বলল মার্শাল বার্নারি। 'আসল কাজ সেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল ওরা। জর্জ বার্গেসের সীমানা পেরিয়ে চলে গিয়েছিল, আর ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে গেলেই রেলরোড। ওখানে কোন কর্তৃত্ব নেই বার্গেসের। স্ট্যাম্পিড ছিল ওর শেষ ভরসা। তবে সব গরু নিশ্চয়ই খোয়া যায়নি, যাওয়ার কথাও নয়। আসল খবর পরে জানা যাবে।

'এতকিছুর পরও বলা যায় ক্লিন্টের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ও চেয়েছিল বার্গেসকে দাঁতভাঙা জবাব দেবে। সব র‍্যাঞ্চার একাট্টা হয়ে ড্রাইভে যাবে, প্রতিরোধ করবে বার্গেসকে—শেষপর্যন্ত সেটাই হয়েছে। এখন আর কোম্পানিকে ভয় পাবে না কেউ, নিজেদের মধ্যে বিবাদেও জড়াবে না, বরং পরস্পরকে সাহায্য করবে। তাই ওদের মধ্যে ভাঙন ধরানো কঠিন, বিচ্ছিন্নভাবে কাউকে উচ্ছেদ করতে গেলে সবাই প্রতিরোধ করবে।

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বেসিনে নতুন যুগের সূচনা হলো বলে!' ক্লিন্টের দিকে চেয়ে সামান্য হাসল মার্শাল। অনবরত কথা বলায় সামান্য হাঁপাচ্ছে। 'আমি পড়ে গেছি মহা ফাঁপরে। প্রথমে ভেবেছিলাম ক্লিন্টই মোরালেসের খুনী। কিন্তু দেখো, পুরো সময় ভুল জেনে এসেছি। আসল খুনীকে খুঁজে বের করা দরকার, অথচ দুটো গুলি খেয়ে অচল হয়ে গেছি। আগামী এক মাসেও বেরোতে পারব কি-না সন্দেহ।'

মারিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করল ক্লিন্ট। 'ডোলান আর পাসি তোমার কতটা পিছনে ছিল?'

'ঠিক জানি না। দেখেছি ল-অফিসের সামনে জমায়েত হয়েছে লোকজন। ডোলান সবিস্তারে বর্ণনা দিচ্ছিল ঘটনার। আমার মনে হয় বড়জোর এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকতে পেরেছি। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়েছে একটা পাসি তৈরি করে ডোলান আসবেই।'

মার্শালের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'এখনও তুমি মনে করো ওই গর্তে শুধু আমাকেই খুন করতে চেয়েছিল ওরা?'

মাথা নাড়ল বার্নারি। 'সত্যি কথা হচ্ছে, আমি নিশ্চিত নই। বুঝতেই পারছি না। তবে একটা ব্যাপারে বুঝতে পারছি, ডোলান এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাগুলো যত সরলই দেখাক না কেন, এর গভীরে আরও কোন ঘটনা আছে।'

'ওসব পরেও প্রমাণ করতে পারবে। এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো। ডোলান জানে বা মনে করছে ডেপুটির মত তুমিও মারা গেছ। ওকে তাই ভাবতে দেব আমরা। দেখা যাক, কী দাঁড়ায়।'

'কী করতে চাইছ?'

'সহজ কাজ। তুমি আর মারিয়া লুকিয়ে থাকবে। পাসি এলে আমি ওদের সামনে চলে যাব। ডোলানের গল্প শুনব, দেখব কী বলে ও।'

'ঝুঁকি আছে এতে,' মন্তব্য করল মার্শাল। 'তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে, মুখ খোলার আগেই হয়তো গুলি চালিয়ে বসতে পারে ডোলান। আমার অবস্থা তো জানোই, চাইলেও সাহায্য করতে পারব না বা ঠেকাতে পারব না।'

'আমি আছি,' সোৎসাহে বলল মারিয়া। স্যাডল-হর্নে ঝুলন্ত রাইফেলটা তুলে নিল হাতে। 'কেউ বেতাল করলে ফুটো করে দেব।'

এবার হাসল ক্লিন্ট। 'চিন্তা কোরো না, ডোলান যাতে মুখ খোলে সেই চেষ্টাই করব। জরুরী ব্যাপার হচ্ছে তোমাদের দু'জনকে লুকিয়ে থাকতে হবে, আর খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনবে। আমরা চাই পেপ ডোলান ঝেড়ে কাশুক। সিলভার ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পর বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে পড়েছে, ওসবের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি, এখন ওজন কমানোর সময় হয়েছে···'

'ওই যে, আসছে ওরা! শুনতে পাচ্ছ?' মারিয়া বলল।

ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে ঝোপের আড়ালে নিয়ে এল ক্লিন্ট। তেমন জুতসই জায়গা নয়, তবে কাজ চলে যাবে। ট্রেইল থেকে সামান্য উঁচু বলে চট করে ওদের দেখতে পাবে না কেউ। তা ছাড়া, ক্লিন্টের ধারণা ওর দিকেই সমস্ত নজর থাকবে পাসির। আর কেউ আছে কি-না এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

মারিয়ার দিকে ফিরল ও। 'ওর পাশে থেকো। আমি বলা মাত্র মার্শালকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য কোরো। তার আগে নয়।'

'আমি পারব,' আশ্বস্ত করল বার্নারি। 'সাবধানে থেকো।'

'ক্লিন্ট?'

ঘুরে ট্রেইলের দিকে এগোচ্ছিল ক্লিন্ট, মারিয়ার ডাকে ফিরে তাকাল। আগেও ওকে নামের প্রথম অংশ ধরে সম্বোধন করেছে মেয়েটা, তবে তখন খেয়াল করেনি।

'ইয়ে···' সামান্য দ্বিধা করল মারিয়া। 'ওদের মুখোমুখি কি না হলেই নয়? আমরা যদি লুকিয়ে থাকি, তা হলে তো ওরা পেরিয়ে চলে যাবে। পাসি চলে যাওয়ার পর শহরে যাব। মার্শাল তখন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। পাসির খেপা লোকজন শহরে ফিরে সব জানতে পারবে। এভাবে ঝুঁকিটা এড়ানো যায় না?'

মৃদু হাসল ক্লিন্ট। 'যায়। সেক্ষেত্রে ডোলানের পেটের খবর জানা হবে না। মিথ্যে অভিযোগগুলো থেকেও মুক্তি পাব না আমি।'

'দুঃখিত, ক্লিন্ট, আগে-পরে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য!' অকপটে বলল মেয়েটা।

মাথা ঝাঁকাল ক্লিন্ট। পরিস্থিতি বিবেচনায় মারিয়ার পক্ষে সেটা স্বাভাবিক ছিল, জানে ও। আগেও কিছু মনে করেনি। এখন তো করার প্রশ্নই আসে না।

'সাবধানে থেকো, প্লীজ!'

ঘুরে ট্রেইলের দিকে এগিয়ে গেল ক্লিন্ট। ঝোপ থেকে বেরিয়ে প্রায় বিশ গজের মত এগোল, তারপর পিছন ফিরে খুঁটিয়ে দেখে

নিল। উঁহুঁ, মারিয়া, মার্শাল বা ঘোড়াটা–কাউকে চোখে পড়ছে না।

সমস্যার দিকে মনোযোগ দিল ও। নানা মতের লোক থাকে পাসিতে, মেজাজ থাকে সপ্তমে। সামান্য উস্কানিতে রক্তপাত ঘটে যেতে পারে। এক হিসাবে খুন করতে বেরিয়েছে এরা, আইনের ছত্রছায়ায় খুন। ক্লিন্টকে দেখে নিজেদের সংবরণ করবে, এমন প্রত্যাশা করা বোকামি হবে, বরং চড়াও হতে চাইবে সবাই। মব মানেই উন্মত্ত আক্রোশ ও প্রতিহিংসার খেলা, বিশেষ করে যেখানে পেপ ডোলানের মত ধুরন্ধর, প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক থাকে।

হয়তো কাছে আসার আগেই খেপে যাবে ওরা, গুলিও করে বসতে পারে। আদপে কী ঘটে বলা মুশকিল। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। কোনভাবে যদি ডোলান আর খুনে লোকগুলোকে কিছুক্ষণ আটকে রাখা যায়...কথা বলাতে পারলে...

মিনিট কয়েক পর দলটাকে দেখতে পেল ও। তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে সবাই, যেন ভয়ে ভয়ে আছে কোনভাবে ওদের শিকার পালিয়ে যাবে। তেরোজন, গুনল ক্লিন্ট। সবার সামনে রয়েছে পেপ ডোলান আর সেথ মার্টিন। অন্যরাও পরিচিত: পিটার মেয়ার, বেন ক্রাকফ, হেনরি টার্বেল এবং আরও কয়েকজন। সব শহুরে লোক। জর্জ বার্গেস নেই এদের মধ্যে।

পাসি একশো গজের মধ্যে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ক্লিন্ট, তারপর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, এমন ভাব করল যেন পালাতে যাচ্ছিল, ধরা পড়ে গেছে।

থমকে দাঁড়াল ক্লিন্ট।

'ওই যে, ব্যাটা!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন।

সঙ্গে সঙ্গে গতি বেড়ে গেল ঘোড়াগুলোর, তুমুল বেগে ছুটছে। মুহূর্তের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলল।

'গুলি কোরো না!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল একজন। 'জমজমাট নেক-টাই পার্টি হবে!'

'খেয়াল রেখো ওর দিকে! সেই শটগানটা আছে ওর হাতে...'

শটগান সহ মাথার উপর হাত তুলল ক্লিন্ট, মুখে অসহায়ত্ব ও হতাশা ফুটে উঠেছে। ইতোমধ্যে ঘোড়া থামিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ওকে ঘিরে ফেলেছে তারা। সবার মুখে কঠিন, কর্কশ অভিব্যক্তি। করুণা, সহানুভূতি কিংবা সামান্য দয়াও নেই কারও মনে; আর বিবেককে শহরেই ফেলে এসেছে আক্রোশ ও হুজুগের টুঁটির ভিতর বন্দী করে।

ধুলোর চক্র উঠেছে আচমকা ঘোড়া থেমে যাওয়ায়। একে একে নামল পাসির সদস্যরা, ত্রস্ত ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে গেল আসামীর দিকে।

'ব্যাপার কী?' জানতে চাইল ক্লিন্ট।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, যেন অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য কোন প্রশ্ন করেছে ক্লিন্ট, কেউ বুঝতে পারছে না বা তার উত্তর জানে না। শেষে, অন্যদের ছাড়িয়ে এগিয়ে এল পেপ ডোলান। 'দেখো, কেমন শান্ত ও? মাথাটা বরফের মত ঠাণ্ডা, কোন অবস্থাতে গরম হয় না, এমনকী কাউকে খুন করার সময়ও। খুনোখুনি ওর জন্য নতুন কিছু নয়, স্রেফ ডাল-ভাত!'

ডোলানের সংক্ষিপ্ত লেকচারে পাসির সদস্যদের ঘোর বা প্রচ্ছন্ন যে ঢিলেমি ছিল, তাও উধাও হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করল ওরা, কেউ কেউ তর্ক করল। শেষে একজন চেঁচিয়ে জানতে চাইল: 'দড়ি আনোনি কেউ? চলো, কাজ শেষ করে ফেলি! শেষে কী থেকে কী হয়ে যায়!'

সেথ মার্টিন মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মুখে। তার দিকে মনোযোগ দিল ক্লিন্ট। 'তুমি যেহেতু এসবের মধ্যে আছ, বলো তো কী হচ্ছে?'

'আমি বলছি!' বলে উঠল ডোলান, মুখ-চোখ কঠিন হয়ে গেছে। 'এখানেই তোমার জারিজুরি শেষ, হেডেন! আর কাউকে কখনও খুন করতে পারবে না। আমার ভাইকে ড্রাই-গাল্‌শ করেছ,

নিজের চোখে আমি তোমাকে মার্শাল আর ডেপুটিকে খুন করতে দেখেছি! শুধু এই নয়, তোমার মত লোকের অতীত যে পরিষ্কার নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা জীবনে নিশ্চয়ই এদের মত বহু লাশ পেছনে ফেলে এসেছ।'

'হ্যাঁ, তোমার সামনে মন্টিকে খুন করেছি, তবে সেটা ফেয়ার ফাইট ছিল,' ব্যাখ্যা করল ক্লিন্ট। 'আমার আগে ওই ড্র করেছিল। তুমিও ভাল করে জানো সেটা, কারণ তুমিও সেখানে ছিলে এবং দুই ভাই একইসঙ্গে ড্র করেছ। উপরন্তু আরও একজন যোগ দিয়েছিল তোমাদের সঙ্গে। একটা গুলি আমার চাঁদিতেও লাগাতে পেরেছ। যাক্‌গে, সাফাই গাওয়ার মত কেউ নেই আমার পক্ষে, তাই ওই প্রসঙ্গ বাদ।

'কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মার্শাল বা ডেপুটিকে খুন হতে দেখেছ তুমি। তবে খুনটা আমি করিনি। বলতে পারবে না যে ওদের খুনী আমি।'

'দেখিনি!?' চেঁচিয়ে উঠল পেপ ডোলান। 'বলে কী! ওখানে যে আমি ছিলাম, তোমার অবশ্য জানার কথা নয়। আমাকে দেখতে পাওনি, কিন্তু আমি তোমাকে ঠিকই দেখেছি। গাছের আড়ালে ছিলাম। প্রথমে গার্নারকে গুলি করলে, তারপর ঘুরেই মার্শালকে দুটো গুলি করেছ।'

'তুমি একটা মিথ্যুক, ডোলান!' শান্ত, অনুত্তেজিত স্বরে বলল ক্লিন্ট। 'আসল ঘটনা আমার কাছ থেকে শুনে নাও। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গরুর পালে স্ট্যাম্পিড করেছ তোমরা। যেমন পরিকল্পনা করেছ, বাস্তবে তেমন হয়নি ফলাফল, কারণ তোমরা যেখানে আশা করেছ আমরা ক্যানিয়নের আরও ভিতরে চলে গিয়েছিলাম আর শুধু পালের গরু নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম না সবাই, বরং পাহারাও রেখেছিলাম। সময়েও গড়বড় হয়ে গিয়েছিল তোমাদের।

'তবে গরুর পাল ক্যাম্প থেকে চলে গেল। জানি না ক'জন লোক খুরের তলায় পিষ্ট হয়েছে বা কয়টা গরু ক্লিফ থেকে পড়ে

জান খুইয়েছে, কিন্তু সব নিশ্চয়ই খোয়া যায়নি। কিছু গরু ঠিকই রেলরোড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তো, আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেল—জর্জ বার্গেসের দুর্গের এক দেয়াল ধসিয়ে দেওয়া গেছে। এখন র‍্যাঞ্চাররা জেনে গেছে বার্গেসও দুর্বল হতে পারে, তাকে পাল্টা আঘাত করা যায়, এবং সর্বোপরি ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের জমি থেকে উৎখাত করতে পারবে না সে।

'তো, ডোলান, তুমি ঠিক করলে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটুক। আমাকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিতে পারলে সব ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে। র‍্যাঞ্চাররা আবার ছন্নছাড়া হয়ে যাবে তা হলে। ঠিক সময়ে আমাকে গ্রেফতার করতে হাজির হলো মার্শাল। তোমার পোয়াবারো হয়ে গেল। আমাদের আগে আগে এসে মিঙ্ক ট্রেইলের কাছে বনে ঘাপটি মেরে থাকলে, অনুমান করেছ সেখানে থামব আমরা, কারণ কয়েক মাইলের মধ্যে থামার মত জায়গা আর নেই। সবাই ওখানেই থামে।

'তারপর অ্যাম্বুশ করলে,' দৃষ্টি চালিয়ে পাসির সদস্যদের দেখে নিল ক্লিন্ট, অনর্গল বলে যাচ্ছে। এরা এখন নীরব শ্রোতা হয়ে গেছে। মনে যাই চলুক, অন্তত ওর কথাগুলো শুনছে। ক্লিন্টও তাই চায়। শুনুক। যত শুনবে ততই মাথা ঠাণ্ডা হবে, স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ফিরে পাবে। 'তোমার সঙ্গে আরও একজন ছিল, কে সেটা তুমি ভাল জানো। মিথ্যে বলে তো পায়ের ছাপ লুকানো যায় না! জায়গাটায় গিয়ে কেউ তালাশ করলে অ্যাম্বুশের সমস্ত চিহ্ন দেখতে পাবে।

'তো, প্রথম চোটে ফেলে দিলে ডেপুটি গার্নারকে। বেচারার দুর্ভাগ্য, তোমার গুলি লক্ষ্য থেকে সামান্য সরে গিয়ে ওর গায়ে লেগেছে, অথচ টার্গেট আমি ছিলাম। যাক্‌গে, পরের চেষ্টায় আহত হলো মার্শাল, এবারও দুর্ঘটনাক্রমে। তখনই তোমার মাথায় ঢুকল যে ভুলটাকে চমৎকারভাবে শুধরে নেওয়া যায়, সমস্ত দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া খুবই সহজ…'

'মিছে কথা!' চিৎকার করল পেপ ডোলান। 'দুই ল-ম্যানকে খুন করেছ তুমি। তার আগে আমার ভাইকে মেরেছ! এর মূল্য তোমার পরিশোধ করতে...'

'উঁহুঁ, ডোলান, এখানে তুমি মিথ্যুক। নিজের অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা করছ, একইসঙ্গে আমাকে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছ। তাতে প্রতিশোধ নেওয়া হবে আবার আপদও বিদায় করা হবে। নিশ্চয়ই শহরে গিয়ে আবোল-তাবোল বলে পাসি গঠন করেছ, এদের উস্কে দিয়ে নিয়ে এসেছ পরিকল্পনার শেষটুকু সফল করতে? ভেবেছ এত কথা বলার ঝামেলায় যাবে না লোকজন, ধরা মাত্র আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে। তাই না?'

'কিন্তু তোমার কথাও মিথ্যে হতে পারে,' বলল মার্টিন। 'আমার তো মনে হয় কিছুটা যাচাই-বাছাই করা দরকার।'

'বেশ তো,' সায় জানাল ক্লিন্ট। 'কষ্ট করে মিঙ্ক ট্রেইল পর্যন্ত যেতে হবে না তোমাদের। তার আগেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমি না ডোলান মিথ্যুক। মার্শাল, এবার চেহারা দেখাও তো।'

মারিয়ার সাহায্য নিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জেস বার্নারি। তাকে দেখে বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করল কেউ, নিচু স্বরে বিড়বিড় করল।

'খোদা, এ যে দেখছি মার্শাল বার্নারি!' সবিস্ময়ে বলল সেথ মার্টিন।

'এবং মরেও যাইনি,' বলল মার্শাল। 'যদিও ডোলান চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ডেপুটি স্লিম গার্নারকে খুনের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করছি, মিস্টার,' ডোলানকে বলল সে। 'তোমার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটা অভিযোগ আনা যেতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা গলায় একটা ফাঁস পরানোর জন্য এটাই যথেষ্ট।'

'মাথা খারাপ!' রাগে কুৎসিত হয়ে গেল ডোলানের মুখ, পলকে হোলস্টারে ছোবল মারল। 'কার বুকের পাটা আছে আমাকে গ্রেফতার...'

অসহায় মার্শালের বিরুদ্ধে এমন কিছু করতে পারে ডোলান, আশঙ্কা করছিল ক্লিন্ট। চোখের পলকে সক্রিয় হলো। ভোজবাজির মত ভয়াল শটগানটা নেমে গেল কোমরের কাছে, মাযল সামান্য উঁচু হলো, একইসঙ্গে ট্রিগার টেনে দিল ক্লিন্ট। পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে, কেউ ঠিকমত বুঝেও উঠতে পারেনি। অনায়াস, সাবলীল ও নিপুণ ক্ষিপ্রতায়।

এত ভারী একটা অস্ত্র এমন সহজাত দক্ষতার সঙ্গে চালানো সত্যি বিস্ময়কর। এতদিন শটগানার হিসাবে ক্লিন্ট হেডেনের গল্প শুনে এসেছে এরা, আর এখন চাক্ষুষ করার সুযোগ হলো। তবে কী থেকে কী হলো—পুরো ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত অনুসরণ করা সম্ভব হলো না কারও পক্ষে। কিন্তু ফলাফল—অর্থাৎ শোডাউনে পেপ ডোলানের পরাজয় ঠিকই দেখতে পেল।

ডোলান আগে অ্যাকশনে গেছে বটে, কিন্তু হ্যামার টানার আগেই বেরিয়ে গেছে ক্লিন্টের শটগানের গোলা। সাবেক মার্শাল যখন ট্রিগার টানল, একই মুহূর্তে বিশ গজ দূরত্ব পেরিয়ে ভারী সীসা বিদ্ধ হলো তার পাঁজরে। দুটো হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে, হৃৎপিণ্ডকে পাশ কাটিয়ে ফুসফুস বিদীর্ণ করল।

গুলির ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ডোলান। হাত থেকে খসে গেছে পিস্তল। অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। অজান্তে দু'হাতে বুক চেপে ধরল সে। গলগল করে রক্ত ঝরছে। বুকে প্রমাণ সাইজের একটা গর্ত তৈরি হয়ে গেছে, প্রাপ্ত বয়স্ক একজন লোকের মুঠি ঢুকে যাবে অনায়াসে। মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে গেল গর্তটা।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে পাসির বেশিরভাগ সদস্য। কারও মুখে কথা সরছে না, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্লিন্ট বা পেপ ডোলানের দিকে।

শটগান নামায়নি ক্লিন্ট, এখনও তাক করে রেখেছে। সেথ মার্টিন আর তার সঙ্গীদের দিকে সরু চোখে তাকাল ও। বিশেষ

করে বেন ক্রাকফ আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে, যেহেতু লোকটা জর্জ বার্গেসের ডান হাত।

গানপাউডারের ঝাঁঝ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মার্শাল জেস বার্নারির কণ্ঠ ভেসে এল। 'হয়েছে, সবকিছুর সমাপ্তি হয়ে গেল এখানে,' নির্দেশের সুরে বলল সে। 'প্রত্যেকে অস্ত্র তুলে রাখো। তুমিও, ক্লিন্ট।'

স্থির কয়েকটা মুহূর্ত চলে গেল।

পাসির অপেক্ষায় আছে ক্লিন্ট, খেয়াল করেছে উত্তেজনা আর শোডাউনের ফাঁকে কারও কারও হাত চলে গেছে পিস্তলের বাঁটে। সবক'জন নিরস্ত হওয়ার পর শটগান নামিয়ে রাখল ও।

দূরাগত খুরের শব্দ শোনা গেল, ক্রমে কাছিয়ে আসছে। পুব দিক থেকে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে অশ্বারোহীদের একটা দল। মারিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে, ক্লান্ত পদক্ষেপে ডোলানের পাশে চলে গেল মার্শাল বার্নারি। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল সাবেক মার্শালের শিয়রে।

'খুব বেশি সময় নেই তোমার, ডোলান। ক্লিন্ট মিথ্যে বলেনি জানি আমি। তবে হুয়ান মোরালেসের খুনীর পরিচয় জানি না। তুমি হয়তো এ সম্পর্কে কিছু জেনে থাকবে। কাজটা যদি তুমি করে থাকো, বলার আর সময় পাবে না। বলে ফেলো, এতে এমন কোন ক্ষতি হবে না তোমার।'

নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে ডোলানের চাহনি। অস্থির দৃষ্টি চালিয়ে চারপাশ একবার দেখে নিল। সামান্য মাথা নেড়ে, কষ্টকৃত কণ্ঠে বলল: 'আমি নই,' বারবার থমকে গেল সে, কিন্তু অনেক চেষ্টার পর কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারল। 'মণ্টি...'

'কেউ নির্দেশ দিয়েছিল নিশ্চয়ই? নিজ থেকে মোরালেসকে ওর খুন করার কথা নয়।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সাবেক মার্শাল। কিছু বলতে গিয়েও কী মনে করে নিবৃত্ত হলো। মাথা নাড়ল শেষে। বলবে

না। বেঈমানি করবে না বার্গেসের সঙ্গে। এমনকী নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মুখ খুলল না লোকটা। নুন খাওয়ার কৃতজ্ঞতা বোধহয়।

মৃত্যুর আগে শেষ সম্মানটুকু বিসর্জন দেয়নি পেপ ডোলান।

চব্বিশ

মণ্টি ডোলান তা হলে হুয়ান মোরালেসের খুনী!

সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে থাকা সিলভার ফ্ল্যাট রেঞ্জের দিকে চলে গেল ক্লিন্টের দৃষ্টি। অদ্ভুত! ঘুণাক্ষরেও মণ্টি ডোলানের কথা ভাবেনি ও। অথচ প্রথম থেকে, বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল ওর মনে যে মোরালেসের খুনী আর কেউ নয়–রেমন হার্নান্দেজ। কিন্তু ভুল করেছে ও। শুধু সন্দেহভাজন হিসাবে ভাবলে এক কথা ছিল, সেটা যে কেউ ভাবতে পারে, তবে ওর অনুমান এরচেয়ে ঢের গভীর ছিল। প্রায় একপেশে বলা চলে।

এমন ভুল করা ঠিক হয়নি।

পরিচিত মানুষ সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা বা অনুমান করতে অভ্যস্ত সবাই। পশ্চিমে টিকে থাকার অপরিহার্য শর্ত এটা। কার সামর্থ্য বা মুরোদ কতটা, কার পক্ষে নীচ বা বেপরোয়া হওয়া সম্ভব, কে বেঈমানি করতে পারে বা প্রতিশ্রুতির মূল্যায়ন করে না, কে বিপদে অটল থাকতে পারে, সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে প্রতিকূল পরিস্থিতি, সত্যিকার অর্থে বন্ধু কে–অর্থাৎ বিপদে কাকে পাশে পাওয়া যাবে...অন্যদের সম্পর্কে এমন অসংখ্য জ্ঞান বা ধারণা স্রেফ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণ বা উপলব্ধি থেকে হয়। সবসময় যে তা সত্যি বা বাস্তবে দেখা দেয়, তা নয়; বরং ভুলও হতে পারে, যেহেতু পুরো বিষয়টা আপেক্ষিক এবং নিজস্ব

দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর। কিন্তু সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষের এমন ভুল সাজে না।

একই ভুল ক্লিন্ট করেছে পল এস্তেবান সম্পর্কে। আর সেথ মার্টিন এবং স্যাডলরকের বেশিরভাগ মানুষ শুরু থেকে ওকে খুনী ও অনাহূত ভেবে এসেছে। ভুলের খেসারত দিয়ে এসেছে ওরা এ ক'দিন। ভাগ্যিস, চরম মূল্য দিতে হয়নি।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে সেলুন মালিকের দিকে তাকাল ক্লিন্ট, জানতে ইচ্ছুক ভুলের পর কেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সাবেক বন্ধুর।

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখছে মার্টিন।

'একেবারে শুরু থেকে তোমাকে ভুল বুঝেছি, ক্লিন্ট,' শেষে বলল সে। 'নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি আমার ভুল ছিল। সেটা যদি উদার দৃষ্টিতে দেখতে এবং আমার সঙ্গে হাত মেলাতে তোমার আপত্তি না থাকে, তা হলে এই বেকুব বন্ধু লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যায়!'

অন্যদের ছাড়িয়ে মারিয়ার দিকে চলে গেল ক্লিন্টের দৃষ্টি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। সেও আগ্রহী দৃষ্টিতে দেখছে ক্লিন্টকে, পুরুষ্টু ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

কী করবে—নীরব চাহনিতে জানতে চাইল ক্লিন্ট, এবং উত্তরটা পেয়ে গেল মেয়েটির চোখে—অতীত গত হয়ে যাক। নতুনভাবে শুরু হোক সবকিছু।

আগ বাড়িয়ে মার্টিনের হাত চেপে ধরল ক্লিন্ট, তারপর দুই বন্ধু আলিঙ্গন করল। ক্লিন্ট অবাক হয়ে উপলব্ধি করল বুকে উষ্ণ প্রস্রবণ বইছে ওর, গলায় কী যেন দলা পাকিয়ে উঠছে। হ্যাঁ, এই মানুষগুলোর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কের আশায় ফিরে এসেছিল, যারা একসময় ছিল ওর ছেলেবেলার অন্তরঙ্গ বন্ধু; স্বপ্ন দেখেছিল ছোট্ট এক টুকরো জমিতে নতুন ভাবে জীবন শুরু করবে।

'সবার ক্ষেত্রে অমন হয়,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে।'

পুব দিক থেকে আসা ঘোড়সওয়াররা কাছে চলে এসেছে। ধুলো উড়িয়ে থামল ওরা। ঝটপট স্যাডল ছাড়ল। দ্রুত পায়ে ক্লিন্টের দিকে এগিয়ে এল কয়েকজন। জিমি গিবস, রুডলফো ফিয়েরো, পল এস্তেবান, রেমন হার্নান্দেজ; আর সবার আগে জো মেয়ার।

'কী হয়েছে এখানে?' জানতে চাইল মেয়ার। দূর থেকে গুলির শব্দ শুনে তুফান বেগে ছুটে এসেছে। চারপাশে তাকাতে একটু দূরে পড়ে থাকা পেপ ডোলানের লাশটা দেখতে পেল সে। 'মনে হচ্ছে ডোলানদের উপর গজব পড়েছে!'

সবিস্তারে বর্ণনা করল সেথ মার্টিন।

'আমার কাছে সুখবর আছে একটা, ক্লিন্ট,' মার্টিনের গালগল্প শেষ হওয়ার পর বলল র‍্যাঞ্চার। 'পাল নিয়ে রেলরোড পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি আমরা। বার্গেসের লোকজন ক্যানিয়ন থেকে বেরোনোর পরপর আবার হামলা করেছিল, কিন্তু তোমার পরামর্শ মত সতর্ক থাকায় সুবিধা করতে পারেনি ওরা। গরু বিক্রি করে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। এতক্ষণে বোধহয় রেল-কারে সব গরু লোডও করে ফেলেছে সেনাবাহিনী।'

'দারুণ!' বলল ক্লিন্ট। 'স্ট্যাম্পিডে কারও ক্ষতি হয়নি তো?'

'দু'জন আহত হয়েছে। ওদের আঘাত গুরুতর হলেও সেরে উঠবে। ওই দু'জন সহ মেডেরো ডায়াজ চাক ওয়্যাগনে আছে।'

'কয়টা গরু খোয়া গিয়েছিল?'

'সঠিক জানি না, প্রায় সাড়ে তিনশো। রেলরোডে পৌঁছানোর ব্যাপারে তাড়া থাকায় গণনার ঝামেলায় যাইনি। মনে হচ্ছিল যত দ্রুত সম্ভব সব গরু নিয়ে পৌঁছতে হবে। এখন আমরা নিশ্চিন্ত, হাতে নগদ টাকা চলে এসেছে।'

রেমন হার্নান্দেজের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'সত্যিকার বন্ধু কে এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে তোমার? আরও প্রমাণ লাগবে? কিংবা অ্যাংলোদের সম্পর্কে তোমার সন্দেহ বা অবিশ্বাস এখনও আছে?'

লজ্জিত মুখে মাথা নাড়ল হার্নান্দেজ। 'তোমার ব্যাপারে সত্যি বড় ভুল করে ফেলেছি, ক্লিন্ট। আমার বাড়াবাড়ির কারণেই আইন তোমার পিছু নিয়েছিল, মার্শাল একরকম ধরে নিয়েছিল তুমি খুন করেছ হুয়ান মোরালেসকে। আমি সত্যি দুঃখিত। কথা দিচ্ছি অমন ভুল আর হবে না। আমার কথারও নড়চড় হবে না।'

'বেশ। খুশি হলাম।' হার্নান্দেজের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল ক্লিন্ট। শেকহ্যাণ্ডের পর আলিঙ্গন করল ওরা। শেষে, সবার দিকে ফিরল ও। 'জর্জ বার্গেসকে কিছু সবক দেওয়ার সময় হয়েছে। তাকে দেখাতে হবে তোমরা সবাই একাট্টা আছ এবং থাকবে যে-কোন পরিস্থিতিতে। চাইলেই কাউকে অবৈধভাবে বা ছল-চাতুরি করে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না সে।

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে: এখন থেকে টেণ্ট রক ক্যানিয়নের ট্রেইল সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বার্গেস সেটা বন্ধ করতে পারবে না। ন্যায্য হারে খাজনা দিয়ে যে-কেউ গরু নিয়ে যেতে পারবে। বেসিনে শান্তিতে থাকতে হলে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যেমন সম্মান দেখাতে হবে, তেমনি অন্যের সুযোগ-সুবিধাও বিবেচনা করতে হবে। শুধু এই শর্তে আমরা তার অতীতের সব অপকর্ম ক্ষমার চোখে দেখতে পারি। কী বলো তোমরা?'

সমস্বরে সায় জানাল সবাই। শুধু বেন ক্রাকফ চুপ করে আছে।

'তোমার কিছু বলার আছে?' আকে জিজ্ঞেস করল ক্লিন্ট।

মাথা নাড়ল সে।

'হ্যাঁ, যা বলার বস্-কে গিয়ে বোলো। কোনভাবেই সিলভার ফ্ল্যাটে অন্যের জমি গ্রাস করা চলবে না।'

'কিন্তু ক্লিন্ট,' বাধ সাধল মার্টিন। 'অত সহজে কেন ছেড়ে দিচ্ছ লোকটাকে? গত দেড় বছরে বহু কুকর্ম করেছে সে, হয়তো তার কোন কিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু করেছে এ তো সত্যি? চাইলে ওকে ফাঁসিয়ে দেওয়া সম্ভব। তোমাদের ড্রাইভ

আটকাতে কম চেষ্টা করেনি সে।

'তা ছাড়া, ভাড়াটে গানম্যানদের মাধ্যমে বেশ কয়েকটা খুনও করিয়েছে সে। কিছু ভালমানুষ হারিয়ে গেছে, কয়েকটা পরিবার সর্বস্ব খুইয়েছে। প্রমাণ করা যাবে না হয়তো, কিন্তু এমন চরম অন্যায়ের পরও এখানে বার্গেসের উপস্থিতি আমরা মেনে নিতে পারি না। অন্তত আমার আপত্তি আছে।

'হুয়ান মোরালেসের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। নিতান্ত নিরীহ, সৎ এবং অমায়িক লোক ছিল সে। পুরো বেসিনে ওর সঙ্গে কারও শত্রুতা দূরে থাক, সামান্য মন কষাকষিও হয়নি কখনও। এমন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোকও পাওয়া যাবে না। আমার অনুমান স্রেফ বিরোধী পক্ষ যাতে একাট্টা হতে না-পারে সেই উদ্দেশে মোরালেসকে সরিয়ে দিয়েছিল খুনী।

'শুধু এই একটা কারণেও জর্জ বার্গেসের বিচার হওয়া উচিত। হুয়ান মোরালেসের মৃত্যু ক্ষমা করা যায় না, তা হলে মহান একজন মানুষের আত্মাকে অসম্মান করা হবে।

'মণ্টি বা পেপ ডোলান স্রেফ হুকুমের দাস। ব্যক্তিগত কারণে মোরালেসকে খুন করার কারণ ছিল না মণ্টির। নিশ্চয়ই বার্গেসের নির্দেশে খুনটা করেছে সে। সবকিছু বিশ্লেষণ করলে কোম্পানি বা জর্জ বার্গেসের পক্ষে জোরাল মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাবে। চাইলে বার্গেসকে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করতে পারে মার্শাল, গ্রেফতারও করতে পারবে।

'আমি বার্গেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পক্ষে, কারণ ওর মত মানুষ চাপে পড়লে থাবা গুটিয়ে নেয় বটে, কিন্তু মওকা দেখলে মুহূর্তে ভোল পাল্টে ফেলে। এমন একজন বিপজ্জনক লোক বা ল্যাণ্ড কোম্পানি এখানে না-থাকলেই বরং শান্তি আসবে বেসিনে।

'রেঞ্জার অফিসে যদি অভিযোগ দায়ের করি আমরা, নিশ্চয়ই তদন্ত হবে এবং তাতে বার্গেসের অপরাধও প্রমাণিত হবে।

এখানে আইনের একমাত্র লোক মার্শাল, কিন্তু স্যাডলরকের বাইরে হাত-পা বাঁধা বলে কিছু করার নেই ওর। কাউণ্টি শেরিফের অফিস দেড়শো মাইল দূরে। স্বভাবতই প্রয়োজন হলেও তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। এমন অচলাবস্থার নিরসন হওয়া উচিত। কাউণ্টিতে দরখাস্ত করে এখানে একজন ডেপুটি শেরিফের নিয়োগ চাইতে পারি আমরা। হয়তো বাস্তবায়ন হতে কয়েক বছর লাগবে, কিন্তু হওয়াটাই বড় ব্যাপার। পাঁচ বছর পরে হলেও সেটাও বিশাল প্রাপ্তি হবে।'

একটানা কথা বলায় হাঁপিয়ে উঠেছে মার্টিন, উত্তেজিতও হয়ে পড়েছে। লম্বা দম নিয়ে নীরব শ্রোতাদের দিকে মনোযোগ দিল সে, বোঝার চেষ্টা করল কার কী মনোভাব।

নীরব বিস্ময় নিয়ে তাকে দূর থেকে দেখছে ক্লিণ্ট। মানুষটার মধ্যে তেজ আছে, ভাবছে ও, নেতৃত্বের সহজাত গুণেরও ঘাটতি নেই। হয়তো সেথ মার্টিনই হতে পারে হুয়ান মোরালেসের যোগ্য বিকল্প। দরকার শুধু খানিকটা উদারতা, সুস্থির বিবেচনাবোধ আর ধৈর্য।

'আরও এক ব্যাপারে বোঝাপড়া হওয়া দরকার,' হঠাৎ বলল জিমি গিবস। 'ড্রাইভে থাকার সময় এ-নিয়ে অনেক ভেবেছি। গত রাতে হঠাৎ মজার একটা জিনিস মাথায় এল। ড্রাইভে বেশ কিছু লোক ছিলাম আমরা—অ্যাংলো, মেক্সিকান বা স্পেনিয়ার্ড হিসাবে নিজেকে ভাবেনি কেউ। উদ্দেশ্য পূরণের স্বার্থে সব বিভেদ ভুলে গিয়েছিলাম সবাই। মাথায় একটাই চিন্তা ছিল: কাজটা শেষ করতে হবে।

'কথা গুছিয়ে বলতে পারি না আমি, তবে এও ঠিক সত্যি কথা বলতে বাড়তি কিছুও লাগে না। সত্য নিজেই যথেষ্ট। সবে একটা যুদ্ধ লড়েছি আমরা, উদ্দেশ্য ছিল দেশ বিভাজন ঠেকানো এবং প্রমাণ করা যে আমরা সবাই আমেরিকান। বর্ণ, জাত বা শ্রেণীর কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই এক। আমার মনে হয় সিলভার

ফ্ল্যাটেও তাই হওয়া উচিত।

'মেক্সিকান, স্পেনিয়ার্ড বা গ্রিংগো—সব সর্বনাম ভুলে যাওয়ার সময় হলো বোধহয়। এখন থেকে সবার একটাই পরিচয়—আদি ও অকৃত্রিম—আমেরিকান!'

বুড়ো পাঞ্চারের কথা শেষ হওয়ার পরপরই অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। সাধারণ একজন মানুষের পক্ষ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আহ্বান জানানো হয়েছে। নতুন উপলব্ধির সূচনা হয়েছে। হয়তো নতুন যুগের শুরু হবে সিলভার ফ্ল্যাটে—বৈষম্যহীন, ভ্রাতৃত্ববোধ আর পারস্পরিক সহযোগিতার অনুপম ধারা নিয়ে।

চমৎকৃত সবাই। এভাবে কেউ ভেবে দেখেনি বটে, কিন্তু এটাই সবার মনের কথা, মনের নিভৃতে লুকিয়ে ছিল; অপ্রকাশে শুধু দূরত্বই তৈরি হয়েছে সবার মাঝে। আজ এটা সময়ের দাবি, যার ফলাফল অভূতপূর্ব সাম্যতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সেথ মার্টিন। শেষে বলল: 'জিমি, গত কয়েক বছরে এত চমৎকার কথা আমি শুনিনি! আমি পুরোপুরি একমত। যত তাড়াতাড়ি [illegible] নিজেদের দস্তুর মত আমেরিকান ভাবতে পারব, তত তাড়াতাড়ি সিলভার ফ্ল্যাটে শান্তি আসবে।'

বিড়বিড় করে বিস্ময় প্রকাশ করল কেউ কেউ, তবে সবই অনুমোদনের। দ্রুত পায়ে জিমি গিবসের সামনে চলে গেল রেমন হার্নান্দেজ, হাত বাড়িয়ে দিল। 'ঠিকই বলেছ, বন্ধু, সত্য প্রকাশে বাড়তি কিছু লাগে না। সত্য নিজেই যথেষ্ট। এখন থেকে আমরা সবাই এক, একটাই পরিচয়—আমরা আমেরিকান।'

'শুনে গর্ব হচ্ছে আমার!' অস্বাভাবিক নিচু স্বরে বলল জিমি গিবস, আবেগে কণ্ঠ কেঁপে গেছে। 'অকপটে স্বীকার করছি, বহু জায়গায় ঘুরেছি জীবনে, কাজ করেছি, কিন্তু এই ড্রাইভে ডায়াজ, রুডলফো আর অন্যদের সঙ্গে কাজ করে এত আনন্দ পাইনি কোথাও! এরা প্রত্যেকে চমৎকার মানুষ।'

‘তোমার বা অন্যদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে,’ যোগ করল রুডলফো ফিয়েরো, সবক’টা দাঁত বের করে হাসছে। এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে এত খুশি হতে আর দেখা যায়নি কখনও। ‘হ্যাঁ, সবকিছুর পরও একজনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না-করলেই নয়। ক্লিণ্ট হেডেন। ও না থাকলে এতদিনে হয়তো সর্বস্ব খুইয়ে বসতাম আমরা। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে মানুষটা আমাদের সঙ্গে থাকবে না আর। দু’দিন আগের রাতে ক্যাম্পে আমাকে তাই তো বলেছ, *সেনর* শটগানার? এখান থেকেই চলে যাবে নিজের পথে।’

শ্রাগ করল ক্লিণ্ট। ‘আসলে…আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে এখানে। জর্জ বার্গেস বা ওরকম যে-কাউকে এখন সামাল দিতে পারবে তোমরা। আমাকে আর দরকার হবে না।’

‘আমাদের হৃদয়ে আজীবন থাকবে তুমি,’ বলল জো মেয়ার। ‘চাইলে চোখের সামনেও থাকতে পারো। যদ্দূর মনে পড়ছে, দেড় বছর আগে এখানে স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছে ছিল তোমার। আমরা জোর করব না, তবে অনুরোধ করব। ফোরম্যান হিসাবে তোমাকে চাকুরির প্রস্তাব দিতাম, কিন্তু শুনেছি ফ্লাশ ট্রিমেন তোমার ব্যাপারে আগে থেকে ভেবে রেখেছে। র‍্যাঞ্চ দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব তোমার উপর ছেড়ে দেবে ও। আমার ইচ্ছেটা অপূর্ণ থেকে গেল!’

‘ডেপুটির পদ খালি পড়ে আছে,’ বলল মার্শাল বার্নারি। ‘সত্যি কথা হচ্ছে, শিগ্‌গিরই কেউ যদি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে না-যায়, তা হলে মার্শালের পদও খালি হয়ে যাবে!’

হেসে উঠল সবাই।

‘হেনরি, পেপ ডোলানের ঘোড়াটা এখানে নিয়ে এসো তো,’ টার্বেলকে অনুরোধ করল সেথ মার্টিন। ‘মার্শালকে তুলে নাও। আর আমাদের মধ্যে কেউ লাশটা প্যাক করে নাও।’

সেথ মার্টিনের কথা ঠিকমত কানে যায়নি ক্লিণ্টের, সবাইকে ছাড়িয়ে মারিয়ার দিকে চলে গেছে দৃষ্টি। সহাস্যে এখনও ওর

দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। সেই মিটিমিটি হাসি। তবে চোখে প্রতিশ্রুতি, আহ্বান এবং অনুরোধ–সবই রয়েছে!

ফিয়েরো, মেয়ার আর অন্যদের দিকে মনোযোগ দিল ও। অন্যমনস্ক সুরে বলল: ‘ভাবছি কয়েকটা দিন থাকব। মি. ট্রিমেনের সঙ্গে কথা বলে দেখি।’

স্বস্তি ফুটল মারিয়া রিভেরার চোখে। দূর থেকে ক্লিণ্টের দিকে তাকাল ও। পরিচয়ের শুরুটা অদ্ভুত হয়েছে ওদের–তিক্ত ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে–কিন্তু এখন তাকে ঠিকই বুঝতে পারছে ও। তিক্ত সময়টা পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ এসে গেছে ওর!

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ আছিফুর রহমান
জয়পাড়া কলেজ, দোহার, ঢাকা-১৩২১। মোবা: ০১৯১৩-০০৬১১১

এতদিন ওয়েস্টার্ন বইতে বিল হিকক-এর গল্প শুনেছি। কিন্তু নঈমদার 'বিল হিকক' বইতে গল্পের সেই বিল হিকককে পেয়ে খুব ভাল লেগেছে। ওয়েস্টার্ন বই-এর মধ্যে কিংবদন্তী বিল হিকক-এর কথা বহু শুনেছি। এতদিন মনে মনে বিল হিকককে নিয়ে সম্পূর্ণ একটা বই চেয়েছি। নঈমদা মনে হয় পাঠকের চাহিদা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কিংবদন্তীর বিল হিকককে নিয়ে আস্ত একটা বই উপহার দিয়ে পাঠককে দিয়েছেন অনাবিল আনন্দ। এবার নঈমদার কাছে একটা অনুরোধ। কিংবদন্তীর বিল হিকককে নিয়ে বই তো বের করলেন, আরেক কিংবদন্তী বিলি দ্য কিডকে নিয়ে বই বের করবেন না? আমার মত আরও অনেক পাঠক হয়তো তাই চাচ্ছেন। নঈমদা, প্লিজ, না করবেন না; অনুরোধটা রাখবেন। আর কাজীদা, কাজী মায়মুর হোসেন এখন কোথায়? তিনি কি ঘুমাচ্ছেন? প্লিজ, তাকে ঘুম থেকে ওঠান। ঘুম থেকে উঠিয়ে ওয়েস্টার্ন লিখতে বলুন। তা না হলে রক বেননের মত কোমরে জোড়া পিস্তল নিয়ে তাকে খুঁজতে বের হব, বলে দিলাম কিন্তু।

❋আপনার অনুরোধ পৌঁছে দিলাম নঈমদা'র কাছে। সম্ভব হলে তিনি এ অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন। ...গত দুটি বছর কাজী মায়মুর হোসেন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, এখন সেরে উঠছেন ধীরে ধীরে। আপনি তাকে খুঁজছেন জেনে এবার হয়তো সিক্সগানটা নিয়ে বিছানা ছাড়বেন।

আবদুল্লাহ আল হারুন, মোবা: ০১৭১৮-১০৯৯১৭
প্রযত্নে: উদয়ন লাইব্রেরি, সদর রোড, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।

প্রথমেই নতুন ওয়েস্টার্ন বই 'বিল হিকক'-এর জন্য ডাক্তার সাহেবকে (নঈম ভাই) অসংখ্য ধন্যবাদ। পাঠকদের চাপাচাপিতে অনেকদিন পর বইটি লিখে আবার হারিয়ে যাবেন নাকি নিয়মিত লিখবেন, তার জবাব চাই। সেবা'র বইয়ের মধ্যে ওয়েস্টার্ন বই পড়ে অন্য রকম মজা পাই। একলাফে চলে যাই দেড়শো বছর আগে, যখন প্রতিটি মানুষ ছিল আত্মনির্ভরশীল, সংগ্রামী। রুক্ষ, বৈরী পরিবেশে বেঁচে থাকার লড়াই, জীবনকে নতুন করে সাজাবার স্বপ্ন—এসব আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। মনে মনে ভাবি, সে সময়ে জন্মগ্রহণ করলে জীবনটাকে প্রাণ ভরে উপভোগ করতাম। পিস্তল, ক্যানিয়ন, ট্রেইল, ডুয়েল, বার—এসবই হত আমার ধ্যান ও জ্ঞান।

❋সত্যিই, দারুণ! ঘোড়া, বাথান, মরুভূমি, পাহাড়, তুষার, ধুলো, মেসকিট, ঝর্না, স্ট্যামপিড, আর আমাদের নানী-দাদীর চেয়েও বয়সে অনেক-অনেক বড় তখনকার অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী, যাকে দেখলেই মনের ভিতর... তাই না?

শিমুল হাসান শিশির, মোবা: ০১৬৭১-০৯৫৯০৫
বোয়ালমারী অগ্রণী ব্যাংকের পাশে, পো: বোয়ালমারী। জেঃ ফরিদপুর।

গোলাম মাওলা নঈমের 'জট' পড়লাম। চমৎকার ভাষা শৈলী। এই ওয়েস্টার্নটির প্রতিটি পাতায় পাতায় টানটান উত্তেজনা। অপরূপ ওয়েস্টার্ন জট-এর জন্য লেখককে এই শীতে এক মগ গরম কফি পানের শুভেচ্ছা।

আমার ওয়েস্টার্ন-এর সবচেয়ে প্রিয় লেখক হচ্ছেন বেনন খ্যাত কাজী মায়মুর হোসেন। এঁর বই হাতে নিলেই ভাল লাগার সব কটি উপাদান আক্রমণ করে আমাকে। 'ত্রাতা'র পর অনেকদিন তো পার হলো মায়মুর ভাইয়ার খোঁজ নাই ক্যান?

গোলাম মাওলা নঈম ভাই এবং মাসুদ আনোয়ার ভাই নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে আমাদের ওয়েস্টার্ন পড়ার আকাঙ্ক্ষা মিটাচ্ছেন। নিয়মিত ওয়েস্টার্ন চাই। ওয়েস্টার্ন সিরিজের মধ্যে আমার প্রিয় দশটি বই হলো—১. আর কতদূর ২. দূরের পথ ৩. সঙ্কট ৪. জট ৫. লড়াই ৬. দাঙ্গা ৭: ভয়াল শটগান ৮. নীল নকশা ৯. বন্দুকবাজ ১০. শিকড়।

সবাইকে দুঃসহ গরমে বটের ছায়ায় শীতল হাওয়ার শুভেচ্ছা।

❋শীত-গরম সবই কাভার করে ফেলেছেন, কাজেই আপনাকে কীসের শুভেচ্ছা দিই? থাক, শুধুই শুভেচ্ছা দিলাম, যেমন খুশি তেমনি ভাবে নিন।

সুকর্ণ আহমেদ, মোবা: ০১৭৩৭-৩০৪২৬৫
রুম নং-৫১৪, সার এ.এফ. রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দিন যত যাচ্ছে ততই আমি বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলছি বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। 'আসামী', 'শাস্তি', 'আঁতাত', 'ছোবল', বইগুলো পড়ে ভেবেছিলাম, ওগুলোই গোলাম মাওলা নঈমের সেরা বই। কিন্তু আজ 'জট' পড়ে মনে হলো ওগুলো থেকে এটা আরও এক ধাপ এগিয়ে আছে। লেখকের তুঙ্গস্পর্শী লেখনীর কারণে রহস্যের জটিল জাল সৃষ্টি হয়েছে জটে।

টানটান রহস্যে ভরপুর ওয়েস্টার্ন জট-এর জন্য লেখককে গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ফুলের শুভেচ্ছা। উত্তপ্ত প্রচ্ছদের জন্য ধন্যবাদ রনবীর আহমেদ বিপ্লবকে।

সামান্য ত্রুটি: জটের-১০৩ পাতায় ২য় লাইনের প্রথমে ডীন মর্টনকে-এর বদলে ডীন ফস্টারকে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

❋আপনাকেও ধন্যবাদ।

দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা । অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল । দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয় । তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে ।
যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল । আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই । যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে । সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন ।
আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ । আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব । আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন । এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন ।
মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেষ্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা ।
বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে ।
এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন । আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন । আপনাদের জীবন বইয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম ।

মোবাইলঃ 8801734555541
8801920393900